১ম খণ্ড

আমীরে আহলে সুন্নাত এর
বয়ানসমগ্র

বুদ্ধ পূজারী

আশিকে আকবর

হযরত ওসমান গনী এর কারামত

হযরত আলী এর কারামত

অমূল্য রত্ন

অযু ও বিজ্ঞান

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

আমীরে আহলে সুন্নাত (دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ) এর বয়ানসমগ্র (১ম খন্ড)

যদি আপনি এ কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ পাঠ করে নেন, তবে اِنْ شَآءَ الله আপনার অসংখ্য আমলগত ভুল-ত্রুটি আপনা আপনি সামনে ভেসে উঠবে। জ্ঞানের ভান্ডারও সমৃদ্ধ হবে এবং জ্ঞান অর্জনের সাওয়াবও লাভ করবেন। اِنْ شَآءَ الله এ কিতাবে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর ১২টি রিসালা রয়েছে।

(১)	কালো গোলাম।	(১ পৃষ্ঠা - ২৯ পৃষ্ঠা)
(২)	বৃদ্ধ পূঁজারী।	(৩০ পৃষ্ঠা - ৫০ পৃষ্ঠা)
(৩)	আশিকে আকবর।	(৫১ পৃষ্ঠা - ১০৫ পৃষ্ঠা)
(৪)	ফারুকে আযম رضی اللہ عنہ এর কারামত।	(১০৬ পৃষ্ঠা - ১৪৬ পৃষ্ঠা)
(৫)	হযরত ওসমান গণী رضی اللہ عنہ এর কারামত।	(১৪৭ পৃষ্ঠা - ১৭৩ পৃষ্ঠা)
(৬)	হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর কারামত।	(১৭৪ পৃষ্ঠা - ২৫৬ পৃষ্ঠা)
(৭)	অমূল্য রত্ন।	(২৫৭ পৃষ্ঠা - ২৭৫ পৃষ্ঠা)
(৮)	অযু ও বিজ্ঞান।	(২৭৬ পৃষ্ঠা - ২৯৬ পৃষ্ঠা)
(৯)	জুলুমের পরিণতি।	(২৯৭ পৃষ্ঠা - ৩৩৩ পৃষ্ঠা)
(১০)	সামুদ্রিক গম্বুজ।	(৩৩৪ পৃষ্ঠা - ৩৬০ পৃষ্ঠা)
(১১)	মিষ্ট ভাষা।	(৩৬১ পৃষ্ঠা - ৩৯১ পৃষ্ঠা)
(১২)	চার ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।	(৩৯২ পৃষ্ঠা - ৪১০ পৃষ্ঠা)

কিতাবের নাম : **আমীরে আহলে সুন্নাত (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) এর বয়ানসমগ্র** (১ম খন্ড)

লিখক : শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা

হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস

আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ।

প্রকাশক : **মাকতাবাতুল মদীনা।**

প্রকাশকাল : ২০২০ ইংরেজি

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

(১) মাকতাবাতুল মদীনা, ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭।

(২) মাকতাবাতুল মদীনা, কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯।

(৩) মাকতাবাতুল মদীনা, ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬।

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।

www.dawateislami.net

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কালো গোলাম	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১
(১) কালো গোলাম	২
(২) আলোকময় চেহারা	৪
(৩) আপাদমস্তক নূরের ঝলক	৫
(৪) দেয়াল সমূহ আলোকিত হয়ে যেত	৫
(৫) হারানো সূঁই	৫
প্রিয় রাসূল ﷺ এর মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করা কেমন?	৬
(৬) স্মরণশক্তি দান করলেন	৮
সুন্নাতে ভরা বয়অন শুনতে থাকুন	৮
আমি গোমরাহী থেকে কিভাবে বেরিয়ে এলাম!	৯
(৭) অদৃশ্যের সংবাদ	১০
(৮) দানব আকৃতির উট	১২
(৯) বাঘ এসে গেল!	১৪
(১০) নিজের সম্মানিত পিতা-মাতাকে জীবিত করলেন	১৫
রাসূল ﷺ এর সম্মানিত পিতা-মাতা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন	১৫
যে মাছের পেটে ইউনুস عليه السلام ছিলেন সেটাও জান্নাতে যাবে	১৬
রাসূল ﷺ এর পিতা-মাতা জান্নাতী	১৬
(১১) মৃত ছাগল জীবিত হয়ে গেল	১৭
(১২) মৃত মাদানী মুন্না জীবিত হয়ে গেলে!	১৮
বেয়াদবকে জমিন গ্রহণ করেনি	২১
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইলম নিয়ে সমালোচনা করার মধ্যে ধ্বংস রয়েছে	২২
মুসাফাহা করার ১৪টি মাদানী ফুল	২৩
হুযুর ﷺ এর দিদার লাভ	২৬
আমি বিদেশী ফ্লিমের প্রতি বেশি আসক্ত ছিলাম	২৬
নেককারদের ভালবাসা কখন সাওয়াবের কাজ হয়!	২৮
আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসার ৮টি ফযীলত	২৮
বৃদ্ধ পূজারী	
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩০
পৃথিবীর করুণ অবস্থা	৩২
প্রিয় নবী ﷺ এর শুভাগমণ হয়ে গেল	৩২
হেরা গুহায় ইবাদত	৩৪
নবুওয়াত প্রকাশ	৩৪
প্রথম ওহী	৩৫
ইসলঅমের প্রতি আহ্বানের সূচনা	৩৬
মুসলমান হয়েই নেকীর দাওয়াতের সাড়া	৩৭
হায়! আমরাও যদি নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী হতে পারতাম	৩৭
এক হিরোইন সেবনকারী ভয়ানক কাহিনী	৩৮
কাফেরদের মাঝে এক চাঞ্চল্যকর অবস্থা সৃষ্টি হলো	৪১
ডান হাতে সূর্য..........	৪১
দুর্নাম করার ষড়যন্ত্র	৪২
হার্টের রোগ ভাল হয়ে গেল	৪৪
কাফেরদের ভিড়ের মধ্যে...	৪৫
চাদরের ফাঁদ	৪৬
উটের নাড়িভূঁড়ি	৪৭
নখ কাটার ৯টি মাদানী ফুল	৪৮
আশিকে আকবর	
দরূদ শরীফের ফযীলত প্রতিটি ফোঁটা হতে ফিরিশতা সৃষ্টি হয়	৫১
শৈশবের আশ্চর্যজনক ঘটনা	৫২
সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৫৩
সর্বপ্রথম কে ঈমান আনে?	৫৪
সর্বশ্রেষ্ঠ কে?	৫৪
আমি অপবাদ দেওয়ার শাস্তি দেব	৫৫
কালামে হাসান	৫৬
সম্পদ ও প্রাণ রাসূলুল্লাহর উপর কুরবান	৫৭
আপনার নামে জান কুরবান	৫৮
আল্লাহর রাস্তায় বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ	৬০
সাত জন গোলামকে আযাদ করে দেন	৬১
তিনটি পছন্দের বিষয়	৬২
তিনটি ইচ্ছাই পূর্ণ হলো	৬২
হায়! যদি আমাদের মাঝেও আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেত	৬৩
ভালবাসার দাবী	৬৩
গুহার সাথীর সম্পদ বিসর্জন	৬৪
কুরআনেও সিদ্দীকে আকবরের শান	৬৫
আ'লা হযরতের ব্যাখ্যা	৬৫
নূরানী মিম্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৬৬
নূরনী রাসূলের বন্ধু	৬৭
কামিল মুরীদ	৬৯
সিদ্দীকে আকবরের ইমামতি	৬৯
গুহায় সাপ	৭১
আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন	৭২
বাহ! মাকড়সার কি সৌভাগ্য!	৭৫
গুহার ঐ পাড়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল	৭৫
বিপদে নবীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা সাহাবীদের পদ্ধতি	৭৬
সিদ্দীকে আকবরের অভিনব ইচ্ছা	৭৬
আখিরাতের সফরেও সাদৃশ্য	৭৭

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিদ্দীকে আকবরের নবীর বিচ্ছেন	৭৯
হায়! আমরাও যদি নবী প্রেমে ধন্য হতে পারতাম	৮০
স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দিদার	৮০
ওফাতের দিন ও কাফনে সাদৃশ্যের আগ্রহ	৮১
নবী করীম ﷺ এর বিচ্ছেদের চিন্তাই সিদ্দীকে আকবরের ওফাতের কারণ ছিল	৮২
রাসূলে আকরাম ﷺ এর প্রেমের রোগী	৮৩
আমার অন্তর দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে	৮৩
সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবরকে বিষ দেওয়া হয়	৮৪
হায়! নিকৃষ্ট পৃথিবী!!!	৮৫
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বকর হাজির	৮৬
সিদ্দীকে আকবর 'হায়াতুন্নবী' এর মতামতের বিশ্বাসী ছিলেন	৮৬
নবীগণ জীবিত	৮৭
রাসূলের সাথে যারা বেআদবী করে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকুন	৮৮
সাহাবীদের সাথে যারা বেআদবী করে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকুন	৮৯
কবরে শায়খাইনের ওসীলা কাজে আসলো	৮৯
হাশরের দিন মাজার হতে বের হয়ে আসার অপূর্ব দৃশ্য	৯০
আল্লাহর রাস্তায় আগত মুসিবতের মোকাবেলা করুন	৯১
দুনিয়ার চিন্তার নয়, রাসূল প্রেমে কান্না করতে থাকুন	৯১
এ কেমন ইশক? এ কেমন মুহাব্বত?	৯২
কিয়ামত পর্যন্ত 'উম্মতি উম্মতি' করতে থাকবেন	৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুহাদ্দিসে আযম বলেন.....	৯৫
কিয়অমতের দিন উম্মতের জন্য ভাবনার নমুনা	৯৬
হায়! আমরা যদি সত্যিকার আশিকে রাসূল হতে পররতাম!	৯৭
সিদ্দীকী বংশীয়দের বৃদ্ধাঙ্গুলে নিদর্শন!	৯৮
সিদ্দীকে আকবর মাদানী অপারেশন করলেন	৯৯
বাবরী চুল রাখার ২২টি মাদানী ফুল	১০১
ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর কারামত	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১০৬
ফারুকে আযমের আহ্বান এবং মুসলমানদের বিজয় লাভ	১০৭
সায়্যিদুনা ফঅরুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর পরিচিতি	১০৯
বিশেষ নৈকট্য লাভ	১১১
কারামত সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব	১১১
কারামত সত্য	১১২
কারামতের সংজ্ঞা	১১২
অলিকুল সম্রাট	১১২
নীল নদের নামে চিঠি	১১৪
অবৈধ রীতি নীতি ও মাসলমানদের অধঃপতন	১১৫
তিনটি রোগ	১১৭
উল্লেখিত রোগ সমূহের চিকিৎসা	১১৮
কবরবাসীর সাথে কথোপকথন	১২০
আরশের ছায়া প্রাপ্ত সৌভাগ্যশালীগণ	১২১
হঠাৎ দুইটি বাঘ চলে আসল	১২২
ঘরের অধিবাসীদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতেন	১২২
ফারুকে আযম এর প্রিয়	১২৩
মধুর পাত্র	১২৪
ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষতি সহ্য করে নাও	১২৪
ফারুকে আযম এর কান্না	১২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিজেকে আযাবের ভয় দেখানোর অনপম পদ্ধতি	১২৫
ছাগলের বাচ্চাও মারা যায় তবে........	১২৫
জাহান্নামকে বেশি পরিমাণে স্মরণ কর	১২৫
মানুষের অনুমতি নিয়ে বায়তুল মাল থেকে মধু নেয়া	১২৬
ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতেন	১২৬
সাত বা নয় গ্রাস	১২৬
উটের শরীরে তেল মালিশ করতেন	১২৬
ফারুকে আযম এর জান্নাতী মহল	১২৭
চাবুক পড়ার সাথে সাথে ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে গেল	১২৮
হুযুর পুরনূর ﷺ এর পবিত্র মুখে হযরত ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর আটটি মর্যাদা	১২৮
আমরা হযরত ওমরকে ভালবাসি	১৩০
যার সাথে ভালবাসা, তার সাথে হাশর	১৩১
সাহাবীদের মর্যাদা	১৩১
মৃত চিৎকার করতে লাগল, আর সাথী পালিয়ে গেল	১৩৩
ফারুকে আযম সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের আকিদা	১৩৭
বদ মাযহাবীদের পাশে বসা হারাম	১৩৮
প্রিয় নবী আপন মুশতাককে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন	১৩৯
ওমরের মৃত্যুর কারণে ইসলাম কান্না করবে	১৪১
ওফাতের সময় ও নেকীর দাওয়াত	১৪১
প্রচন্ড আহত অবস্থায় নামায	১৪১
কবরে শরীর নিরাপদ	১৪২
পানি পান করার ১৩টি মাদানী ফুল	১৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
খোদাকে ফযল ছে ম্যায় হু গদা ফারুকে আযম কা	১৪৫

হযরত ওসমান গণী رضی اللہ عنہ এর কারামত

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৪৭
রহস্যময় পঙ্গু	১৪৮
নাম ও উপাধী	১৪৯
দু'বার জান্নাত ক্রয় করেছিলেন	১৪৯
৯৫০টি উট ও ৫০টি ঘোড়া	১৫১
উত্তম কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা সুন্নাত	১৫১
ওসমান গণীর রাসূলের অনুসরণ	১৫৩
একেবারে সাধারণ খাবার গ্রহণ	১৫৪
ডান হাত কখনো লজ্জাস্থানে লাগাননি	১৫৪
আবদ্ধ ঘরেও অতুলনীয় লজ্জাশীলতা	১৫৪
সর্বদা রোযা রাখতেন	১৫৪
খাদেমকে কষ্ট দিতেন না	১৫৫
লাকড়ীর বোঝা উঠিয়ে চলে আসছিলেন!	১৫৫
আমি তোমার কান মোচড়িয়ে দিয়েছিলাম	১৫৫
কবর দেখে সায়্যিদুনা ওসমান গণী رضی اللہ عنہ কান্না করতেন	১৫৬
তবে আমি ছাই হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করবো	১৫৬
পরকালের চিন্তা অন্তরে নূর সৃষ্টি করে	১৫৭
ওসমান গণীর প্রতি দয়া	১৫৭
নিরাশ্রয়দের আশ্রয় আমাদের নবী	১৫৮
রক্তপাত অপছন্দ করেছেন	১৫৯
হাসানাইনে করিমাইন পাহারা দিলেন	১৬০
বেয়াদব বানর হয়ে গেলো	১৬০
ঈমান সহকারে মৃত্যু	১৬২
কুদৃষ্টির বিষয় জেনে ফেললেন	১৬২
উভয় চোখে গলিত সীসা	১৬৩
বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যিনা	১৬৪
দু'চোখে আগুন পূর্ণ করা হবে	১৬৪
আগুনের শলাকা	১৬৪
দৃষ্টি মনের মধ্যে যৌন উত্তেজনার বীজ বপন করে	১৬৫
কারামতের সংজ্ঞা	১৬৬
নিজের দাফনের স্থানও বলে দিলেন!	১৬৬
শাহাদাতের পর গায়েবী আওয়াজ	১৬৭
দাফনের স্থানে ফিরিশতাদের ভিড়	১৬৮
বেয়াদবকে হিংস্র জন্তু ছিড়ে ফেললো	১৬৮
সিদ্দিকে আকবর رضی اللہ عنہ মাদানী অপারেশন করলেন	১৬৯
মুসাফাহার ১৪টি মাদানী ফুল	১৭১

হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর কারামত

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৭৪
কাটা হাত জুড়ে দিলেন	১৭৫
কারামতের পরিচয়	১৭৬
সমূদ্রের তুফান দুর হয়ে গেল	১৭৭
ঝর্ণা উপচে পড়ল!	১৭৮
প্যারালাইসিস রোগী ভাল হয়ে গেল	১৭৯
সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণের প্রতিদান	১৮১
নাম ও উপধি	১৮২
হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৮৩
'كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم' বলা ও লিখার কারণ	১৮৫
"আবু তুরাব" উপনাম কখন এবং কিভাবে লাভ হল	১৮৬
মুহুর্তের মধ্যে কুরআন খতম করে নিতেন	১৮৬
কুরআনের আলোকে মাওলা আলীর মর্যাদা	১৮৬
চার দিরহাম দান করার চারটি ধরণ	১৮৭
আমাদের দান করার ধরণ	১৮৭
হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর কোরআনের জ্ঞান	১৮৯
সূরা ফাতিহার তাফসীর	১৯০
জ্ঞান ও হিকমতের শহরের দরজা	১৯০
প্রিয় নবী ﷺ এর পবিত্র জবানে হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর মর্যাদা	১৯০
হযরত আলী'র প্রতি শত্রুতা	১৯১
জাহের ও বাতেনের আলিম	১৯১
হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর আরো তিনটি মর্যাদা	১৯২
সাহাবীদের মর্যাদার ধারাবহিকতা	১৯২
আশরায়ে মুবাশ্‌শারাদের পবিত্র নাম	১৯৩
খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা	১৯৪
হযরত আলী'র মুহাব্বতের চাহিদা	১৯৪
কখনো পিপাসা না লাগার অসাধারণ রহস্য	১৯৫
হযরত আলী رضی اللہ عنہ কে দেখা ইবাদত	১৯৭
মৃতদের সাথে কথোপকথন	১৯৭
শিক্ষণীয় মাদানী ফুল	১৯৮
প্রিয় নবীর মাওলা আলীর উপর বিভিন্ন দান	১৯৯
বাহ! খায়বার যুদ্ধের বিজয়ীর কি অপূর্ব মর্যাদা!	২০০
হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর শক্তির ঝলক	২০১
হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর মতো কোন বাহাদুর নেই	২০২
প্রিয় নবী ﷺ এর থুথু মোবারক ও দোয়ার বরকত সমূহ	২০২
মাওলা আলী رضی اللہ عنہ এর ইখলাছ	২০৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩০ বছরের নামায পুনরায় আদায় করেছেন	২০৪
তুমি আমার থেকে	২০৪
তুমি আমার ভাই	২০৫
হাদীসের ব্যাখ্যা	২০৫
হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর নবী প্রেম	২০৬
হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর খোদা প্রদত্ত গুণাবলী	২০৬
মাওলা আলী মুমিনদের ‘অভিভাবক’	২০৮
এখানে অভিভাবক বলতে কি উদ্দেশ্য?	২০৮
‘ইয়া আলী মদদ’ বলার যক্তিকতা জানার জন্য....	২০৯
‘আহলে বাইত’কে ভালবাসার ফযীলত	২০৯
হযরত আলীর পরিবারবর্গের ফযীলত	২১০
তোমাদের দাঁড়ি রক্তে লাল করে দেবে	২১১
তিন সাহাবীর ব্যাপারে তিন খারেজীর ষড়যন্ত্র	২১২
অবৈধ প্রেম ইবনে মুলজামের দূর্ভাগ্যের কারণ হলো	২১৩
শাহাদাতের রাত	২১৩
হত্যামূলক আক্রমন	২১৪
ইবনে মুলজাম’র লাশের টুকরোকে পুড়ে ছাই করা হলো	২১৪
মাওলা আলী’র হত্যাকারীর শাস্তির হৃদয় কাঁপানো ঘটনা	২১৫
যৌন চাহিদার অনুসরনের ভয়ানক পরিণতি	২১৬
সাহাবায়ে কিরামদের মর্যাদা	২১৭
মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন	২১৮
ভ্রান্ত আকীদা থেকে তাওবা	২১৯
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর	২২১
হযরত আলীকে মুশকিল কোশা বলা কেমন?	২২১
‘মাওলা আলী’ বলা কেমন?	২২২
আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা	২২৩
‘মাওলা আলী’ এর অর্থ	২২৩
মুফাসসিরীনদের মতে ‘মাওলা’র অর্থ	২২৪
اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ এর সুন্দর ব্যাখ্যা	২২৪
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য কামনার ক্ষেত্রে হাদীসে পাকে উৎসাহ	২২৮
অন্ধের চোখ মিলে গেল	২২৯
ইয়া রাসূলাল্লাহ সম্পন্ন দোয়ার বরকতে কাজ হয়ে গেল	২৩০
ওফাতের পর নবী করীম ﷺ সাহায্য করলেন	২৩০
হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য করুন	২৩১
বলে জন্তু পালিয়ে গেলে...	২৩২
শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের বাহনটি যখন পালিয়ে গেল!	২৩২
‘আল্লাহর বান্দারা’ বলতে কাদের বুঝানো হচ্ছে?	২৩৩
মৃতদের কাছে সাহায্য কেন চাইবেন?	২৩৩
আম্বিয়ায়ে কিরামগণ علیہم السلام জীবত	২৩৪
হযরত সায়্যিদুনা মুসা علیہ السلام আপন মাজারে নামায পড়ছিলেন	২৩৫
আল্লাহর ওলীগণ জীবিত	২৩৫
হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رحمۃ اللہ علیہ বলেন:	২৩৬
নবীগণের জীবন এবং ওলীগণের জীবনের মাঝে পার্থক্য	২৩৭
মৃতের সাহায্য শক্তিশালী হয়ে থাকে	২৩৭
আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া নিয়ে শাফেয়ী মুফতীর ফতোয়া	২৩৮
মৃত যুবকটি মুচকি হেসে বলল.	২৩৮
আল্লাহ পাকের প্রত্যেক প্রিয় বান্দা জীবিত	২৩৮
‘ইয়া আলী’ মমদ বলার প্রমাণ	২৪০
‘ইয়া আলী’ বলা যদি শিরিক হয় তবে.....	২৪১
‘ইয়া গাউছ’ বলার প্রমাণ	২৪১
গাউছে পাকের ঈমান তাজাকারী তিনটি বাণী	২৪৩
জান্নাতী হুরদের ভিন্ন ভাষা বুঝার ক্ষমতা	২৪৪
হাদীস শরীফটির ঈমান তাজাকারী ব্যাখ্যা	২৪৪
আল্লাহ যখন সাহায্যকারী, তখন অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন কি?	২৪৬
মানুষ অন্য কারো সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না	২৪৮
৫০ এর স্থলে ৫ ওয়াক্ত নামায কীভাবে হলো?	২৪৯
জান্নাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা	২৫০
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া কি কখনও ওয়াজিব হয়?	২৫১
যেসব ক্ষেত্রে সাহায্য প্রার্থনা করা ওয়াজিব	২৫১
যেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করা ওয়াজিব	২৫২
মূর্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা শিরিক	২৫৫
শিরকের সংজ্ঞা	২৫৫
অমূল্য রত্ন	
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৫৭
জীবনের প্রতিটি মুহুর্তেই এক একটি মূল্যবান হীরা	২৫৯

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
জীবনকাল খুবই অল্প	২৬০
নিঃশ্বাসের মালা	২৬০
দিনের ঘোষণা	২৬১
জবান না মরহুম!	২৬১
হঠাৎ মৃত্যু চলে আসে	২৬২
জান্নাতেও আফসোস!	২৬৩
কলম চাঁছা	২৬৩
জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করুন!	২৬৩
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৬৪
ষাট বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম	২৬৫
পাঁটির আগে পাঁচটি	২৬৬
দু'টি নিয়ামত	২৬৬
ইসলামের সৌন্দর্য	২৬৭
মূল্যবান মুহুর্তের গুরুত্ব	২৬৭
সময়ের প্রতি গুরুত্বদানকারী ব্যক্তিগণের মূল্যবান বাণী:	২৬৭
জীবনে সময়ের মূল্য বুঝা	২৬৯
দিনের সময় সূচী বানিয়ে নিন	২৬৯
সকালের ফযীলত	২৭০
ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার ১৫টি মাদানী ফুল	২৭২

অযু ও বিজ্ঞান

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৭৬
অযুর রহস্য শুনার কারণে ইসলাম গ্রহণ	২৭৬
পশ্চিম জার্মানীর সেমিনার	২৭৭
অযু ও উচ্চ রক্তচাপ	২৭৮
অযু ও অর্ধাঙ্গ রোগ	২৭৮
মিসওয়াকের যথার্থ মূল্যায়নকারী	২৭৯
স্মরণশক্তির জন্য	২৮০
মিসওয়াক সম্পর্কিত দু'টি হাদীস শরীফ	২৮০
মুখের ফোস্কার চিকিৎসা	২৮০
টুথ ব্রাশের বিভিন্ন অপকারীতা	
আপনি কি মিসওয়াক করতে জানেন?	২৮১
মিসওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল	২৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাত ধৌত করার রহস্যাবলী	২৮৪
কুলি করার রহস্যাবলী	২৮৪
নাকে পানি দেয়ার রহস্যাবলী	২৮৫
মুখমন্ডল ধৌত করার রহস্যাবলী	২৮৬
অন্ধত্ব থেকে নিরাপত্তা লাভ	২৮৭
কনুই ধৌত করার রহস্যাবলী	২৮৭
মাসেহ এর রহস্যাবলী	২৮৮
পাগলদের ডাক্তার	২৮৮
পা ধৌত করার রহস্যাবণী	২৮৯
অযুর অবশিষ্ট পানি	২৮৯
মানুষ চাঁদে	২৯০
নূরের খেলনা	২৯১
চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার মুজিযা	২৯১
শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য	২৯৩
তাসাউফের (আধ্যাত্মিকতার) মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র	২৯৪
সুন্নাত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয়	২৯৫

জুলুমের পরিণতি

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুক্তার মুকুট	২৯৭
ভয়ঙ্কর ডাকাত	২৯৮
অত্যাচারিকে সুযোগ দেয়া হয়	২৯৯
অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে	৩০০
আগুনের শিকল	৩০০
নিঃস্ব কে?	৩০১
কেঁপে উঠুন	৩০১
অর্ধেক আপেল	৩০২
খিলালের জন্য শাস্তি	৩০৩
গমের দানা ভাঙ্গার পরকালীন ক্ষতি	৩০৪
জামাআত সহকারে সাতশত নামায	৩০৫
বিনা কারণে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা গুনাহ	৩০৫
আত্ম সম্মানবোধের চাহিদা	৩০৬
সাওয়াবের কারণে ধনী	৩০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ ও রাসূল ﷺ কে কষ্ট দানকারী	৩০৮
অসহনীয় চুলকানী	৩০৮
জান্নাতে ভ্রমনকারী	৩০৯
প্রিয় নবী ﷺ এর অতুলনীয় বিনয়	৩১০
আমি তোমার কান মলে দিয়েছিলাম	৩১০
মুসলমানের পরিচয়	৩১১
মুসলমানকে চোখ রাঙানো, ধমক দেয়া	৩১১
আমরা ভদ্রের সাথে ভদ্র আর...	৩১২
খারাপ আচরনকারীদের প্রতিও অত্যাচার করো না	৩১৩
অপরের কলম ফেরত দেয়ার জন্য সফর	৩১৩
বিনা অনুমতিতে কারো সেন্ডেল পরিধান করা কেমন?	৩১৪
সুঘ্রান নেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন	৩১৫
প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন	৩১৫
বাগান নাকি আগুনের গর্ত	৩১৬
অর্ধেক খেজুর	৩১৬
শাহী থাপ্পড়ের পরিণাম	৩১৭
ফারুকে আযমের অনাড়ম্বরতা	৩১৮
মন্দ পরিণতির কারণ	৩১৮
নিজেকে কারো "গোলাম" বলা কেমন?	৩১৯
কেমন আছেন?	৩১৯
মুনাফিক হিসেবে গণ্য হওয়ার ব্যাখ্যা	৩২০
মজলুমকে সাহায্য করা অপরিহার্য	৩২১
কবর থেকে আগুনের শিখা উঠছির	৩২১
মুসলমানদের জন্য দুঃখ	৩২২
চোরের জন্য দুঃখ	৩২২
চুরির শাস্তি	৩২৩
গুনাহের রোগের প্রতিকারকারীদের জন্য মাদানী ফুল	৩২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিভিন্ন হক সম্পর্কে জানার পন্থা	৩২৪
অত্যাচারীর বিভিন্ন ধরণ চিহ্নিতকরণ	৩২৪
করো বিদ্রুফ করা গুনাহ	৩২৫
বিদ্রুপ করার শাস্তি	৩২৬
ক্ষমা চেয়ে নিন	৩২৬
আমি ক্ষমা করে দিলাম	৩২৭
অর্থ ফেরত দিতেই হবে	৩২৯
যা মনে নেই, তাদের থেকে কিভাবে ক্ষমা করাবে?	৩২৯
আল্লাহ পাক সন্ধি করিয়ে দিবেন	৩৩০
কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল	৩৩১

সামুদ্রিক গম্বুজ

বিষয়	পৃষ্ঠা
উচ্চ স্বরে দরূদ শরীফ পাঠকারীর ক্ষমা হয়ে গেছে	৩৩৪
আহত আঙ্গুল	৩৩৭
প্রতিদিন জান্নাতের চৌকাটে চুম্বন করুন	৩৩৭
মায়ের সামনে আওয়াজ উঁচু হওয়াতে গোলাম আযাদ করে দিল	৩৩৮
বারংবার হজ্জে মাবরুরের সাওয়াব অর্জন করি	৩৩৮
জান্নাতে সঙ্গী	৩৩৯
পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি পার্থিব জীবনেই চলে আসে	৩৪০
মায়ের আহ্বানের উত্তর না দেয়ার কারণে বোবা হয়ে গেল	৩৪০
বদদোয়া দেওয়া থেকে মাতা পিতার বিরত থাকাই উত্তম	৩৪১
পিতা-মাতা বিদেশ থেকে ডাকলেও আসতে হবে	৩৪১
দুগ্ধ পোষ্য শিশু বলে উঠল	৩৪২
উত্তপ্ত পাথরের উপর দিয়ে মাকে কাঁধে নিয়ে ছয় মাইল	৩৪৩
যদি মেয়েদের পরিবর্তে ছেলেদের সন্তান জন্ম দিতে হত তবে.....	৩৪৩
স্ত্রী সহানুভূতি পাওয়ার অধিকারী হয়	৩৪৪
দুধ পান করানোর মাসয়ালার ব্যাখ্যা	৩৪৫
অত্যাচারী মা-বাবারও আনুগত্য আবশ্যক	৩৪৫
ছোট সময় মা তো সন্তানের নাপাকী সহ্য করেছিল	৩৪৬
গাধার মত লাশ	৩৪৭
মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির কোন ইবাদত কবুল হয় না	৩৪৮
মাতা পিতাকে গালি গালাজকারী	৩৪৯
আগুনের ডালে ঝুলন্ত ব্যক্তি	৩৫০
বৃষ্টির ফোটার মত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ	৩৫০
কবরে পাজর ভেঙ্গে দিবে	৩৫০
জান্নাতে প্রবেশ করবে না	৩৫০
মাতা-পিতা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হলে সন্তান কি করবে?	৩৫১
মাতা-পিতা দাঁড়ি মুন্ডন করতে আদেশ দিলে তা কি শুনবে?	৩৫১
মাতা-পিতার ঋণ পরিশোধ করে দিন	৩৫৩
জুমার দিন মাতা-পিতার কবরে উপস্থিত হওয়ার সাওয়াব	৩৫৩
মাদানী চ্যানেল ঘরে ঘরে সুন্নাতের বাহার নিয়ে আসবে	৩৫৩
মাতা-পিতার অভিশাপে পা কেটে গেল	৩৫৫
মাতা-পিতার পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিন	৩৫৬
চলাফেরা করার ১৫টি সুন্নাত ও আদব	৩৫৬

মিষ্ট ভাষা

বিষয়	পৃষ্ঠা
কবর আযাবের একটি কারণ	৩৬১
মধুর ভাষা	৩৬৪
মাংসের একটি ছোট্ট টুকরা	৩৬৪
প্রতিটি কথায় এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব	৩৬৫
আশিকে রাসূলের মিষ্ট ভাষার বরকত	৩৬৬
মাগফিরাতের সুসংবাদ	৩৬৮
হুর লাভের আমল	৩৬৮
আল্লাহর প্রেমিক হয়ে যান	৩৬৯
বৃক্ষ রোপন করছি	৩৬৯
৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে	৩৭০
بِسْمِ اللہ করুন বলা নিষেধ	৩৭১
কখন بِسْمِ اللہ পাঠ করা কুফরী?	৩৭১
কখন আল্লাহর যিকির করা গুনাহ!	৩৭২
খিচুড়িকে হালিম বলা	৩৭২
লক্ষগুণ সাওয়াব	৩৭৩
মানুষের অভাব পূরণ ও অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ খবর নেয়ার ফযীলত	৩৭৪
অসুস্থ ব্যক্তির সমবেদনা দেখানোর আজিমুশশান সাওয়াব	৩৭৪
জান্নাতের দুই জোড়া জামা	৩৭৫
জিহ্বা উপকারীও, অপকারীও	৩৭৫
জিহ্বার লাগামহীনতার বিপদ	৩৭৬
চির সন্তুষ্টি ও চির অসন্তুষ্টি	৩৭৭
পাষাণ হৃদয়ের পরিণাম	৩৭৮
জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল	৩৭৯
মুখ দিয়ে বাজে কথাবার্তা বের হয়ে গেলে তখন কি করবেন?	৩৭৯
অনাবশ্যক কথাবার্তার ১৪টি উদাহরণ	৩৮০
হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের নিকট অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর ১৩টি উদাহরণ	৩৮১
মিথ্যা রটনার চারটি দৃষ্টান্ত	৩৮২
মিথ্যা বলার প্রতি বাধ্য করতে পারে এমন অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর ১৪টি উদাহরণ	৩৮৩
সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বাচাল	৩৮৩
অযথা কথাবার্তার সংজ্ঞা	৩৮৪
যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে	৩৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অদ্ভূত বাচাল	৩৮৭	যিনাকারীদের পরিণতি	৩৯৯	প্রত্যেককে পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে	৪০৫
কথাবার্তা পর্যালোচনা	৩৮৭	ব্যভিচারীকে পুরুষাঙ্গ বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে	৪০০	পাপীরা জাহান্নামে পড়ে যাবে	৪০৬
ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি মাদানী ফুল	৩৮৯	(৩) ভয়ঙ্কর বাঘ	৪০০	জুতা পরিধান করার ৭টি মাদানী ফুল	৪০৬
চার ভয়ঙ্কর স্বপ্ন		পুলসিরাতের ভয়াবহতা	৪০২		
		পুলসিরাত তরবারি চেয়েও অধিক ধারালো	৪০৩	দ্বিতীয় তলা থেকে শিশু নিচে পড়ে গেল	৪০৮
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩৯২				
(১) সংশোধনের রহস্য (কাল্পনিক কাহিনী)	৩৯২	সাহাবীর কান্নাকাটি	৪০৩	কবর থেকে জীবন্ত শিশু বেরিয়ে এল	৪০৯
		وَارِدُهَا এর অর্থ	৪০৪		
মৃতরা যদি বলে দিত	৩৯৭	পুলসিরাত পনের হাজার বছরের রাস্তা	৪০৪		
(২) মৃতের ব্যাকুলতা	৩৯৮				
আগুনের মালা	৩৯৯	পুলসিরাত পার হওয়ার দৃশ্য	৪০৪		

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

বয়ান নং ১

কালো গোলাম

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- কালো গোলাম
- হোসাইনী দুল্‌হা
- তিন বাহাদুর ভাই
- দুনিয়ার আরাম-আয়েশ মুখের উপর ছুড়ে মারল

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কালো গোলাম (১)

(১২টি মুজিযা সম্বলিত)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله এতে আপনার মন আনন্দে ভরে উঠবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে মদীনা, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে আরয করল: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেছেন: “**হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আর এর বিনিময়ে আমি তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করব এবং আপনার উম্মতের মধ্যে কেউ আপনার প্রতি একবার সালাম প্রেরণ করবে, এর বিনিময়ে আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করব।” (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৯২৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ পাকের** সালাম প্রেরণের অর্থ হচ্ছে, হয়ত ফিরিশতার

(১) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ১২ই রবিউল আউয়াল ১৪৩০ হিজরিতে অনুষ্ঠিত **ইজতিমায়ে মিলাদে আমীরে আহলে সুন্নাত** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এ বয়ানটি প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে প্রকাশ করা হলো।

--- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

মাধ্যমে তার প্রতি সালাম প্রেরণ করা, অথবা বালা মুসিবত থেকে তাকে নিরাপদ রাখা। (মিরাতুল মানাযিহ, ২য় খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, জিয়াউল কুরআন)

মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম, শাম্‌য়ে বজমে হিদায়াত পে লাখো সালাম।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) কালো গোলাম

আরব মরুভূমি দিয়ে এক কাফেলা গন্তব্যে ফিরে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তাদের পানি শেষ হয়ে গেল। কাফেলার লোকেরা তীব্র পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। মৃত্যু তাদের মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের প্রতি **আল্লাহ পাকের** দয়া হয়ে গেল।

নাগ্ হানি আঁ মুগিছে হার দো কওন, মুস্তফা পয়দা শুদা আজ বাহরে আওন।

অর্থাৎ '**উভয় জাহানের রহমতের কান্ডারি, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সাহায্যার্থে তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে কাফেলা ওয়ালাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হলো।'

আল্লাহর প্রিয় মাহবুব, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের ইরশাদ করলেন: "ওই সামনে যে পাহাড় রয়েছে, সে পাহাড়ের পিছনে এক উট আরোহী কালো গোলাম তার উট নিয়ে যাচ্ছে। তার কাছে পানির একটি মশকও আছে। যাও, তাকে তার সাওয়ারী সহ আমার কাছে নিয়ে আস।" অতঃপর কিছু লোক পাহাড়ের পিছনে গিয়ে দেখল, সত্যিই একজন উট আরোহী কালো গোলাম তার সাওয়ারী নিয়ে চলে যাচ্ছে। লোকেরা তাকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে নিয়ে এলো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার কাছ থেকে পানির মশকটি নিজ হাতে নিয়ে নিলেন এবং তাতে নিজের বরকতময় হাত বুলিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি মশকটির মুখ খুলে দিয়ে লোকদেরকে ইরশাদ করলেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

"এসো পিপাসার্তরা! তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করো।" আর কাফেলাওয়ালারাও তৃপ্তি ভরে পানি পান করল এবং নিজেদের মশকগুলোও পানি দ্বারা পূর্ণ করে নিলো। সে কালো গোলামটি **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ জ্বলন্ত মুজিযা দেখে তাঁর নূরানী হাতে চুমু দিতে লাগল। **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** নূরানী হাতটি সে কালো গোলামের চেহারাতে বুলিয়ে দিলেন।

শুদ শফাইদ আঁ যিংগি জাদায়ে হাবশ, হামচু বদর অ রোজে রওশন শুদ্ শাবাস।

অর্থাৎ '**প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাতের বরকতে সে হাবশীর কালো চেহারাটি এমন নূরানী হয়ে গেল, যেভাবে পূর্ণিমার চাঁদ অন্ধকার রাতকে দিনের মত আলোকিত করে দেয়।'

সে কালো গোলামের মুখ দিয়ে কলেমায়ে শাহাদাত জারি হয়ে গেল। সে মুসলমান হয়ে গেল, আর এভাবে তার অন্তরও আলোকিত হয়ে গেল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর সে যখন তার মালিকের নিকট গেল, মালিক তাকে চিনতে পারছিল না, সে তাকে তার গোলাম হিসাবে মানতে অস্বীকৃতি জানাল। সে কালো গোলাম বলল: আমিই হচ্ছি আপনার ঐ গোলাম। মালিক বলল: সে তো কালো গোলাম ছিল, আর তোমাকে তো দেখা যাচ্ছে, পূর্ণিমার চাঁদের মতো। সে বলল: ঠিক আছে, তবে আমি **মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান এনেছি। আমি এমন নূরানী সত্তার দাসত্ব বরণ করে নিয়েছি, যিনি আমাকে পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত করে দিয়েছেন। যার সংস্পর্শে গেলে সব রং চলে যায়। তিনি তো কুফরী ও পাপের রংকেও বদূরীভূত করে দেন। তাই তাঁর নূরানী হাতের বরকতে আমার চেহারার কাল রং চলে গেলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। (মসনবী শরীফ (অনুদিত), ২৬২ পৃষ্ঠা)

যু গদা দেখো লিয়ে যাতা হে তোড়া নূর কা, নূর কি ছরকার হে, কিয়া উছ মে তোড়া নূর কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উভয় জাহানের সুলতান, নবী করীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শানে আমার জীবন উৎসর্গিত হোক। **আল্লাহ! আল্লাহ!** পাহাড়ের পিছনে গমনকারী ব্যক্তি সম্পর্কেও তিনি কিভাবে সংবাদ দিলেন যে, তার গায়ের রং কালো, সে উষ্টারোহী, তার কাছে পানির মশকও আছে, তাও বা তিনি কিভাবে জানতে পারলেন। অতঃপর **আল্লাহ পাকের** দয়ায় এমন অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেন, একটি ছোট্ট মশকের পানি দ্বারাই তিনি কাফেলার সকল সদস্যকে পরিতৃপ্ত করলেন এবং মশকও পূর্ণ রইল। আর কালো গোলামের চেহারাতে নূরানী হাত বুলিয়ে দিয়ে তার চেহারাকেও সুন্দর ও নূরানী করে দিলেন। এমন কি তার অন্তরও আলোকিত হয়ে গেল। যার ফলে সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল।

নূর ওয়ালা আয়া হে, নূর লেকর আয়া হে,
সারে আলম মে য়ে দেখো কেইছা নূর ছায়া হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) আলোকময় চেহারা

হযরত সায়্যিদুনা আসিদ বিন আবু উনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "একদা **মদীনার তাজেদার, দু'জাহানের মালিক ও মুখতার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার বুক ও চেহারাতে তাঁর নূরানী হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, এর বরকতে আমি কোন অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলে তা আলোকিত হয়ে যেত।"

(আল খাসায়িসুল কুবরা লিস সুয়ূতি, ২য় খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত। তারিখে দামেস্ক, ২০তম খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা)

চমক তুঝ ছে পাতে হে সব পানে ওয়ালে,
মেরা দিল ভি চমকা দেয় চমকানে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(৩) আপাদমস্তক নূরের ঝলক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো বুক ও চেহারাতে **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাতের পরশ লাগার কারণে যদি তা আলো বিকিরণ করতে পারে। তাহলে **নবী করীম, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানে স্বয়ং নূরের আধার, যার আপাদমস্তক নূরে ভরপুর, তাঁর নূর কিরূপ আলো বিকিরণ করতে পারে তা আপনারাই অনুমান করে নিন। 'দারেমী শরীফে' বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: "যখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন, তখন তাঁর সামনের দাঁত মোবারকের ফাঁক দিয়ে নূর বের হতে দেখা যেত।" (সুনানে দারেমি, ১ম খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা, নং- ৫৮, দারুল কুতবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

হায়বতে আরিজে ছে থররাতা হে শোলা নূর কা,
কফশে পা পার, গির কে বন যাতা হে গুফ্হা নূর কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) দেয়াল সমূহ আলোকিত হয়ে যেত

'শিফা শরীফে' বর্ণিত রয়েছে: যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসতেন, তখন তাঁর নূরে দরজা ও দেয়াল সময়হ আলোকিত হয়ে যেত।

(আশ শিফা, ৬১ পৃষ্ঠা, মারকাযে আহলে সুন্নাত, বরকাতে রযা, হিন্দ)

আব মুচকুরাতে আইয়ে ছুয়ে গুনাহগার, আক্বা আন্ধেরি কবর মে আত্তার আগায়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) হারানো সুঁই

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "একদা আমি সেহেরীর সময় ঘরে বসে কাপড় সেলাই

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

করছিলাম। হঠাৎ সুঁইটি আমার হাত থেকে পড়ে গেল আর বাতিটিও নিভে গেল। এমন সময় **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে সারা ঘর তাঁর নূরানী চেহারার নূরে আলোকিত হয়ে গেল এবং আমি আমার হারানো সুঁইটিও খুঁজে পেলাম।" **(আল কওলুল বদি, ৩০২ পৃষ্ঠা, মুয়াস্‌সাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)**

ছু জনে গুমশুদা মিলতি হে তাবাস্‌সুম ছে তেরে,
শাম কো ছুবহে বানাতা হে উজালাতেরা। (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ الله! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী শানের কী অপূর্ব মহিমা। প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **'রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষও, আবার নূরও অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন একজন নূরানী মানব, তার জাহেরী শরীর মোবারক মানুষের, কিন্তু তাঁর আসল সত্তা হচ্ছে নূরের।'
(রিসালায়ে নূর মাআ রাসায়িলে নঈমীয়া, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা, জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

প্রিয় রাসূল ﷺ এর মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের **মাদানী আক্বা, নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাকিকত হলো নূর। তবে মনে রাখবেন, তার বশরিয়্যাত তথা মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করার কোন অনুমতি নেই। যেমনিভাবে আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বশরিয়্যাতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা কুফরী। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)** কিন্তু **তাঁর** বশরিয়্যাত সাধারণ মানুষের মত নয়, বরং তিনি হচ্ছেন সায়্যিদুল বশর (মানুষের সরদার), আফজালুল বশর, খায়রুল বশর (সর্বোত্তম মানুষ)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

قَدۡ جَآءَکُمۡ مِّنَ اللّٰہِ نُوۡرٌ وَّ کِتٰبٌ مُّبِیۡنٌ ﴿ۙ۱۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "নিশ্চয় তোমাদের নিকট **আল্লাহর** পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব।"

(পারা: ৬, সূরা: আল মায়েদাহ, আয়াত: ১৫)

উল্লেখিত আয়াতে নূর দ্বারা **প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উদ্দেশ্য। যেমনিভাবে সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন্ জরির তাবারি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ (ওফাত ৩১০ হিজরী) বলেন: بِالنُّوۡرِ مُحَمَّدًا(صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) অর্থাৎ নূর দ্বারা **হুযুর মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ই উদ্দেশ্য। (তাফসীরে তাবারী, ৪র্থ খন্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

বিখ্যাত হাফেজুল হাদীস ইমাম আবু বকর আবদুর রাজ্জাক رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ তাঁর বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ 'আল মুসান্নিফে' হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: 'আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক। আমাকে বলুন যে, সর্বপ্রথম **আল্লাহ পাক** কী সৃষ্টি করেছেন?' **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে জাবের! নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে নিজের নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০তম খন্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা। আল যুযয়ুল মফকুদ মিনাল যুযয়িল আউয়াল আল মুসান্নিফ, লি আবদুর রাজ্জাক, ৬৩ পৃষ্ঠা, নং- ১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার পরামর্শ হচ্ছে, নূরের মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর **"রিসালায়ে নূর"** অধ্যয়ন করুন।

মারহাবা আয়া হে কিয়া মৌসুম সুহানা নূর কা, বুলবুলি গাতি হে গুলশান মে তরানা নূর কা।
নূর কি বারিশ ছমাছম হুতি আতি হে আসির, লও রেযাকে সাত্ বড় কর তুম ভি হিস্সা নূর কা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

(৬) স্মরণশক্তি দান করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি **নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার কাছ থেকে পবিত্র বানী শুনি। কিন্তু তা ভুলে যাই।' **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ! তোমার চাদর বিছাও।" আমি আমার চাদর বিছিয়ে দিলাম। তখন **উভয় জাহানের দাতা, নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ পবিত্র হাত থেকে চাদরে কিছু ঢেলে দিলেন আর ইরশাদ করলেন: "হে আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ! তা তুলে নাও এবং আপন বুকের সাথে লাগিয়ে নাও।" আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম পালন করলাম, এর পর থেকে আমার স্মরণশক্তি এতই মজবুত হয়ে গেল যে, আমি আর কোন কিছুই ভুলিনি।

(সহীহ বুখারী, ১ম, ২য় খন্ড, ৬২, ৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৩৫০)

মালিকে কাওনাইন হে গো পাছ কুচ রাখতে নেহি, দো জাহান কি নিয়ামতে হে উনকে খালি হাথ মে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনতে থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, **আল্লাহ পাক মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসীম ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তি দান করেছেন। মৌলিক বস্তু দান করা, এটা **আল্লাহ পাক** নিজের ইখতিয়ারাধীন রেখে দিলেও কিন্তু তিনি আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন অলৌকিক শক্তি দান করেছেন যার মাধ্যমে আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্মরণশক্তির মত অদৃশ্য নেয়ামতও নিজ গোলাম এবং আমাদের সবার প্রাণ প্রিয় সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে দান করেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আপনাদের প্রতি আমার মাদানী অনুরোধ, এরূপ ঈমান তাজাকারী বয়ান শুনার জন্য রাসূল প্রেমে উজ্জীবিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত **মাদানী পরিবেশে**র সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। إِنْ شَآءَ الله আপনি সেখানে **সুন্নাতে ভরা বয়ান** শুনতে পাবেন এবং আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে আপনার ঈমানও তাজা হবে। **সুন্নাতে ভরা ইজতিমা** সমূহতেও অংশগ্রহণ করতে থাকুন। **মাদানী কাফেলায়** সফর করুন। সম্ভব হলে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত কমপক্ষে একটি রিসালা পাঠ করুন এবং **সুন্নাতে ভরা বয়ানের** একটি অডিও বা ভিডিও ক্যাসেট শুনুন। إِنْ شَآءَ الله এতে আপনার জীবন দ্বীন ও দুনিয়ার অফুরন্ত বরকতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আমি গোমরাহী থেকে কিভাবে বেরিয়ে এলাম!

আপনাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্যাসেট শুনা সম্পর্কিত একটি **মাদানী বাহার** পেশ করছি। সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী ভারত বাগদাদী দেশ সমূহের একটি শহর মলাকাপুরের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা, তিনি বলেন: আমি প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ দেশের বাইরে ছিলাম। বদ্ আকিদা সম্পন্ন লোকদের খারাপ সংস্পর্শে আমার পূতপবিত্র রহমতপূর্ণ ইসলামী আকিদাতে ঘুনে ধরতে থাকে। ইত্যবসরে আমি ভারতে চলে আসি। সাথে করে বদ আকিদায় পরিপূর্ণ ৩০টি অডিও ভিডিও ক্যাসেটও নিয়ে আসি। খোদার মর্জি এরূপই ছিল, একজন সবুজ পাগড়িধারী ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে আমার উপর **ইনফিরাদী কৌশিশ** করেন এবং অতি মুহাব্বতের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত একটি ভিসিডি[১] ক্যাসেট তিনি আমাকে তোহফা স্বরূপ প্রদান করেন। ঘরে এসে আমি ভিসিডিটি

---

(১) এই V.C.D এর নাম হলো: "দিদারে আমীরে আহলে সুন্নাত"। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন বা ইন্টারনেট ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এ দেখুন।
-মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

চালু করে দিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه যতক্ষণ ভিসিডিটি চলছিল ততক্ষণে আমার অন্তর থেকে গোমরাহির কালো দাগ দূরীভূত হচ্ছিল। যখন ভিসিডিটি শেষ হলো, আমার অন্তর হঠাৎ বলে উঠল, নিঃসন্দেহে এ ভিসিডিটি হক পন্থীদের। এ চেহারাগুলো মিথ্যুক ভন্ডদের চেহারা নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিলাম এ ভিসিডি ওয়ালাদের আকিদা জীবনেও ছাড়বো না। আমি আবেগ প্রবন হয়ে আমার সাথে নিয়ে আসা অশ্লীলতা ও গোমরাহিপূর্ণ ৩০টি অডিও ভিডিও ক্যাসেট সাথে সাথে ধ্বংস করে দিলাম। যাতে কোন মুসলমান তা শুনে বা দেখে পথভ্রষ্ট না হয়।

ছোনা জঙ্গল রাত আন্ধেরি ছায়ি বদলি কালি হে,
ছোনে ওয়ালো জাগতে রহিয়ো, চোরো কি রাখওয়ালি হে।

আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি মানুষদেরকে অদৃশ্য খবরাদিও দিতেন এ প্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী বর্ণনা শুনন এবং আন্দোলিত হোন।

(৭) অদৃশ্যের সংবাদ

হযরত সায়্যিদাতুনা উনাইসা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাকে আমার সম্মানিত পিতা বললেন; যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখতে আসেন। তিনি আমাকে দেখে ইরশাদ করলেন: "এ রোগে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু তখন তোমার কী অবস্থা হবে, যখন আমার জাহেরী ওফাতের পর তুমি দীর্ঘ জীবন পাড়ি দিয়ে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে?" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখে এ কথা শুনে আমি বললাম: '**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে তখন আমি ধৈর্যধারণ করব। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তুমি তা কর, তবে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।' অতএব **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী পর্দা করার পর

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তাঁর দৃষ্টিশক্তি সত্যিই চলে গিয়েছিল। অতঃপর দীর্ঘকাল পর **আল্লাহ পাক** তাঁর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়ে দেন এবং তিনি ইন্তিকাল করেন।

(দলায়েলুন নবুওয়াত লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আয় আরব কে চাঁদ, চমকা দে মেরি লওহে জবি,
হো জিয়াকো ফের মদিনেমে নজারা নুর কা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহর মাহবুব, হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন প্রতিপালক **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজ গোলামদের বয়সের খবর রাখতেন এবং তাদের জীবনে যা ঘটবে তাও তিনি জানতেন। **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা পবিত্র কুর'আনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এখানে শুধুমাত্র একটি আয়াত পেশ করা হলো। **আল্লাহ পাক** পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার সূরা আত্ তাকবীরের ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾

(পারা: ৩০, সূরা: আত-তাকবীর, আয়াত: ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপন নন।

ছরে আরশ পর হে তেরি গুজর, দিলে ফরশ পর হে তেরি নজর,
মালাকুত ও মুলক মে কুয়ি শাই নেহি উহ যু তুঝ পে আ'য়া নেহি। (হাদায়িখে বখশিশ)

বর্ণিত রেওয়ায়াত থেকে এটাও জানা গেল, যখন কোন মানুষের উপর বিপদ আসে অথবা কোন মুসলমান অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তার উচিত ধৈর্যধারণ করে সাওয়াবের হকদার হওয়া। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

যখন আমি আমার বান্দার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিব, অতঃপর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করবে, তখন আমি তাকে তার চোখের বিনিময়ে জান্নাত দান করব।”

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫৬৫৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

হে সবর তু খাজানায়ে ফেরদৌস ভাইয়ো! শিকওয়া না আশিকো কি জবানো পে আছকে।

(৮) দানব আকৃতির উট

একদা মক্কা শরীফে এক ব্যবসায়ী আসে। তার কাছ থেকে আবু জাহেল কিছু মাল ক্রয় করল। কিন্তু টাকা দিতে গড়িমসি শুরু করে দিল। অসহায় ব্যবসায়ী অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন আবু জাহল থেকে টাকা আদায় করতে পারছিল না তখন পেরেশান হয়ে কুরাইশবাসীর নিকট এসে সে বিনয় সহকারে বলল, আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন, যিনি আমি গরিব অসহায় মুসাফিরের প্রতি দয়া করতে পারেন এবং আবু জাহেলের কাছ থেকে আমার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়ে দিতে পারেন? লোকেরা মসজিদের কোনায় বসা এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলল: যাও, তুমি গিয়ে ওই ব্যক্তির নিকট তোমার অভিযোগ বলো, তিনি অবশ্যই তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। কুরাইশরা তাকে সে ব্যক্তির নিকট পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল, তিনি যদি আবু জাহেলের নিকট যান, তাহলে নিশ্চিত সে তাঁকে তিরস্কার ও অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। অতঃপর তারা তাতে আনন্দ বোধ করতে পারবে এবং তা তাদের হাসির খোরাক হবে। মুসাফির লোকটি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। তিনি উঠলেন এবং আবু জাহেলের ঘরের দরজায় গিয়ে দরজাতে করাঘাত করলেন। আবু জাহেল ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করল: কে? উত্তর দিলেন: “**আমি মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!” আবু জাহেল ঘর থেকে বের হলো। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে তার চেহারায় দুঃখের চাপ প্রষ্ফুটিত হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল: ‘কি উদ্দেশ্যে আসলেন?’ **অসহায়দের সহায়, প্রিয় নবী,**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “তুমি তার প্রাপ্য দিচ্ছনা কেন?” আবু জাহেল বলল: ‘এখনি দিয়ে দিচ্ছি।’ এ বলে সে সোজা ভিতরে চলে গেল এবং টাকা নিয়ে এসে মুসাফিরের হাতে সমর্পণ করে পুনরায় ঘরের ভিতরে চলে গেল। যারা এ ঘটনা নিজ চোখে দেখেছিল তারা পরবর্তীতে আবু জাহেলকে জিজ্ঞাসা করল: আবু জাহেল! তুমি আশ্চর্যজনক কান্ড ঘটিয়েছ! বল দেখি এরূপ কেন করলে? আবু জাহেল বলল: কি বলব? যখন **মুহাম্মদে আরবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নাম নিলেন, তখন আমার উপর ভীতির সঞ্চার হলো। আমি যখন বাইরে এলাম, তখন এক ভয়ানক দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠল। আমি দেখলাম একটি দানব আকৃতির উট আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এমন ভয়ানক উট আমি জীবনেও দেখিনি। তাই কোন কথা না বলে তাঁর কথা মাথা পেতে নেয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না, না হলে সে উট আমাকে পিষ্ট করে মারত। (আল্ খাসায়িসুল কুবরা লিস সুয়ুতি, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

ওয়াল্লাহ! উহ শুনলেঙ্গে ফরিয়াদ কো পোঁছেঙ্গে, ইতনা ভি তু হো কুয়ি যু আহ করে দিল ছে।

(হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের **দয়ালু নবী, হুযর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কতই দয়া ও করুনার সাগর ছিলেন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিভাবে দুঃখীদের এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্থদের সাহায্য করেছেন। আর মজলুমদের অধিকার বা হক আদায় করে নিয়েছেন। **আল্লাহ্ পাক** আপন প্রিয় মাহবুবের উপর কী রকম দয়া করেছেন এবং দুশমনদের মোকাবেলায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিভাবে সাহায্য করেছেন। আবু জাহেল একজন কট্টর কাফির ছিল এবং সবসময়ের জন্য ঈমান থেকে বঞ্চিত। তাইতো সে এতবড় মহান মুজিযা স্বচক্ষে দেখার পরও বেঈমানই রয়ে গেল। ব্যস! যার ভাগ্যে যা আছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

কোয়ি আয়া পাকে চলা গিয়া কোয়ি ওমর ভর ভি না পা ছাকা
ইয়ে বড়ে করম কে হে ফয়সলে, ইয়ে বড়ে নসিব কি বাত হে।

(৯) বাঘ এসে গেল!

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো একটি মহান মুজিযা এবং হতভাগা আবু জাহেলের বাতেনি অন্ধত্বের আরো একটি কাহিনী শুনুন। আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়ার কারণে কুরাইশ কাফিরদের চোখে শত্রুতে পরিণত হয়ে পড়েন। আর তারা **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে এবং তাঁর প্রতি নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকে। একদা **মদীনার তাজেদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم “ওয়াদী হাজুন” এর দিকে তাশরীফ নিলেন। সুযোগ পেয়ে ‘নদর’ নামক এক কট্টর কাফির তাঁকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এল। যখনই সে **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটে এল একেবারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। সে প্রাণ ভয়ে শহরের দিকে পালিয়ে গেল। আবু জাহেল তার এ কান্ড দেখে তার কাছে এ কারণ জিজ্ঞাসা করল। সে বলল: আমি আজ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হত্যার উদ্দেশ্যে তার পিছু নিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমি তাঁর নিকট পৌঁছি তখন দেখি মুখ হাঁ করে দাঁত কামড়িয়ে কয়েকটি বাঘ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তাই পালিয়ে আমি আমার জীবন বাঁচালাম। এতবড় মহান মুজিযার কথা শুনার পরও হতভাগা নরাধম আবু জাহেল বলল: এটাও **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যাদু (**আল্লাহর** পানাহ!)। (আল খাসায়িসুল কুবরা লিস সুয়ুতি, ১ম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা)

উফ-রে মুনকির ইয়ে বড়হা জওশে তায়াস্‌সুবে আখির,
বেড় মে হাত ছে কমবখত কে ঈমান গিয়া। (হাদায়িখে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(১০) নিজের সম্মানিত পিতা-মাতাকে জীবিত করলেন

প্রত্যেকের পিতামাতার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা থাকে। তাই আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটবে কেন? তাঁর পিতামাতার প্রতি তাঁরও গভীর ভালবাসা ছিল। তাই তিনি নিজ সম্মানিত পিতামাতাকে আপন উম্মতের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়ার জন্য **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাদের জীবিত করে আমাদেরকে মুজিযা দেখালেন। সে মহান মুজিযাটি আপনিও শুনুন এবং আন্দোলিত হোন।

ইমাম আবুল কাসেম আবদুর রহমান সুহাইলি (ইন্তিকাল ৫৮১ হিজরী) 'আর রওজুল উনুফ' নামক কিতাবে বর্ণনা করেন; উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বর্ণনা করেন, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করলেন: "**হে আল্লাহ!** আমার সম্মানিত পিতামাতাকে জীবিত করে দাও।" **আল্লাহ পাক** আপন প্রিয় হাবিবের দোয়াকে কবুল করে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পিতামাতা উভয়কে জীবিত করে দিলেন। তাঁরা জীবিত হয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান এনে আবার নিজ নিজ পবিত্র মাজারে তাশরিফ নিয়ে যান। (আর রওজুল উনুফ, ১ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

ইজাবত কা ছেহ্‌রা ইনায়াত কা জাওড়া, দুলহান বনকে নিকলি দোয়ায়ে মুহাম্মদ।
ইজাবত নে ঝুক কর গলে ছে লাগায়া, বড়হি নাজ ছে যব দোয়ায়ে মুহাম্মদ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূল ﷺ এর সম্মানিত পিতা-মাতা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন

আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আব্বাজান যখন এ দুনিয়া ত্যাগ করেন, তখনো আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর আম্মাজান সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পেট

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

মোবারকে ছিলেন। **মক্কী-মাদানী সুলতান, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স যখন ৫ বা ৬ বছরে উপনীত হয়, তখন তাঁর আম্মাজানও এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে যান। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াতের ঘোষণা দেন। এতে কারো মনে কখনো এ সন্দেহ যেন সৃষ্টি না হয়, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতামাতা উভয়ে **আল্লাহ**র পানাহ! কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তারা কবর আযাবে লিপ্ত ছিলেন, **তাই মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের বাদশাহ্, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের জীবিত করে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করেন, যাতে তাঁরা শাস্তি থেকে মুক্তি পায়। ঘটনা এরূপ নয়, বরং তারা উভয় এক **আল্লাহ**র উপর বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাওহিদের উপর অটল ছিলেন। জীবনেও তারা কখনো মূর্তি পূঁজা করেননি। **আল্লাহর মাহবুব, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে নিজ উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়ার জন্যই পুনরায় জীবিত করে কলেমা পাঠ করিয়েছিলেন।

মুঝকো আব কলেমা পড়হা যা মেরে মাদানী আক্বা,
তেরা মুজরিম শাহা দুনিয়া ছে চলা যাতা হে।

যে মাছের পেটে ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন সেটাও জান্নাতে যাবে

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল হক্কি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণনা করেন: "হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তিনদিন বা সাত দিন কিংবা চল্লিশ দিন মাছের পেটের মধ্যে ছিলেন, তাই সে মাছও জান্নাতে যাবে।"

(রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ২২৬, ৫১৮ পৃষ্ঠা, কোয়েটা)

রাসূল ﷺ এর পিতা-মাতা জান্নাতী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে দেখুন! যে মাছের পেটে **আল্লাহ**র নবী হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মাত্র কয়েক দিন ছিলেন। সে মাছ যদি জান্নাতে যেতে পারে, তাহলে যে মা আমিনার رَضِىَ اللهُ عَنْهَا গর্ভে হযরত

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এরও সরদার **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কয়েক মাস ছিলেন সে মা আমেনা **আল্লাহ্**র পানাহ কুফরির উপর দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেবেন এবং কবর আযাবে লিপ্ত থাকবেন তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? নিঃসন্দেহে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতামাতার পূতঃপবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহুর্তেই একত্ববাদের উপর ছিল এবং তারা নিঃসন্দেহে জান্নাতী। বরং আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল পূর্বপুরুষই ছিলেন একত্ববাদে বিশ্বাসী। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **‘ফতোওয়ায়ে রযবীয়া’** ৩০শ খন্ডের ২৬৭-৩০৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

খোদানে কিয়া উনকো বে মিছ্ল পয়দা, নেহি দো জাহান মে মিছালে মুহাম্মদ।
খোদা আওর নবী কা হে উছ পে তো ছায়া, জিছে হার ঘড়ি হে খেয়ালে মুহাম্মদ।

(১১) মৃত ছাগল জীবিত হয়ে গেল

একদা হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারাতে ক্ষুধার ভাব লক্ষ্য করে বাড়ি এসে স্ত্রীকে বললো: ঘরে কি খাওয়ার কিছু আছে? স্ত্রী বলল: ‘ঘরে শুধুমাত্র একটি ছাগল এবং সামান্য যব ছাড়া আর কিছুই নেই।’ ছাগলটিকে যবাই করে রান্না করা হয়েছে, আর যবগুলো পিষে রুটি তৈরী করে তরকারির মধ্যে দিয়ে (সরিদ) তৈরী করা হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি সরিদ এর সে পাত্রটা নিয়ে এসে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে পেশ করলাম। **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে আদেশ দিলেন: হে জাবের! গিয়ে লোকদের ডেকে আন। যখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان উপস্থিত হলেন তখন ইরশাদ করলেন: “কয়েকজন কয়েকজন করে আমার কাছে পাঠাও।” অতএব সাহাবাগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কয়েক জন করে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এসে খাবার খেয়ে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

চলে যান। হযরত জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন সকলের খাওয়া শেষ হলো আমি দেখলাম পাত্রে প্রথমে যে পরিমাণ খাবার ছিল, খাওয়ার পরও তা সম্পূর্ণই রয়ে গেছে। **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামগণকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হাড়গুলো বাইরে না ভাঙ্গার জন্য আদেশ দিলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাড়গুলো একত্রিত করার জন্যও নির্দেশ দিলেন। যখন হাড়গুলো একত্রিত করা হলো, তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন পবিত্র হাত হাড়গুলোর উপর রেখে কিছু পাঠ করলেন। পাঠ করার সাথে সাথে হাড়গুলো নড়ে উঠল এবং দেখতে দেখতে পূর্ণ ছাগলে রূপান্তরিত হয়ে কান নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অতঃপর **ছরকারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: হে জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ! তোমার ছাগল নিয়ে যাও। আমি যখন ছাগলটি নিয়ে ঘরে পৌঁছলাম। আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এ ছাগল কোত্থেকে আনলেন? আমি বললাম: **আল্লাহর** শপথ! এটা সে ছাগলই যা তুমি জবেহ করে দিয়েছিলে। আমাদের **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে **আল্লাহ পাক** তা আমাদের জন্য পুনরায় জীবিত করে দিয়েছেন।

(আল খাসায়িসুল কুবরা, ২য় খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

এক দিল হামারা কিয়া হে আযার উছকা কিতনা,
তুমনে তো চলতে ফিরতে মুরদে জিলা দিয়ে হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১২) মৃত মাদানী মুন্না জীবিত হয়ে গেল!

প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল হযরত আল্লামা আবদুর রহমান জামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন; **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেহমানদারী করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার সত্যিকার দু'মাদানী মুন্নার (ছেলের) সামনে একটি ছাগল জবাই করেছিলেন। কাজ শেষ করে তিনি যখন চলে গেলেন, তার

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

ছোট্ট ছোট্ট দু' মাদানী মুন্না ছুরি নিয়ে ঘরের ছাদের উপর উঠল। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল: চল, আব্বু যেরূপ ছাগলটাকে জবাই করেছে আমিও তোমাকে সেরূপ জবাই করি। অতঃপর বড় ভাই ছোট ভাইকে হাত পা বেঁধে ছাদের উপর ফেলে তার গলায় ছুরি চালিয়ে দিল এবং শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে তা হাতের উপর নিয়ে নিল। যখন এ মর্মান্তিক দৃশ্য তাদের আম্মাজানের চোখে পড়ল তিনি তার দিকে দৌঁড়ে গেলেন। অপর ভাই ভয়ে পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে সেও মারা গেল। মায়ের চোখের সামনে ছোট্ট ছোট্ট দু'শিশু পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরও সে ধৈর্যশীলা মা কোনরূপ কান্নাকাটি কিংবা হা হুতাশ করলেন না। তাঁর কান্নাকাটি কিংবা হা হুতাশের কারণে যেন মহান অতিথি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পেরেশান হয়ে না যান। এ আশঙ্কায় তিনি ধৈর্যের চরম পরিচয় দিলেন। খুব শান্তভাবে তিনি তার আদরের শিশু পুত্র দু'টির মরদেহ ঘরে নিয়ে এসে কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখলেন। কাউকে তিনি এ ঘটনা জানতে দিলেন না এমন কি নিজের স্বামী হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কেও। মন তাঁর যদিও পুত্র শোকে রক্তাশ্রু বিসর্জন করছিল তবুও তিনি তাঁর চেহারাতে ফুটে উঠতে দেননি। একান্ত শান্তভাবে এবং সম্পূর্ণ হাসিমুখে তিনি মহান অতিথির জন্য রান্না সহ সবকিছু সম্পাদন করেন। **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মুখে খাবার রাখা হলো। এমন সময় জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এসে উপস্থিত হলেন। তিনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতিপালক আপনাকে ইরশাদ করেছেন জাবেরকে বলার জন্য, তিনি যেন তার শিশু পুত্র দুটি আপনার সামনে নিয়ে আসেন, যাতে তারাও আপনার সাথে আহার করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: হে জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ! তোমার সন্তানদেরকে নিয়ে আস।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাড়াতাড়ি স্ত্রীর কাছে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন: ছেলেরা কোথায়? **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে ডাকছেন। স্ত্রী বললেন: **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গিয়ে বলুন, তারা এখন ঘরে নেই। হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এসে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার ছেলেরা তো এখন ঘরে নেই। **আল্লাহর রাসূল, রাসূলে মকবুল, মা আমিনার সুবাসিত ফুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “**আল্লাহ পাকের** আদেশ তাদেরকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আস।” হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পুনরায় স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাঁর শিশুপুত্র দুটিকে ডেকে আনার জন্য বললেন: স্ত্রী তখন আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বললেন: ‘হে জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ! এ মুহূর্তে তাদের হাজির করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: ব্যাপার কি? তুমি কাঁদছ কেন? স্ত্রী তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং কাপড় উল্টিয়ে তার ফুটফুটে **মাদানী মুন্না** দুটির লাশ দেখালেন। লাশ দেখে তিনিও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। কেননা তিনি তাদের মৃত্যুর কথা আগে জানতেন না। হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর আদরের শিশুপুত্রদ্বয়ের লাশ দুটি এনে **নবী করীম হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারকে রাখলেন। তখন তার ঘর থেকে কান্নার প্রচন্ড আওয়াজ আসছিল। **আল্লাহ** রাব্বুল আলামীন জিব্রাঈল আমিনকে পাঠিয়ে বললেন: যাও, **আমার মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গিয়ে বল, জাবেরের মৃত শিশুপুত্র দুটির জন্য আমার দরবারে দোয়া করতে, যাতে আমি তাদের জীবিত করে দিই। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করলেন: সাথে সাথে **আল্লাহ পাকের** হুকুমে জাবেরের মৃত শিশু পুত্র দুটি জীবিত হয়ে গেল। (শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, ১০৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল হাকিকাহ, তুর্কী। মাদারিজুন নবুওয়াত, ১ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

কলবে মুরদা কো মেরে আব তু জিলাদো আক্বা, জামে উলফত কা মুঝে আপনি পিলা দো আক্বা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কী অপূর্ব মুজিযা! কী অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা! অল্প খাবারে পরিতুষ্ট করলেন, অনেক লোককে, তারপরও তাতে কোনরকমের ঘাটতি দেখা গেল না। আবার উচ্ছিষ্ট হাড়গুলোর ওপর দোয়া পড়ে তাকেও রক্ত মাংসে পরিপূর্ণ একটি জীবন্ত ছাগলে রূপান্তরিত করে দেখালেন। শুধু ছাগল নয়, হযরত জাবের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মৃত দু মাদানী মুন্নাকেও **আল্লাহ পাকের** হুকুমে জীবিত করে দেখালেন।

মুরদো কো জিলাতে হে, রুতো কো হাসাতে হে, আ-লাম মিটাতে হে, বিগড়ি কো বানাতে হে।
ছরকার খিলাতে হে, ছরকার পিলাতে হে, সুলতান ও গদা, সবকো ছরকার নিবাতে হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বেয়াদবকে জমিন গ্রহণ করেনি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী এক হতভাগার করুণ পরিণতির একটি ঘটনা শুনুন এবং চিন্তা করুন, **আল্লাহ পাক** আপন প্রিয় মাহবুবের দুশমনদের প্রতি কিরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা এক খ্রীষ্টান মুসলমান হয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আল ইমরান মুখস্থ করেছিল। সে **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অন্যতম কাতেব নিযুক্ত হলো। কিছু দিন পর সে আবার মুরতাদ হয়ে খ্রীষ্টান ধর্মে ফিরে গেল। খ্রীষ্টান ধর্মে ফিরে যাওয়ার পর সে গলাবাজি করে বেড়াতে লাগল مَا یَدۡرِیۡ مُحَمَّدٌ اِلَّا مَا کَتَبۡتُ لَہٗ অর্থাৎ আমি **মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে যা লিখে দিতাম তিনি শুধু তাই জানতেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

বেশি দিন হয়নি, **আল্লাহ পাক** তাকে অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু দিলেন। তার গোত্রের লোকেরা একটি কবর খনন করে তাকে তাতে দাফন করল। কিন্তু সকালে জমিন তাকে কবর থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিল। তার গোত্রের লোকেরা বলল: এটা **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর অনুসারীদেরই কাজ। কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে চলে এসেছিল। তাই তারা আমাদের সঙ্গীকে কবর থেকে বের করে ফেলেছে। দ্বিতীয়বার তারা আরেকটি কবর খনন করে তাতে তাকে পুনরায় দাফন করল। কিন্তু সকালে তাকে আবারো কবরের বাইরে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল। এবারও তারা বলাবলি করল, এটা হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর অনুসারীদেরই কাজ। কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে চলে এসেছিল। তাই তারা তার কবর খনন করে তাকে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তৃতীয়বার তারা তার জন্য যত গভীরে খনন করা যায় তত গভীরে একটি কবর খনন করে তাতে তাকে দাফন করল। কিন্তু সকালে তাকে আবারো জমিনের ওপর পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেল। এবার তারা নিশ্চিত হলো, তার সাথে এ আচরণ মানুষের পক্ষ থেকে নয়। অতঃপর তাকে তারা আর দাফন না করে মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় ফেলে রেখে চলে আসল। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৩৬১৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ১৪৯৭, হাদীস নং: ২৭৮১, দারে ইবনে হযম, বৈরুত)

না ওঠ ছেকেগা কিয়ামত তলক খোদা কি কসম,
কে জিচকো তুনে নজর ছে গিরাকে ছুড় দিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইলম নিয়ে সমালোচনা করার মধ্যে ধ্বংস রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সে হতভাগা বিশ্বপ্রতিপালকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সাহচর্য লাভ করার পরও তার গুরুত্ব দেয়নি। বরং তার দুর্ভাগ্য ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে মুরতাদ হয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এর ইলম নিয়ে সমালোচনায় মেতে উঠেছে। পরিনামে সে এমনভাবে ধ্বংসের অতল গভীরে নিক্ষিপ্ত হলো, **আল্লাহ পাকের** জমিনও তাকে গ্রহণ করেনি।

এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল, **আল্লাহর প্রিয় মাহবুব, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক জ্ঞান নিয়ে সমালোচনায় মেতে উঠা উভয় জাহানে ধ্বংস ডেকে আনে। মুমিনরা **শানে রিসালাত ও রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্ঞান নিয়ে কখনো সমালোচনায় মেতে উঠে না। বরং তা মুনাফিকদেরই কাজ। কেউ সত্যই বলেছেন, اَلنِّفَاقُ يُوْرِثُ الْاِعْتِرَاض অর্থাৎ 'মুনাফেকি নিন্দা সমালোচনার জন্ম দেয়।'

করে মুস্তফা কি ইহানতে খোলে বন্দো ইছ পে ইয়ে জুরয়াতে,
কে মে কিয়া নিহি হো মুহাম্মাদি! আরে হা নিহি! আরে হা নিহি!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করার চেষ্টা করছি। **নবীদের সুলতান, সরদারে দু-জাহান, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, মুলতঃ সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সিনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসাফাহা করার ১৪টি মাদানী ফুল

✲ দু'জন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাতের সময় সালাম করে উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা তথা (করমর্দন) করা সুন্নাত। ✲ বিদায় নেয়ার সময়ও সালাম

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

করে পরস্পর (মুসাফাহা) করমর্দন করতে পারবেন। ❋ **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যখন দুজন মুসলমান সাক্ষাতের সময় পরস্পর মুসাফাহা করে এবং কুশল বিনিময় করে, **আল্লাহ পাক** তাদের জন্য একশটি রহমত অবতীর্ণ করেন, তন্মধ্যে নব্বইটি রহমত, সৌহার্দ্যপূর্ণ সাক্ষাতকারী এবং আন্তরিকতাপূর্ণ কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য বরাদ্দ করেন।" (আল মুজামুল আওসাত লিত্ তাবারানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮০, হাদীস নং: ৭৬৭২) ❋ যখন দুজন বন্ধু পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তারা পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকি, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৮৯৪৪) ❋ মুসাফাহার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পড়ে নিবেন: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুক।) ❋ দু'জন মুসলমান মুসাফাহার সময় **আল্লাহ পাকের** দরবারে যে দোয়াই করবেন اِنْ شَآءَ الله তা কবুল হয়ে যাবে এবং হাত পৃথক করার আগেই উভয়ের গুনাহও اِنْ شَآءَ الله ক্ষমা হয়ে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬, হাদীস নং: ১২৪৫৪, দারুল ফিকির, বৈরুত) ❋ পরস্পর মুসাফাহা করলে শত্রুতা দূরীভূত হয়। ❋ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মুসলমান তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কারো অন্তরে অপরের প্রতি কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা না রাখে, তাদের হাত পৃথক করার আগেই **আল্লাহ পাক** তারা উভয়ের পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আর যে মুসলমান তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি মুহাব্বতের দৃষ্টিতে দেখে এবং কারো অন্তরে অপরের প্রতি কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা না থাকে, তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার আগেই তারা উভয়ের পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) ❋ যতবার সাক্ষাৎ হবে ততবার মুসাফাহা করা যাবে। ❋ পরস্পর এক হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত নয়, বরং উভয় হাতেই মুসাফাহা করা সুন্নাত। ❋ অনেক লোক কেবলমাত্র পরস্পর আঙ্গুল

মর্দন করে, তাও সুন্নাত নয়। ❋ করমর্দনের পর নিজের হাতে নিজে চুমু দেয়া মাকরূহ। যে সমস্ত ইসলামী ভাইয়ের মধ্যে মুসাফাহার পর নিজের হাতে নিজে চুমু দেয়ার অভ্যাস রয়েছে, তারা তাদের সে অভ্যাস পরিহার করবেন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ১১৫ পৃষ্ঠা) ❋ সুদর্শন বালকের সাথে করমর্দন করলে যদি যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহলে তার সাথে (মুসাফাহা) করমর্দন করা জায়েজ নেই। বরং তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও যদি কামোত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহলে দৃষ্টিপাত করাও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) ❋ হাতে রুমাল ইত্যাদি নিয়ে মুসাফাহা করা সুন্নাত নয়, বরং খালি হাতে তালুর সাথে তালু মিলিয়ে মুসাফাহা করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন রকমের অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৩৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বাহারে শরীয়াত' ১৬তম অংশ এবং ১২০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট 'সুন্নাত ও আদব' নামক কিতাব দুটি সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি অন্যতম মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে **সুন্নাতে ভরা সফরকে**ও নিজ জীবনে অপরিহার্য করে নিন।

হুযুর ﷺ এর দিদার লাভ

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক **সুন্নাতে ভরা ইজতিমার** শেষের দিনে আশিকানে রাসূলের অসংখ্য **মাদানী কাফেলা** সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪২৬ হিজরীর আন্তর্জাতিক ইজতিমা হতে আগ্রা তাজ কলোনির (**বাবুল মদীনা** করাচী) একটি **মাদানী কাফেলা** নিয়ম মোতাবেক সফর করে একটি মসজিদে গিয়ে অবস্থান নেয়। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, **মাদানী কাফেলায়** অংশগ্রহণকারী এক

নবাগত ইসলামী ভাইয়ের সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায়। স্বপ্নে সে **তাজেদারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভ করে। এতে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সত্যতাকে মনে প্রাণে মেনে নিয়ে সে **মাদানী পরিবেশের** সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

কোয়ি আয়া পাকে চলা গিয়া, কোয়ি ওমর ভর ভি না পা ছাকা,
ইয়ে বড়ে করম কে হে, ফয়সলে ইয়ে বড়ে নসিব কি বাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সাহচর্যের বরকতে ভাগ্যবান এক ইসলামী ভাই **তাজদারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভে কিভাবে ধন্য হলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সাহচর্যের কি অপূর্ব বরকত। তাদের সাহচর্যের বরকতের আরো একটি **মাদানী বাহার** শুনুন এবং আনন্দিত হোন।

আমি বিদেশী ফ্লিমের প্রতি বেশি আসক্ত ছিলাম

এক সৈনিক ইসলামী ভাই চিঠির মাধ্যমে জানান, আমি গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত ছিলাম। আমার কাছে অসংখ্য বিদেশী গানের ক্যাসেট ছিল। তন্মধ্যে কিছু কিছু ক্যাসেট **আল্লাহ**র পানাহ! কুফরি গানে ভরপুর ছিল। বিদেশী ফ্লিম দেখা ছিল আমার প্রিয় শখ। ফিল্মি গান শোনা, রঙ্গরসিকতা করা, তাসখেলা ছিল আমার দৈনিক কাজ। আমি ছিলাম সীমাহীন বেপরোয়া এক দূর্দান্ত যুবক এবং পিতামাতার অবাধ্য সন্তান। মোটকথা এমন কোন পাপ নেই, যাতে আমি পা রাখিনি। জীবনের এরকম লাগামহীনতার মধ্যে আমি সেনাবাহিনীতে চাকুরি নিই। রাওয়াল পিন্ডি থেকে কোয়েটাতে আমাকে বদলী করা হয়। সারাটা পথ রেলে যাত্রীদের কষ্ট দিয়ে আমি কোয়েটা পৌঁছি। সেখানে পৌঁছার পর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন পাগড়ীধারী ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

সে ইসলামী ভাই ছিলেন গোলজারে তাইয়্যেবার (সরগোদা) অধিবাসী। তিনি আমার উপর **ইনফিরাদী কৌশিশ** করে আমাকে **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে** নিয়ে যান। তাঁর উত্তম চরিত্র এবং মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হয়ে আমি আমার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِله বর্তমানে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের** সাথে পুরাপুরি সম্পৃক্ত। আমি এক মাসের **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করার সৌভাগ্যও অর্জন করি। اَلْحَمْدُ لِله বর্তমানে আমি একটি এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের নিগরানের দায়িত্ব পালন করছি এবং এলাকাতে নামায ও সুন্নাতের সাড়া জাগানোয় মেতে আছি।

নেককারদের ভালবাসা কখন সাওয়াবের কাজ হয়!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আশিকানে রাসূলের সাহচর্য এবং নেককারদের প্রতি ভালবাসা একজন হতভাগাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেল। আপনারাও সর্বদা সৎ সঙ্গ এবং নেককারদের ভালবাসার মনোভাব গড়ে তুলুন। যারা **মাদানী কাফেলায়** সফর করে তারা উপরোক্ত দুটি নিয়ামত অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ পায়। নেককার লোকদের ভালবাসলে সাওয়াব পাওয়া যায়। তবে সে ভালবাসা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হতে হবে। দুনিয়াবী বা ব্যবসায়িক ফায়দা লাভ, কিংবা কারো উত্তম চালচলন, চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা, মনোহারী রূপ মাধুরী, অঢেল সম্পদে মোহিত হয়ে কাউকে ভালবাসলে সে ভালবাসা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে না। এমন কি রক্ত সম্পর্কের কারণে পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি কিংবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসলেও তাতে কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না। যদি তা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে না হয়।

প্রখ্যাত মুফাসসির, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: কোন মানুষকে কেবলমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসতে হবে। সে ভালবাসা দুনিয়াবী ফায়দা ভোগ এবং রিয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং মুসলমানদের প্রতি ভালবাসা এ পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত হবে, যদি তা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়। আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আম্বিয়া কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام প্রতি ভালবাসা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি কামনার্থে ভালবাসার সর্বোচ্চ স্তর।

(মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসার ৮টি ফযীলত

❋ কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: সে লোকেরা কোথায়? যারা আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের খাতিরে একে অপরকে ভালবাসত। আজ আমি তাদেরকে আমার আরশের ছায়াতলে জায়গা দেব। আজ আমার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই। (সহীহ মুসলিম, ১৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৫৬৬) ❋ **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "যারা আমার সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশ্যে সভা-সমাবেশে উপস্থিত হয়ে আমার গুনগান করে, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে এবং আমারই ভালবাসা অর্জনের জন্য নিজেদের ধন সম্পদ পরস্পরের মধ্যে খরচ করে, তাদেরকে ভালবাসা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।" (আল মুয়াত্তা, ২য় খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৮২৮) ❋ **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন, "আমার মহত্ত্ব ও সম্মানের খাতিরে যারা পরস্পর মুহাব্বত করে, তাদের জন্য পরকালে বিরাট নুরের মিনার হবে, যা দেখে নবী ও শহীদগনও ঈর্ষা করবেন এবং আকাংখী হবেন।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৩৯৭) ❋ যদি দুজন ব্যক্তি একমাত্র **আল্লাহ** তাআলার জন্য একে অপরকে ভালবাসে, তন্মধ্যে একজন বাস করে পূর্বে এবং অপরজন বাস করে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

পশ্চিমে। কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** উভয়কে একত্রিত করে ইরশাদ করবেন: এই সে ব্যক্তি যাকে তুমি আমার জন্য ভালবাসতে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৯০২২) ❋ নিশ্চয় জান্নাতে ইয়াকুতের স্তম্ভ রয়েছে। যার উপর নির্মিত সুন্দর অট্টালিকা রয়েছে। ঐ অট্টালিকার দরজা সব সময় খোলা থাকে। তা এমন উজ্জ্বল ও চক চক করছে যেরূপ উজ্জ্বল তারকা চকচক করে। সাহাবা কিরামগণ আরজ করলেন, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাতে কারা বাস করবে? তিনি ইরশাদ করলেন: "সেসব লোক, যারা একমাত্র **আল্লাহ পাকের** উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, একমাত্র **আল্লাহ পাকের** উদ্দেশ্যে পরস্পর বসে **আল্লাহ**কে স্মরণ করে এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৯০২২) ❋ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি কামনার্থে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীগণ আরশের চারপাশে ইয়াকুতের চেয়ারে বসা থাকবে। (আল মুজামুল কবির, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫০, হাদীস নং: ৩৯৭৩) ❋ যে ব্যক্তি একমাত্র **আল্লাহ পাকের** উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসে বা **আল্লাহ পাকের** জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য দান খয়রাত করে কিংবা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য দেয়া থেকে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তার ঈমানকে পূর্ণ করে নিল। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪৬৮১) ❋ দুজন ব্যক্তি যখন একমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে, তাদের মধ্যে সম্পর্ক তখনই ছিন্ন হয়, যখন তাদের একজন কোন গুনাহে লিপ্ত হয়। (আল আদাবুল মুফরাদ, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪০৬) অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** জন্য যে মুহাব্বত হয় সেটার পরিচয় হলো, যদি একজন গুনাহ করে তবে অপরজন তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

(বিস্তারিত জানার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত 'বাহারে শরীয়াত' ১৬ অংশ, পৃষ্ঠা ২১৭-২২২ পাঠ করুন)

বয়ান নং ২

বৃদ্ধ পূজারী

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- পৃথিবীর করুণ অবস্থা
- প্রিয় নবী ﷺ এর শুভাগমণ হয়ে গেল
- ইসলামের প্রতি আহ্বানের সূচনা
- নখ কাটার ৯টি মাদানী ফুল

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বৃদ্ধ পূজারী (১)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এ রিসালা সম্পূর্ণ পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, একদা **মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাহিরে তাশরীফ আনলেন, তখন আমিও পেছনে চললাম। **নবী করিম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সিজদায় তাশরীফ নিলেন। সিজদাকে এত বেশি লম্বা করলেন যে, আমার আশংকা হলো **আল্লাহ পাক** কোন রূহ মোবারককে কব্জ করে নিলেন কিনা। এমনকি আমি কাছে গিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলাম। যখন মাথা মোবারক উঠালেন তখন ইরশাদ করলেন: "হে আবদুর রহমান! কি হয়েছে? আমি নিজের আশংকা প্রকাশ করলাম, তখন তিনি ইরশাদ করলেন: জিব্রাঈল আমীন আমাকে বলল; **আপনাকে** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি এ কথা খুশি করবে না যে,

---

(১) এই বয়ানটি আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه পহেলা রবিউন নূর শরীফ (১৪৩০ হিজরি) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায **ফয়যানে মদীনা** (বাবুল মদীনা) করাচীতে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থাপন করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন সহকারে পেশ করা হলো। **- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ।**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "যে আপনার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, আমি তার উপর রহমত নাযিল করব আর যে আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার উপর নিরাপত্তা নাযিল করব।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ১ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৬২, দারুল ফিকির, বৈরুত)

যামানে ওয়ালে ছতায়ে, দুরূদে পাক পড়হো, যাহাকে গম জু রুলায়ে, দুরূদে পাক পড়হো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরববাসীদের ধর্ম এমনিতে ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর ধর্ম ছিল, কিন্তু তার প্রকৃত রূপ একেবারে পরিবর্তন করা হয়েছিল। তাওহীদের জায়গায় শিরক এবং এক আল্লাহর ইবাদতের স্থানে মূর্তি পূজাকে গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোকতো মূর্তিকে তাদের খোদা মনে করত আবার অনেকে গাছগুলোকে, চন্দ্র, সূর্য, তারকাগুলোর পূজা করত এবং কিছু অপদার্থ কাফির ফিরিশতাদেরকে খোদার মেয়ে সাব্যস্ত করে তাদের পূজায় লিপ্ত থাকত। চরিত্রের অধঃপতনের ধরণ এটা ছিল, তারা দিনে ও রাতে মদ্যপান, জুয়াখেলা, ব্যভিচার এবং হত্যা ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে লিপ্ত থাকত। তাদের হৃদয়ের পাষন্ডতা সম্পর্কে এ কথা থেকে ভালভাবে অনুমান করা যায় যে, মেয়ে সন্তান জন্ম হতেই জীবন্ত দাফন করা হতো এবং অনেক সময় মানুষদেরকে জবেহ করে, তাদেরকে মূর্তির উপর উপহার স্বরূপ পেশ করত। তাদের হিংস্রতার ধরণ কিছুটা এ রকম ছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ে উপহার উৎসর্গ করার জন্য কোন সাদা উট কিংবা মানুষকে নেয়া হতো, অতঃপর তাদের পবিত্র স্থানের চারপাশে গান গেয়ে তিনবার তাওয়াফ করত। তারপর গোত্রের সরদার কিংবা **বৃদ্ধ পূজারী** অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ঐ উপহার (তথা মানুষ কিংবা উট যেটাই হোক) এর উপর প্রথমে আঘাত করত এবং তার কিছু রক্ত পান করত। এরপর উপস্থিত লোকেরা ঐ সাদা উট কিংবা মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ত এবং তার মাংসকে টুকরো টুকরো করে

www.dawateislami.net

কাঁচা কাঁচা খেয়ে ফেলত। মোটকথা, আরবে সর্ব প্রকার হিংস্রতা ও বর্বরতার শাসন বিরাজমান ছিল। যুদ্ধের মধ্যে মানুষকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া, মেয়েদের পেট ছিঁড়ে ফেলা, বাচ্চাদের জবাই করা, তাদেরকে ভল্লমের উপর ছুঁড়ে দেয়া তাদের নিকট দোষণীয় ছিল না।

পৃথিবীর করুণ অবস্থা

এ অবস্থা শুধু আরবের সাথে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এমনকি অধিকাংশ ইরানীরা আগুনের পূজা করত এবং নিজ মায়ের সাথে মিলন করতে ব্যস্ত ছিল। অধিকাংশ তুরস্কবাসীরা রাত-দিন গ্রামাঞ্চল ধ্বংস করা এবং লুঠপাটে লিপ্ত ছিল এবং মূর্তি পূজা ও লোকদের উপর নিপিড়ন করা তাদের অভ্যাস ছিল। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ লোক মূর্তি পূজা এবং নিজেকে আগুনে জ্বালানো ব্যতীত কিছুই জানত না। এভাবে চতুর্দিকে কুফরী ও অত্যাচারের মেঘ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল। কাফির লোক পশু থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এমনি সময়-

প্রিয় নবী ﷺ এর শুভাগমণ হয়ে গেল

বিশ্বব্যাপী এই অন্ধকারের মধ্যে **নূরের পায়কর, সমস্ত নবীগণের সরদার, উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র পৃথিবীর জন্য হেদায়েতকারী ও আলোর দিশারী হয়ে আসহাবে ফিল (হস্তী বাহিনীর), ঘটনার ৫৫ দিন পর ১২ রবিউন নূর মোতাবেক ২০ শে এপ্রিল ৫৭১ সালে[২] রোজ সোমবার সুবহে সাদিকের সময় এখনো আকাশে কিছু তারকা মিটমিট করছিল। চাঁদের মত চেহারা চমকিয়ে, কস্তুরির সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে, খত্না সম্পন্ন অবস্থায়, নাভী মোবারক কাঁটা অবস্থায়, দুই কাঁধ মোবারকের মাঝখানে মোহরে

(২) বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়া নতুন সংস্করন ২৬তম খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

নবুওয়াত দীপ্তিমান, দু'চোখ মোবারকে সুরমা লাগানো, পবিত্র শরীর, দুই হাত জমিনের উপর রেখে, মাথা মোবারক আসমানের দিকে উঠিয়ে পৃথিবীতে তাশরীফ আনেন।

(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া লিল্ কুস্তলানী, ১ম খন্ড, ৬৬-৭৫ পৃষ্ঠা, অন্যান্য, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রবিউল আউয়াল উমিদো কি সাত লে আয়া,
দোয়াও কি কবুলিয়ত কো হাতো হাত লে আয়া।
খোদানে না খোদাই কি খুদ ইনসানী সফীনে কি,
কেহ রহমত বন কে ছায়ি বারবী শব ইস মাহিনে কি।
জাহা মে জশনে ছুবহে ঈদ কা সামান হুতা থা,
ওদর শয়তান তানহা আপনি না কামি পে রুথা থাহ।
সদা হাতিফ নে দি আয় সাকে নানে খিত্তায়ে হাসতি!
হুয়ী জাতি হে পির আবাদ ইয়ে ওজড়ি হুয়ে বস্তি।
মোবারকবাদ হে উনকে লিয়ে জু জুলম সাহতে হে,
কেহি জিনকো আমাঁ মিলতে নেহি বরবাদ রেহতে হে।
মোবারকবাদ বেওয়াঁয়ো কি হাসরাত যা নেগাহো কো,
আছর বকশা গিয়া নালো কো ফরয়াদো কো আহো কো।
দায়িফো বেকছু আফত নসীবো কো মোবারক হো,
ইয়াতীমো কো গোলামো কো গরীবো কো মোবারক হো।
মোবারক ঠোকারে খা-খা কে পায়হাম গেরনে ওয়ালো কো,
মোবারক দাশ্‌ত গুরবত মে ভাটাকতে ফিরনে ওয়ালো কো।
মোবারক হো কে দওরে রাহাত ও আরাম আ-পৌছা,
নাজাতে দায়েমী কি শেকল মে ইসলাম আ-পৌছা।
মোবারক হো কে খাতামুল মুরসালীন তাশরীফ লে আয়ী,
জনাবে রহমাতুল্লিল আলামীন তাশরীফ লে আয়ী।
বাছাদ্ আনদাযে ইয়াক তায়ী বাগায়াত শানে যিবায়ী,
আঁমী বন কর আমানাত আমেনা কি গুদ মে আয়ী।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

পৃথিবীতে আগমন করতেই **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদা করেন। সে সময় ঠোঁট মোবারকে এ দোয়া জারী ছিল رَبِّ هَبۡلِیۡ اُمَّتِیۡ অর্থাৎ **হে আমার প্রতিপালক!** আমার উম্মত আমাকে দান করে দাও।

রব্বী হাবলী উম্মতী কেহতে হুয়ে পয়দা হুয়ে,
হক নে ফরমায়া কে বখশা আসসালাতু আস সালাম।

হেরা গুহায় ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরব বাসীদের অধিকাংশের মারাত্মক অবস্থা আপনারা শুনেছেন। এরকম হিংস্র জাতির মধ্যে থেকেও **আমাদের মক্কী মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোন খেলাধূলার বৈঠকে অংশ নেননি এবং **মদীনার তাজেদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসীত পবিত্র সত্তা প্রত্যেক প্রকারের মন্দ গুণাবলী থেকে দূরে ছিল। **মক্কী মাদানী ছরকার, মাহবুবে গাফ্‌ফার, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রশংসীত চরিত্র দ্বারা গুনান্বিত এবং সত্যবাদীতা ও আমানতে এ রকম সুপরিচিত হয়েছিলেন যে, স্বয়ং **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্প্রদায়, **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **“সাদিক ও আমীন”** তথা সত্যবাদী ও বিশ্বাসী উপাধি দ্বারা স্মরণ করত। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হেরা গুহায় (যা মক্কা মুকাররমা থেকে মীনা শরীফে যেতে বামদিকে পড়ে) অবস্থান করতেন এবং সেখানে দীর্ঘদিন পর্যন্ত **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

নবুওয়াত প্রকাশ

তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স শরীফ যখন ৪০ বছরে উপনীত হয়। তখন **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুওয়াত প্রকাশের অনুমতি পান।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

নতুবা **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো ঐ সময়েও নবী ছিলেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফীয়ুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সৃষ্টিও (অর্থাৎ জন্মও) হয়নি। এমনকি **তাজেদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে আরয করা হলে: مَتٰى كُنْتَ نَبِيًّا অর্থাৎ **আপনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখন থেকে নবী? ইরশাদ করলেন: وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ "অর্থাৎ (আমি তো ঐ সময়ও নবী ছিলাম যখন) আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام রূহ ও শরীরের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন।" (আল মুস্তাদরাক লিল হাকীম, ৩য় খন্ড, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪২৬৫, দারুল মারেফা, বৈরুত)

আদম কা পুতলা ন বানা তা, যব বি ওহ দুনিয়া মে নবী তে।
হে উন ছে আগাসে রিসালাত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

প্রথম ওহী

২২ ফেব্রুয়ারী ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মহান সময় আসল যখন **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিয়ম অনুযায়ী হেরা গুহাকে আপন বরকত দ্বারা ধন্য করছিলেন। সে সময় হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام প্রথমবার এ আয়াতে পাক ওহী আকারে নিয়ে উপস্থিত হলেন:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝۱
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝۲
اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝۳
الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝۴
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ۝۵

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। যিনি কলম দ্বারা লিখন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না।

(পারা: ৩০, সূর: আলাক, আয়াত: ১-৫)

অতঃপর কিছুদিন পর এ আয়াতে পাক নাযিল হয়।

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ﴿۱﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ۪ۙ﴿۲﴾ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ۪ۙ﴿۳﴾ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۪ۙ﴿۴﴾ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۪ۙ﴿۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে উপর আবরনী (চাদর) আবৃতকারী! দন্ডায়মান হয়ে যান, অতঃপর সতর্ক করুন। এবং আপন প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আর আপন পোশাক পবিত্র রাখুন এবং প্রতিমাগুলো থেকে দূরে থাকুন।

(পারা: ২৯, সূরা: মুদ্দাছির, আয়াত: ১-৫)

ইসলামের প্রতি আহ্বানের সূচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন এ আদেশ “قُمْ فَاَنْذِرْ” অর্থাৎ দন্ডায়মান হয়ে যান এবং সতর্ক করুন, “থেকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর মানুষকে **আল্লাহ পাকের** ভয় দেখানো এবং তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ফরয হয়েছিল। কিন্তু এখনও প্রকাশ্যে **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি মানুষকে আহ্বান করার আদেশ ছিল না। এজন্য **তাজেদারে মদীনা হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সে সময় বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে চুপে চুপে ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিকতা শুরু করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেকীর দাওয়াতে কিছু সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা ঈমান আনয়ন করে। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ছেলেদের মধ্যে সর্বপ্রথম শেরে খোদা হযরত আলী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উম্মুল মুমিনীন, খদিজাতুল কোবরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا, আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন হারেসা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ আর গোলামদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা বেলাল হাবশী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ঈমান আনয়ন করেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

মুসলমান হয়েই নেকীর দাওয়াতের সাড়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ঈমান আনতেই নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে শুরু করেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ইনফিরাদী কৌশিশে এমন পাঁচজন ব্যক্তিত্ব ইসলাম গ্রহণ করেন, যাঁদের কে “জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মধ্যে গণ্য করা হয়”। তাঁদের পবিত্র নাম হলো: (১) হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ, (২) হযরত সায়্যিদুনা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ (৩) হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ, (৪) হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ, (৫) হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ। **“আশারায়ে মুবাশ্‌শারা”** ঐ দশ সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان কে বলা হয়, যাঁদেরকে আমাদের **মক্কী মাদানী মুস্তফা হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় থাকতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন:

ওহ দশো জিন কো জান্নাত কা মুযদা মিলা, উস্ মোবারক জামাআত পে লাখো সালাম।

হায়! আমরাও যদি নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী হতে পারতাম

سُبۡحٰنَ الله! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর নেকীর দাওয়াতের প্রতি কি পরিমাণ প্রেরণা ছিল যে, **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দায়ার আঁচলে আশ্রয় মিলতেই তাড়াতাড়ি অন্যদেরকেও **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার আঁচলের সাথে সম্পর্কিত করার চেষ্টায় লেগে যেতেন। তাঁদের কত মজবুত অনুভূতি ছিল, ইসলামের প্রতি কত শ্রদ্ধা ছিল। হায়! আমাদের অন্তরেও যদি নেকীর দাওয়াতের গুরুত্ব জাগ্রত হয়ে যেত। (হায়! আমরা **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের প্রকাশস্থল জান্নাতের দিকে

নিজের ঐ সহজ সরল ইসলামী ভাইদেরকেও নিয়ে চলার প্রবল চেষ্টা করতাম।) যারা গুনাহের অন্ধকার উপত্যকায় বিপথগামী রয়েছে। হায়! আমাদেরও যদি ইংরেজদের ফ্যাশনের আক্রমণে আবদ্ধ হওয়া মুসলমানদেরকে **মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাতের প্রতি আহ্বানের আগ্রহ নসীব হতো। এ মাদানী কাজ অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত প্রসার করার এক কার্যকরী মাধ্যম হলো **মাদানী দাওরা। দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সপ্তাহে এক দিন নির্ধারণ করে দোকানে, ঘরে এবং অন্যান্য স্থানে নেকীর দাওয়াত পেশ করা হয়। কিছু ইসলামী ভাই সপ্তাহে দুইবার, তিনবারও বরং নিয়মিত দাওয়াত দেয় এবং **প্রিয় আক্বা হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিছু আশিক তো যখন দেখে একাকী নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে থাকে। আসুন! একাকী নেকীর দাওয়াত দেওয়ার অর্থাৎ ইনফিরাদী কৌশিশ করা সম্পর্কিত এক ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার শ্রবণ করি। যেমনিভাবে-

এক হিরোইন সেবনকারীর ভয়ানক কাহিনী

বাবুল মদীনা করাচীর “কোরাঙ্গী” এলাকার এক ইসলামী ভাই শপথ সহকারে বর্ণনা করে, তার সারাংশ আরজ করছি: আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কোরাঙ্গীতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার ঘটনা। এরপর এ ইজতিমা মদীনাতুল আউলিয়া (মুলতান শরীফে) স্থানান্তরিত করা হয়। আমরা কিছু বন্ধু যথাক্রমে ইজতিমায় হাযির তো হয়েছি কিন্তু বয়ানের বরকত ত্যাগ করে রাতে ইজতিমার বাইরে একটি জায়গায় বসে সিগারেট পান এবং গল্প গুজবে ব্যস্ত ছিলাম। এর মধ্যে **জ্বীন, ভূতের হৃদয় কাঁপানো ঘটনাবলী**ও উঠল, যার কারণে কিছু ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হলো। এর মধ্যে সবুজ পাগড়ী বিশিষ্ট মধ্য বয়সের এক ইসলামী ভাই কাছে এসে আমাদেরকে সালাম করলেন এবং বলতে লাগলেন: যদি অনুমতি

www.dawateislami.net

পায় তবে কিছু আরয করব। আমরা বললাম: বলুন! তিনি বড় সহানুভূতির স্বরে বললেন: আপনাদের ইজতিমায় অংশগ্রহণের ধরণ দেখে আমার অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে গেল। আমি চিন্তা করলাম যে, আমার আত্মকাহিনী বর্ণনা করব, হয়ত আপনাদের জন্য এতে কোন শিক্ষণীয় মাদানী ফুল মিলে যাবে। অতঃপর তিনি নিজের দিকনির্দেশনাপূর্ণ কাহিনীর বর্ণনা করা শুরু করলেন: সর্বপ্রথম আমার সিগারেট পান করার অভ্যাস হয় এবং খারাপ বন্ধুদের সাহচর্যে আমাকে চারস এবং হিরোইনের মত ধ্বংসাত্মক নেশার অভ্যস্ত বানিয়ে দেয়। আহ! আমি ১৬ বছর পর্যন্ত নেশায় অভ্যস্ত ছিলাম। এটা বলতে গিয়ে তার আওয়াজ ভারী হয়ে গেল। কিন্তু বর্ণনা চালু রেখে বলল: আমার বদ-অভ্যাসের কারণে অতিষ্ট হয়ে আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। আমি ফুটপাতে ঘুমাতাম এবং ময়লার স্তুপ থেকে কিংবা ভিক্ষা করে খেতাম। আপনাদের হয়ত বিশ্বাস হবে না, আমি এক কাপড়ে ১৬ বছর অতিবাহিত করি। আমার অবস্থা সম্পূর্ণ একজন পাগলের মত হয়ে যায়। এক পবিত্র রাতের ঘটনা, সম্ভবত সেটা রমজানুল মোবারকের ২৭তম রাত ছিল। আমি দূর্ভাগা এ নোংরা অবস্থায় এক গলীর কোণের মধ্যে ময়লার স্তুপের পাশে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ সালামের আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম! যখন চোখ মেলে দেখলাম, তখন আমার সামনে সবুজ পাগড়ী পরিহিত দুজন ইসলামী ভাই দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছেন, তারা খুব মুহাব্বত সহকারে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। হয়ত জীবনে প্রথমবার কেউ আমাকে এত মুহাব্বত সহকারে সম্বোধন করল। তারপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে তারা শবে কদরের মহত্ব সম্পর্কিত খুব সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। আমি তাদের মুহাব্বতের ধরন এবং সুন্দর চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়। আর তাদের অতি মিষ্ট প্রিয় মাদানী কথাবার্তা প্রভাবের তীর হয়ে আমার হৃদয়ে গেথে গেল। আমি তাদের সাথে মসজিদের দিকে চললাম। মসজিদের গোসলখানায় নিজের ময়লাযুক্ত পোষাক খুললাম এবং গোসল করে পরিস্কার কাপড় পরিধান করে ১৬ বছর পরে যখন

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

প্রথমবার মসজিদে প্রবেশ করে নামাযের জন্য নিয়্যত বাঁধলাম তখন নিজের অশ্রু থামাতে পারছিলাম না। কেঁদে কেঁদে আমি নেশা এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলাম এবং দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِله পরিবারের লোকেরা আমাকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়। আমি কাদেরীয়া রযবীয়া সিলসিলায় অন্তর্ভূক্ত করে হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে যায়। আমি নিয়্যত করলাম, যে কোন কিছুর বিনিময়ে নেশার অভ্যাস ছেড়ে দিব। এর জন্য আমাকে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, কষ্টের কারণে আমি চিৎকার করতাম। করুণভাবে ছটপট করতাম। ঘরের অধিবাসীরা আমার এ অবস্থা দেখে কান্না করত। কিছু লোক পরামর্শ দিত, হিরোইনের এক অর্ধেক সিগারেট হলেও পান কর। কিন্তু আমি এ রকম করিনি, কেননা এভাবে তো আমি পুনরায় এই অশুভ কাজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাব। বরং ঘরের অধিবাসীদের বলতাম, প্রয়োজনে আমাকে খাটের সাথে বেঁধে রাখিও। اَلْحَمْدُ لِله আস্তে আস্তে ভাল হতে লাগল, আর নেশা থেকে আমার পরিপূর্ণ মুক্তি মিলে গেল এবং আমি আজ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক নগণ্য মুবাল্লিগ। তার শিক্ষণীয় কাহিনী শুনে আমরা সবাই অশ্রুসজল হয়ে গেলাম। আমরা পূর্ববর্তী গুনাহ থেকে তাওবা করি এবং দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। আমি এ বর্ণনা দেওয়ার সময় اَلْحَمْدُ لِله বাবুল মদীনা করাচীর এক ডিভিশন মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদার হিসেবে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য চেষ্টা করছি।

ছুড়ে বদ মসতিয়া ওর নশে বাযিয়া,
জামে উলফত পিয়ে কাফিলে মে চলো।
আয় শরাবী তু আ, আ জুওয়ারী তু আ,
ছব সুদরনে চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফেরদের মাঝে এক চাঞ্চল্যকর অবস্থা সৃষ্টি হলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিন বছর পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের জন্য গোপনভাবে ইনফিরাদী কৌশিশ করেন। অতঃপর যখন **আল্লাহ পাকের** হুকুমে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন এবং মূর্তির তিরষ্কার করতে লাগলেন, তখন কাফেরদের মাঝে এক চাঞ্চল্যকর অবস্থা সৃষ্টি হলো। কুরাইশ নেতাগণ একটি প্রতিনিধি হিসাবে **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু তালিব এর কাছে এসে নিজেদের অভিযোগ পেশ করে, আপনার ভাতিজা সাহেব আমাদের প্রভূদেরকে মন্দ বলার সাথে সাথে আমাদের বাপ দাদাকে পথভ্রষ্ট এবং আমাদেরকে বোকা বলে থাকে। আপনি দয়া করে তাঁকে বুঝান, সে যেন এরকম না করে। যদি আপনি বুঝাতে না পারেন, তবে মাঝখান থেকে সরে যান, আমরা নিজেরাই তাঁকে বুঝিয়ে দিব। যদিও আবু তালিব ঈমান আনেনি কিন্তু নিজের ভাতিজা অর্থাৎ **সায়্যিদুনা মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই কুরাইশ নেতাদেরকে নম্রতার সাথে বুঝিয়ে বিদায় দেন।

ডান হাতে সূর্য.........

ইসলামের দাওয়াতের ধারাবাহিকতা জোরে শোরে বহাল রইল, এজন্য কুরাইশ কাফিরদের মধ্যে **তাজেদারে রিসালাত হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরুদ্ধে হিংসা ও শত্রুতার আগুন আরো বেশি বেড়ে যায়, তারা পুনরায় প্রতিনিধি দল নিয়ে আবু তালিব এর নিকট আসল এবং ধমক দিয়ে বলতে লাগল: “আবু তালিব! আমরা তোমাকে বলেছিলাম, নিজের ভাতিজাকে বুঝাও, কিন্তু তুমি তাঁকে বুঝাওনি। আমরা নিজের প্রভূদের এবং বাপ দাদার অপমান সহ্য করতে পারি না। আমরা তোমাকে সম্মান করি। তুমি তাঁকে এখনি বাঁধা দাও। যদি বাঁধা দিতে না চাও, তাহলে তুমিও আমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নাও,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

যাতে উভয়ে পক্ষর মাঝে একটি ফয়সালা হয়ে যায়।" এসব লোক এসব ধমক দিয়ে চলে গেল। আবু তালিব প্রিয় ভাতিজা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডেকে আরজ করল: "হে আমার প্রাণ প্রিয় ভাতিজা! গোত্রের লোকেরা আমাকে আপনার সম্বন্ধে এই অভিযোগ করেছে। দয়া করে এর থেকে বিরত থাকুন। আপনি নিজের উপর এবং আমার উপর দয়া করুন।" এটা শুনে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জবাবে ইরশাদ করলেন: "হে আমার চাচা! **আল্লাহর শপথ!** যদি ঐসব লোক আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদও এনে দেয়। তারপরও এ কাজ আমি কখনো ছাড়ব না, যতক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ পাক** এ ইসলামকে বিজয়ী করে দিবেন অথবা আমি এই কাজে নিজের প্রাণ দিয়ে দিব।" অতঃপর **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কান্না করলেন এবং ফিরে যেতে লাগলেন, তখন নিজের প্রিয় ভাতিজার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই (দৃঢ়) সংকল্পকে দেখে আবু তালিবের মনোবল ফিরে আসল এবং ডেকে বলতে লাগলেন: "হে ভাতিজা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! খুব মন খুলে নিজের দ্বীনের প্রচার করুন। কুরাইশবাসীরা আপনার একটি চুলও বাকাঁ করতে পারবে না।"

(আস সিরাতুন্ নববীয়া লি ইবনে হাশ্‌শাম, ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **রহমতে আলাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃঢ় সংকল্প কি পরিমাণ মজবুত ছিল। দুনিয়ার কোন শক্তি **নবী করিম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইসলামের দাওয়াত থেকে সরাতে পারেনি।

ওহ বিজলী কা কাড়কা তা ইয়া সওতে হাদী, আরব কি যমী জিসনে সারে হেলা দি।

দুর্নাম করার ষড়যন্ত্র

কথিত আছে, কুরাইশবাসীরা এক বৈঠক করল যেটাতে এ কথার উপর একমত প্রকাশ করল যে, এখন হজ্বের সময় আসছে এবং মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন

প্রান্ত থেকে এখানে আসবে। যেহেতু **রহমতে আলাম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসুলে মুহ্‌তাশাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রকাশ্যে নেকীর দাওয়াত দিতে রইলেন, সেহেতু লোকেরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহ্বান শুনবে, আর শুনলে তারা মেনেও যাবে এবং **নবী করিম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিক হয়ে যাবে। এজন্য এর প্রতিবন্ধকতার একটি মাত্র উপায় রয়েছে, আর তা হলো, আমরা **শাহে খাইরুল আনাম হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালভাবে দুর্নাম করে দেব, যাতে লোকেরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمকে ঘৃনা করে এবং শুরু থেকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথাও শুনে এবং প্রকাশ্য যে, যখন কথা শুনবে না তখন আকৃষ্টও হবে না। অতঃপর এ পরামর্শ পরে দুষ্ট কাফিররা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **(আল্লাহর পানাহ)** পাগল, গণক এবং যাদুকর প্রসিদ্ধ করা আরম্ভ করল। কিন্তু কুরবান হয়ে যান! **মুবাল্লিগে আজম, নবীয়ে মুকাররাম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুউচ্চ সাহসের উপর যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের অনর্থক ও অশ্লীল কথায় বিন্দু পরিমাণ ভীত না হয়ে ধারাবাহিকভাবে নেকীর দাওয়াতে মশগুল থাকেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরুদ্ধে দুর্নাম করার যাবতীয় পদক্ষেপ চালানো হলো, তারপরও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারকের অবস্থানে বিন্দু মাত্র নড়বড়ে হয়নি। নেকীর দাওয়াতের ধারাবাহিকতার কাজ অব্যাহত রাখেন। এ থেকে আমাদেরও এই শিক্ষা লাভ হলো, যদি কেউ অপবাদ দেয়, ঠাট্টা করে, খারাপ নামে ডাকে, আমাদের আওয়াজকে নকল করে যেভাবেই কষ্ট দিক কিন্তু আমাদের সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ ছাড়া উচিত নয়। সুন্নাতের উপর আমল করতে অন্যদেরকেও নেকীর দাওয়াত পৌঁছাতে থাকা উচিত। যে সাহস না হারিয়ে গন্তব্যের দিকে ছুটতে থাকে অবশেষে সে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

তুমহি আয় মুবাল্লিগ! ইয়ে মেরী দোয়া হে, কিয়ে জাও তে তুম তরক্কী কা যিয় না।

www.dawateislami.net

হার্টের রোগ ভাল হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াতের আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য আশিকানে রাসূলের সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন। আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য এক মাদানী বাহার পেশ করছি; বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের হৃৎপিন্ডে ব্যথা অনুভূত হলো, ডাক্তার বলল: আপনার হৃৎপিন্ডের দুইটি নালী বন্ধ রয়েছে, এনজিও গ্রাফী **(ANGIOGRAPHY)** করুন। চিকিৎসায় হাজার হাজার টাকা খরচ আসছিল, এ বেচারা গরীব ভীত হয়ে গেল। এক ইসলামী ভাই তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করে তাতে দোয়া করার উৎসাহ দেয়। অতঃপর সে তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যায়, ফেরার সময় শরীরে সুস্থতা অনুভব করল। যখন পরীক্ষা করল তখন সব রিপোর্ট একেবারে সঠিক ছিল। ডাক্তার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল: তোমার হৃৎপিন্ডের বন্ধ দুই নালী খুলে গিয়েছে। এটা কিভাবে হলো? জবাব দিলো: اَلْحَمْدُ لِله **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় সফর করে দোয়া করার বরকতে আমার হার্টের রোগ থেকে মুক্তি লাভ করলাম।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
দিল মে গর দরদ হো ডর ছে রুখ যারদ হো, পাওয়ো গে রাহাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহ! আমাদের **মক্কী মাদানী আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কত জুলুম সহ্য করেছেন। জোর জবরদস্তীর প্রভাব ও গভীর অন্ধকারের মধ্যেও কখনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটেন নি। কুখ্যাত কাফিরদের জুলুম নির্যাতনের একটি ঘটনা পড়ুন এবং ব্যকুল হোন!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

কাফেরদের ভিড়ের মধ্যে......

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: দুষ্ট কাফিররা একবার **দয়ালু নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঘিরে ফেলল। তারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হেঁচড়াচ্ছিল আর ধাক্কা মারছিল এবং বলেছিল: তুমিই কি ঐ ব্যক্তি, যে শুধু এক মাবুদের ইবাদতের হুকুম দিচ্ছ। হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم (যিনি ঐ সময় কম বয়স্ক ছিলেন) বলেন: এর মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বীরত্বের সাথে আগে আসেন আর কাফিরদের প্রহার করে তাড়িয়ে দিয়ে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঐ যালিমদের ভিড় থেকে বের করে আনেন। ঐ সময় হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র মুখে ২৪ পারার সূরা মুমিনের ২৮ নং আয়াত জারী ছিল:

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ

(পারা: ২৪, সূরা: মুমিন, আয়াত: ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা একজন লোককে কি এ জন্যই হত্যা করছো যে, সে বলে আমার প্রতিপালক **আল্লাহ,** অথচ নিশ্চয় সে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিয়ে এসেছে?

এখন অসভ্য কাফিররা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে ধরে ফেলল। তাঁর পবিত্র মাথা এবং দাঁড়ি মোবারকের অনেক চুল নখে আচড়াতে থাকে এবং মেরে মেরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে চরম আহত করে দেয়। (শরহুস যুরকানী আলল মাওয়াহিবি ল্লাদুনিয়াহ, ১ম খন্ড, ৪৬৮-৪৭০ পৃষ্ঠা)

এমতাবস্থায় যালিম কাফিররা বড় জোরাজোরি শুরু করল। যথেষ্ট ধমক দেয় যে, যেভাবেই হোক **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলাম প্রচার থেকে যেন বিরত থাকে। কিন্তু আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামের প্রচার কাজ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

করতে থাকেন। যতই প্রচার কাজ বাড়তে থাকে, ততই অসভ্য কাফিরদের রাগ ও হিংসার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা সর্বদা **তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেওয়ার জন্য বসে থাকত।

চাদরের ফাঁদ

হতভাগা কাফিররা একবার কা’বা শরীফের ছায়ায় বসেছিল আর **তাজেদারে মদীনা হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (মকামে ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকটে) নামাজে মশগুল ছিলেন। ওকবা বিন আবি মুয়িত নামক কাফির **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গর্দান মোবারককে চাদরের ফাঁদ দিয়ে নির্মম ভাবে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র গলা টিপতে আরম্ভ করল। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দৌঁড়ে আসলেন এবং তাকে (ওকবা ইবনে আবি মুয়িতকে) তাড়িয়ে দেন এবং তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র মুখে ২৪ পারার সূরা মুমিনের ২৮ নং আয়াত জারী ছিল:

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ

(পারা: ২৪, সূরা: মুমিন, আয়াত: ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা একজন লোককে কি এ জন্যই হত্যা করছো যে, সে বলে আমার প্রতিপালক **আল্লাহ,** অথচ নিশ্চয় সে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিয়ে এসেছে?

(সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮১৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

একদা **দোজাহানের তাজেদার, নবী ও রাসুলদের সরদার, উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের আস্তানা শরীফ থেকে বাহিরে তাশরীফ আনেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে রাস্তায় যেই কাফিরের দেখা হতো, গোলাম হোক কিংবা আযাদ তারা **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দিত। (আস সীরাতুন নববীয়া লি ইবনে হাশ্‌শাম, ১১৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

আহ! তাজেদারে মদীনা, দয়ালু নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বেদনাদায়ক কাহিনী শুনে অন্তর রক্ত কান্না করে। এ পরিমাণ নির্যাতন সহ্য করার পরেও ইসলাম প্রচার এবং নামাজের কি পরিমাণ গুরুত্বারোপ **আল্লাহ! আল্লাহ!**

হারম কি ছর যমী পর আপ পড়তে থে নামায আকছর,
হামিশা উস গড়ি কি তাক মে রেহতে থে বদ-গুহর।
কুয়ী আকা কি গর্দান গুনটতা তা গস কে চাদর মে,
কুয়ী বদবখত পাথর মারতা তা আপ কে চর মে।

উটের নাড়িভূঁড়ি

একদিন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কা'বা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا এর কাছে নামায পড়ছিলেন। কুরাইশ কাফিররা এক জায়গায় বসা ছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল: তোমরা তাঁকে দেখছ? পুনরায় বলল: তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, অমুখ গোত্র থেকে জবেহকৃত উটনীর নাড়িভূঁড়ি উঠিয়ে আনবে এবং যখন সে সিজদায় যাবে তখন তার কাঁধের উপর রেখে দেবে? এটা শুনে দূর্ভাগা ওকবা বিন আবি মুয়িত উঠে চলে গেল আর উটের নাড়িভূঁড়ি নিয়ে **প্রিয় আক্বা, দয়ালু দাতা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুই কাঁধ মোবারকের মাঝখানে রেখে দেয়। **আল্লাহর প্রিয় মাহবুব, রহমতে আলম হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এ অবস্থায় রইলেন এবং মাথা মোবারক, সিজদা থেকে উঠাননি, আর তারা সবাই অট্টহাসি দিয়ে হাসছিল। এমতাবস্থায় খাতুনে জান্নাত, সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا (তাঁর বয়স সে সময় ৮ বছর ছিল) আসলেন এবং তিনি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাঁধ মোবারক থেকে দুর্গন্ধযুক্ত নাড়িভূঁড়িকে উঠিয়ে নিক্ষেপ করলেন। তখন **মদীনার তাজেদার, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র মাথা উঠালেন এবং নিজের প্রতিপালকের দরবারে আরজ করলেন: **হে আল্লাহ!** এ কুরাইশদের কে পাকড়াও কর। **হে আল্লাহ!** আবু জাহেল বিন হাশ্‌শাম,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

ওতবা ইবনে রবীয়া, শায়বা ইবনে রবীয়া, ওয়ালীদ ইবনে ওতবা, ওমাইয়া বিন খলফ এবং ওকবা ইবনে আবি মুয়িত কে পাকড়াও কর। এ হাদীস শরীফের রাবী হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি তাদেরকে বদরের দিনে মৃত দেখেছি। তারা বদরের কুপে মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪০)

না উট্ সকে গা কেয়ামত তলক খোদা কি কসম,
কে জিস কে তুম নে নজর ছে গিরা কে ছুওড় দিয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত এবং আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, (মূলত) সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সুন্নাতে আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে, নেক হু জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নখ কাটার ৯টি মাদানী ফুল

(১) জুমার দিনে নখ কাটা মুস্তাহাব। হ্যাঁ! যদি অতিরিক্ত বেড়ে যায়, তবে জুমার অপেক্ষা করবেন না। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: কথিত আছে, যে জুমার দিনে নখ কাটবে, **আল্লাহ পাক** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিনদিন বেশি অর্থাৎ দশ দিন। এক বর্ণনাতে এটাও রয়েছে, যে জুমার দিনে নখ কাটবে, তাহলে রহমত আসবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে।

(দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২২৫-২২৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২) হাতের নখ কাটার বর্ণিত পদ্ধতির সারাংশ হলো: প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের মাধ্যমে আরম্ভ করবে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলকে ছেড়ে দিন। এখন বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত নখ কেটে নিন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটতে হবে। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠা। ইহ্‌ইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা) (৩) পায়ের নখ কাটার ধারাবাহিকতা বর্ণিত নেই। উত্তম হলো, ডান পায়ের ছোট আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করবে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত কেটে নিন। অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে ছোট আঙ্গুল পর্যন্ত নখ কেটে নিন। (প্রাগুক্ত) (৪) অপবিত্র অবস্থায় (গোসল ফরয হওয়ার মধ্যে) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা) (৫) দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা কুষ্ঠ রোগের সম্ভাবনা থাকে। (প্রাগুক্ত) (৬) নখ কাটার পর ঐ গুলোকে দাফন করে দিন এবং যদি নিক্ষেপ করেন তবেও ক্ষতি নেই। (প্রাগুক্ত) (৭) নখ কেটে বাথরুম কিংবা গোসল খানায় ফেলা মাকরূহ যে, এর থেকে রোগ সৃষ্টি হয়। (প্রাগুক্ত) (৮) বুধবারে নখ না কাটা চাই যে, কুষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা আছে অবশ্যই যদি উনচল্লিশ দিন না কাটে। আজ বুধ চল্লিশ দিন। যদি আজ না কাটে তবে চল্লিশ দিন থেকে বেশি হয়ে যাবে, তখন তার উপর ওয়াজিব হবে যে, আজ দিনেই নখ কেটে নিবে যে, চল্লিশ দিন থেকে বেশি নখ রাখা না জায়েয ও মাকরূহে তাহরীমী। (বিস্তারিত জানার জন্য ফাতোওয়ায়ে রযবীয়াহ সংশোধিত, ২২তম খন্ড, ৫৭৪-৬৮৫ পষ্ঠায় দৃষ্টিদান করুন।) (৯) লম্বা নখ শয়তানের বৈঠকখানা, অর্থাৎ শয়তান সেখানে বসে থাকে। (ইত্তিহাফুস সাদাতু লিল যাইবিদী, ২য় খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন রকমের হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত দুইটি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম অংশ, (৩১২ পৃষ্ঠা) ও ১২০ পৃষ্ঠার কিতাব **"সুন্নাতে ও আদাব"** হাদিয়াসহ সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাত

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রশিক্ষণের এক উত্তম মাধ্যম দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো,
লুটনে রহমাতে কাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
পায়ো গে বারকাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম চরিত্রের ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় বান্দা উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দিনের বেলায় রোযা এবং রাতের বেলায় নামাযে রত ব্যক্তিদের মর্যাদা পেয়ে যায়, আবার কখনো বান্দাকে অহংকারী ও অবাধ্য বলে লিখে দেওয়া হয়, অথচ সে নিজেদের পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কিছুরই মালিক নয়।" (মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৬২৭৩-৬২৮৩, ৪/৩৬৯-৩৭২)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বান্দা উত্তম চরিত্রের কারণে তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং প্রচন্ড গরমের দিনে রোযা রাখার কারণে পিপাসার্ত থাকা ব্যক্তির মর্যদা লাভ করেন।"

(আল ওস্তাযু কার লিল কুরবাতি, বাবু মাজা ফি হুসনিল খুলুক, হাদীস নং- ১৬৭২, ৮/২৭৯)

বয়ান নং ৩

আশিকে আকবর

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- শৈশবের আশ্চর্যজনক ঘটনা
- সর্বপ্রথম কে ঈমান আনে?
- সর্বশ্রেষ্ঠ কে?
- তিনটি পছন্দের বিষয়

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আশিকে আকবর (১)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তারপরও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه সাওয়াব ও জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে ইশকের মহা মূল্যবান সম্পদের স্তুপ অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রতিটি ফোঁটা হতে ফিরিশতা সৃষ্টি হয়

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাকের** একটি ফিরিশতা রয়েছে, যার একটি বাহু পূর্বে অপরটি পশ্চিমে। যখন কোন ব্যক্তি মুহাব্বত সহকারে আমার উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, তখন সেই ফিরিশতা পানিতে ডুব দিয়ে আপন পাখা ঝাড়তে থাকে। **আল্লাহ পাক** তার পাখা হতে টপকে পড়া প্রতিটি পানির ফোঁটা হতে এক একটি ফিরিশতা সৃষ্টি করেন। সে ফিরিশতারা কিয়ামত পর্যন্ত ঐ দরূদ পাঠকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" (আল কওলুল বদী, ২৫১ পৃষ্ঠা। আল কালামুল আওযাহ ফি তাফসীরি আলম নাশরাহ, ২৪২-২৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

(১) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রথম **মাদানী মারকায** জামে মসজিদ গুলজারে হাবীব এ অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে **ভরা ইজতিমায়** (আনুমানিক ৩ রমযানুল মোবারক ১৪১০হিঃ/ ২৯-০৩-৯০ইং) **আমীরে আহ্লে সুন্নাত** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই বয়ানটি প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে লিখিত আকারে উপস্থাপন করা হলো।

---মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

শৈশবের আশ্চর্যজনক ঘটনা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'মালফূজাতে আ'লা হযরত'** ৪র্থ খন্ডের ৬০ থেকে ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে: সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কখনও মূর্তিকে সিজদা করেননি। অল্প বয়সে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পিতা তাঁকে মূর্তিঘরে নিয়ে যায় আর বলে: এটা হচ্ছে তোমার উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ প্রতিপালক, তাকে সিজদা কর। যখন আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মূর্তির সামনে গেলেন, তখন বললেন: আমি ক্ষুর্ধাত, আমাকে খাবার দাও? আমি বিবস্ত্র, আমাকে পরিধানের বস্ত্র দাও? আমি পাথর ছুঁড়ে মারছি, তুমি যদি সত্যিকার প্রতিপালক হয়ে থাক, তাহলে নিজেকে বাঁচাও। মূর্তি কী জবাব দেবে! তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন, পাথরটি লাগতেই মূর্তিটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পিতা এই অবস্থা দেখে রাগান্বিত হয়ে গেল, পুত্রের চেহারায় একটি থাপ্পড় মারল, সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে এল, সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল: মা বললেন: আমার ছেলেকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দিন, যখন সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তখন অদৃশ্য হতে আওয়াজ এসেছিল:

یَا اَمَۃَ اللّٰہِ عَلَی التَّحۡقِیۡقِ اَبۡشِرِیۡ بِالۡوَلَدِ الۡعَتِیۡقِ اِسۡمُہٗ فِی السَّمَاءِ الصِّدِّیۡقُ لِمُحَمَّدٍ صَاحِبٌ وَّ رَفِیۡقٌ

অনুবাদ: "হে **আল্লাহ** পাকের সত্যিকার বাঁদী! তোমাকে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে এ শিশুটি 'আতীক' বা মুক্ত, আসমানে এর নাম হচ্ছে 'সিদ্দীক'। আর **মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সফরসঙ্গী এবং তাঁর সাথী।" **রাসূল পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মজলিসে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। যখন ঘটনা শেষ করলেন, জিব্রাঈল আমিন عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام সেখানে উপস্থিত হলেন আর আরয করলেন: صَدَقَ اَبُوۡبَکۡرٍ وَّھُوَ الصِّدِّیۡقُ অর্থাৎ 'আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সত্য বলেছেন, আর তিনি হচ্ছেন সিদ্দীক (সত্যবাদী)।'

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

এই হাদীসটি ইমাম আহমদ কাস্তুলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শরহে সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেন। (ইরশাদুস সারী শরহে সহীহ বুখারী, ৮ম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা। মালফুযাতে আ'লা হযরত, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা)

সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রথম খলিফা, আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর পবিত্র নাম 'আবদুল্লাহ্'। উপনাম 'আবু বকর'। উপাধি 'সিদ্দীক' ও 'আতীক'। سُبۡحٰنَ الله! 'সিদ্দীক' অর্থ হলো অত্যাধিক সত্যবাদী। তিনি অন্ধকার যুগে এই উপাধিতে ভূষিত হন। কেননা, তিনি সর্বদাই সত্য বলতেন। 'আতীক' অর্থ হলো মুক্ত বা স্বাধীন। **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সুসংবাদ দান করে ইরশাদ করেন: اَنۡتَ عَتِيۡقٌ مِّنَ النَّارِ অর্থাৎ "তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত।" এ কারণেই এটা তাঁর উপাধি হয়। (তারীখুল খুলাফা, ২৯ পৃষ্ঠা)

তিনি কোরাইশ বংশীয় আর **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশের সাথে সপ্তম পুরুষে গিয়ে তাঁর বংশ মিলিত হয়। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যে বছর আবরাহা বাদশা হস্তীবাহিনী নিয়ে কাবা শরীফ ধ্বংস করার জন্যে এসেছিল সে ঘটনার প্রায় আড়াই বছর পর মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হলেন সেই সাহাবী, যিনি **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনুর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রিসালতের সর্বপ্রথম সত্যতা বিশ্বাসকারী। তিনি হলেন 'জামিউল কামালাত' (তথা সকল পূর্ণতার ধারক-বাহক) এবং 'মাজমাউল ফাজায়েল' (তথা সকল মর্যাদার অধিকারী)। কারণ, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পর আগের ও পরের সকল মানুষের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান। স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। প্রত্যেক জিহাদেই তিনি সর্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধার সাজে শরীক ছিলেন। সন্ধি বা যুদ্ধের যে কোন চুক্তি ও ফয়সালায় তিনি **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরামর্শদাতা হয়ে জীবনের

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

প্রতিটি ক্ষেত্রে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সঙ্গ দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জনসহ পরম বিশ্বস্ততার হক আদায় করেন। ২ বৎসর ৭ মাস খেলাফতের আসনে সমাসীন থেকে ২২ জমাদিউস সানী ১৩ হিজরী সোমবার দিন অতিবাহিত করার পর ইনতিকাল করেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান, রওজায়ে রাসূলে **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র ডান পাশে সমাহিত হন।

(আল ইকমালু ফি আসমায়ির রিজাল, ৩৮৭ পৃষ্ঠা। তারিখুল খুলাফা, ২৭-৬২ পৃষ্ঠা, বাবুল মদীনা করাচী)

সর্বপ্রথম কে ঈমান আনে?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সাওয়ানেহে কারবালা'** এর ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: যদিও সাহাবায়ে কিরামসহ তাবেঈনের বেশিরভাগই এই কথার উপর জোর দিয়েছেন যে, সর্বপ্রথম মুমিন হলেন সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ। কিন্তু কোন কোন মনীষী এটাও বলেছেন: সর্বপ্রথম মুমিন হলেন হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم। আবার কেউ কেউ বলেছেন: হযরত খাদীজাতুল কুবরা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন। ইমামুল আয়িম্মা, সিরাজুল উম্মাহ, হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এ মন্তব্যগুলোকে এভাবে সাজিয়েছেন যে, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুমিন হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ। মহিলাদের মধ্যে প্রথম মুমিন হলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا আর শিশু বয়সে ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুমিন হলেন হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم।

(তারিখুল খুলাফা লিস সুয়ূতী, ২৬ পৃষ্ঠা)

সর্বশ্রেষ্ঠ কে?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সাওয়ানেহে কারবালা'** এর ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায়

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

উল্লেখ রয়েছে: 'এই বিষয়ে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জাআমাত একমত যে, নবী ও রাসূলগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ, তারপর হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ, এরপর হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ, অতঃপর হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ, তাঁদের পরে শ্রেষ্ঠ হলেন আশারায়ে মুবাশ্‌শারাগণ, এরপর বদর-যোদ্ধাগণ, অতঃপর উহুদ-যোদ্ধাগণ, এরপর বাইয়াতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণ কারীগণ, অতঃপর শ্রেষ্ঠ হলেন সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان।' এই ঐকমত্যের বর্ণনায় আবু মনসুর বাগদাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: ইবনে আসাকির رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: '**রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকা অবস্থায়ও আমরা আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতাম।'

(ইবনে আসাকির, ৩০তম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

ইমাম আহমদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ও অন্যান্যরা হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরে এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُمَا। (প্রাগুক্ত, ৩৫১ পৃষ্ঠা) ইমাম যাহবী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: এ বর্ণনাটি হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত রয়েছে।

(তারিখুল খুলাফা লিস সুয়ূতী, ৩৪ পৃষ্ঠা)

আমি অপবাদ দেওয়ার শাস্তি দেব

ইবনে আসাকির رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ, আবদুর রহমান বিন আবু লায়লা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণনা করেন; হযরত আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: 'যে ব্যক্তি আমাকে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর হতে শ্রেষ্ঠ বলবে, আমি তাকে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি দেব।' (তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৩০তম খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

কালামে হাসান

আ'লা হযরতের ভাইজান, যুগের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ, হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন رحمۃ اللہ علیہ লিখিত কিতাব 'যওকে নাত' এ 'নবীগণের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ' **আল্লাহর** মাহবুবের প্রিয়পাত্র, সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতার ধারক-বাহক হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক ইবনে আবু কুহাফা رضی اللہ عنہ এর শানে লিখেছেন:

বয়াঁ হো কিস জবাঁ সে মর্তবা সিদ্দীকে আকবর কা,
হে এয়ারে গারে মাহবুবে খোদা সিদ্দীকে আকবর কা।
ইয়া ইলাহী! রহম ফরমা, খাদেমে সিদ্দীকে আকবর হোঁ,
তেরি রহমত কে সদকে ওয়াসেতা সিদ্দীকে আকবর কা।
রুসুল অওর আম্বিয়া কে বাদ জু আফজল হো আলম সে,
ইয়ে আলম মেঁ হে কিস কা মর্তবা, সিদ্দীকে আকবর কা।
গাদা সিদ্দীকে আকবর কা, খোদা সে ফজল পাতা হে,
খোদা কে ফজল সে হোঁ মাঁই গদা, সিদ্দীকে আকবর কা।
দ্বঈফী মেঁ ইয়ে কুওয়ত হে্ দ্বঈফোঁ কো কভী কর দেঁ,
সাহারা লেঁ দ্বঈফ ও আক্বভিয়া, সিদ্দীকে আকবর কা।
হুয়ে ফারুক ও ওসমান ও আলী জব দাখেলে বাইআত,
বনা ফখরে সালাসেল সিলসিলা সিদ্দীকে আকবর কা।
মকামে খাবে রাহাত চায়ন সে আরাম করনে কো,
বনা পেহ্লোয়ে মাহবুবে খোদা সিদ্দীকে আকবর কা।
আলী হেঁ উস কে দুশমন অওর উও দুশমন আলী কা হে,
জু দুশমন আক্বল কা দুশমন হুয়া সিদ্দীকে আকবর কা।
লুটায়া রাহে হক মেঁ ঘর কঈ বার ইস মুহাব্বত মেঁ,
কে লুট লুট কর হাসান ঘর বন গয়া সিদ্দীকে আকবর কা।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

সম্পদ ও প্রাণ রাসূলুল্লাহর উপর কুরবান

অসংখ্য হাদিসের বর্ণনাকারী, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মক্কী-মাদানী সুলতান, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا نَفَعَنِیْ مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِیْ مَالُ اَبِیْ بَکْرٍ অর্থাৎ "আমাকে আবু বকরের সম্পদ যে উপকার দিয়েছে, অন্য কারো সম্পদ সে উপকার দেয়নি।" **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সুসংবাদ শুনে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কান্না আরম্ভ করে দিলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার এবং আমার সমস্ত সম্পদের মালিক তো আপনিই। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর: ৯৪)

ওয়হি আঁখ উন কা জূ মুঁহ তকে,
ওয়হি লব কেহ্ মাহ্‌ভ হো নাত কে,
ওয়হি সর জূ উনকে লিয়ে ঝুকে,
ওয়হি দিল জূ উন পে নেছার হে।

(হাদায়েকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত রেওয়ায়াত থেকে জানা গেল, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পবিত্র আকীদা এরূপ ছিল যে, আমরা সবাই **মাহবুবে রাব্বুল আনাম, হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম আর গোলামদের সমস্ত সম্পদের মালিক তাদের মুনিব হয়ে থাকে, আমরা গোলামদের নিজের বলতে আছেই বা কী?

কিয়া পেশ করে জানাঁ কিয়া চীজ হামারি হে,
ইয়ে দিল ভি তোমারা হে ইয়ে জাঁ ভি তোমারি হে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

আপনার নামে জান কুরবান

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতেন, তিনি যতদূর সম্ভব সে কথা গোপন রাখতেন কারণ, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পক্ষ থেকে এই নির্দেশ ছিল। এতে করে কাফেরদের পক্ষ হতে আসা অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা যখন ৩৮ এ উপনীত হয়, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আবেদন করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এবার আপনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি দিন।' **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথমে প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন, কিন্তু তিনি বার বার অনুরোধ করাতে অনুমতি দিলেন। তিনি সকল মুসলমানদের সাথে নিয়ে মসজিদে হেরেম শরীফে গমন করেন আর খতীবে আউয়াল হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বয়ান শুরু করেন। খোৎবা আরম্ভ করতেই কাফের মুশরিকেরা চতুর্দিক হতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল। পবিত্র মক্কা নগরীতে তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আভিজাত্য ও মহত্ব সর্বজন স্বীকৃত ছিল। এতদসত্ত্বেও অসভ্য কাফেরগণ তাঁকে এমনভাবে আঘাত করল যে, তাঁর চেহারা মোবারক রক্তাক্ত হয়ে গেল। এমনকি তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ গোত্রের লোকেরা জানতে পারল, তারা তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে আসল। সবাই মনে করল, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আর বাঁচবেন না। সন্ধ্যার দিকে তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন হুশ ফিরে আসল, সর্বপ্রথম তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেমন আছেন? এ কথা শুনে লোকেরা তাঁকে অনেক তিরষ্কার করল, তাঁর সাথে থাকার কারণে এই বিপদ আসল, তা সত্ত্বেও **তাঁর** নাম নিচ্ছ!

সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সম্মানিত আম্মাজান উম্মুল খায়ের খাবার নিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর একই কথা, **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী অবস্থা? তাঁর মা বলল: আমি জানিনা। তখন সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: (হযরত

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ এর বোন) উম্মে জামীল رَضِیَ اللہُ عَنۡهَا এর কাছ থেকে জেনে আসুন। তাঁর رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ দরদী মা নিজের কলিজার টুকরার এমন কঠিন অবস্থায় ব্যাকুল হয়ে আবেদন পূরণ করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা উম্মে জামীলের رَضِیَ اللہُ عَنۡهَا এর নিকট গেলেন। আর **সরওয়ারে মাসূম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবস্থার কথা জানতে চাইলেন। তিনিও অসহায় অবস্থার কারণে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন, যেহেতু উম্মুল খায়ের তখনও মুসলমান হননি, তাই তিনি না জানার ভান করে বললেন: আমি কী জানি, কে **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আর কে আবু বকর (رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ)। অবশ্য আপনার পুত্রের কথা শুনে আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হলাম। আপনি যদি বলেন: তবে আপনার সাথে গিয়ে তার অবস্থা দেখে আসতে পারি। উম্মুল খায়ের তাঁকে ঘরে নিয়ে এলেন। তিনি হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ এর এই অবস্থা দেখে কান্না করতে লাগলেন। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ জিজ্ঞাসা করলেন: **আমার আক্বা হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংবাদ দিন। হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে জামীল رَضِیَ اللہُ عَنۡهَا তাঁর সম্মানিত মায়ের দিকে ইঙ্গিত করে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন: তাঁকে ভয় করার প্রয়োজন নেই। এবার উম্মে জামীল বললেন: **নবী করীম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** রহমতে সুস্থ ও ভাল আছেন, তিনি বর্তমানে "দারে আরকাম" অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আরকাম رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ এর ঘরে অবস্থান করছেন। সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ বললেন: **আল্লাহর** কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার করব না, যতক্ষণ না **শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করব না। অতঃপর তাঁর আম্মাজান তাঁকে নিয়ে রাতের শেষ ভাগে **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে দারুল আরকামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ **হুযুর আনওয়ার** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জড়িয়ে ধরে অঝোর নয়নে কান্নায় ঢলে পড়লেন। **হুযুর পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সহ সেখানে

উপস্থিত সকলে কান্না করতে লাগলেন, কারণ; সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবরের এই করুণ অবস্থা অবলোকন করা সম্ভব হচ্ছিল না। অতঃপর আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আবেদন করলেন, ইনি আমার আম্মাজান। আপনি তাঁর হিদায়তের জন্য দোয়া করুন আর তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিন। **নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তিনি সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন।

(আল বিদায়তু ওয়ান নিহায়া, ২য় খন্ড, ৩৬৯-৩৭০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

জিসে মিল গেয়া গমে মুস্তফা, উসে জিন্দেগী কা মজা মিলা
কভি সায়লে আশকে রওয়াঁ হুয়া, কভি 'আহ্' দিল মেঁ দবি রহি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর রাস্তায় বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কী পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। শরীর, মন, ধন সব কিছু **আল্লাহ**র রাস্তায় কুরবান করে দিয়েছেন। আজ যদি **মাদানী কাফেলায়** সফর করেন, **ইনফিরাদি কৌশিশ** করেন, সুন্নাত শিখতে, শিখাতে, সুন্নাতের উপর আমল করতে, করাতে যদি কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে আশিকে আকবর, সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর অবস্থার কথা মনে করে এবং তাঁর ঘটনাবলীকে সামনে রেখে নিজেদের জন্য শান্তনার পাথেয় করে আমাদের **মাদানী কাজ**কে আরও জোরদার করতে হবে। দ্বীন ইসলামের জন্য শরীর, মন, ধন উৎসর্গ করে দেবার আগ্রহ আমাদের মধ্যে জাগ্রত করা উচিত। যেমন: আশিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত ইখলাস ও দৃঢ়তার সাথে দ্বীন ইসলামের খিদমত করতে থাকেন। **আল্লাহ্**র রাস্তায় জীবন বাজি রেখেছেন কিন্তু তাঁর সুদৃঢ় পদক্ষেপ এতটুকু পরিমাণ নড়বড়ে হয়নি। দ্বীন ইসলাম কবুল

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

করার কারণে যে সব সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কে নিপীড়নের জীবন কাটাতে হয়েছে, তাঁদের জন্য তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ অনুগ্রহ ও বদান্যতার বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, তিনি স্বয়ং **আল্লাহ্‌র** পক্ষ হতে **‘সাহিবে তাকওয়া’** উপাধি লাভ করেন। **আল্লাহর** দ্বীনের খিদমতে ও নবীর প্রেমে সম্পদ ব্যয় করার কারণে **সুলতানে দো জাহান, রাহমাতুল্লিল আলামীন, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর প্রশংসা করেন।

সাত জন গোলামকে আযাদ করে দেন

‘ফতোওয়ায়ে রযবীয়া’র ২৮তম খন্ডের ৫০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ ৭ জন গোলামকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন, এসব গোলামদের উপর কাফিররা অত্যাচার করত। সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ জন্য এ আয়াতটি নাযিল হয়:

وَ سَيُجَنَّبُهَا الۡاَتۡقَى ﴿۱۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “আর তা (দোযখ) থেকে অনেক দূরে রাখা হবে, যে সর্বাধিক পরহেজগার।” (পারা: ৩০, সূরা: আল লাইল, আয়াত: ১৭)

৫১২ পৃষ্ঠায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَيۡهِ এর বরাতে উল্লেখ রয়েছে: সুন্নী মুফাস্সিরদের ঐকমত্য অনুযায়ী “اَتۡقٰی” দ্বারা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ কে বুঝানো হয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া)

কসরে পাক খেলাফত কে রুকনে রঁকী,
শাহে কওসাইন কে নায়েবে আউয়ঁলী
এয়ারে গারে শাহান শাহে দুনিয়া ও দীঁ,
আসদাকুস সাদিকী সাইয়েদুল মুত্তাকীঁ
চশম ও গোশে ওয়াযারাত পে লাখোঁ সালাম।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তিনটি পছন্দের বিষয়

রাসূলের পরামর্শদাতা, আশিকে তাজেদারে মদীনা, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমার পছন্দের বিষয় তিনটি। যেমন:

اَلنَّظْرُ اِلَیْكَ وَاِنْفَاقُ مَالِیْ عَلَیْكَ وَالْجُلُوْسُ بَیْنَ یَدَیْكَ

অর্থ: (১) **আপনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা মোবারকের জিয়ারত করতে থাকা। (২) **আপনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য আমার সম্পদ ব্যয় করা। (৩) **আপনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সর্বদা উপস্থিত থাকা।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

মেরে তো আপ হি সব কুছ হেঁ রহমতে আলম, মাঁই জী রহা হোঁ জমানে মেঁ আপ হি কে লিয়ে।
তোমারি ইয়াদ কো কেয়সে না জিন্দেগী সমঝোঁ, এহি তো এক সাহারা হে জিন্দেগী কে লিয়ে।

তিনটি ইচ্ছাই পূর্ণ হলো

আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর এই তিনটি ইচ্ছা নবীপ্রেমের সদকায় পূর্ণ করে দেন। (১) সফরে ও অবস্থানে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ **নবী পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এমনকি ছওর গুহার একাকীত্বেও তিনি ব্যতীত অন্য কেউ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। (২) অনুরূপভাবে সম্পদ উৎসর্গ দেওয়ার সৌভাগ্য এত বেশি অর্জন করেন যে, নিজের সমস্ত সম্পদ **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করে দেন এবং (৩) নূরানী মাযার শরীফেও নিজের স্থায়ী ভাবে নৈকট্য ও সংস্পর্শ প্রদান করেন।

মুহাম্মদ হে মতায়ে আলমে ইজাদ ছে পেয়ারা
পিদর মাদর ছে মাল ও জান ছে আওলাদ ছে পেয়ারা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হায়! যদি আমাদের মাঝেও আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকে আকবর হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ইশক ও মুহাব্বতপূর্ণ ঘটনাবলী আমাদের চলার পথের পাথেয়। ইশকের পথে একজন আশিক নিজের জীবনের পরোয়া করেন না বরং তাঁর হৃদয়ের ইচ্ছা এই হয়ে থাকে যে, মাহবুবের (প্রিয়ভাজনের) সন্তুষ্টির জন্য নিজের সব কিছু বিলিয়ে দেব। হায়! আমাদের মাঝেও যদি এমন সত্যিকার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেত যে, **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূলের** সন্তুষ্টির জন্য নিজের সব কিছু কুরবান করে দিতে পারতাম!

জান দে দি হুয়ী উসি কি থি, হক তো ইয়ে হে কেহ্ হক আদা না হুয়া।

ভালবাসার দাবী

আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজ অধিকাংশ মুসলমানদের অবস্থা এই যে, ইশক ও মুহাব্বতের দাবী এবং জান-মাল উৎসর্গের কেবল আওয়াজ তোলে, অথচ তাদের প্রকাশ্য অবস্থা দেখে মনে হয় যেন তাদের নিকট দুনিয়ার গুরুত্ব এতই বেড়ে গেছে যে, **আল্লাহর** পানাহ! ইসলামী নিয়ম কানুনের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। **দয়ালু নবী, উম্মতের দুঃখমোচনকারী নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের প্রশান্তি নামাজ আদায়ের কোন খেয়াল নেই। বিধর্মীদের অনুসরণে এতই মগ্ন যে, সুন্নাত অনুসরণের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সদকায় ইশক ও মুহাব্বত এবং সুন্নাত অনুসরণের আগ্রহ দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তু আঙ্গরেজি ফ্যাশন ছে হার দম বাচা কর, মুঝে সুন্নাতোঁ পর চলা ইয়া ইলাহী!
গমে মুস্তফা দে গমে মুস্তফা দে, হো দর্দে মদীনা আতা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

গুহার সাথীর সম্পদ বিসর্জন

তাবুক যুদ্ধের সময় **নবী করীম, রউফ রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতদের মাঝে যারা বিত্তশালী ও ধনবান তাঁদেরকে **আল্লাহ্**র রাস্তায় জিহাদের জন্য উল্লেখযোগ্য ভাবে আর্থিক সাহায্য করার আদেশ দিলেন। যাতে করে ইসলামী সৈন্যদের রসদ সহ যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। **আল্লাহর মাহবুব, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন উৎসাহ প্রদান মূলক আদেশ পালন করতে গিয়ে যে মহাপুরুষটি **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় নিজের সমস্ত সম্পদ **রাসূলে**র কদমে উৎসর্গ করে দেন, তিনি হলেন সাহাবীর পুত্র সাহাবী, আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ। তিনি তাঁর ঘরের সমস্ত মাল এবং আসবাবপত্র **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কদম মোবারকে রেখে দেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন গুহার সাথীর এই বিসর্জন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: ‘তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য কিছু রেখে এসেছ?’ তখন সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ আদব সহকারে অত্যন্ত বিনীতভাবে আরয করলেন: ‘পরিবারের জন্য আমি **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূল**কে রেখে এসেছি।’ (অর্থাৎ আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের জন্য **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূলই** যথেষ্ট)। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতি খাইরিল ইবাদ, ৫ম খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা) কবি আত্মবিসর্জনের এই আগ্রহকে তাঁর কবিতায় এভাবে তুলে ধরেছেন:

ইতনে মেঁ উও রফিকে নবুয়ত ভি আ গেয়া, জিস ছে বেনায়ে ইশক ও মুহাব্বত হে উস্তুয়ার
লে আয়া আপনে সাথ উও মর্দে ওয়াফা সরেশ্‌ত, হার চীজ জিস ছে চশমে জাহাঁ মেঁ হো এতেবার
বোলে হুযুর, চাহিয়ে ফিকরে ইয়াল ভি, কেহনে লাগা ওহ ইশক ও মুহাব্বত কা রাজদার
আয় তুঝ ছে দীদায়ে মাহ্ ওয়া আনজুম ফারুগগীর, আয় তেরি যাতে বায়েছে তাকভীনে রোজগার
পরওয়ানে কো চেরাগ তো বুলবুল কো ফুল বাস্, সিদ্দীক কে লিয়ে হে খোদা কা রাসূল বাস্।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

কুরআনে ও সিদ্দীকে আকবরের শান

আ'লা হযরত আযীমুল বরকত মুজাদ্দিদে দীন ও মিল্লাত, ইমামে ইশক ও মুহাব্বত, আলহাজ্ব, আল ক্বারী, আল হাফেজ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'মাফাতীহুল গাইব (তাফসীরে কবীর)'** এ লিখেছেন: সূরা **'ওয়াল লাইল'** হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সূরা। আর সূরা **'ওয়াদ দোহা'** **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সূরা।

ওয়াসফে রুহ উন কা কিয়া করতে হেঁ, শরহে ওয়াশশমস ও দ্বোহা করতে হেঁ।
উনকি হাম মদহ্ ও ছানা করতে হেঁ, জিনকো মাহমুদ কাহা করতে হেঁ।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আ'লা হযরতের ব্যাখ্যা

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই বিবৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সূরাকে **'ওয়াল লাইল'** নামকরণ করা এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সূরাটিকে **'ওয়াদ্ব দ্বোহা'** নামকরণ করা যেন এই কথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন সিদ্দীকে আকবরের নূর, তাঁর হেদায়াত এবং **আল্লাহ্**র প্রতি তাঁর সেই ওসীলা, যা দ্বারা **আল্লাহ**র আনুগত্য ও সন্তুষ্টি প্রার্থনা করা যায় আর সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশান্তি, মনতুষ্টির কারণ, তাঁর একান্ত বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত গোপন-ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণকারী। এই জন্য **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴿۱۰﴾

(পারা: ৩০, সূরা: নাবা, আয়াত: ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং রাতকে পর্দা পরিহিত করেছি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন:

جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾

(পারা: ২০, সূরা: ক্বাসাস, আয়াত: ৭৩)

অনুবাদ কানযুল ঈমান থেকে: তোমাদের জন্য রাত এবং দিন সৃষ্টি করেছেন, যেন রাতে আরাম করো এবং দিনে তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করো আর এই জন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

এটি সেই কথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, দ্বীনের ব্যবস্থাপনা এই মহান ব্যক্তিদ্বয়ের (**নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত। যেমন: দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনা দিন রাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অতএব, দিন না হলে কিছু দেখা যাবে না আর রাত না হলে প্রশান্তি অর্জিত হবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে সংকলিত, ২৮তম খন্ড, ৬৭৯-৬৮১ পৃষ্ঠা)

খাস উছ সাবেকে সায়রে কুরবে খোদা, আউহাদে কামেলিয়্যত পে লাখোঁ সালাম।
সায়ায়ে মুস্তফা, মায়ায়ে ইস্তেফা, ইয্ ও নাযে খেলাফত পে লাখোঁ সালাম।
আসদাকুস সাদিকী, সায়্যিদুল মুত্তাকীঁ, চশম ও গোশে ওয়াযারাত পে লাখোঁ সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নূরানী মিম্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

ইমাম তাবারানী 'আওসাত' গ্রন্থে হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন: **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী মিম্বরের যে স্থানে বসতেন, সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ জীবনে কোন দিন সেই স্থানে বসেননি। অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর জায়গায় আর হযরত সায়্যিদুনা ওসমানগণী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর জায়গায় যতদিন জীবিত ছিলেন কখনও বসেননি। (তারীখুল খুলাফা, ৭২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

নূরানী রাসূলের বন্ধু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নূর নবীর সাথী, আশিকে আকবর, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর **দোজাহানের তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি যে গভীর ইশক ও ভালবাসা ছিল। অনুরূপভাবে **দয়ালু নবী, রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সিদ্দীকে আকবরের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন করতেন। আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া'** ৮ম খন্ডের ৬১০ পৃষ্ঠায় সেই হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন, যেসব হাদীসে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের প্রিয়পাত্র সিদ্দীকে আকবরের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শান বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনটি রেওয়ায়ত শুনুন:

১. হিবরুল উম্মাহ্ (অর্থাৎ উম্মতের অনেক বড় আলিম) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, "**আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামগণ একটি পুকুরে তাশরীফ নিয়ে এলেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধুর দিকে সাঁতার দাও। সবাই তাই করলেন, কেবল **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও হযরত সয়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বাকি রইলেন। **আল্লাহ্র প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাঁতার কেটে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন আর তাঁকে গলার সাথে জড়িয়ে ধরে ইরশাদ করলেন: আমি যদি কাউকে 'খলীল' বানাতাম, তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম, অথচ সে হচ্ছে আমার সাথী।" (আল মু'জামুল কবীর, ১১ খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)

২. হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, আমরা এক সময় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এখনি তোমাদের সামনে সেই ব্যক্তি এসে হাজির হবেন, যাকে **আল্লাহ পাক** আমার পরে তাঁর চেয়ে উত্তম

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ও মর্যাদাশীল আর কাউকে করেননি। তাঁর সুপারিশ হবে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের সুপারিশতুল্য। আমরা সেখানেই ছিলাম, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দেখতে পেলাম। উভয় **জগতের বাদশা, নবীয়ে মুখতার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে আদর করলেন এবং তাঁকে গলায় জড়িয়ে নিলেন।” (তারিখে বাগদাদ, ৩ খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

৩. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: “আমি **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে দন্ডায়মান দেখতে পেলাম। ইত্যবসরে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এসে উপস্থিত হলেন। **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাথে মুসাহাফা করলেন আর গলা মিলালেন ও তাঁর মুখে চুমু দিলেন। মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুখে চুমু দিচ্ছেন? তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “হে আবুল হাসান[১] رَضِیَ اللهُ عَنْهُ! আমার **প্রতিপালক আল্লাহ পাকের** নিকট আমার মর্যাদা যেমন, আবু বকরের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মর্যাদা আমার নিকট ঠিক তেমন।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ৬১০-৬১২ পৃষ্ঠা)

কহিঁ গিরতোঁ কো সাম্ভালেঁ, কহিঁ রোঠোঁ কো মানায়েঁ
ক্ষো’দেঁ ইলহাদ কি জড় বাদে পয়ম্বর সিদ্দীক
তো হে আজাদ সকর ছে তেরে বন্দে আজাদ
হে ইয়ে সালেক ভি তেরা বন্দায়ে বে যর সিদ্দীক।

(দিওয়ানে সালেক, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) তাঁর বড় শাহজাদা হযরত হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি সম্পর্ক অনুসারে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বার كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم উপনাম হয় ‘আবুল হাসান’ বা হাসানের পিতা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

কামিল মুরীদ

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া'**য় লিখেছেন: আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেছেন: “সমগ্র সৃষ্টি জগতে **প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মত কোন পীর নেই, আর আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর মত কোন মুরীদ নেই।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১১ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

আকল হে তেরি সেপর, ইশক হে শমশের তেরি, মেরে দরবেশ! খেলাফত হে জাহাঁগীর তেরি।
মা সেওয়াল্লাহ্ কে লিয়ে আগ হে তকবীর তেরি, তো মুসলমাঁ হো তো তকদীর হে তদবীর তেরি।
কি মুহাম্মদ সে ওয়াফা তু নে তো হাম তেরে হেঁ, ইয়ে জাহাঁ চিজ হে কিয়া লওহ ও কলম তেরে হেঁ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দীকে আকবরের ইমামতি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সাওয়ানেহে কারবালা'**র ৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে; বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন: “**নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা যখন বেড়ে গেল, তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আবু বকরকে নামায পড়ানোর জন্য বল।” হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তিনি একজন কোমল হৃদয়ের লোক, আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি নামায পড়াতে পারবেন না। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আবু বকরকে নামায পড়ানোর জন্য আদেশ দাও”। হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا পুনরায় একই অজুহাত পেশ করলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারও জোরপূর্বক একই

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

আদেশ দিলেন। অতএব, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ **নবী পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জীবদ্দশাতেই নামায পড়িয়ে দেন। এই হাদীস শরীফটি মুতাওয়াতির, যা হযরত আয়েশা, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ্ ইবনে যামআ, আবু সাঈদ, আলী ইবনে আবু তালিব, হাফসা عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان প্রমূখ থেকে বর্ণিত রয়েছে। ওলামারা বলেন: হাদীসটিতে এই কথার উপর জোর নির্দেশনা রয়েছে, হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ সাধারণভাবে সকল সাহাবায়ে কিরাম থেকে শ্রেষ্ঠ আর খেলাফত ও ইমামতের জন্য সব চাইতে অধিকতর যোগ্য ও হকদার। (তারিখুল খুলাফা, ৪৭, ৪৮ পৃষ্ঠা)

ইলম মেঁ, যুহদ মেঁ বে শুবাহ তু ছব ছে বড় কর,
কেহ্ ইমামত ছে তেরি খুল গেয়ে জও হার সিদ্দীক।
ইছ ইমামত ছে খোলা তুম হো ইমামে আকবর,
থি এহি রমযে নবী কেহতে হেঁ হায়দার সিদ্দীক। (দিওয়ানে সালেক)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃত আশিকের পরিচয় হলো, তিনি সর্বদা প্রিয়তমের স্মরণে নিজের অন্তরকে সিক্ত রাখেন। ইশকে রাসূলের মধুর স্বাদ সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা বুঝতে পারে না বলেই খাঁটি নবী প্রেমিকদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে, বিভিন্ন ধরনের কথা বলে। কোন এক কবি এসব অজ্ঞ লোকদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের বুঝাতে গিয়ে এবং খাঁটি নবীপ্রেমিকদের প্রেমপূর্ণ আবেগের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

না কিসি কে রকস পে তনজ কর, না কিসি কে গম কা মজাক উড়া,
জিছে চাহে জিছ নওয়াজ দে, ইয়ে মেযাজে ইশকে রাসূল হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আল্লাহর কসম! যদি আমাদের আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ইশকে রাসূলের এক বিন্দুর কোটি ভাগের এক ভাগও নসীব হয়ে যায়, তাহলে আমাদের তরী পার হয়ে যাবে।

দৌলতে ইশক সে আক্বা মেরি ঝোলি ভর দো, বছ এহি হো মেরা সামান মদীনে ওয়ালে।
আপ কে ইশক মেঁ আয় কাশ কেহ্ রোতে রোতে, ইয়ে নিকল জায়ে মেরি জান মদীনে ওয়ালে।
মুঝকো দিওয়ানা মদীনে কা বানা লো আক্বা, বছ এহি হে মেরা আরমাঁন মদীনে ওয়ালে।
কাঁশ আত্তার হো আযাদ গমে দুনিয়া ছে, বছ তোমারা হি রহে ধেয়ান মদীনে ওয়ালে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুহায় সাপ

মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের সময় **মক্কা-মদীনার তাজেদার, নবীয়ে মুখতার, নবীদের ছরদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিক ছওর গুহা ও মাযারে আকদাসের সাথী, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জীবন উৎসর্গীকরণের যে অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা দৃষ্টান্তহীন। কিছু শব্দের পার্থক্য ছাড়া বিভিন্ন কিতাবাদিতে এই বিষয়ে অনেক রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। যখন **আল্লাহর হাবীব, হাবীবে লাবীব, দয়ালু নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছওর গুহার নিকট পৌঁছেন, তখন প্রথমে সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ গুহায় প্রবেশ করে তা পরিষ্কার করলেন, গুহার ভিতর সব কটি গর্ত বন্ধ করে দেন, শেষের দুইটি গর্ত বন্ধ করার জন্য কোন কিছু পাওয়া গেল না, তখন তিনি সে দুইটি গর্ত নিজের পা দিয়ে বন্ধ করে রাখলেন। অতঃপর **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গুহায় প্রবেশ করার জন্য আবেদন করলেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুহার ভিতরে প্রবেশ করলেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উরুদ্বয়ে মাথা মোবারক রেখে একটু বিশ্রাম নিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

সেই গর্তে একটি সাপ ছিল, সাপটি সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর পায়ে দংশন করল। সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ইশক ও মুহাব্বতের অনুপম চির আদর্শের উপর কুরবান হোন, যিনি কঠিন যন্ত্রণা সত্ত্বেও **নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশ্রাম নষ্ট হবে ভেবে নীরব ও নিশ্চুপ রইলেন। অত্যন্ত যন্ত্রণা ও ব্যথার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু বইতে আরম্ভ করল, যখন চোখের পানির কয়েকটি ফোঁটা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারকে টপকে পড়ল, তখন **উভয় জগতের বাদশা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাগ্রত হলেন, জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু বকর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কেন কান্না করছ? হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ সাপে দংশনের ঘটনা আরয করলেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাপে দংশনের স্থানে নিজের মুখের থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন, ততক্ষণাৎ ব্যথা দুর হয়ে গেল। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ৪র্থ খন্ড, ৪১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০৩৪)

না কিঁউ কর কহোঁ ইয়া হাবীবি আগিছনী!,
ইসি নাম সে হার মুসিবত টলি হে।

সত্যনিষ্ঠ ও ইশকের চূড়ান্ত পথপ্রদর্শক হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর মহত্ব এবং ছওর গুহার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে কোন কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন:

ইয়ার কে নাম পে মরনে ওয়ালা, সব কুছ্ সদকা করনে ওয়ালা,
এড়ি তো রাখ্ দি সাঁপ কে বিল পর, যেহের কা সদমা সহ্ লিয়া দিল পর,
মঞ্জিলে সিদক ও ইশক কা রাহবর, ইয়ে সব কুছ্ হে খাতেরে দিলবর।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ যখন **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছওর গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন কাফেররা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

প্রায় গুহার কাছাকাছি এসে পৌঁছে গিয়েছিল। গুহায় অবস্থান সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** কুরআনুল করীমের পারা-১০, সূরাতুত তাওবা, আয়াত-৪০ এ বর্ণনা করেন:

ثَانِىَ اثۡنَيۡنِ اِذۡ هُمَا فِى الۡغَارِ

(পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “শুধু দু’জন থেকে, যখন তারা উভয়েই গুহার মধ্যে ছিলেন।”

আ’লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর মহান শানে এভাবে বলেন:

ইয়ানি উস আফদ্বালুল খলকে বাদার রুসুল, ছানিয়াছ্নাইনি হিজরত পে লাখোঁ সালাম।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আল্লাহ পাক এ দু’জন পবিত্র সত্তার সুরক্ষার প্রকাশ্য উপকরণও সৃষ্টি করে দিলেন। যখন **জনাবে রিসালত মাআব, হুযুর পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর সাথে ছওর গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন **আল্লাহ পাকের** পক্ষ হতে পাহারা দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেল। গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনে ফেলল, এক পাশে কবুতর ডিম পেড়ে দিল। **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কতৃক প্রকাশিত ৬৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘মুকাশাফাতুল কুলূব’** এর ১৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এসব কিছু মক্কার কাফেরদেরকে গুহায় গিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া হতে বিরত রাখার জন্য করা হয়েছিল। **আল্লাহ পাক** সেই দুইটি কবুতরকে এমন অসাধারন প্রতিদান দিলেন যে, আজ পর্যন্ত মক্কার হেরেম শরীফে যে সব কবুতর রয়েছে সবগুলো সেই দুইটির বংশধর। যেমনিভাবে সেই দুইটি কবুতর **আল্লাহ পাকের** আদেশে **রহমতের নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিফাজতের দায়িত্ব পালন করেছিল, তেমনিভাবে **আল্লাহ পাকের** হেরেম শরীফে সেগুলোকে শিকার করার উপর বিধি-নিষেধ জারি করে দিয়েছেন।

(মুকাশাফাতুল কুলূব, ১ম খন্ড, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ফানুস বন কে জিস কি হেফাজত হাওয়া করে,
উও শমআ কিয়া বুঝে জিসে রওশন খোদা করে।

যখন কাফেররা সেখানে কবুতরের বাসা এবং তাতে ডিম দেখতে পেল তখন বলতে লাগল: এই গুহায় যদি কোন মানুষ থাকতো, তাহলে মাকড়সা জাল বুনত না, কবুতরও ডিম দিত না। কাফেরদের পায়ের শব্দ শুনে আশিকে আকবর, হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটু ভয় অনুভব করলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এখন তো আমাদের শত্রু এতই কাছে এসে গেছে যে, তারা যদি নিজেদের পায়ের দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। হুযুরে **আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

لَا تَحۡزَنۡ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا

(পারা- ১০, সূরা- তওবা, আয়াত- ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয় **আল্লাহ** আমাদের সাথে আছেন।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **মক্কা-মদীনার সুলতান, সরওয়ারে যীসান, হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই আলীশান মুজিযা ও শত্রুদের আতঙ্ক বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

জান হেঁ, জান কিয়া নজর আয়ে, কিঁউ আদু গির্দে গার পেরতে হেঁ।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

অতঃপর আশিকে আকবর, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপর প্রশান্তি নাযিল হলো। তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন আর **হুযুর পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চর্তুথ দিন, পহেলা রবিউন নুর, সোমবার গুহা হতে বের হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِیۡمًا রওয়ানা হয়ে গেলেন।

(সংকলিত আজায়িবুল কুরআন মাআ গারায়িবুল কুরআন, ৩০৩, ৩০৪ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা, করাচী)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

বাহ! মাকড়সার কি সৌভাগ্য!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ সার্থক ও সফলকাম হলেন আর কাফেররা নিষ্ফল, ব্যর্থমনে ফিরে গেল। মাকড়সা গোয়েন্দাদের সব পথ রুদ্ধ করে দিয়ে গুহার মুখটিকে এমন বানিয়ে দিল যে, গোয়েন্দারা সেদিকে যাবার চিন্তাও করল না। তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেল আর মাকড়সার কপালে ধরল স্থায়ী সৌভাগ্য। **‘মুকাশাফাতুল কুলূব’** এ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে নকীব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন: ‘রেশমের পোকারা এমন রেশম বুনল, যা সৌন্দর্যে অনুপম কিন্তু ঐ মাকড়সা তার চেয়ে লাখো গুণে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, কারণ সে ছওর গুহায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য গুহার মুখে জাল বুনিয়েছিল।’

(মুকাশাফাতুল কুলূব, ১ খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুহার ঐ পাড়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন: হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ যখন শত্রুদের দেখে ফেলার ভয় প্রকাশ করলেন, তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তারা যদি এদিক দিয়ে প্রবেশ করে, তাহলে আমরা ওদিক দিয়ে বের হয়ে যাব। আশিকে আকবর, সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ যখন সেদিকে দৃষ্টি দিলেন, তখন অপরদিকে একটি দরজা দেখতে পেলেন যার সাথেই এক উত্তাল সাগরে ঢেউ আসছিল, আর গুহার দরজায় একটি নৌকা বাঁধা ছিল। (মুকাশাফাতুল কুলূব, ১ম খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)

তুম হো হাফীজ ও মুগীছ কিয়া হে উও দুশমনে খবীছ
তুম হো তো প্রি খওফ কিয়া তুম পে করোড়োঁ দরূদ
আস হে কুঙ্ঈ না পাস এক তোমারি হে আস
বস হে এহি আসরা তুম পে করোড়োঁ দুরূদ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

বিপদে নবীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা সাহাবীদের পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা **দো-জাহানের বাদশা, শাহানশাহে আবরার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হৃদয়স্পর্শকারী মুজিযা অবলোকন করলেন যে, ছওর গুহার বিপরীত দিকে তাঁরই নূরানী দৃষ্টির বরকতে গুহা ও মাযারের সাথী সিদ্দীকে আকবরের সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হলো আর এভাবে রিসালতের ফয়য দ্বারা তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ শান্তি ও আরাম অনুভব করতে থাকেন।

ঘটনাটি হতে এটা বুঝা গেল, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রয়োজন ও মুসিবতের সময় সাহায্য প্রার্থনা করা সাহাবায়ে কেরামদের পদ্ধতি।

ওয়াল্লাহ্! উও সুন লেঙ্গে ফরিয়াদ কো পৌঁছেঙ্গে,
ইতনা ভি তো হো কুঈ জু আহ্ করে দিল ছে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দীকে আকবরের অভিনব ইচ্ছা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেছেন: সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে গুহার দিকে গমন করছিলেন, তখন তিনি কখনও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সামনে যেতেন আবার কখনও পেছনে আসতেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "এরূপ কেন করছ?" সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ আরয করলেন: 'যখন আমাদের খুঁজে বেড়ানো দুশমনদের কথা মনে পড়ে, তখন আমি আপনার পেছনে এসে যাই আর যখন মনে হয় দুশমনেরা ওঁৎ পেতে আছে, তখন আপনার সামনে এসে যাই। যাতে আপনার কোনরূপ ক্ষতি করতে না পারে।' **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে তুমি কি আমার আগে মৃত্যু বরণ করতে চাও?" তিনি আরয করলেন: '**আল্লাহ পাকের** কসম! আমার ইচ্ছা ঠিক সে রকমই!' (দালায়িলুন নুবুয়ত লিল বায়হাকী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

ইঁউ মুঝকো মওত আয়ে তো কিয়া পূছনা মেরা,
মাঁই খাক পর নেগাহে দরে এয়ার কি তরফ। (যওকে নাত)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিদ্দীকে আকবরের শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

বেহতরি জিস পে করে ফখর উও বেহতর সিদ্দীক, সরওয়রি জিস পে করে নায উও সরওয়রে সিদ্দীক।
যীস্ত মেঁ মওত মেঁ অওর কবর মেঁ ছানি হি রহে, ছানিয়াছ্নাইন কে ইস তরহা হেঁ মাযহার সিদ্দীক।
উনকে মাদ্দাহ নবী উন কা ছনাগো আল্লাহ্, হক আবুল ফদ্বল কহে অওর পয়ম্বর সিদ্দীক।
বাল বাচ্চোঁ কে লিয়ে ঘর মেঁ খোদা কো ছোড়েঁ, মোস্তফা পর করেঁ ঘরবার নিছাওয়র সিদ্দীক।
এক ঘরবার তো কিয়া গার মেঁ জাঁ ভি দে দেঁ, সাঁপ ডস্‌তা রহে লেকিন না হোঁ মুদ্বতর সিদ্দীক।
(দিওয়ানে সালেক)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আখিরাতের সফরেও সাদৃশ্য

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত, বিষের[১] প্রভাব ফিরে আসার কারণে হয়। অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাতও সেই সাপের দংশনজনিত বিষক্রিয়া ফিরে আসার কারণে হয়েছে, যে সাপ তাঁকে হিজরতের রাতে ছওর গুহায় দংশন করেছিল। হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **'ফানা ফির রাসূল'** বা রাসূলের জন্য কুরবান হয়ে যাওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কারণ, তাঁর ওফাত **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের নমুনা স্বরূপ। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত হয় সোমবার দিনে আর সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাত হয় সোমবার দিবাগত রাতে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের রাতে চেরাগে তেল ছিল না। হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাতের সময় ঘরে কাফনের

(১) খায়বর যুদ্ধে ইহুদী মহিলা যয়নব বিনতে হারেছ যে বিষ দিয়েছিল। (মাদারিজুন্নবুয়ত, ২য় খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

জন্য টাকা ছিল না। এটা হলো, 'ফানা'।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৮ম খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা, যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর)

ইশক ও মুহাব্বতের ইমাম, রাসূল পাকের সহযাত্রী হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর হিজরতকালীন সফরের অনুপম প্রেম ও ভালবাসার নিদর্শন প্রকাশ করতে গিয়ে আ'লা হযরত আযীমুল বরকত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন:

সিদ্দীক বলকেহ্ গার মেঁ জাঁ উস পে দে চুকে, অওর হেফজে জাঁ তো জানে ফুরূজে গুরর কি হে।
হাঁ! তো নে ইন কো জান, উন্হেঁ পে্হর দি নামায, পর উও তো কর চুকে থে জূ করনি বশর কি হে।
ছাবেত হুয়া কেহ্ জুমলা ফরায়েয ফুরূ' হেঁ,
আসলুল উসূল বন্দেগী উস তাজওয়ার কি হে। (হাদায়েকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা **রাসূলে আনওয়ার, মাহবুবে রব্বে আকবর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত এবং নবীপ্রিয়-পাত্র আশিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ওফাতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেন। **নবী পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য জীবন উৎসর্গকারী সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর অবস্থা এই ছিল যে, ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ধ্বংসশীল সম্পদের পিছনে না দৌঁড়ে তিনি নবীপ্রেমকে আঁকড়ে ধরে দুঃখ-কষ্টেকে নিজের জীবনে বরণ করে নিলেন। জীবনের এই অবস্থাকে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশান্তি বলে মনে করলেন।

জান হে ইশকে মুস্তফা রোজে ফুযোঁ করে খোদা,
জিস কো হো দর্দ কা মজা নাযে দওয়া উঠায়ে কিঁউ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

বুঝা গেল, **আল্লাহ পাকের** নিকট সে ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদার পাত্র নয় যার বেশী পরিমানে ধন-সম্পদ রয়েছে বরং সম্মান, মর্যাদার অধিকারী সেই ব্যক্তি, যে অধিক **আল্লাহ্-ভীতি** ও পরহেজগারীর দৌলতে সমৃদ্ধ। যেমন: **আল্লাহ পাক** ২৬ পারার সূরা হুজরাত এর ১৩ নং আয়াতে ঘোষণা দিচ্ছেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ ط

(পারা: ২৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে **আল্লাহর** নিকট অধিক মর্যাদাশালী সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে পরহেজগার।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দীকে আকবরের নবীর বিচ্ছেদ

আল্লাহ পাকের নিকটতম ও প্রিয়পাত্র, রাসূলের দরবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র, **দোজাহানের সুলতান** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নয়নের মণি, দুঃখী অন্তরের ভরসা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর **নবীর** বিচ্ছেদে বিভোর হয়ে নিচের চরণগুলো পড়েন:

لَمَّا رَاَيْتُ نَبِيَّنَا مُتَجَدِّلًا ضَاقَتْ عَلَيَّ بِعَرْضِهِنَّ الدُّوْر

فَارْتَاعَ قَلْبِيْ عِنْدَ ذَاكَ لِهُلْكِهٖ وَالْعَظْمُ مِنِّيْ مَا حَيِيْتُ كَسِيْر

يَا لَيْتَنِيْ مِنْ قَبْلِ مَهْلَكِ صَاحِبِيْ غَيَّبْتُ فِيْ جَدَثٍ عَلَى صُخُوْر

<u>**অনুবাদ:**</u> (১) আমি যখন আমার **প্রিয় নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জাহেরী ওফাতপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখলাম, সাথে সাথে জগৎগুলো অত্যন্ত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে অতীব সংকীর্ণ হয়ে গেল। (২) **নবী পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী ওফাতের কারণে আমার হৃদয় কেঁপে উঠে এবং জীবনভর আমার হাঁড় ভাঙ্গা হয়েই থাকবে। (৩) হায়! আমি যদি **আমার আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পূর্বেই মাটির নীচে দাফন হয়ে যেতাম!

(আল মুওয়াহিবুল লাদুনিয়া লিল আসকালানী, ৩য় খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পোঁছে থাকে।" (তাবারানী)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'দিওয়ানে সালেকে' এভাবে নবী-ভাবনায় বিভোর হওয়ার জযবা ও আবেগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

জিনহেঁ খলক কেহতি হে মুস্তফা, মেরা দিল উনহিঁ পে নেছার হে,
মেরে ক্বলব মেঁ হেঁ উও জলওয়াগার, কেহ্ মদীনা জিন কা দিয়ার হে।
উও ঝলক দেখা কে চলে গেয়ে, মেরে দিল কা চায়ন ভি লে গেয়ে,
মেরি রূহ সাথ না কিঁউ গঈ, মুঝে আব তো জিন্দেগী বার হে।
উহি মওত হে উহি জিন্দেগী, জূ খোদা নসীব করে মুঝে,
কেহ্ মরে তো উনহি কে নাম পর, জূ জিয়ে তো উন পে নেছার হে। (দিওয়ানে সালেক)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হায়! আমরাও যদি নবী প্রেমে ধন্য হতে পারতাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকে শাহে মদীনা, ইশ্ক ও মুহাব্বতের পথপ্রদর্শক, আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ নিজের ভালবাসা ও আকীদাকে কিভাবে শেরগুলোর মধ্যে আবেগের সাথে প্রকাশ করলেন। হায়! আমাদেরও যদি হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর মত রাসূলের বিরহের বেদনায় প্রবাহিত হওয়া চোখের পানির সদকায় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতে কান্না করে এমন চক্ষু নসিব হয়ে যেত!

হিজরে রাসূল মে হামে ইয়া রব্বে মুস্তফা,
এ্যায় কাশ পুট পুটকে রোনা নসিব হো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দিদার

আরিফবিল্লাহ হযরত আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান জামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রসিদ্ধ কিতাব **'শাওয়াহিদুন নুবুয়ত'**এ ছওর গুহা ও নবীর মাযারের সঙ্গী,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

শাহানশাহে আবরারের আশিক, প্রথম খলীফা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর জীবনের শেষের দিনগুলোর একটি ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: “আমি একবার রাতের শেষ অংশে স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করলাম। **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্দর শরীর মোবারকে দুইটি সাদা কাপড় পরিধান করেছিলেন। আমি সেই কাপড়গুলোর উভয় পার্শ্ব মিলাতে লাগলাম। কাপড় দুইখানি হঠাৎ সবুজ হতে ও চমকাতে আরম্ভ করল। সেগুলোর ঔজ্জ্বল্য ও তেজস্বী আলো চোখের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়ার মত ছিল। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ‘اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم’ বলে মুসাফাহা করে আমাকে ধন্য করলেন, আর **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী হাত মোবারক আমার ব্যথাভরা বুকের উপর রাখলেন, এতে আমার হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে গেল। অতঃপর ইরশাদ করলেন: “হে আবু বকর (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ)! আমার তোমার সাথে মিলিত হবার খুবই ইচ্ছা, এখনও কি সেই সময় আসেনি যে তুমি আমার পাশে চলে আসবে?” আমি স্বপ্নে খুবই কান্না করলাম, এমনকি আমার পরিবার-পরিজনেরাও আমার কান্নার কথা জেনে গেল। তারা জাগ্রত হয়ে আমার এই কান্নার কথা আমাকে জানায়।

(শাওয়াহিদুন নবুওয়ত লিল জামী, ১৯৯ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল হাকীকত তুর্কী)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওফাতের দিন ও কাফনে সাদৃশ্যের আগ্রহ

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মাদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **‘সাহাবায়ে কেরাম কা ইশকে রাসূল’** নামক কিতাবের ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে: হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ নিজের ওফাতের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে নিজের শাহজাদী হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাফনে কয়টি কাপড় ছিল? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত শরীফ কোন দিন হয়েছিল? এই জিজ্ঞাসাবাদের কারণ এটা ছিল, যেন তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাফন ও ওফাতের দিনও **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাদৃশ্য হয়। যেভাবে জীবদ্দশায় **রাসূলে আকারাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করেন, সেভাবে ওফাতেও হোক। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৩৮৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

আল্লাহ আল্লাহ ইয়ে শওকে ইত্তেবা, কিঁউ না হো সিদ্দীকে আকবর থে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নবী করীম ﷺ এর বিচ্ছেদের চিন্তাই সিদ্দীকে আকবরের ওফাতের কারণ ছিল

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইশকে রাসূলের অসাধারণ দৌলত দ্বারা কী পরিমাণ ধন্য ছিলেন, তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাত ও দিনের অবস্থা, **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনন্য ইশকের পূর্ণাঙ্গ প্রতীক দ্বারা প্রতীয়মান। **রাসূলে হাশেমী, মক্কী মাদানী রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জীবনে বিচ্ছেদের ব্যথা অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে আর প্রায় ২ বৎসর ৭ মাসের সময়গুলো অতিবাহিত করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওফাতের মূল কারণ ছিল **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জাহেরী ওফাত। এ বিষন্নতায় সিদ্দীকে আকবরের শরীর ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে, এ বিরহ তাঁর ওফাতের একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (তারিখুল খুলাফা, ৬২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

মর হি জাওঁ মাঁই আগর ইস দর সে জাওঁ দো কদম
কিয়া বচ্ছে বীমারে গম করবে মসীহা ছোড় কর। (যওকে নাত)

রাসূলে আকরাম ﷺ এর প্রেমের রোগী

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবদুর রহমান জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **'তারিখুল খুলাফা'য়** লিখেছেন: হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর অসুস্থতা অবস্থায় লোকেরা তাঁকে দেখতে আসে, আর তাঁরা আবেদন করলেন: 'হে **আল্লাহর** রাসূলের সহচর! আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার জন্য চিকিৎসক নিয়ে আসি।' তিনি বললেন: 'চিকিৎসক তো আমাকে দেখেছেন।' লোকেরা বললেন: 'চিকিৎসক কী বলেছেন?' তখন সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: চিকিৎসক বলেছেন: اِنِّیۡ فَعَّالٌ لِّمَا اُرِیۡدُ অর্থ: 'আমি যা চাই তাই করি।' (তারিখুল খুলাফা, ৬২ পৃষ্ঠা) কথাটির মর্ম হলো, এখানে চিকিৎসক হলেন **আল্লাহ পাক**, তাঁর মর্জিকে কেউ বদলাতে পারে না। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা অবশ্যই হবে আর এটা সিদ্দীকে আকবর এর সত্যিকার তাওয়াক্কুল এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

(সাওয়ানিহে কারবালা, ৪৮ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচি)

মাঁই মরিজে মুস্তফা হোঁ মুঝে ছেড়ো না তবীবো!
মেরি জিন্দেগী জূ চাহো মুঝে লে চলো মদীনা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

আমার অন্তর দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বাস্তবিকই **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর "**আশিকে আকবর**"। মুস্তফার বিরহে এবং রাসূলের প্রেমে অসুস্থ হয়ে যাওয়াই

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

তাঁর “**আশিকে আকবর**” হওয়ার প্রমাণ। হৃদয়ের স্পন্দন ও যন্ত্রণার কারণ ছিল কেবল **আল্লাহ্র রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণ ও বিরহ। অথচ আমরা! আমাদের মন দুনিয়ার ভালবাসা, নশ্বর সৌন্দর্য ও কিছুদিনের ভোগ-বিলাসের জন্য পাগল। এগুলোর জন্যই প্রতিযোগিতায় মেতে রয়েছি, আর নফসের বাসনা পূরণ করতে না পারলে কতই আফসোস করি।

দিল মেরা দুনিয়া কা শায়দা হো গেয়া, আয় মেরে আল্লাহ ইয়ে কিয়া হো গেয়া।
কুছ মেরে বাচনে কি সূরত কীজিয়ে, আব জূ হোনা থা মাওলা হো গেয়া।
আইব পোশে খলক দামন সে তেরে, সব গুনাহগারোঁ কা পর্দা হো গেয়া। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবরকে বিষ দেওয়া হয়

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাতের বিভিন্ন বাহ্যিক কারণ উল্লেখ রয়েছে। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ছওর গুহার সাপের বিষ ফিরে আসার কারণে তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ওফাত হয়, আর একটি কারণ বর্ণিত হয় যে, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরহ-বেদনায় বিমর্ষ হয়ে প্রাণ হারান, ইবনে সা'আদ ও হাকেম ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেন: সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ওফাতের জাহেরী কারণ ছিল, তাঁর নিকট কেউ ‘**তোহফায়ে খোযায়রা**’ (অর্থাৎ কীমা জাতীয় খাবার) পাঠায়। তিনি এবং হারেছ বিন কালাদা উভয়ে খাবার খাচ্ছিলেন। কিছু খাওয়ার পর হারেছ (যিনি ছিলেন একজন ডাক্তার) আবেদন করলেন: হে রাসূলের খলিফা! হাত গুটিয়ে ফেলুন এগুলো আর খাবেন না। কারণ এতে বিষ রয়েছে আর এ বিষের প্রভাব এক বছর পরে প্রকাশ পাবে। আপনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দেখবেন যে, এক বছরের মধ্যে আমি আর আপনি একই দিনে প্রাণ হারাব। এ কথা শুনে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খাবার হতে হাত তুলে ফেললেন। কিন্তু বিষ তার কাজ ঠিকই করে ফেলেছিল,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আর তাঁরা উভয়ে সেই দিন থেকেই রোগাক্রান্ত হলেন। এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর সেই বিষের প্রভাবে একই দিনে ইন্তেকাল করেন। (তারিখুল খুলাফা, ৬২ পৃষ্ঠা)

হায়! নিকৃষ্ট পৃথিবী!!!

হাকেম এই রেওয়ায়াতটি শা'বী থেকে করেছেন। তিনি বলেন: যে দুনিয়ায় **আল্লাহ্র রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে বিষ প্রয়োগ করা হয়, সেই নিকৃষ্ট দুনিয়ার উপর আমরা কী-বা ভরসা করতে পারি। (তারিখুল খুলাফা, ৬২ পৃষ্ঠা)

এই বর্ণনাগুলোতে কোনরূপ মতভেদ থাকতে পারে না। ওফাতকালে তিনটি কারণ একত্রিত হয়েছে। (নুযহাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, ৮৭৭ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক স্টল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই পৃথিবীর লোভ লালসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। এই নিকৃষ্ট পৃথিবীর প্রেমে মুগ্ধ হয়েই **ছরকারে মদীনা, রাহাতে কলব ও সীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং আশিকে আকবর সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে বিষ প্রয়োগ করা হয়। যখন নিখিল বিশ্বের সব চেয়ে মহান ব্যক্তিত্বকেও নিকৃষ্ট এই পৃথিবীর পথভ্রষ্টরা বিষ প্রয়োগ করার মত অপবিত্র ও ঘৃনিত ষড়যন্ত্র করে, সে ক্ষেত্রে এমন আর কে আছে যে নিজেকে এই পার্থিব আপদ থেকে সুরক্ষিত মনে করতে পারে। সুতরাং বিশেষ করে প্রসিদ্ধ আলিমগণ, মাশায়েখগণ ও ধর্মীয় ইমামগণকে অত্যধিক সাবধান থাকা উচিত। দেখুন না, এই নিকৃষ্ট পৃথিবীর মোহে আকৃষ্ট হয়ে কোন হতভাগা সায়্যিদুল আসখিয়া (অত্যাধিক দাতা), রাসূলের দৌহিত্র ইমাম হাসান মুজতবা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কেও বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশেষে এই বিষই ওফাতের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এছাড়া হযরত সায়্যিদুনা বশর বিন বারা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মূসা কাজেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মর্মান্তিক ওফাতের কারণও ছিল এই বিষ।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বকর হাজির

জাহেরী ওফাতের পূর্বে নবুয়তের ফয়েজধন্য, ফযীলত ও কারামাতের মূর্ত প্রতীক হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অছিয়ত করেন: আমার জানাযার খাটটি **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওজার পবিত্র দরজার সম্মুখে নিয়ে রেখে দেবে আর اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله বলে আরয করবে। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আবু বকর আপনার আলীশান দরবারে এসে উপস্থিত। দরজা যদি নিজ থেকে খুলে যায়, তাহলে আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে, নয়তো জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করে দেবে। অছিয়ত অনুযায়ী তাঁর জানাযার খাট মোবারক যখন পবিত্র রওজার সামনে এনে রাখা হয় এবং আরয করা হয়, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله আবু বকর হাজির, এটা বলার সাথে সাথে দরজার তালা আপনা আপনি খুলে যায় আর আওয়াজ আসতে থাকে:

اُدْخِلُوا الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ فَاِنَّ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ مُشْتَاقٌ

অর্থ: প্রিয়তমকে প্রিয়তমের সাথে মিলিয়ে দাও, কারণ প্রিয়তমের জন্য প্রিয়তমের আকাংখা রয়েছে।” (তাফসীরে কবীর, ১০ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা, দারুল ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরবি বৈরুত)

তেরে কদমোঁ মেঁ জূ হেঁ গাইর কা মুঁ কিয়া দেখেঁ
কওন নজরোঁ পে চড়ে দেখ কে তলওয়া তেরা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দীকে আকবর ‘হায়াতুন্নবী’ এর মতামতের বিশ্বাসী ছিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যদি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জীবিত না জানতেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

তাহলে তিনি কখনও এ রকম অছিয়ত করতেন না যে, পবিত্র রওজার সামনে আমার জানাজার খাট রেখে **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে অনুমতি চাইবে। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তো অছিয়ত করেছেন আর সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই অছিয়তকে বাস্তবায়ন করেছেন। এ দ্বারা বুঝা যায়, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সহ সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আকীদা ছিল যে, **মাহবুবে খোদা, রহমতে আলম, উভয় জগতের মালিক ও মোখতার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী ওফাতের পরও কবর শরীফে জীবিত আছেন আর বিভিন্ন ক্ষমতা ও স্বাধীনতার মালিক হিসেবে রয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه

তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ্ তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ্
মেরে চশমে আলম সে চুপ জানে ওয়ালে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

নবীগণ জীবিত

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জীবিত। যেমন: "ইবনে মাজাহ্ শরীফ" এর হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِیُّ اللهِ حَیٌّ يُّرْزَقُ অর্থ: "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** নবীগণের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام শরীর মোবারককে বিনষ্ট করা জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, সুতরাং **আল্লাহ্**র নবীগণ জীবিত। তাঁদেরকে রিযিক দেওয়া হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৬৩৭)

অন্য হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِیْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ অর্থাৎ "নবীগণ জীবিত আর তাঁরা তাঁদের কবরগুলোতে নামায পড়ে থাকেন।"

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৩৪১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

রাসূলের সাথে যারা বে-আদবী করে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্বন্ধে প্রত্যেক মুসলমানেরই সেইরূপ আকীদা হওয়া আবশ্যক, যেরূপ আকীদা সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ছিল। **আল্লাহ**র পানাহ! শয়তান যদি মনের মধ্যে কুমন্ত্রনা সৃষ্টি করতে চায়, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা, মহত্ব ও শানে অপবাদ দিতে গিয়ে নিজের মনগড়া দলিলাদি দ্বারা আপনাদেরকে বুঝানোর অপচেষ্টা চালায়, তাহলে তার কাছ থেকে দূরে থাকুন। যেমন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কতৃক প্রকাশিত ১৬২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'ঈমান কি পেহচান'** এর ৫৮ পৃষ্ঠায় আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه রাসূলের আশিকদের প্রতি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন: 'যখন তারা (অর্থাৎ রাসূলের সাথে যারা বে-আদবী করে) **আল্লাহ্র রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে কোন ধরনের বে-আদবী করে, তাহলে আপনাদের হৃদয়ে বে-আদবদের ভালবাসার নাম-গন্ধও যেন না থাকে। তৎক্ষণাৎ তাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান। দুধ হতে মাছি বের করে নেওয়ার মত তাদেরকে বের করে দিন। সে সব অসভ্যদের আকৃতি ও নামকে ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন এরপর তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না, প্রতিবেশী বানাবেন না, বন্ধুত্ব করবেন না, ভালবাসা দেখাবেন না। তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন না, তাদেরকে পীর বানাবেন না, তাদের বুজর্গী ও ফযীলতকে বিপদজনক মনে করবেন। মোটকথা, যে সম্পর্ক ছিল, **মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামীর কারণে ছিল। এরা যখন **আল্লাহর নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানেই বে-আদবী করেছে, আমাদের সাথে তাদের আর কিসের সম্পর্ক থাকতে পারে?

(ঈমান কি পেহচান, ৫৮ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

উনহেঁ জানা, উনহেঁ মানা না রক্ষা গাইর সে কাম,
লিল্লাহিল হামদ মেঁ দুনিয়া সে মুসলমান গেয়া।
উফ রে মুনকির ইয়ে বড়ুহা জোশে তা'আসসুব আখের
ভীড় মেঁ হাত সে কমবখত কে ঈমান গেয়া। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবীদের সাথে যারা বে-আদবী করে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকুন

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **‘শরহুস সুদূর’** কিতাবে বর্ণনা করেছেন: “কোন এক লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তাকে কালিমায়ে তৈয়্যবা পড়তে বলা হলো। সে বলল, এটি পড়ার ক্ষমতা আমার নেই। কেননা, আমি এমন সব লোকদের সাথে মেলা-মেশা ও উঠা-বসা করতাম, যারা আবু বকর ও ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর ব্যাপারে ভাল-মন্দ বলার জন্য আমাকে প্ররোচিত করত।” (শরহুস সুদূর, ৩৮ পৃষ্ঠা, মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকত রযা হিন্দ)

কবরে শায়খাইনের ওসীলা কাজে আসলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাটি দ্বারা শায়খাইন অর্থাৎ সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এবং সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর উচ্চমানসম্পন্ন শানের কথা বুঝা গেল। তাঁদের হেয় প্রতিপন্নকারীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অভিশাপ এমন যে, মৃত্যুকালে কলিমা নসীব হচ্ছিল না, সেক্ষেত্রে যে সব লোকেরা সরাসরি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাদের কী অবস্থা হতে পারে! সুতরাং শায়খাইনে করিমাঈন رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর বিদ্বেষী বেআদবদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা ও ঘৃণা করা আবশ্যক। যাঁরা রাসূলের আশিক, সাহাবী ও আউলিয়াগণের প্রেমিক তাদের সঙ্গ অবলম্বন করুন। সেই সব মহা-মনীষীগণের ভালবাসার প্রদীপ নিজের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করুন এবং উভয় জাহানে মঙ্গলের অধিকারী হোন। **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের ভালবাসা কবর-হাশরের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

যেমনিভাবে এক ব্যক্তির বর্ণনা: আমার শিক্ষকের একজন বন্ধু ইন্তেকাল করেন। শিক্ষকটি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থ: '**আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?' জবাবে তিনি বললেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: মুনকির-নকীর কী আচরণ করলেন? জবাব দিলেন: 'তাঁরা আমাকে বসিয়ে যখন প্রশ্ন করা শুরু করল, **আল্লাহ পাক** আমাকে জানিয়ে দিলেন, আমি ফেরেশতাদের জবাব দিলাম, সায়্যিদুনা আবু বকর ও ফারূক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দিন। এ কথা শুনে একজন ফেরেশতা অপরজনকে বলল: ইনি তো মহান দুইজন সাহাবীর ওসীলা পেশ করেছে, সুতরাং একে ছেড়ে দাও। অতএব, তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।' (শরহুস সুদূর, ১৪১ পৃষ্ঠা)

ওয়াস্তা দিয়া জূ আপ কা, মেরে সারে কাম হো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাশরের দিন মাজার হতে বের হয়ে আসার অপূর্ব দৃশ্য

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'মলফুযাতে আ'লা হযরত'** এর ৬১ পৃষ্ঠায় ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দীনো মিল্লাত, আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: "একবার **হুযুর আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র ডান হাত দিয়ে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর হাত ধরলেন আর বাম হাত মোবারক দিয়ে হযরত ওমর ফারূক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর হাত ধরলেন আর বললেন: هٰكَذَا نُبۡعَثُ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ অর্থ: "কিয়ামতের দিন আমাদেরকে এভাবেই উঠানো হবে।"

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৩৬৮৯, তারিখে দামেশক, ২১তম খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

মাহবুবে রব্বে আরশ হে উস সবজ কুব্বে মেঁ
পেহ্লু মেঁ জলওয়া গাহ আতীক ও ওমর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্‌র রাস্তায় আগত মুসিবতের মোকাবেলা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পথপ্রদর্শক হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হলেন সত্যিকারের **আশিকে আকবর**। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের কর্ম ও চরিত্রে সেই ইশ্‌ক প্রকাশ করেছেন, খতীবে আউয়াল হওয়ার মর্যাদা অর্জনপূর্বক তিনি দ্বীন ইসলামের জন্য কঠিন নির্যাতনের শিকার হয়েও তাঁর সুদৃঢ় পদক্ষেপ থেকে একটু জন্য বিচলিত হননি। **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় তাঁর কষ্টভরা জীবনে আমাদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে, **‘নেকীর দাওয়াত’** দেওয়ার সময় যত ধরনের মুসিবতই আসুক না কেন পিছপা হবার ইচ্ছাও যেন কখনও মনে না আসে।

জব আক্বা আখেরী ওয়াক্ত আয়ে মেরা, মেরা সর হো তেরা বাবে করম হো
সদা করতা রহোঁ সুন্নাত কি খেদমত, মেরা জযবা কেসি সূরত না কম হো।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

দুনিয়ার চিন্তায় নয়, রাসূল প্রেমে কান্না করতে থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ইশক ও ভালবাসাপূর্ণ বরকতময় জীবন থেকে আমরা আরো শিক্ষা পাই যে, আমাদের আহাজারি ও হায়-হুতাশ যেন দুনিয়ার জন্য না হয়। পৃথিবীর ভালবাসায় যেন অশ্রু না ঝরে। পার্থিব শান-শওকতের জন্য যেন ব্যথা সৃষ্টি না হয় বরং আমাদের হৃদয়ের আহাজারি যেন নবীর প্রেমে হয়। প্রিয় নবীর স্মরণে যেন অশ্রু ঝরে। দুনিয়ার পাগল না হয়ে যেন **শময়ে রিসালত, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিক হই। তাঁরই পছন্দ-অপছন্দের উপর যেন নিজেদের পছন্দ-অপছন্দকে কুরবানি দিই।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

আমাদের ইচ্ছা যেন এই হয় যে, হায়! আমার সম্পদ, আমার জীবন যেন **মাহবুবে রহমান, নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কদমে যদি কুরবান করে দিতে পারি! যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এরকম জীবন গড়তে সফল হয়েছে, **আল্লাহ পাক** তাঁর জন্য পৃথিবীকে বশীভূত করে দেন, সমগ্র সৃষ্টি জগতকে তাঁর অনুগত করে দেন। আসমানে তাঁর আলোচনা চলবে। সব চেয়ে বড় কথা হলো, তিনি **আল্লাহ পাক** ও **প্রিয় রাসূলে**র প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়ে যাবে।

উও কেহ্ উস দর কা হুয়া খলকে খোদা উস কি হুয়ী,
উও কেহ্ উস দর সে প্হেরা আল্লাহ উস সে প্হের গেয়া। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়! বর্তমানে মুসলমানদের বেশির ভাগই **শাহে আবরার, উভয় জগতের মালিক ও মোখতার, নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **'উসওয়ায়ে হাসানা'** তথা উত্তম আদর্শকে চরিত্রের মাপকাঠি বানানোর স্থলে বিধর্মীদের আচার-আচরণ ও ফ্যাশনে ডুবে অপমানিত ও ঘৃনিত হতে চলেছি।

কওন হে তারেকে আঈনে রাসূলে মুখতার মুছলাহাত, ওয়াক্ত কি হে কিস কে আমল কা মি'য়ার
কিস কি আঁখোঁ মেঁ সামায়া হে শেয়ারে আগয়ার, হো গেয়ী কিস কি নেগাহ্ তরযে সলফ সে বেজার
ক্বলব মেঁ সূয নেহিঁ রূহ মেঁ এহসাস নেহিঁ, কুছ ভি পয়গামে মোহাম্মদ কা তুমেঁ পাস নেহিঁ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এ কেমন ইশক? এ কেমন মুহাব্বত?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা নিজেদের মাতা-পিতাকে ভালবাসেন, তারা তাঁদের অন্তরে কষ্ট দেন না। যারা নিজেদের সন্তানকে ভালবাসে, তারা তাদেরকে অসন্তুষ্ট হতে দেন না। কেউ নিজের বন্ধুকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখতে চায় না। কেননা, যাকে ভালবাসা হয় তাকে দুঃখ দেওয়া যায় না। কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, বর্তমানে বেশির ভাগ মুসলমান যারা ইশকে রাসূলের দাবীদার, তাদের কাজকর্ম আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুশি করার মত নয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

মদীনে ওয়ালে মুস্তফা, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ অর্থ: “আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে বিদ্যমান।” (আল মুজামুল কবীর, ২০তম খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১০১২)

সে কেমন আশিকে রাসূল যে নামায হতে মন ফিরিয়ে রাখে, জেনে বুঝে নামায কাযা করে **রাসূলে পাক, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী কলবের দুঃখ ও মনোবেদনার কারণ হয়। এটা কী ধরনের ইশক ও মুহাব্বত যে, **মদীনার সুলতান, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযানের রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু আশিকানে রাসূলের মাঝে গণ্য ব্যক্তিরা এই মহান আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে **প্রিয় নবী**র অসন্তুষ্টির মাধ্যম হয়। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তারাবীহ্র নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু অলস ও বিমুখ উম্মতেরা তা পালন করে না, পালন করলেও নামে মাত্র রমযান মাসের শুরুর দিকে কিছু দিন পালন করে, মনে করে যে পুরো রমযানের তারাবীহ্র নামায আদায় হয়ে গেল। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “তোমারা তোমাদের গোঁফকে ছোট করো, আর দাঁড়িকে বাড়তে দাও, ইহুদীদের মতো আকৃতি বানিও না।”

(শরহে মাআনিল আছার লিত তাহাবী, ৪র্থ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

কিন্তু ইশকে রাসূলের দাবীকারীরা নিজেদেরকে নবীবিদ্বেষীদের ন্যায় চেহারা বানিয়ে রাখে। এটাই কি ইশকে রাসূল?

ছরকার কা আশিক ভি কিয়া দাড়ি মুন্ডাতা হে?
কিঁউ ইশক কা চেহরে সে ইজহার নিহিঁ হোতা!

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

ফিকরে মদীনা(১) (গভীর চিন্তা ও নিজের পর্যালোচনা করুন) করুন! এটা কেমন ইশক, কেমন মুহাব্বত যে, **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুশমনদের ন্যায় নিজের চেহারা-আকৃতি বানিয়ে, তাদের ন্যায় নিজেদের চাল-চলনে গর্ব অনুভব করে!

ওয়াদ্বা মেঁ তুম হো নসারা তো তামাদ্দুন মেঁ হনুদ,
ইয়ে মুসলমাঁ হেঁ জিনহেঁ দেখ কে সরমায়ে ইয়াহুদ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দয়ালু নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ করতে রয়েছেন বরং পৃথিবীতে শুভাগমন করার সাথে সাথেই তিনি সিজদায় অবনত হয়েছিলেন। ঐ সময় পবিত্র মুখে এই দোয়াগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল: رَبِّ هَبْ لِيْ أُمَّتِيْ অর্থাৎ "হে রব! আমার উম্মত আমাকে সমর্পণ করে দাও।"

(ফতাওয়ায়ে রযভীয়া, ৩০তম খন্ড, ৭১৭ পৃষ্ঠা)

পেহ্‌লে সিজদে পে রোজে আযল সে দরূদ,
ইয়াদগারিয়ে উম্মত পে লাখোঁ সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কিয়ামত পর্যন্ত 'উম্মতি উম্মতি' করতে থাকবেন

মাদারেজুন নবুয়ত কিতাবে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা কুছাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কবর মোবারকে দাফন করার পর সবার শেষে সেখান থেকে বাহিরে আসেন। যেমনিভাবে- তাঁর বর্ণনা হচ্ছে: 'আমিই সর্বশেষ ব্যক্তি, যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারক পবিত্র কবরে দেখেছিলাম। আমি দেখতে পাই যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবর শরীফে আপন ঠোঁট মোবারক নড়াচড়া করছিলেন। আমি আমার কান **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারকের কাছাকাছি করলাম।

---

(১) দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে নিজের আমলের হিসাব করাকে **ফিক্‌রে মদীনা** বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আমি শুনতে পেলাম, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছিলেন: رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ অর্থাৎ "**আমার প্রতিপালক!** আমার উম্মত আমার উম্মত!" (মাদারিজুন নবুয়ত, ২য় খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা) এছাড়াও **'কানযুল উম্মাল'** ৭ম খন্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন আমার ওফাত হবে, তখন আমি আমার কবরে সর্বদা বলতে থাকব يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ অর্থাৎ '**হে আমার প্রতিপালক!** আমার উম্মত আমার উম্মত।' এমনকি এক পর্যায়ে দ্বিতীয় বার সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে।" (কানযুল উম্মাল)

আমার আক্বা আ'লা হযরত নিজের জন্য ঈমান হিফাযতের প্রার্থনা করতে গিয়ে **রাসূল পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করেছেন:

জিনহেঁ মরকদ মেঁ তা হাশর উম্মতি কেহ কর পুকারো গে,
হামেঁ ভি ইয়াদ কর লো উন মেঁ সদকা আপনি রহমত কা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

মুহাদ্দিসে আযম বলেন...

পাকিস্তানের মুহাদ্দিসে আযম হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: **হুযুর পাক, সাহিবে লওলাক, সিয়াহে আফলাক, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সারাটা জীবন আমাদেরকে **উম্মতি উম্মতি** বলে স্মরণ করতে থাকেন, নুরানী কবরে ও **উম্মতি উম্মতি** বলছেন আর হাশর পর্যন্ত বলতে থাকবেন। এমনকি হাশরের দিনে ও **উম্মতি উম্মতি** বলবেন। আসল কথা হলো, **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি কেবল একবারই **উম্মতি** বলতেন, আর আমরা সারা জীবন **ইয়া নবী, ইয়া নবী, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ** বলতে থাকতাম, তবুও সেই একবার **উম্মতি** বলার হক আদায় হতে পারেনা।

জিন কে লব পর রহা 'উম্মতি উম্মতি', ইয়াদ উন কি না ভূল আয় নেয়াযি কভি।
উও কেহেঁ উম্মতি তো ভি কেহ ইয়া নবী, মাঁই হোঁ হাজের তেরি চাকরি কে লিয়ে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

কিয়ামতের দিন উম্মতের জন্য ভাবনার নমুনা

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন সকল নবীগণ স্বর্ণের মিম্বরগুলোতে উপবেশন করবেন। আমার মিম্বরটি খালি থাকবে। আমি আমার **প্রতিপালকের** সামনে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। এমন যেন না হয় যে, **আল্লাহ পাক** আমাকে জান্নাতে যাওয়ার আদেশ দিয়ে দেবেন, অথচ এদিকে আমার উম্মত আমাকে না পেয়ে মুছিবতে পড়বে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "হে মাহবুব! আপনার উম্মতের বিষয়ে সেই ফায়সালা করব, যে ফায়সালাতে আপনার সন্তুষ্টি থাকবে।" আমি তখন আরয করব: اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ حِسَابَهُمْ অর্থাৎ: "**হে আল্লাহ্**! তাদের হিসাব-নিকাশ তাড়াতাড়ি নিয়ে নিন" (আমি তাদেরকে সাথে করে জান্নাতে নিয়ে যেতে চাই) এ আরয আমি করতে থাকব, আমাকে এক সময় দোযখে যাওয়া উম্মতদের তালিকা দেওয়া হবে। যারা দোযখে প্রবেশ করেছে, আমি তাদের জন্য সুপারিশ করে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করতে থাকব, এভাবে দোযখের শাস্তি ভোগ করার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।"

(কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর: ৩৯১১১)

আল্লাহ কিয়া জাহান্নাম আব ভি না সর্দ হোগা, রো রো কে মুস্তফা নে দরিয়া বাহা দিয়ে হেঁ।

হে রাসূলের আশিকগণ! উম্মতের জন্য সদা চিন্তিত **প্রিয় নবী**র পবিত্র কদমে উৎসর্গিত হয়ে যান, তাঁর গোলামীতে জীবন অতিবাহিত করুন বরং তাঁর গোলামদের গোলামীতে আর **দা'ওয়াতে ইসলামী** এবং **মাদানী কাফেলায়** সফর করে মৃত্যুর পর তাঁর শাফাআতের হকদার হয়ে যান। কিয়ামতের দিন উম্মতের শাফাআতকারী রাসূলের সামনে নিজের চেহারাকে দেখাবার মত যোগ্য করুন। অর্থাৎ নিজেদের চেহারাকে ইহুদী ও নাসারাদের আকৃতি বানানো ছেড়ে দিন। আপনার চেহারাকে এক মুষ্টি দাঁড়ি দিয়ে সাজিয়ে নিন। ইংরেজি ফ্যাশনে চুল

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

রাখার পরিবর্তে বাবরী চুল রাখার অভ্যাস করুন। খালি মাথায় ঘোরাফেরা করার পরিবর্তে পাগড়ী শরীফ দিয়ে আপনার মাথাকে সবুজ করে নিন, আপনার ভিতর-বাহিরে মাদানী রঙে রাঙিয়ে তুলুন।

ডর থা কেহ্ ইছইঁয়া কি সাজা আব হো গি ইয়া রোজে জযা,
দি উন কি রহমত নে ছদা ইয়ে ভি নিহিঁ উও ভি নিহিঁ।

আমার আক্বা আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলিয়ে নেয়মাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মরতাবাত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বায়িছে খাইর ও বরকত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ হাফেজ ক্বারী ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাদেরকে বুঝাতে গিয়ে বলেন:

জূ না ভূলা হাম গরীবোঁ কো রযা,
ইয়াদ উস কি আপনি আদত কীজিয়ে।

হায়! আমরা যদি সত্যিকার আশিকে রাসূল হতে পারতাম!

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর কদমের ধূলির সদকায় আমরাও যদি সত্যিকার আশিকে রাসূল হয়ে যেতে পারতাম! আর যদি আমাদের উঠা-বসা, চলাফেরা, লেনদেন, খাওয়া-দাওয়া, শয়ন-জাগরণ, জীবন-মরণ সবকিছু **প্রিয় আক্বা মদীনাওয়ালে মুস্তফা** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুযায়ী হয়ে যেত। হায়!

ফানা ইতনা তো হো জাওঁ মাঁই তেরি জাতে আলী মেঁ,
জূ মুঝ কো দেখ লে উস কো তেরা দীদার হো জায়ে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেদের মধ্যে প্রকৃত ইশকের রাসূলের প্রদীপ প্রজ্বলিত করুন। اِنۡ شَآءَ الله জাহের ও বাতেন আলোকিত হয়ে যাবে, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা নসীব হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

খার জাহাঁ মেঁ কভি হো নিতিঁ সেকতি উও কওম,
ইশক হো জিস কা জসুর, ফকর হো জিস কা গায়ূর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দীকী বংশীয়দের বৃদ্ধাঙ্গুলে নিদর্শন!

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বংশধরগণকে ‘সিদ্দীকী’ বলা হয়ে থাকে। তাঁদের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে বর্তমানেও সাপে কাটার চিহ্ন থাকা স্বাভাবিক। চিহ্ন দেখা না গেলেও কোন সিদ্দীকীকে সিদ্দীকী না হওয়া নিয়ে খারাপ ধারণা করা জায়েয নেই। কারণ, প্রত্যেকের ব্যাপারে এই নিদর্শন প্রকাশ্য ভাবে দেখা যায় না। সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) একজন সিদ্দীকী আলিমকে ‘বৃদ্ধাঙ্গুলের চিহ্ন’ দেখাবার জন্য আবেদন করি তখন তিনি বললেন: আমার সম্মানিত পিতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা ঘর্ষণ করে প্রকাশ করেছিল, কিন্তু এখন তা আবার মুছে গেছে। প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **‘মিরআতুল মানাজীহ’** এর ৮ম খন্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, অনেক নেককার বান্দাদের বলতে শুনা যায়, যে ব্যক্তি সিদ্দীকী (সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহজাদা যিনি সাহাবী ছিলেন), অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ বিন আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বংশের, তাঁদের সাপে কাটে না যদি কেটেও থাকে তবে বিষক্রিয়া হয় না। এটা (সেই) থুথু মোবারকের প্রভাব (যা **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর আঙ্গুলে ছওর গুহায় সাপে কাটা স্থানে লাগিয়ে ছিলেন) আর তাঁর বংশের লোকদের পায়ের আঙ্গুলে ‘কালো তিল’ হয়ে থাকে। এমনকি যদি মাতা-পিতা উভয়ের দিক হতে তিনি সিদ্দীকী হয়ে থাকেন, তাহলে উভয় পায়ের আঙ্গুলে তিল হবে। আমি অনেক সিদ্দীকী হযরতের পায়ের আঙ্গুলে এই তিল দেখেছি। মোট কথা, এ হলো এক আশ্চর্য মুজিযা। (অর্থাৎ সিদ্দীকীদেরকে সাপে না কাটা,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

কাটলেও বিষক্রিয়া না হওয়া, আজ পর্যন্ত পায়ের আঙ্গুলে তিল বিদ্যমান থাকা এ সবই **রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র থুথু মোবারকের মুজিযা)।

দ্বয়িফী মেঁ ইয়ে কুওয়ত হে দ্বয়িফোঁ কো কভী কর দেঁ
সাহারা লেঁ দ্বয়িফ ও আক্ভিয়া সিদ্দীকে আকবর কা। (যওকে নাত)

সিদ্দীকে আকবর মাদানী অপারেশন করলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের হৃদয়ে ইশকে রাসূলের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য, আর নিজের বক্ষকে নবীপ্রেমের শহর বানানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের** সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ الله **মাদানী পরিবেশের** বরকতে সুন্নাতের অনুসরন করার সৌভাগ্য এবং ফয়যানে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বরকত অর্জন করতে পারবেন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের **মাদানী কাফেলায়** আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের অভ্যাস করুন। মাদানী মারকায প্রদত্ত নেককার হওয়ার পদ্ধতি **'মাদানী ইনআমাত'** অনুযায়ী আপনার জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করুন। এছাড়া প্রতিদিন কম পক্ষে ১২ মিনিট **ফিকরে মদীনা** করে **মাদানী ইনআমাতের** রিসালা পূরণ করুন। اِنْ شَآءَ الله উভয় জাহানে কামিয়াবী নসীব হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামীতে** কী পরিমাণ সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ফয়য রয়েছে তার নমুনা এই **মাদানী বাহার** দ্বারা উপলব্ধি করুন। যেমন: একজন আশিকে রাসূলের বর্ণনা আমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি: আমাদের **মাদানী কাফেলা** 'নাকা খারড়ি'তে (বেলুচিস্তানে) সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য এসে উপস্থিত হলো। **মাদানী কাফেলার** একজন মুসাফিরের মাথায় চারটি ছোট ছোট বিষফোঁড়া উঠে। যার কারণে তাঁর অর্ধেক মাথায় ব্যথা অনুভব হতে থাকে। যখন ব্যথা বৃদ্ধি পেত, তখন যন্ত্রণার কারণে মুখের একপাশ কালো হয়ে যেত আর তিনি ব্যথার কারণে এমনভাবে চটপট করত যে, তার দিকে তাকানো যেতনা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

এক রাতে তিনি অনুরূপভাবে কাতরাতে থাকেন। আমরা তাকে ট্যাবলেট খাইয়ে শুইয়ে দিলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে তাঁর চেহারায় হাসি-খুশির ঝলক দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার উপর দয়া হয়েছে; স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর চার বন্ধু আমার উপর অনেক দয়া করেছেন।

সরে বালিঁ উন্হেঁ রহমত কি আদা লায়ী হে, হাল বিগড়া হে তো বীমার কি বন আয়ী হে।

মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: "এর ব্যাথা দূর করে দাও।" সুতরাং গুহার ও মাযারের সঙ্গী সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ আমাকে এমনভাবে মাদানী অপারেশন করলেন যে, আমার মাথা খুলে ফেললেন, আমার মাথা হতে চারটি কালো দানা বের করে নিলেন, আর বললেন, বেটা! এখন তোমার আর কিছু হবে না। **মাদানী বাহার** বর্ণনাকারী ইসলামী ভাইটি বললেন: বাস্তবেই সেই ইসলামী ভাইটি পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করে। সফর হতে ফেরার সময় তিনি যখন দ্বিতীয় বার 'চেক আপ' করালেন, ডাক্তার সাহেব হতবাক হয়ে বললেন, ভাই! আপনার মাথার চারটি দানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ কথায় তিনি কাঁদতে কাঁদতে **মাদানী কাফেলায়** সফরের বরকত এবং স্বপ্নের আলোচনা করলেন। ডাক্তার অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। সেই হাসপাতালের ডাক্তারগণ সহ সেখানকার ১২ জন লোক ১২ দিনের **মাদানী কাফেলায়** সফর করার নিয়্যত করলেন এবং কতিপয় ডাক্তার হাতোহাত নিজেদের চেহারাগুলোকে **ছরকারে কায়েনাত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের নিদর্শন অর্থাৎ দাঁড়ি মোবারক সাজাবার নিয়্যত করলেন।

লূটনে রহমতেঁ কাফেলে মেঁ চলো, শিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো
হে নবী কি নজর কাফেলে ওয়ালো পর, পাওগে রাহাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাম কো বু বকর ও ওমর সে পেয়ার হে,
إِنْ شَآءَ الله আপনা বেড়া পার হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষ পর্যায়ে সুন্নাতের ফযীলত সহ কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, (মূলত) সে আমাকে ভালবাসল, আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ্, ১১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৭৫)

সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মেঁ পড়োসী মুঝে তুম আপনা বনানা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাবরী চুল রাখার ২২ টি মাদানী ফুল

(১) **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুল কখনো অর্ধেক কান মোবারক পর্যন্ত থাকত,

(২) কখনও কান মোবারকের লতি পর্যন্ত,

(৩) কখনও বেড়ে তা মোবারক কাঁধের সাথে চুমু খেত।

(আশশামায়িলুল মোহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ১৮, ৩৪, ৩৫ পৃষ্ঠা)

(৪) আমাদেরও উচিত তিনটি সুন্নাত আদায় করে নেওয়া। অর্থাৎ কখনো অর্ধেক কান পর্যন্ত, কখনো কানের লতি পর্যন্ত, কখনো কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা।

(৫) কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখার এ সুন্নাতের উপর আমল করাটা অনেক সময় নফসের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। কিন্তু জীবনে একবার হলেও প্রত্যেককে এই সুন্নাত আদায় করে নেওয়া উচিত। খেয়াল রাখা জরুরী যে, চুল কাঁধ

থেকে যেন নীচে নেমে না যায়। যখন চুল লম্বা করবেন তখন গোসলের পর চিরুনী দিয়ে আচঁড়িয়ে ভালভাবে দেখে নিন, যেন চুল কাঁধ হতে নিচে না যায়।

(৬) আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "মহিলাদের মত কাঁধের নিচে চুল রাখা পুরুষদের জন্য হারাম।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৬০০ পৃষ্ঠা)

(৭) সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'মহিলাদের মত পুরুষদের চুল লম্বা করা জায়েয নেই। কেউ কেউ ছূফী সাজার জন্য লম্বা লম্বা বেনী করে, যা তাদের বুকের উপর সাপের ন্যায় ঝুলে থাকে, আবার কেউ কেউ মহিলাদের ন্যায় চুলে খোঁপা তৈরি করে, বেনী বানায় এসব নাজায়েয কাজ এবং শরীয়াতের বিপরীত। চুল লম্বা করা এবং রঙ্গিন কাপড় পরিধান করার নাম তাসাউফ (ছূফীবাদ) নয় বরং সূফীবাদ হলো **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরন ও নফসকে দমন করার নাম।' (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

(৮) মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডানো হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৬৬৪ পৃষ্ঠা)

(৯) মহিলাদের মাথার চুল কাটা, যেমন: বর্তমানে খ্রীষ্টান মহিলারা কাটা শুরু করেছে তা নাজায়েজ ও গুনাহ এবং তাদের উপর লানত। স্বামী অনুমতি দিলেও একই হুকুম অর্থাৎ স্ত্রী গুনাহগার হবে। কেননা; শরীয়াতের নাফরমানী করার জন্য কারো কথা (অর্থাৎ মা, বাবা অথবা স্বামী ইত্যাদি) শুনা যাবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৬তম অংশ, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

(১০) অনেকে ডান পাশে কিংবা বাম পাশে সিঁথি কাটে। এটি সুন্নাতের বিপরীত।

(১১) সুন্নাত হলো, মাথায় যদি চুল থাকে, তাহলে মাঝখানে সিঁথি কাটবে। (প্রাগুক্ত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্রাত)

(১২) **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে হজ্জ ব্যতীত মাথা মুন্ডানোর কোন প্রমাণ নাই। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২ খন্ড, ৬৯০ পৃষ্ঠা)

(১৩) আজকাল কাঁচি বা মেশিনের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে চুল কেটে কিছু লম্বা কিছু খাটো করে ফেলা হয়, এরূপ চুল রাখা সুন্নাত নয়।

(১৪) **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم “যার চুল আছে, সে যেন তার যত্ন নেয়।” (অর্থাৎ তা ধুয়ে নেয়, তেল লাগায় এবং আচঁড়ায়)।

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১৬৩)

(১৫) হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সর্ব প্রথম মেহমানদেরকে আপ্যায়ণ করেন, সর্বপ্রথম খত্না করেন, সর্বপ্রথম গোঁফ কাটেন, সর্বপ্রথম সাদা চুল দেখেন। আরয করলেন: ‘**হে প্রতিপালক!** এটা কী?’ **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: “হে ইবরাহীম, এটা হলো সম্মান ও মর্যাদা।” আবেদন করলেন: ‘হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিন।’ (মুআত্তা, ২য় খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৭৫৬)

(১৬) **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব ‘**বাহারে শরীয়াত**’ এর ১৬ তম অংশের ২২৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে সাদা চুল উপড়িয়ে ফেলবে, কিয়ামতের দিন সে চুলটি বল্লম হয়ে যাবে, যা দিয়ে তাকে খোঁচা মারা হবে।”

(কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৭২৭৬)

(১৭) যে চুলগুলো ঠোঁট এবং থুতুনির মাঝখানে হয়ে থাকে, সেগুলোর আশ-পাশের চুল কাটা কিংবা উপড়িয়ে ফেলা বিদআত।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

(১৮) গর্দানের চুল মন্ডানো মাকরূহ। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫৭) অর্থাৎ মাথার চুল না কেটে কেবল গর্দানের চুল মুন্ডানো। যেমন: অনেক লোক খত বানানোর সময়

গর্দানের চুলও মুন্ডিয়ে ফেলে। যদি মাথার চুল মুন্ডায় তবে সেই সাথে গর্দানের চুলও মুন্ডানো যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ২৩০ পৃষ্ঠা)

(১৯) চারটি বিষয় সম্পর্কে হুকুম হলো দাফন করে ফেলা: চুল, নখ, রক্ত এবং ঋতুস্রাবের রক্ত পরিষ্কার করার কাপড়।

(প্রাগুক্ত, ২৩১ পৃষ্ঠা, আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

(২০) পুরুষদের ক্ষেত্রে দাঁড়ি কিংবা মাথার সাদা চুল লাল অথবা হলদে রঙ করা মুস্তাহাব। এজন্য মেহেদী ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২১) দাঁড়িতে বা মাথায় মেহেদী লাগিয়ে ঘুমানো উচিত নয়। একজন চিকিৎসকের ভাষ্য মতে, এভাবে মেহেদী লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে মাথা প্রভৃতির গরমভাব চোখে নেমে আসে, যা দৃষ্টিশক্তির জন্য ক্ষতিকর। চিকিৎসকটির কথার সত্যতা এভাবে হয় যে, একবার সাগে মদীনা عُفِيَ عَنۡهُ (লেখক) এর কাছে একজন অন্ধ আগমন করেন এবং তিনি বলেন: আমি জন্মগতভাবে অন্ধ ছিলাম না। আফসোস, মাথায় মেহেদী লাগিয়ে শুয়ে যাই। যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হই, তখন আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যায়।

(২২) মেহেদী লাগানো ব্যক্তির গোঁফ, নিচের ঠোঁট এবং দাঁড়ির গোড়ার দিকের চুলগুলো কিছু দিনের মধ্যেই সাদা হয়ে যায়, যা দেখতে ভাল লাগে না। যদিও বারবার সমস্ত দাড়ি রঙ করা সম্ভব না হয়, তবে প্রতি চার দিন পর যেসব জায়গায় সাদা হয়ে গেছে সেসব জায়গায় সামান্য মেহেদী লাগানো উচিত।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠার **‘বাহারে শরীয়াত’** ১৬তম অংশ এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **‘সুন্নতেঁ অওর আদাব’** কিতাব দুইটি হাদিয়া প্রদানপূর্বক সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের অন্যতম উপায় **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতেভরা সফরও রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম চরিত্রের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমলের মীযানে (পাল্লায়) উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী আমল আর কোনটিই নয়।”

(সুনানে আবু দাউদ, বাবু ফি হুসনিল খুলুক, হাদীস নং- ৪৭৯৯, ৪/৩২)

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি সর্ম্পকে জানাবো না?” আমরা আরয করলাম: “কেন নয়!” ইরশাদ করেন: “সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ৪০৭১, ৩/৩৩০)

বয়ান নং ৪

ফারুকে আযম رضي الله عنه এর কারামত

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رضي الله عنه এর পরিচিতি
- কারামত সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব
- অলিকুল সম্রাট
- নীল নদের নামে চিঠি

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফারুকে আযম رضي الله عنه এর কারামত[১]

শয়তান লাখো অলসতা দবে, তবুও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله আপনার অন্তর হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ভরপুর হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অর্থাৎ “নিঃসন্দেহে দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যায় আর এর থেকে কোন কিছু উপরের দিকে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার **নবী, রাসূলে আরবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ না পড়বে।” (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

(১) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকায **ফয়যানে মদীনা**, বাবুল মদীনা করাচীতে ১৭/১২/২০০৯ইং মোতাবেক ২৯ যিলহজ্জ ১৪৩০ হিজরিতে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক **সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**তে আমীরে আহ্লে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এ বয়ানটি প্রদান করেন। লিখিত আকারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি প্রকাশ করা হলো।

--- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

হযরত আল্লামা কিফায়াত আলী কাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

দোয়াকে সাথ না হুভে আগর দুরূদ শরীফ, না হুবে হাশর তলক বিহ বর আওয়ারে হাজাত
কবুলিয়াত হে দোয়া কো দুরূদ কে বাইছ, ইয়ে হে দুরূদ কে সাবিত কারামত ওয়া বারাকাত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফারুকে আযমের আহ্বান এবং মুসলমানদের বিজয় লাভ

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৩৪৬ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট **‘কারামাতে সাহাবা’** নামক কিতাবের ৭৪ পৃষ্ঠাতে শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা আবদুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন, যার সারাংশ কিছুটা এ রকম: আমিরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে এক বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে ‘নাহাওয়ান্দ’ অভিযানে লড়াইয়ের জন্য প্রেরণ করেন। মুসলিম সেনাপতি হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁর বাহিনীকে নিয়ে যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। তখন উজিরে রাসূলে আনওয়ার হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ মসজিদে নববী শরীফের عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পবিত্র মিম্বরে খুতবা দিচ্ছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন: “يَا سَارِيَةُ الْجَبَل অর্থাৎ **হে সারিয়া!** পাহাড়ের দিকে পিঠ করে নাও।” মসজিদে উপস্থিত লোকেরা এ কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। কেননা মুসলিম সেনাপতি হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُ মদীনা শরীফ থেকে শত শত মাইল দূরে নাহাওয়ান্দের জমিনে যুদ্ধরত আছেন, আজ আমীরুল মুমিনীন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে কিভাবে এবং কেন ডাকলেন? এই কৌতুহলের অবসান তখনই হলো, যখন নাহাওয়ান্দ বিজয়ী হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর দূত সেখান থেকে ফিরে আসেন, আর তিনি সংবাদ দিলেন: যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় যখন আমরা পরাজয়ের নিদর্শন দেখছিলাম, ঐ মুহুর্তে আওয়াজ আসে; يَا سَارِيَةُ الْجَبَل অর্থাৎ হে সারিয়া! পাহাড়ের

দিকে পিঠ করে নাও। হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: এটা তো আমিরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এরই আওয়াজ। অতঃপর সাথে সাথে তিনি তাঁর বাহিনীকে পাহাড়ের দিকে পিঠ করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশ দেন। এরপর আমরা দুষ্ট কাফিরদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালাই। তখন একেবারে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিম বাহিনী কাফির বাহিনীকে পরাজিত করে ফেলে। মুসলিম সৈন্যদের প্রচন্ড আক্রমণে টিকে থাকতে না পেরে কাফির সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে। আর মুসলিম সৈন্যরা মহান বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করে।(১)

মুরাদ আয়ি মুরাদি মিলনে কি পিয়ারী ঘড়ী আয়ি,
মিলা হাজাত রওয়া হামকো দরে সুলতানে আলম ছা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মহা বিজয়ী, আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মহান কারামত থেকে জ্ঞান ও হিকমতের অসংখ্য **মাদানী ফুল** আমরা জানতে পারি:

(১) আমিরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ মদীনা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত ‘নাহাওয়ান্দের’ যুদ্ধের ময়দান, তাঁর অবস্থা ও ঘটনা সহ সবকিছু দেখছিলেন। অতঃপর মুসলিম সৈন্যদের সমস্যাদির সমাধানও সাথে সাথে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিকে বলে দিয়েছেন। এটা থেকে জানা যায়, **আল্লাহ্** ওয়ালাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সাধারণ মানুষদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মত কখনো ধারনা করা উচিত নয়। বরং আমাদের

---

(১)(দলায়েলুল নবুওয়াত লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা। তারিখে দামেস্ক লি ইবনে আসাকির, ৪৪তম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা। তারিখুল খোলাফা, ৯৯ পৃষ্ঠা, মিশকাতুল মাসাবিহ, ৪র্থ খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৫৪। হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামিন, ৬১২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

বিশ্বাস রাখতে হবে, **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রিয় বান্দাদের কান ও চোখে সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি শক্তি দান করেছেন। তাদের চোখ, কান ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শক্তিও এরকম অতুলনীয় আর তাদের কাছ থেকে এমন এমন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, যা দেখে কারামত ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। (২) হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর আওয়াজ শত শত মাইল দূরে অবস্থিত ‘নাহাওয়ান্দ’ নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং সেখানে উপস্থিত সকল সৈন্য সে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। (৩) আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর বরকতে **আল্লাহ পাক** সে যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দান করেন। (কারামতে সাহাবা, ৭৪-৭৬ পৃষ্ঠা। মিরকাতুল মাফাতিহ, ১০ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৫৪, এর টীকা থেকে সংকলিত)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিছনে যররো কো উঠায়া আওর সাহরা কর দিয়া,
কিছনে কাতরো কো মিলায়া, আওর দরিয়া কর দিয়া।
কিছকি হিকমত নে এতিমো কো কিয়া দুররে এতিম,
আওর গোলামো কো যামানে ভরকা মওলা কর দিয়া।
শওকতে মগরুর কা কিচ শখছনে তুড়া তিলিসম,
মুনহাদীম কিছনে ইলাহী, কসরে কিসরা কর দিয়া।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদুনা ফারুকে আযম ﷺ এর পরিচিতি

দ্বিতীয় খলিফা, উজিরে নবীয়ে আতহার হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর কুনিয়ত **“আবু হাফস”** এবং উপাধি **“ফারুকে আযম”**। এক বর্ণনা মতে, তিনি ৩৯ জন পুরুষের পর **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে নবুওয়াত প্রকাশের ৬ষ্ঠ বর্ষে ঈমান আনেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ইসলাম গ্রহণ করার

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

কারণে মুসলমানেরা অত্যন্ত খুশি হয় এবং তাদের অনেক বড় সাহায্যকারী পাওয়া গেল। এমনকি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদের সাথে পবিত্র হেরেম শরীফে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইসলামী যুদ্ধে বীরত্বের সাথে কাফিরদের মোকাবেলা করেন। (সমস্ত ইসলামী অভিযান, সন্ধি ও যুদ্ধ বিগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন উপকারী বন্ধু ও বিশ্বস্ত পরামর্শ দাতা ছিলেন।) প্রথম খলিফা, আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর পরে খলীফা হিসাবে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে মনোনিত করে যান। খিলাফতের আসনে বসে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধির যাবতীয় দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করে যান। একদিন ফজরের নামাযে এক দুর্ভাগা অগ্নি উপাসক আবু লুলু ফিরোজ নামক কাফির ছুরি দ্বারা তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উপর প্রচন্ড আঘাত করে এবং তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আঘাতের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে তৃতীয় দিনে শাহাদতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ৬৩ বৎসর ছিল। হযরত সায়্যিদুনা ছুহাইব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। ফয়যানে নবুওয়াত, খলীফায়ে রিসালাত, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে পবিত্র রওজা মোবারকের ভিতর ১লা মুহাররম ২৪ হিজরী সনে রবিবারে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নূরানী কদমের পাশেই সমাহিত করা হয়, আর তিনি **সুলতানে দো-আলম, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারকের পাশে আরাম করছেন।

(আর রিয়াদুন নদরা ফি মানাকিবিল আশরা, ১ম খন্ড, ২৮৫, ৪০৮, ৪১৮ পৃষ্ঠা, তারিখুল খোলাফা, ১০৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

বিশেষ নৈকট্য লাভ

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এবং হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে দুনিয়ার জীবনেও এবং ওফাতের পরেও **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশেষ সান্নিধ্য প্রদান করা হয়েছে।

আশিকে রাসূল ইমামে আহ্লে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন:

মাহবুবে রব্বে আরশ হে, ইছ সবজে কুব্বে মে, পেহলু মে জলওয়া গাহে আতিক ও ওমর কি হে।
সাদাইন কা কিরান হে, পহেলুয়ে মাহ মে, জুরমট কিয়ে হে তারে তজল্লী কমর কি হে।(১)

অপর এক আশিক বলেন:

হায়াতি মে তো থে হি খিদমতে মাহবুবে খালিক মে;
মাযার আব হে করিবে মুস্তফা ফারুকে আযম কা।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কারামত সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব

আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এরপর সকল সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان চেয়ে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কারামত সম্পন্ন এবং অসাধারণ পরিপূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। **আল্লাহ পাক** তাঁকে অন্যান্য গুনাবলীর সাথে সাথে অসংখ্য কারামতের মর্যাদা দিয়ে অন্যান্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

---

(১) সাদাঈন দুটি সৌভাগ্যশালী গ্রহের নাম। এখানে সাদাঈন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর এবং হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا। আর মাহ ও কমর অর্থ চাঁদ দ্বারা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তারকা দ্বারা ৭০ হাজার ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে, যারা নূরানী মাযার শরীফে ছড়িয়ে হাজির আছে।

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কারামত সত্য

নবুওয়াতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই মাসআলা নিয়ে কখনো হক পন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়নি। সকলের সর্বসম্মত আকিদা হচ্ছে; সাহাবা কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ও আউলিয়া ইযামদের رَحِمَہُمُ الله কারামত সত্য। আর প্রত্যেক যুগে **আল্লাহ** ওয়ালাদের বিভিন্ন কারামত সংঘটিত ও প্রকাশ পেতে থাকে এবং اِنۡ شَآءَ الله কিয়ামত পর্যন্ত কখনো এর ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না বরং সর্বদা **আল্লাহ পাকের** আউলিয়াদের থেকে কারামাত সংঘটিত ও প্রকাশ হতে থাকবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কারামতের সংজ্ঞা

এখন اِنۡ شَآءَ الله হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আরো কিছু কারামত বর্ণনা করা হবে। তবে প্রথমে **"কারামত"** এর পরিচয় জেনে নিই। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১ম খন্ডের ৫৮ পৃষ্ঠাতে হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কারামতের সংজ্ঞা কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন: **"অলিদের কাছ থেকে যে সমস্ত ঘটনা নিয়ম বা অভ্যাস বহির্ভূত ভাবে প্রকাশ পায়, তাকে কারামত বলে।"** (বাহারে শরীয়াত)

অলিকুল সম্রাট

ইসলামের সকল আলিম বুযুর্গ ব্যক্তিগণ رَحِمَہُمُ الله এ বিষয়ে একমত যে, সকল সাহাবা কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ছিলেন **"আফজালুল আউলিয়া"** তথা অলিকুল সম্রাট। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত **আল্লাহর** অলি رَحِمَہُمُ الله বিলায়াতের যত উচ্চ মর্যাদা অর্জন করুক না কেন, কিন্তু তাঁরা কখনো কোন সাহাবীর

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

বিলায়াতের দ্বারে কাছেও পৌঁছতে সক্ষম হবেন না। **আল্লাহ পাক হুযূর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদেরকে বিলায়াতের এমন সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং মহান ব্যক্তিত্বদেরকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এমন এমন মহান কারামত প্রদান করেছেন যা অন্য সব অলিদের رَحِمَهُمُ الله ক্ষেত্রে কল্পনাই করা যায় না। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে সে পরিমাণ কারামতের বর্ণনা পাওয়া যায় না, যে পরিমাণ কারামত অন্যান্য আউলিয়া কেরাম رَحِمَهُمُ الله থেকে বর্ণিত রয়েছে। এটা প্রতীয়মান যে, বেশি বেশি কারামত সংগঠিত হওয়া অলিকুল সম্রাট হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে **আল্লাহ পাকের** দরবারের নৈকট্য লাভের নামই হচ্ছে বিলায়ত, আর এ নৈকট্য যিনি যত বেশি লাভ করতে পারবেন, তিনি ততবেশী বিলায়তের উচ্চ স্তরে উন্নীত হবেন। সাহাবাগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নবুওয়াতের দৃষ্টির আলোতে এবং ফয়যানে রিসালাতের ফয়েজ ও বরকত দ্বারা ধন্য হয়েছেন। তাই **আল্লাহ পাকের** দরবারে এই বুযুর্গগণ যে নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছিলেন সেটা অন্য কোন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য যদিও সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিকট থেকে অনেক কম সংখ্যক কারামত বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তারপরও তাঁদের বিলায়াতের মর্যাদা অন্যান্য আউলিয়া কিরামদের رَحِمَهُمُ الله তুলনায় অনেক অনেক উত্তম ও শ্রেষ্ঠতম এবং শীর্ষ ও উন্নত।

ছরকারে দো আলম ছে মোলাকাত কা আলম,
আলম মে হে মিরাজে কামালাত কা আলম।
ইয়ে রাজি খোদা ছে হে, খোদা ইনছে হে রাজি,
কিয়া কহিয়ে সাহাবা কি কারামাত কা আলম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

নীল নদের নামে চিঠি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'সাওয়ানেহে কারবালা'** নামক কিতাবের ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠাতে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন; যার সারাংশ কিছুটা এই রকম: "যখন মিশর বিজয় হয়, তখন একদিন মিসরের অধিবাসীরা (তৎকালীন গভর্ণর) হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কাছে আরয করে: "হে আমীর! আমাদের নীল নদের একটা রীতি আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা পালন করা না হয়, নদী প্রবাহিত হয় না।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "সেটা কী?" তারা বলল: "আমরা একজন কুমারী মহিলাকে তাদের পিতা-মাতা থেকে নিয়ে উন্নত পোশাক ও মনোরম অলংকার দিয়ে সাজিয়ে নীল নদে নিক্ষেপ করি।" হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: 'ইসলামে কখনো এমন হতে পারে না। বরং ইসলাম প্রাচীন কালের সব কু-প্রথা ও মন্দ রীতি-নীতিকে রহিত করেছে। অতঃপর তিনি সে কু-প্রথাটি বন্ধ করে দেন। আর নীল নদের পানির স্রোত কমে যেতে লাগল। এমন কি মানুষেরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করল। এটা দেখে হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিদমতে সমস্ত ঘটনা লিখে প্রেরণ করেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উত্তরে লিখেন: তুমি সঠিক কাজ করেছ। নিঃসন্দেহে ইসলাম এমন কু-প্রথাকে রহিত করেছে। আমার এ চিঠির মধ্যে একটি চিরকুট আছে, সেটা নীল নদে নিক্ষেপ করবে। হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট যখন আমিরুল মুমিনীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চিঠিটি এসে পৌঁছল, তখন তিনি সে চিরকুটটি এই চিঠির মধ্য থেকে বের করলেন, আর তাতে লিখা ছিল: "(হে নীল নদ!) যদি তুমি নিজে প্রবাহিত হয়ে থাকো, তাহলে প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি **আল্লাহ পাক** (তোমাকে) প্রবাহিত করেন, তাহলে আমি মহা পরাক্রমশালী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করেন,” হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই চিরকুটটি নীল নদে নিক্ষেপ করলেন, এক রাতেই ষোল (১৬) গজ পানি বেড়ে গেল। আর এই কু-প্রথা মিশর থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।” (আল আযমাতু লিআবি শায়খ আল আছবাহানী, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯৪০)

চাহে তু ইশারো ছে আপনে, কায়াহি পলট দে দুনিয়া কি,
ইয়ে শান হে খিদমত গারো কি, সরদার কা আলম কিয়া হোগা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে জানা গেল, আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাসন ক্ষমতার পতাকা সাগরের পানির উপরও উত্তোলিত ছিল। আর নদীর স্রোত ও তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অবাধ্য হতো না। নবুওয়াতের দৃষ্টির ফয়েয ও বরকত প্রাপ্ত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঈমানের সৌন্দর্যের বরকতে **আল্লাহ পাক** মিশরবাসীদেরকে সে কু-প্রথা থেকে মুক্তি দান করলেন।

হামনে তকসির কি আদত করলি, আপ্ আপনে পে কিয়ামত করলি।
মে চালা হি থা, মুঝে রুক লিয়া, মেরে আল্লাহ নে রহমত করলি। (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অবৈধ রীতি নীতি ও মুসলমানদের অধঃপতন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নীল নদের প্রবাহকে সচল রাখার জন্য মিশরবাসীদের মধ্যে যেরূপ কুসংস্কারের প্রচলন ছিল, বর্তমান যুগেও সেরূপ অনেক কুসংস্কার ও অবৈধ রীতি নীতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আর এই শরীয়াত বিরোধী কু-প্রথা সমূহ মুসলমানদেরকে অধঃপতন ও ধ্বংসের অতল গভীরে নিক্ষেপ করছে এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১৭০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"ইসলামি জিন্দেগী"** নামক কিতাবের ১২-১৬ পৃষ্ঠাতে প্রখ্যাত মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিভিন্ন কু-প্রথা ও মুসলমানদের অপদস্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেন তার সারাংশ কিছুটা এ রকম:- আজ এমন কোন পাষাণ হৃদয় নেই, যা মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতন এবং তাদের বর্তমান দুঃখ দুর্দশার জন্য দুঃখবোধ করে না এবং এমন কোন চোখ দেখা যায় না, যা তাদের অভাব-অনটন, নিঃস্বতা, রোজগারহীনতার জন্য কান্না করে না। শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে, ধনদৌলত থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে গেছে, মুসলমানরা এই যুগের ভয়ানক বিপদের শিকার হচ্ছে। তাদের অবস্থা দেখে কলিজা মুখে চলে আসে, কিন্তু বন্ধু! শুধু কান্নাকাটি করলে কাজ হবে না বরং আমাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে তার চিকিৎসার জন্য চিন্তা করা। চিকিৎসার জন্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। (১) আসল রোগ কি? (২) এর কারণ কি? এ রোগ কেন সৃষ্টি হল? (৩) এ রোগের চিকিৎসা কি? (৪) এ চিকিৎসায় কোন্ কোন্ জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে হবে? যদি উল্লেখিত চারটি বিষয়ে চিন্তা করা হয়, তাহলে ধরে নিন চিকিৎসা একেবারে সহজ। জাতির কতিপয় নেতা এবং দেশের কিছু কিছু শাসক মুসলিম জাতীর এ রোগের চিকিৎসার দায়িত্ব তাদের হাতে নিয়েছেন। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আর **আল্লাহ পাকের** যে কোন নেক বান্দা মুসলমানদের সঠিক চিকিৎসার কথা বলেছেন, তখন কিছু কিছু বোকা মুসলমান তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপে মেতে উঠেছে, তাদেরকে উপহাস-পরিহাসের পাত্র বানিয়েছে, তাদের নিন্দা ও সমালোচনা করছে। মোট কথা, আসল ডাক্তারদের কথার প্রতি তারা কর্ণপাত করেনি। মুসলমানদের রাজত্ব গেল, মান-মর্যাদা গেল, ধন-দৌলত গেল, শৌর্য-বীর্য গেল শুধুমাত্র একটি কারণ, আর তা হচ্ছে: আমরা আজ **তাজেদারে মদীনা,**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীয়াতের অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছি, আমাদের জীবন যাপন ইসলামী জীবন যাপন রইল না। এ সমস্ত অশুভ পরিণতির কারণ হলো; আমাদের **আল্লাহ পাকের** ভয়, **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি লজ্জা, আর পরকালের কোন ভয় ভীতি নেই।

আ'লা হযরত, মুজাদ্দিদে দ্বীনে মিল্লাত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন:

দিন লাহু মে খোনা তুঝে, শব সুবহ তক ছোনা তুঝে
শরমে নবী, খওফে খোদা ইয়ে ভি নেহি উহ ভি নেহি। (হাদায়িকে বখশিশ)

আমাদের মসজিদ সমূহ আজ মুসল্লিশূন্য, সিনেমা হলো ও পার্ক সমূহ মুসলমানদের পদচারণায় ভরপুর, সব ধরনের দোষ-ত্রুটি মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান। অবৈধ রীতিনীতি আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমরা কিভাবে মান সম্মানের অধিকারী হতে পারি। কোন এক কবি বলেন:

ওয়ায়ে নাকামী! মাতায়ে কারওয়া যাতা রাহা,
কারওয়াকে দিল ছে এহছাছে জিয়া যাতা রাহা।

তিনটি রোগ

মুসলমানদের অধঃপতনের আসল রোগ হচ্ছে, **আল্লাহ পাকের** বিধি বিধান ও **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া। এখন এ রোগের কারণে আরো অনেক রোগ জন্ম নিয়েছে। মুসলমানদের বড় বড় ৩টি রোগ রয়েছে: **প্রথমত:** প্রতিদিন নতুন নতুন মাযহাবের জন্ম লাভ এবং সেসব মাযহাবের প্রতি মুসলমানদের অন্ধ বিশ্বাস ও সমর্থন। **দ্বিতীয়ত:** মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্য, শত্রুতা ও মামলাবাজি। **তৃতীয়ত:** মুর্খ লোকদের শরীয়াত বিরোধী বা অহেতুক রীতিনীতি সমূহের প্রচলন। এই তিন প্রকারের ব্যাধি মুসলমানদেরকে আজ বরবাদ করে ফেলেছে ও ধ্বংস করে দিয়েছে। ঘর থেকে ঘরহীন করে দিয়েছে, ঋণগ্রস্থ করে দিয়েছে, মোটকথা অপমানের গভীর গর্তে নিক্ষেপ করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

উল্লেখিত রোগ সমূহের চিকিৎসা

প্রথম রোগের চিকিৎসা হচ্ছে: প্রত্যেক বদ মাজহাবের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকা। এমন আলিমে দ্বীন ও সুন্নী মতাবলম্বী ব্যক্তির সংস্পর্শ অবলম্বন করতে হবে, যার সংস্পর্শের বরকতে আমাদের মধ্যে **তাজেদারে মদীনা, উভয় জগতের সরদার, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম ভালবাসা এবং শরীয়াতের অনুসরনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় রোগের চিকিৎসা হচ্ছে: অধিকাংশ ফিতনা-ফ্যাসাদের মূল কারণ হচ্ছে দু’টি; একটি হলো রাগ ও নিজেকে বড় মনে করা এবং অপরটি শরীয়াতের হক সম্পর্কে উদাসীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তি চায়, আমি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করব, আর সবাই আমার হক আদায় করুক। কিন্তু আমি কারো হক আদায় করব না। যদি আমাদের স্বভাব থেকে আত্মগরিমা, অহংকার চলে যায়, নম্রতা ও বিনয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয়, আমাদের প্রত্যেকেই যদি অপরের হকের প্রতি সজাগ থাকে, তবে اِنْ شَآءَ الله কখনো ঝগড়া করার সুযোগই আসবে না।

তৃতীয় রোগটি হচ্ছে: আমাদের প্রায় মুসলমানদের মধ্যে সন্তানের জন্ম থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে এমন ধ্বংসাত্মক রীতিনীতির প্রচলন রয়েছে, যা মুসলমানদের অস্তিত্বকেও বিলীন করে দেয়। বিবাহ শাদীর মাঝে বিভিন্ন কু-প্রথা পালন করতে গিয়ে অনেক মুসলমানের বিষয়-সম্পত্তি, ঘর-বাড়ি, দোকান সবকিছু সুদি ঋণের কারণে চলে গেছে। আর অনেক নামী দামী পরিবারের লোক ভাড়া ঘরে জীবন অতিবাহিত করছে এবং বিভিন্ন আঘাতে জর্জরিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। মুসলিম জাতির এ করুন দুর্দশা দেখে আমার অন্তর ব্যথিত হয়। শরীরে জোশ সৃষ্টি হলো যে, কিছু খিদমত করব। কালির কিছু ফোঁটা প্রকৃতপক্ষে আমার অশ্রুর ফোঁটা। **আল্লাহ** করুক তা দ্বারা যেন এ জাতির সংশোধন হয়ে যায়। আমি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি, অনেক লোক এ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ধরনের বিবাহ-শাদী ও অন্যান্য কু-প্রথার প্রতি অসন্তুষ্ট, কিন্তু জাতি সমালোচনা ও নিজের নাক কেটে যাওয়ার ভয়ে যেভাবেই হোক ধার-কর্জ করে হলেও এই জাহেলী প্রথা পূরণ করছে। এমন কোন মর্দে মুজাহিদ হত, যিনি নির্ভয়ে নিঃসংকোচে প্রত্যেকের সমালোচনা সহ্য করে সকল প্রকার নাজায়িয ও হারাম রীতিনীতিকে পদদলিত করত এবং **তাজেদারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে জীবিত করে দেখাত। কেননা "যে ব্যক্তি সুন্নাতকে জীবিত করে, সে একশত শহীদের সাওয়াব পায়।" যেহেতু **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় শাহাদত বরণকারী একবার তরবারির আঘাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। সেহেতু **আল্লাহ পাকের** এ নেক বান্দা আজীবন মানুষের মুখের আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে।

প্রতীয়মান রয়েছে! প্রচলিত রীতি দু'ধরনের: তন্মধ্যে এক প্রকার শরীয়াত কর্তৃক সম্পূর্ণ নাজায়িজ। আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ধ্বংসাত্মক এবং অনেক সময় তা পালন করার জন্য মুসলমান সুদি ঋণের অশুভ ক্ষতির মধ্যে পড়ে যায়। অথচ সুদের লেনদেন করা কবিরা গুনাহ। তাছাড়া এ সব কুসংস্কার অনেক বিপদের মধ্যে জড়িয়ে দেয়। এগুলো থেকে দূরে থাকার নিরাপত্তা বিদ্যমান রয়েছে। (ইসলামী জিন্দেগী, ১২-১৬ পৃষ্ঠা)

(কুসংস্কার ও কু-প্রথার ক্ষতি সমূহ এবং সেগুলোর চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত **"ইসলামী জিন্দেগী"** নামক কিতাবটি সংগ্রহ করে পাঠ করুন।)

শাদীয়োঁ মে মাত গুনাহ নাদান কর, খানা বরবাদি কা মাত সামান কর।
ছুঁড়দে সারে গলত রসম ও রেওয়াজ, সুন্নাতো পর চলনে কা কর আহ্দ আজ।
খোব কর যিক্রে খোদা ওয়া মুস্তফা,
দিল মদীনা উনকি ইয়াদো ছে বানা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

কবরবাসীর সাথে কথোপকথন

একদা আমিরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এক নেক্‌কার যুবকের কবরে তশরীফ নিলেন। আর বললেন: হে অমুক! **আল্লাহ পাক** ওয়াদা করেছেন:

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿۴۶﴾

(পারা: ২৭, সূরা: আর রহমান, আয়াত: ৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে।

"হে যুবক! বল, তোমার কবরের মধ্যে কি অবস্থা?" সে নেক্‌কার যুবক কবরের ভিতর থেকে তিনি رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ এর নাম ধরে ডাকলেন, আর উচ্চ স্বরে দু'বার উত্তর দিলেন: قَدْ اَعْطَانِيْهِمَا رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ فِي الْجَنَّة অর্থাৎ 'আমার **প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা!** সে দু'টি জান্নাতই আমাকে দান করেছেন।'

(তারিখে দামেস্ক লি ইবনে আসাকির, ৪৫তম খন্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দে বেহরে ওমর আপনা ডর ইয়া ইলাহী!
দে ইশক শাহে বাহরো ও বার ইয়া ইলাহী!

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কি মহান মর্যাদা! **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তিনি কবরস্থ ব্যক্তির অবস্থাও জেনে নিলেন। এই বর্ণনা থেকে এটাও জানা গেল, যে ব্যক্তি পূন্যময় জীবন অতিবাহিত করবে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

আর **আল্লাহ পাকের** ভয়ে ভীত থাকবে, **আল্লাহ পাকের** সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে, সে **আল্লাহ পাকের** পূর্ণ অনুগ্রহে দুটি জান্নাতের অধিকারী হবে। যারা যৌবন কালে ইবাদত করে, আর **আল্লাহ পাককে** ভয় করে। তাদেরকে মোবারকবাদ, কেননা কিয়ামতের দিন যখন সূর্য এক মাইল উপরে থেকে আগুনের উত্তাপ দিতে থাকবে, সে প্রাণ হরণকারী উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন উপায় থাকবে না তখন **আল্লাহ পাক** সে ভাগ্যবান মুসলমানদের তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন। যেমন;

আরশের ছায়া প্রাপ্ত সৌভাগ্যশালীগণ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"ছায়ায়ে আরশ কিস কিস কো মিলেগা?"** নামক কিতাবের ২০ পৃষ্ঠাতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা সালমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট চিঠি লিখেন যে: এই গুণাবলীর অধিকারী মুসলমানগণ আরশের ছায়া প্রাপ্ত হবে। (তন্মধ্যে দু'জন হচ্ছে) (১) সে ব্যক্তি যার ক্রম বিকাশ এই অবস্থায় হয়েছে তার সংস্পর্শ, যৌবন ও শক্তি, **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টিমূলক কাজের মধ্যে ব্যয় হয়েছে, আর (২) সে ব্যক্তি, যে **আল্লাহ পাকের** যিকির করে এবং **আল্লাহ পাকের** ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। (মুসান্নিফে ইবনে আবু শায়বা, ৮ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২)

ইয়া রব! মে তেরে খওফ ছে রোতা রহো হরদম,
দিওয়ানা শাহানশাহে মদীনা কা বানা দে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

হঠাৎ দুইটি বাঘ চলে আসল

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে এক ব্যক্তি খুঁজতে লাগল। কেউ বলল তিনি কোন জনবসতির বাইরে হয়তো ঘুমাচ্ছেন। সে ব্যক্তি জনবসতির বাইরে গিয়ে তাঁকে খুজতে লাগল। এমন কি হযরত ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে এই অবস্থায় পেল যে, তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ মাথার নিচে চাবুক রেখে জমিনের উপর ঘুমাচ্ছেন, সে কোষ থেকে তরবারি বের করল এবং আক্রমন করতে চাইল। (হঠাৎ) অদৃশ্য থেকে দুইটি বাঘ প্রকাশ পেল, আর তার দিকে অগ্রসর হলো, এ দৃশ্য দেখে সে চিৎকার করল তার আওয়াজে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ জাগ্রত হলেন, সে তাঁর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাঁর সত্য হাতের উপর মুসলমান হয়ে গেল। (তাফসীরে কবীর, ৭ম খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

ঘরের অধিবাসীদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: তাঁর পিতা মহোদয় হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ রাতে উঠে নামায আদায় করতেন। এরপর যখন রাতের শেষ সময় চলে আসত তখন নিজের ঘরের অধিবাসীদেরকে জাগ্রত করে বলতেন নামায পড়ো অতঃপর এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿۱۳۲﴾

(পারা: ১৬, সূরা: ত্বাহা, আয়াত: ১৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপন পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজেও সেটার উপর অবিচল থাকো। আমি তোমার নিকট কোন জীবিকা চাইনা। আমি তোমাকে জীবিকা দেবো এবং শুভ পরিনাম খোদা ভীরুতার জন্য।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৫)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

আমীরুল মুমিনীন, ইমামুল আদেলীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নামাযীদের খবর নেওয়া সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন এবং সে অনুযায়ী আমলের মনমানসিকতা তৈরী করুন। যেমন: আমীরুল মুমিনীন ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফজরের নামাযে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন আবু হাছমাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দেখেননি, বাজারে তাশরীফ নিয়ে যান, রাস্তায় সায়্যিদুনা সুলাইমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘর ছিল তাঁর মা হযরত সায়্যিদাতুনা শিফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং বললেন: ফজরের নামাযে আমি সুলাইমানকে দেখিনি। তিনি বললেন: রাতে নামায (নফল) পড়তে থাকে অতঃপর ঘুম চলে আসে, সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: ফজরের নামায জামাআতে আদায় করা, এটা আমার নিকট রাতে কিয়াম করা (অর্থাৎ সারা রাত নফল পড়া) থেকে উত্তম।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘরে গিয়ে খবর নিলেন। এ বর্ণনা থেকে এটাও জানা গেল, সারা রাত নফল নামায পড়া বা ইজতিমায়ে যিকির ও নাত বা সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অনেক রাত পর্যন্ত শরীক হওয়ার কারণে ফযরের নামায কাযা হয়ে যাওয়া, যদি ফজরের জামাআতও চলে যায়, তবে আবশ্যক হচ্ছে এধরণের মুস্তাহাব ছেড়ে রাতে বিশ্রাম করা এবং ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করা।

ফারুকে আযম এর প্রিয়

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **"ঐ ব্যক্তি আমার কাছে প্রিয় যে আমাকে আমার দোষত্রুটি বলে।"** (আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মধুর পাত্র

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিদমতে মধুর পাত্র পেশ করা হলো, সেটাকে তাঁর হাতে রেখে তিনবার বললেন: আমি যদি সেটা পান করি তবে তার স্বাদ ও মিষ্টতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু (সেটার) হিসাব অবশিষ্ট থেকে যাবে। অতঃপর তিনি (সেটা) অন্য কাউকে দিয়ে দেন।

(আয যুহদু লি ইবনুল মুবারক, ২১৯ পৃষ্ঠা)

ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষতি সহ্য করে নাও

আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি এ কথার উপর চিন্তা করেছি যে, যখন দুনিয়ার ইচ্ছা করি, তখন আখিরাতের ক্ষতি দৃষ্টি গোচর হয়, আর যখন আখিরাতের আকাংখা করি, তখন দুনিয়ার ক্ষতি অনুভব হয়। যেহেতু অবস্থা যখন এই ধরনের, সেহেতু তোমরা (আখিরাতের নয় বরং) ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষতি সহ্য করে নাও।

(আয যুহদু লিল ইমাম আহমদ, ১৫২ পৃষ্ঠা)

ফারুকে আযম এর কান্না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিশ্চিত জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কান্নারত থাকতেন। বরং **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কান্নার কারণে তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নূরানী চেহারাতে দুটি কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে"** নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ১২৩ পৃষ্ঠাতে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পূন্যময় জীবনের একটি সুন্দর ও অনুকরণীয় দিক আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন ঈসা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র চেহারাতে অনেক

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

বেশি কান্না করার কারণে দু'টি কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল।

(আয যুহদু লিল ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বল, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

রুনে ওয়ালি আঁখে মাঙ্গো রুনা সবকা কাম নেহি,
যিকরে মুহাব্বত আম হে লেকিন সোযে মুহাব্বত আম নেহি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিজেকে আযাবের ভয় দেখানোর অনুপম পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللهُ عَنْهُ অনেক সময় আগুনের কাছাকাছি হাত নিয়ে যেতেন অতঃপর তিনি নিজেকে প্রশ্ন করতেন: হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার মাঝে কি এই আগুন সহ্য করার ক্ষমতা আছে? (মানাকিবে ওমর বিন খাত্তাব লি ইবনে জাওযী, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

ছাগলের বাচ্চাও মারা যায় তবে..........

আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা মাওলা মুশকিল কোশা, আলিয়্যুল মুরতাজা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে দেখলাম যে, উটের উপর সাওয়ার হয়ে খুব দ্রুত যাচ্ছেন, আমি বললাম: হে আমীরুল মুমিনীন! কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর দিলেন: সদ্কার একটি উট পালিয়ে গেছে, সেটার খোজ করার যাচ্ছি। যদি ফোরাত নদীর কিনারায় ছাগলের একটি বাচ্চাও মারা যায় তবে কিয়ামতের দিন ওমরের কাছ থেকে সেটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। (প্রাগুক্ত, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামকে বেশি পরিমানে স্মরণ কর

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলতেন: জাহান্নামকে বেশি পরিমানে স্মরণ করো, কেননা এর তাপ অত্যন্ত কঠিন এবং গভীরতা অনেক বেশি, আর এর হাতুড়ী হলো লোহার। (যা দ্বারা অপরাধীদেরকে মারা হবে)।

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৮৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

মানুষের অনুমতি নিয়ে বায়তুল মাল থেকে মধু নেয়া

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার অসুস্থ হলেন, চিকিৎসকরা চিকিৎসার জন্য মধু (খাওয়ার) পরামর্শ করল, (তখন) বায়তুল মালে মধু বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মুসলমানদের অনুমতি ছাড়া নেওয়ার জন্য রাজি হলেন না। সুতরাং এই অবস্থায় মসজিদে উপস্থিত হলেন, আর মুসলমানদের কে একত্রিত করে অনুমতি চাইলেন, যখন লোকেরা অনুমতি দিল তখন ব্যবহার করলেন। (তাবকাতে ইবনে সাদ, ৩য় খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)

ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ওফাতের দুই বৎসর আগ থেকে ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতে থাকেন। অন্য বর্ণনা রয়েছে; কুরবানির ঈদ, ঈদুল ফিতর এবং সফর ছাড়া হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতেন। (মানাকিবে ওমর বিন খাত্তাব লি ইবনে জাওযী, ১৬০ পৃষ্ঠা)

সাত বা নয় গ্রাস

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৭ বা ৯ গ্রাস (লোকমা) থেকে বেশি খাবার খেতেন না। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

উটের শরীরে তেল মালিশ করতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদা সদ্কার উটের শরীরে তেল মালিশ করছিলেন। এক ব্যক্তি আরয করল: হযরত! এই কাজ কোন গোলাম দ্বারা করিয়ে নিতেন। উত্তর দিলেন: আমার চেয়ে বড় গোলাম কে হতে পারে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের অভিভাবক হয়, সে তাদের গোলাম।

(কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৩০৩)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

ফারুক আযম এর জান্নাতী মহল

নবী করীম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুসংবাদ অনুযায়ী হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আশরায়ে মুবাশ্‌শারা (তথা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের) মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নিশ্চিত জান্নাতী। হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি জান্নাতে গিয়ে সেখানে একটি মহল দেখতে পাই। জিজ্ঞাসা করলাম: এ মহল কার জন্য? ফিরিশতারা আরয করলেন: হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর। (**হুযূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:) আমি মহলটির ভিতরে প্রবেশ করে তা দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হে ওমর! তোমার আত্মমর্যাদার কথা স্মরণে আসল।" এটা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আরয করলেন: '**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আমি কি আপনার প্রতি আত্মমর্যাদাবোধ (প্রকাশ) করতে পারি?' (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৭৯)

আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন:

লা ওয়া রাব্বিল আরশ্ জিছ কো জু মিলা উন্ ছে মিলা,
বাটতি হে কাওনাইন মে নে'মাত রাসূলুল্লাহ কি৷
খাক্ হু কর্ ইশ্‌ক্ব মে আ'রাম ছে ছোনা মিলা,
জান কি একছির হে উলফত রাসূলুল্লাহ কি৷

প্রথম পংক্তিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে: আরশে আযম সৃষ্টিকারী **আল্লাহ পাকের** কসম! যে কেউ যা কিছু পেয়েছে, সবই **মদীনার তাজেদার, সকল নবীদের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবার থেকেই পেয়েছে। কেননা উভয় জাহানে **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই সদকা বিতরণ হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

দ্বিতীয় পংক্তিটির অর্থ হচ্ছে: রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশকের আগুনে জ্বলে মাটি হওয়া ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর প্রশান্তির নিদ্রা নসীব হয়ে থাকে। কেননা রূহ ও প্রাণের জন্য **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা মহৌষধ অর্থাৎ অত্যন্ত কার্যকরী ও উপকারী ঔষধের মর্যাদা রাখে।

চাবুক পড়ার সাথে সাথে ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে গেল

একদা মাদীনা শরীফে ভূমিকম্প আসল এবং জমিন প্রচন্ডভাবে প্রকম্পিত হতে লাগল। তা দেখে কারামত ও ন্যায় বিচারের উজ্জলতম নক্ষত্র, সাহিবে আযমত ও জালাল, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জালালী অবস্থায় এসে গেলেন এবং চাবুক দ্বারা জমিনে আঘাত করে বললেন: قِرِّیْ اَلَمْ اَعدِلْ عَلَیْكِ (অর্থাৎ হে জমিন! তুমি শান্ত হয়ে যাও, আমি কি তোমার উপর ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিনি?) তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জালালী কথা শুনার সাথে সাথে জমিন শান্ত হয়ে গেল এবং ভুমিকম্প বন্ধ হয়ে গেল।

(তবকাতুশ শাফিয়াতুল কুবরা লিস সবকি, ২য় খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ পাকের** মকবুল বান্দাদের কত ক্ষমতা ও শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে এবং তিনি কি ধরণের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও মহত্তের অধিকারী ছিলেন। সত্য হচ্ছে, যে **আল্লাহ পাকের** হয়ে যায়, দুনিয়া তার হয়ে যায়।

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর ﷺ এর পবিত্র মুখে হযরত ওমর ﷺ এর আটটি মর্যাদা

(১) مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلٰی رَجُلٍ خَیْرٍ مِّنْ عُمَرَ অর্থাৎ "হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয়নি।"

(সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭০৪)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

তরজুমানে নবী হাম জবানে নবী, জানে শানে আদালত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

(২) "আসমানের সকল ফিরিশতা হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সম্মান করেন এবং জমিনের সকল শয়তান তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত থাকে।" (তারিখে দামেস্ক, ৪৪তম খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)

(৩) " لَا یُحِبُّ اَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ مُنَافِقٌ وَلَا یُبْغِضُهُمَا مُؤْمِنٌ " অর্থাৎ "মুমিনরা হযরত আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করেন। আর মুনাফিকরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।" (তারিখে দামেস্ক, ৪৪তম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

(৪) "عُمَرُ سِرَاجُ اَهْلِ الْجَنَّةِ"অর্থাৎ "হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জান্নাতবাসীদের জন্য বাতি স্বরূপ।" (মাজমাউজ জাওয়াইদ, ৯ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৪৬১)

(৫)" هٰذَا رَجُلٌ لَا یُحِبُّ الْبَاطِلَ "অর্থাৎ "হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেই ব্যক্তি, যিনি বাতিলকে পছন্দ করেন না।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫ম খন্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৫৮৫)

(৬) "তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী লোক আগমন করবে। (অতঃপর দেখা গেল) হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাশরীফ আনলেন।" (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭১৪) (৭) "رِضَا اللهِ رِضَا عُمَرَ وَرِضَا عُمَرَ رِضَا اللهِ" অর্থাৎ "**আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির মধ্যেই হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সন্তুষ্টি নিহিত এবং হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সন্তুষ্টির মধ্যেই **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি নেহিত রয়েছে।" (জামউল জাওয়ামেহ লিস্ সুয়ুতি, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২৫৫৬) (৮) "اِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰی لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهٖ" অর্থাৎ "**আল্লাহ পাক** হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুখে ও অন্তরে সত্যকে জারী করেছেন।" (সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭০২)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ তাঁর অন্তরে যে সব কল্পনা আসে সেটা সঠিক এবং মুখ দ্বারা যা বলেন তা সত্য বলেন। (মিরআত, ৮ম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আমরা হযরত ওমরকে ভালবাসি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে **আল্লাহ রাব্বুল আলামিন** মহান মর্যাদা দান করেছেন, আর অনেক বেশী সম্মান, শ্রেষ্ঠত্বও মর্যাদা এবং কারামত দ্বারা ধন্য করেছেন। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ উচ্চ মর্যাদাকে গ্রহণ করা, তাঁকে رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সত্য জেনে হিদায়াতের আলোকিত স্তম্ভ মনে করা এবং তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। যেমনিভাবে- প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন; **মাহবুবে রহমান, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

مَنْ اَبْغَضَ عُمَرَ فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ وَمَنْ اَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে (যেন) আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল। আর যে ব্যক্তি হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে ভালবাসে, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসে।"

(আল মুজামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৭২৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয়, হিদায়াতের আসমানের উজ্জল নক্ষত্র, দুঃখী অন্তরের ভরসা, গোলামানে মুস্তফার চোখের তারা হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মর্যাদা ও তাঁকে ভালবাসার পুরস্কার আপনারা লক্ষ্য করেছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে ভালবাসা প্রকৃত পক্ষে রাসূলে **পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা আর **আল্লাহর** পানাহ! তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষন করা **তাজেদারে রিসালাত হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষন করার শামিল। যার পরিনাম দুনিয়া এবং আখিরাতে অসম্মান ও অপমানিত হওয়া।

উহ ওমর উহ হাবিবে শাহে বাহরো বার, উহ ওমর খাচ্ছায়ে হাশেমি তাজওয়ার।
উহ ওমর খোল গিয়ে যিছ পে রহমত কে দর, উহ ওমর যিছকে আদা পে শায়দা সকর।
উছ্ খোদা দোস্ত হযরত পে লাখো সালাম।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

যার সাথে ভালবাসা, তার সাথে হাশর

"বুখারী শরীফে" বর্ণিত আছে: খাদিমে রাসূল, হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলেন: কিয়ামত কখন সংগঠিত হবে?' **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ?" আরয করলেন: '**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি **আল্লাহ পাক** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসি। (এটা ছাড়া আমার কাছে তো কোন আমল নেই।) **রাসূলে আমীন, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَنۡتَ مَعَ مَنۡ اَحۡبَبۡتَ "অর্থাৎ তুমি তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস।" হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমাদেরকে কোন সংবাদ এতটা খুশি করতে পারেনি, যতটা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীটি করেছিল: "তুমি তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালোবাস।" অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসি, এবং হযরত আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ও হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কেও (ভালবাসি)। তাই আমি আশা রাখি তাঁদেরকে ভালবাসার কারণে আমি তাঁদের সাথেই থাকব, যদিও আমার আমল তাঁদের মত নয়। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৮৮)

হাম কো শাহে্ বাহরোবার ছে পিয়ার হে, اِنۡ شَآءَ الله আপনা বেড়া পার হে।
অওর আবু বকর ও ওমর ছে পিয়ার হে, اِنۡ شَآءَ الله আপনা বেড়া পার হে।

সাহাবীদের মর্যাদা

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত '**সাওয়ানেহে কারবালা**' নামক কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠাতে হাদীসে পাক বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত আছে; **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

"আমার সাহাবীদের ব্যাপারে **আল্লাহ পাককে** ভয় করো! **আল্লাহ পাককে** ভয় করো! আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। যে তাঁদের কে ভালবাসল (একমাত্র) আমার ভালবাসার কারণেই ভালবাসল। আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে (যেন) আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল। যে তাঁদের কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, নিঃসন্দেহে সে **আল্লাহ পাককে** কষ্ট দিল, আর যে **আল্লাহ পাককে** কষ্ট দিল, অচিরেই **আল্লাহ পাক** তাকে পাকড়াও করবেন।" (সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৮৮)

হামকো আসহাবে নবী ছে পেয়ার হে, إِنْ شَآءَ الله আপনা বেড়া পার হে।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "মুসলমানদের উচিত, সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অত্যন্ত শ্রদ্ধা করা, অন্তরে তাঁদের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসাকে স্থান দেয়া, তাঁদেরকে ভালবাসা **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ। আর যে বদ নসীব সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শানে বেয়াদবীমূলক কথাবার্তা বলে, তারা **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুশমন। মুসলমান এমন ব্যক্তির পাশে যেন না বসে।" (সাওয়ানেহে কারবালা, ৩১ পৃষ্ঠা)

আমার আক্বা, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

আহ্লে সুন্নাত কাহে বেড়া পার আসহাবে হুযূর,
নজম হে আউর নাও হে ইতরাত রাসূলুল্লাহ কি। (হাদায়িকে বখশিশ)

এই পংক্তির উদ্দেশ্য হলো: অর্থাৎ 'আহলে সুন্নাতের তরী বিপদমুক্ত। কেননা সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাদের জন্য নক্ষত্র স্বরূপ। আর **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان (পরিবার বর্গ) তাদের জন্য কিশ্তী স্বরূপ।'

মৃত চিৎকার করতে লাগল, আর সাথী পালিয়ে গেল

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'উয়ুনুল হিকায়াত'** ১ম খন্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠাতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবদুর রহমান বিন আলী জওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা খালাফ বিন তামিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবুল হুসাইব বশির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা: আমি ব্যবসা করতাম আর **আল্লাহ পাকের** দয়া ও করুণায় অনেক সম্পদের মালিক ছিলাম। আমার সব ধরনের আরাম আয়েশ ছিল, আর আমি প্রায় সময় "ইরানের" বিভিন্ন শহরে থাকতাম। একদা আমার কর্মচারী আমাকে বলল: অমুক মুসাফির খানাতে একটি লাশ কাফন-দাফন বিহীন অবস্থায় পড়ে আছে। দাফন করার মত কেউ নেই। সে মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্বের কথা শুনে আমার অন্তরে দয়ার সৃষ্টি হলো। উপকার সাধনের নিয়্যতে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করার জন্য আমি সে মুসাফির খানাতে গেলাম। তখন দেখলাম একটি লাশ পড়ে আছে। যার পেটের উপর কয়েকটি কাঁচা ইট রাখা হয়েছে। আমি একটি চাদর দ্বারা লাশটি ঢেকে রাখি। সে লাশটির পাশে তার সঙ্গীরাও বসা ছিল। তারা আমাকে বলল: এ লোকটি খুব বেশি ইবাদতকারী ও নেককার ছিল। তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করার মত টাকা আমাদের কাছে নেই। তার কথা শুনে আমি পারিশ্রমিক দিয়ে একজন লোককে কাফন আনার জন্য এবং আরেকজনকে কবর খনন করার জন্য পাঠালাম। আর আমরা কয়েকজন মিলে কবরের জন্য কাঁচা ইট তৈরী করতে এবং তাকে গোসল দেয়ার জন্য পানি গরম করতে লাগলাম। এখনো আমরা এই কাজে ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ সে মৃত ব্যক্তিটি উঠে বসল এবং ইটগুলোও তার পেটের উপর থেকে পড়ে গেল। তারপর সে অত্যন্ত ভয়ানক আওয়াজে চিৎকার করতে লাগল, "হায়! আগুন, হায়! ধ্বংস, হায়! সর্বনাশ।" হায় আগুন, হায় ধ্বংস, হায় সর্বনাশ! তার সঙ্গীটি

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এ ভয়ানক দৃশ্য দেখে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমি সাহস করে তার নিকট গেলাম এবং তার বাহু ধরে তাকে নাড়ালাম, আর জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কে? তোমার কি ব্যাপার? সে বলল: আমি কুফার অধিবাসী ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত (জীবদ্দশায়) আমি এমন কিছু অসৎ লোকদের সঙ্গ অবলম্বন করি, যারা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا কে গালি দিত। **আল্লাহর** পানাহ! তাদের খারাপ সঙ্গের কারণে আমিও তাদের সাথে মিলে শায়খাইন করিমাইন তথা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর ও হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا কে গালি দিতাম এবং তাদেরকে ঘৃণা করতাম।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুসাইব বশির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: তার একথা শুনে আমি তাওবা ও ইস্তিগফার করে নিলাম এবং তাকে বললাম: হে হতভাগা! আসলে তুমি তো কঠিন শাস্তির উপযুক্ত। তবে এটাতো বল, মৃত্যুর পর তুমি জীবিত হলে কিভাবে? তখন সে বলল: আমার নেক আমল আমার কোন উপকারে আসেনি। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর শানে বেয়াদবী করার কারণে মৃত্যুর পর ছেচড়িয়ে ছেচড়িয়ে আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে আমার স্থানও আমাকে দেখানো হয়। আর বলা হয়, ‘তোমাকে পূনরায় জীবিত করা হবে, যাতে তুমি তোমার মন্দ আকিদা সম্পন্ন সাথীদের তোমার এ বেদনাদায়ক পরিনামের সংবাদ জানিয়ে দিতে পার এবং তাদের বলতে পার, যারা **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে পরকালে তারা কি ধরণের বেদনাদায়ক শাস্তির হকদার হয়। যখন তুমি তাদেরকে তোমার পরিনামের কথা বলে দিবে, তখন তোমাকে পুনরায় তোমার আসল ঠিকানা (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করা হবে।’ ব্যস! এ সংবাদ জানিয়ে দেয়ার জন্যই আমাকে পুনরায় জীবিত করা হয়েছে। যাতে আমার এ বেদনাদায়ক পরিণাম থেকে সাহাবা বিদ্বেষীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং বেয়াদবী করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় যারা সে মহাত্মাদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মহান শানে বেয়াদবী করবে, তাদের

পরিণতিও আমার মত হবে। এতটুকু বলার পর সে লোকটি পুনরায় মৃত অবস্থায় পরিণত হলো। ইত্যবসরে তার কবরও তৈরী হয়ে গেল এবং তার কাফনের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। কিন্তু আমি বললাম: আমি এমন হতভাগার দাফন কাফন কখনো করবো না, যে শায়খাইনে করিমাইন (তথা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিক আকবর ও হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا) এর শানে বেয়াদবী করে, আর আমি তো তার পাশে অবস্থান করাটাও উপযুক্ত মনে করি না। এই কথা বলে আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। এরপর কেউ আমাকে সংবাদ দিল: তার বদ আকিদা সম্পন্ন সাথীরাই তাকে গোসল দিল এবং তার জানাযার নামায পড়ল, তারা ব্যতীত আর কেউ তার জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেনি। হযরত সায়্যিদুনা খালাফ বিন তামিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আবুল হুসাইব বশির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এ ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন: জ্বী, হ্যাঁ! আমি স্বচক্ষে সে হতভাগাকে পুনরায় জীবিত হতে দেখেছিলাম এবং নিজ কানে তার কথা শুনে ছিলাম। এ ঘটনা শুনে হযরত সায়্যিদুনা খালাফ বিন তামিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: এখন আমি সাহাবী বিদ্বেষীদের করুণ এ পরিণতির সংবাদ মানুষদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেব। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের আখিরাতের কথা চিন্তা করতে পারে। (উয়ুনুল হিকায়াত (আরবী), ১৫২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর মহান শানে বেয়াদবী ও ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করা থেকে রক্ষা করুন এবং সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা পোষণ এবং তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের সৌভাগ্য দান করুক। **আল্লাহ পাক** আমাদের সকলকে তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনিতে রাখুক, আমাদেরকে বেয়াদব ও ধৃষ্টতা প্রদর্শণকারী থেকে সর্বদা মুক্ত রাখুক। আর আমাদের থেকে কখনো সামান্যতম বেয়াদবীও যেন প্রকাশ না হয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

মাহফুজ ছদা রাখনা খোদা বেয়াদবী ছে,
আওর মুঝ ছে ভি ছরজদ না কভি বেয়াদবী হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের কসম! বেয়াদবদের পরিনাম খুবই বেদনাদায়ক ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে। এমন নরাধমরা চিরকালের জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু হয়ে যায়। যে সমস্ত লোক **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শানে বেয়াদবীমূলক কথা বলে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ও আউলিয়া কিরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام পবিত্র শানে গালি দেয়, পরকালে ধ্বংস ও ক্ষতি তাদের ভাগ্যে অবশ্যই জুটবে, কিন্তু দুনিয়াতেও তারা অপমান ও গ্লানির মালা নিজেদের গলায় বহন করে সারা যুগের জন্য শিক্ষার নিদর্শন হয়ে থাকবে। আর প্রকৃত মুসলমান কখনো তাদের আকিদা ও আমলের অনুসরণ করতে পারে না। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সর্বদা আদব সম্পন্ন থাকার এবং আদব সম্পন্ন লোকদের তথা আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শ অবলম্বণ করার তৌফিক দান করুক, আর বেয়াদব ও ধৃষ্ঠতা প্রদর্শনকারীদের সংস্পর্শ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আয খোদা জু'ইম তৌফিকে আদব,
বে'আদব মাহরূম গাশ্ত আয ফজলে রব।

(অর্থাৎ 'আপন **রবের** নিকট শিষ্টাচারী হওয়ার সামর্থ্য কামনা করো। কেননা বেয়াদব **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত।)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

ফারুকে আযম সম্পর্কে আহ্লে সুন্নাতের আকিদা

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ সম্পর্কে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা জানা প্রয়োজন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১ম খন্ডের ২৪১ পৃষ্ঠাতে রয়েছে: "নবী রাসূলদের (عَلَیۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) পর **আল্লাহ পাকের** সমগ্র সৃষ্টি, মানুষ ও জ্বীন এবং ফিরিশতাদের থেকে সর্বোত্তম হচ্ছেন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তারপর ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তারপর ওসমান গনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তারপর মাওলা আলী کَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡکَرِیۡم। যে ব্যক্তি মাওলা আলী کَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡکَرِیۡم কে সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে উত্তম বলে, সে পথভ্রষ্ট ও বদ্মাযহাব।" (বাহারে শরীয়াত)

সাহাবা মে হে আফজল হযরতে সিদ্দিক কা রুতবা,
হে উনকে বাদ আলা মরতবা ফারুকে আযম কা।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন "কানযুল ঈমান সম্বলিত খাযাইনুল ইরফান" ৯৭৪ পৃষ্ঠাতে **আল্লাহ পাক** সুরাতুল হাদীদ, পারা ২৭, আয়াত নং ২৯ ইরশাদ করেন:

وَاَنَّ الۡفَضۡلَ بِیَدِ اللّٰهِ یُؤۡتِیۡهِ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۲۹﴾

(পারা: ২৭, সূরা: হাদীদ, আয়াত: ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অনুগ্রহ **আল্লাহরই** হাতে, দান করেন যাকে চান এবং **আল্লাহ** বড় অনুগ্রহশীল।

বদ মাযহাবীর প্রতি ঘৃণা পোষণ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মলফুযাতে আ'লা হযরত'** নামক কিতাবের

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

৩০২ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে: একদা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ মাগরিবের নামায আদায় করার পর মসজিদ থেকে বের হলেন, তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, মুসাফিরকে খাবার দেওয়ার কে আছে? আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ খাদিমকে বললেন: তাকে সাথে নিয়ে আস। সে (যখন) আসল তখন তাকে খাবার এনে দিল, মুসাফির লোকটি খাবার শুরুই করেছিল। (হঠাৎ) তার মুখ থেকে এমন একটি শব্দ বের হলো, যার মধ্যে "বদ মাযহাবের গন্ধ" আসছিল। সাথে সাথে সামনে থেকে খাবার তুলে নিলেন এবং বের করে দিলেন। (কানযুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, নং- ২৯৩৮৪)

ফারেকে হক ও বাতেল ইমামুল হুদা,
তায়গে মাসলুলে শিদ্দাত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এ পংক্তির উদ্দেশ্য হলো: 'হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ছিলেন সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী, হিদায়াতের ইমাম ও ইসলামের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কঠোর হস্তে উত্তোলিত তরবারির ন্যায়, তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ প্রতি লাখো সালাম।'

বদ মাযহাবীদের পাশে বসা হারাম

"মলফুযাতে আলা হযরত" নামক কিতাবের ২৭৭ পৃষ্ঠাতে ইমামে আহ্লে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট বদ মাযহাবীদের সাথে উঠা বসা করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: (বদ্ মাযহাবীদের সাথে উঠা বসা করা) হারাম। আর বদ মাযহাব হয়ে যাওয়ার খুব বেশি সম্ভাবনা রয়েছে এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করা, দ্বীনের জন্য হত্যাকারী বিষ স্বরূপ। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اِيَّاكُمۡ وَاِيَّاهُمۡ لَا يُضِلُّوۡنَكُمۡ وَلَا يَفۡتِنُوۡنَكُمۡ অর্থাৎ "তাদেরকে তোমাদের কাছ থেকে দূরে রাখো এবং তাদের কাছ থেকেও দূরে থাকো। তারা যেন তোমাদেরকে

www.dawateislami.net

পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং ফিতনায় ফেলতে না পারে।” (মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিম, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭) এবং নিজের নফসের উপর ভরসা কারী (ব্যক্তি) বড় মিথ্যুক (অর্থাৎ বড় মিথ্যুকের) উপরই ভরসা করে। اِنَّهَا اَكْذَبُ شَيْءٍ اِذَا حَلَفَتْ فَكَيْفَ اِذَا وَعَدَتْ অর্থাৎ “নফস যদি কোন কথা ওয়াদা করে নয় বরং শপথ করেও বলে, তবুও তা জঘন্য মিথ্যা।” সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: “যখন দজ্জালের আবির্ভাব হবে, তখন কিছু (লোক) তামাশা স্বরূপ তাকে দেখতে যাবে। (তারা বলবে) আমরা তো আমাদের ধর্মের উপর অটল আছি, আমাদের এর দ্বারা কি ক্ষতি হবে? সেখানে (অর্থাৎ দজ্জালের নিকট) গিয়ে (তারা) সে ধরণের হয়ে যাবে।”(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৩১৯) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তার হাশর তাদের সাথেই হবে।” (আল মুজামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৪৫০)

প্রিয় নবী আপন মুশতাককে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের ভয় ও ইশ্‌কে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাওয়ার জন্য, অন্তরে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ভালবাসা সৃষ্টি করতে, নেককারদের সংস্পর্শে থেকে বরকত অর্জন করতে, নামায এবং সুন্নাতের অভ্যাস গড়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের** সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **আশিকানে রাসূলের** সাথে **মাদানী কাফেলায়** সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য সফর করতে থাকুন এবং সাফল্যময় জীবন অতিবাহিত করতে এবং নিজের পরকালকে সাজাতে প্রতিদিন **“ফিক্‌রে মদীনা”** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন্‌আমাতের** রিসালা পূরণ করুন এবং প্রতি **মাদানী মাসের** প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজের এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। সাপ্তাহিক **সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়** অংশগ্রহণ করুন এবং সর্বদা **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী চ্যানেলের**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

প্রিয় প্রিয় অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। اِنْ شَآءَ الله আপনার অন্তরে **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যতম ও নেক বান্দাদের ভালবাসা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে, **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে এ মহাত্মাদের ফয়য এবং তাঁদের দয়ার দৃষ্টি লাভ করবেন। উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি **মাদানী বাহার** উপস্থাপন করছি। যেমন: ছানাখানে রাসূলে মকবুল, বুলবুলে রওজায়ে রাসূল, আত্তারের বাগানের সুগন্ধিময় ফুল, মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আলহাজ্ব আবু উবাইদ ক্বারী হাজী মুশতাক আহমদ আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের কয়েক মাস পূর্বে জনৈক ইসলামী ভাই আমি **সগে মদীনা** (লিখক) এর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেছিল। তাতে সে শপথ করে তার এ ঘটনাটি কিছু এভাবে লিখেছিল: আমি স্বপ্নে নিজেকে রওজা মোবারকের সোনালী জালির কাছাকাছি দেখতে পাই। জালি মোবারকে নির্মিত তিনটি ছিদ্রের একটি দিয়ে যখন আমি উঁকি মেরে দেখি। তখন এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠে। আমি দেখলাম, **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিত আছেন। **তাঁর** সাথে হযরত আবু বকর ও ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ও উপস্থিত আছেন। এমন সময় হাজী মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **বারগাহে রিসালাত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ হাজির হন, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজী মুশতাক আত্তারীকে নিজের বুক মোবারকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর কিছু ইরশাদও করেন, যা আমার স্মরণ নেই, এরপর চোখ খুলে গেল।

আপকে কদমো ছে লাগ্ কর মওত কি ইয়া মুস্তফা,
আরযু কব আয়েগী বর বেকসু ও মজবুর কি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ওমরের মৃত্যুর কারণে ইসলাম কান্না করবে

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমাকে জিব্‌রাইল عَلَيْهِ السَّلَام বলেছেন যে, ইসলাম ওমরের মৃত্যুর কারণে কান্না করবে।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

ওফাতের সময় ও নেকীর দাওয়াত

আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপর মারাত্মক আক্রমন হলো। তখন একজন যুবক সান্তনা দেওয়ার জন্য তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! **আল্লাহ**র পক্ষ থেকে আপনাকে সুসংবাদ কেননা আপনার **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ ও ইসলামের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নসীব হয়েছে। যেমন: আপনার জানা আছে যখন খলীফা বানানো হলো, তখন ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতঃপর আপনি শহীদের মর্যাদা অর্জনকারী। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: আমি চাচ্ছি এই কাজগুলো আমার জন্য সমান সমান হয়ে যাক। "না আমার থেকে কারো হক বের হবে, না কারো থেকে আমার" যখন ঐ ব্যক্তি চলে যেতে লাগল তখন তার চাদর জমিনে স্পর্শ হচ্ছিল, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: তাকে আমার কাছে নিয়ে আস, যখন সে আসল তখন বললেন: হে ভাতিজা! নিজের কাপড় কে উপরে তুলে নাও, এটা তোমার কাপড়কে বেশি পরিস্কার রাখবে, আর এটা **আল্লাহ পাকের** ও পছন্দ। (বুখারী, ২য় খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭০০)

প্রচন্ড আহত অবস্থায় নামায

যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপর মারাত্মক আক্রমণ হলো, তখন আরয করা হলো: হে আমীরুল মুমিনীন! নামায (এর সময় রয়েছে) বললেন: জ্বী, হ্যাঁ! শুনুন! "যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয়,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

ইসলামের মধ্যে তার কোন অংশ নেই।” আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রচন্ড আহত হওয়া সত্ত্বেও নামায আদায় করলেন।

(কিতাবুল কাবায়ির, ২২ পৃষ্ঠা)

কবরে শরীর নিরাপদ

বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: হযরত উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: খলীফা ওলীদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে যখন রাওজায়ে আনওয়ারের দেওয়াল ধ্বসে গেল তখন লোকেরা সেটা তৈরী করতে লাগল। (ভিত্তি খননের সময়) একটি পা প্রকাশ পেল তখন সব লোক ভয় পেল এবং লোকেরা ধারণা করল যে, এটা রাসূলে **পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারক আর এমন কোন ব্যক্তি পাওয়া যায়নি যে সেটা চিনতে পারে। তখন হযরত উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বললেন: لَا, وَاللهِ! مَا هِیَ قَدَمُ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, مَاهِیَ اِلَّا قَدَمُ عُمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, অর্থাৎ: **আল্লাহর** শপথ! এটা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারক নয় বরং এটা হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পা মোবারক।

(বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৪৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৯০)

জবি মেয়লী নেহি হোতি দাহন ময়লা নেহি হোতা,
গোলামানে মুহাম্মদ কা কাফন ময়লা নেহি হোতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়ুসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

পানি পান করার ১৩টি মাদানী ফুল

(১) **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি মহান বাণী: "উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে (পানি) পান করো না। বরং দুই বা তিনবার (নিঃশ্বাস নিয়ে) পান করো। আর পান করার পূর্বে بِسۡمِ الله পাঠ করো এবং পান শেষে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه বলো।" (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৯২) (২) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রে নিঃশ্বাস নিতে বা তাতে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭২৮) প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা জীব জন্তুদের কাজ। তাছাড়া নিঃশ্বাস কখনো বিষাক্ত হয়। তাই নিতান্তই নিশ্বাস ফেলতে হলে, পাত্র থেকে মুখ পৃথক করে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিতে হবে। গরম দুধ বা চা ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করবেন না। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঠান্ডা হওয়ার পরই পান করুন। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) তবে দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে শিফার নিয়্যতে পানিতে ফুঁক দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।" (৩) পান করার পূর্বে بِسۡمِ الله পাঠ করে নিন। (৪) চুমুক দিয়ে ছোট ছোট ঢোঁকে পান করুন। বড় বড় ঢোঁকে পান করলে যকৃতের **(LEAVER)** রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। (৫) পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। (৬) বসে এবং ডান হাতে পানি পান করুন। (৮) বদনা ইত্যাদি দ্বারা অযু করা হলে সেটার অবশিষ্ট পানি পান করা ৭০টি রোগ থেকে শিফা স্বরূপ। কেননা সেটা পবিত্র জমজমের পানির সাদৃশ্য রাখে। এই দুই প্রকার (অর্থাৎ ওযুর বেঁচে যাওয়া পানি এবং জমজমের পানি) ব্যতীত অন্য কোন পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৫ পৃষ্ঠ, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬৬৯) এ দুই প্রকারের পানি কিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করবেন। (৯) পান করার পূর্বে দেখে নিন পাত্রে ক্ষতিকর জিনিস ইত্যাদি আছে কিনা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

(ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৫ম খন্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা) (১০) পানীয় দ্রব্য পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলবেন। (১১) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: بِسْمِ الله পাঠ করে পান করা শুরু করবেন। ১ম নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن এবং তৃতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করবেন। (ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা) (১২) গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারের উপযোগী হওয়া সত্ত্বে তা অযথা ফেলে দিবেন না। (১৩) বর্ণিত রয়েছে: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে। (আল ফতোয়াল ফিকহিয়্যাতুল কুবরা লি ইবনে হাজজ আল হায়তামী, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা। কাশফুল খিফা, ১ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা) পানি পান করার কয়েক মুহুর্তে খালি গ্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, গ্লাসের উপর থেকে বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গ্লাসের তলায় জমা হয়ে যায়। তাও পান করে নিবেন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো,
শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

২০ই যিলহজ্ব ১৪৩৩ হিজরী
৬-১১-২০১২

খোদাকে ফযল ছে ম্যায় হু গদা ফারুকে আযম কা

(১৯ই শাওয়ালুল মুকার্‌রম, ১৪৩৩ হিজরী। ৬-৯-২০১২)

খোদাকে ফযল ছে ম্যায় হু গদা ফারুকে আযম কা,
খোদা উন কা মুহাম্মদ মুস্তফা ফারুকে আযম কা।
করম আল্লাহ্ কা হারদম নবী কি মুঝ পে রহমত হে,
মুঝে হে দো'জাহা মে আছরা ফারুকে আযম কা।
পছে সিদ্দিকে আকবর মুস্তফা কে সব সাহারা মে,
হে বে শক ছব ছে উঁচা মারতবা ফারুকে আযম কা।
গলী ছে উন্‌কি শয়তা দুম দবা কর ভা'গ জাতা হে,
হে এয়ছা রু'ব এয়ছা দবদবা ফারুকে আযমকা।
সাহাবা আওর আহলে বাইত কি দিল মে মুহাব্বত হে,
বা ফয়যানে রযা ম্যায় হু গদা ফারুকে আযম কা।
রহে তেরী আ'তা ছে ইয়া খোদা! তেরী ইনায়ত ছে,
হামারে হাত মে দামান ছদা ফারুকে আযম কা।
ভাটক সাকতা নেহী হারগিজ কভী উহ সিদে রাস্তে ছে,
করম জিছ বখ্‌তওয়ার পর হু গেয়া ফারুকে আযম কা।
খোদা কি খাছ রহমত ছে মুহাম্মদ কি ইনায়াত ছে,
জাহান্নাম মে না জায়ে গা গদা ফারুকে আযম কা।
ছদা আছোঁ বাহারেয় জু গমে ইশ্‌কে মুহাম্মদ মে,
দে আয়ছি আঁখ ইয়া রব! ওয়াসেতে ফারুকে আযম কা।
মুঝে হজ্ব ও যিয়ারত কি সা'আদাত আব ইনায়াত হো,
ওসিলা পেশ করতা হু খোদা ফারুকে আযম কা।
ইলাহী! এক মুদ্দত ছে মেরী আখেঁ পিয়াছী হে,
দিখা দে সব্‌জে গুম্বদ ওয়াছেতা ফারুকে আযম কা।
শাহাদাত আয় খোদা আত্তার কো দেয় দেয় মদীনে মে,
করম ফরমা ইলাহী! ওয়াছিতা ফারুকে আযম কা।

www.dawateislami.net

উত্তম চরিত্রের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীদের সুলতান, রহমতে আলমিয়ান** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য থেকে আমার সর্বাধিক প্রিয় এবং আমার মজলিসের অধিক নিকবর্তী সে-ই হবে, যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও বিনয় অবলম্বনকারী হবে, সে লোকজনকে এবং লোকজন তাকে ভালবাসে আর তোমাদের মধ্যে আমার সর্বাধিক অপছন্দের এবং আমার মজলিস থেকে দূরে সেই লোক থাকবে, যে বাচাল, বক বক কারী এবং অহংকারকারী হবে।" (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ২০২৫, ৩/৪০৯। আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ৪০৮০, ৩/৩৩২)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: আমি বান্দাদেরকে আমার জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি করেছি। অতএব, আমি যার কল্যাণ চাই, তাকে উত্তম চরিত্র দান করি এবং যার অকল্যাণ চাই, তাকে মন্দ চরিত্র প্রদান করি।"

(জা'মেউল আহাদীস, হরফুল কা'ফ মাআল আলিফ, হাদীস নং- ১৫১২৯, ৫/৩২৫)

বয়ান নং ৫

হযরত ওসমান গণী رضي الله عنه এর কারামত

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- দু'বার জান্নাত ক্রয় করেছিলেন
- উত্তম কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা সুন্নাত
- আবদ্ধ ঘরেও অতুলনীয় লজ্জাশীলতা
- নিরাশ্রয়দের আশ্রয় আমাদের নবী

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হযরত ওসমান গণী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ এর কারামত (১)

(ও অন্যান্য ঘটনা সম্বলিত)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ اللّٰه আপনার অন্তর সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে সে ব্যক্তিই তাড়াতাড়ি মুক্তি লাভ করবে, তোমাদের মধ্য থেকে যে দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।"

(আল ফিরদাউস বিমাছুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) ২০ শে যিলহজ্জ ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০০৮ সালে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এ বয়ানটি প্রদান করেছেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে পেশ করা হলো। **-- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ।**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

রহস্যময় পঙ্গু

হযরত সায়্যিদুনা আবু কিলাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: আমি সিরিয়ার মাটিতে, এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যে বারংবার বলছিলো: “হায় আফসোস! আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আমি উঠে তার কাছে গিয়ে দেখে হতবাক হলাম যে, তার উভয় হাত পা কর্তিত। উভয় চক্ষুই অন্ধ। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে বারবার সে বলছে: হায় আফসোস! আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে ব্যক্তি! কেন এবং কি কারণে তুমি এরূপ বলছো? এটা শুনে সে বললো: হে ব্যক্তি! আমার অবস্থা জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি সে হতভাগাদেরই একজন, যারা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে শহীদ করার জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছিলো। আমি যখন তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তলোয়ার নিয়ে তাঁর নিকটে গেলাম, তখন তাঁর সম্মানিত স্ত্রী আমাকে উচ্চস্বরে ধমক দিতে লাগলেন। তখন আমি রাগান্বিত হয়ে তাঁর সম্মাণিত স্ত্রীকে رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا থাপ্পড় মেরে দিই। এটা দেখে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই বদদোয়া করলেন: **আল্লাহ্ পাক** তোমার উভয় হাত ও পা কেটে দিক। তোমাকে অন্ধ করুক এবং তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুক। হে ব্যক্তি! আমীরুল মু'মিনীনের সেদিনের জালালী (রাগান্বিত) চেহারা দেখে এবং তাঁর এই বদদোয়া শুনে আমার শরীরের প্রতিটা লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিলো। আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে পালিয়ে আসি। আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সে দিনের চারটি বদদোয়ার তিনটিই আজ আমার উপর প্রতিফলিত হয়েছে। যা আপনি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। বর্তমানে আমার উভয় হাত-পা কর্তিত। আমার চোখ দুটোও অন্ধ হয়ে গেছে। আহ! এখন শুধু চতুর্থ বদ দোয়াটি তথা জাহান্নামে প্রবেশ করাটাই আমার জন্য বাকী আছে। (আর রিয়াদুন নদরাতি লিল মুহিব্বিত তাবারী, ৩য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

দোজাঁহা মে দুশমনে ওসমা, যলীল ও খার হে,
বা'দ, মরনে কে আযাবে নার কা হকদার হে।

নাম ও উপাধী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৮ই যিলহজ্জ ৩৫ হিজরীতে **আল্লাহ্র প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছিলো। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদিন (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী, হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাযা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم) এর মধ্যে তৃতীয় খলিফা। তাঁর উপনাম হলো; আবু আমর। উপাধি হলো, জামেউল কুরআন আর একটি উপাধি যুননূরাইন (অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী)ও রয়েছে। কেননা, **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন দু'জন শাহযাদীকে একের পর এক হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে বিবাহ দিয়েছেন।

নুর কি ছরকার চে পায়া দো শালা নূর কা,
হো মোবারক তুমকো যুন নুরাইন জুড়া নুর কা। (হাদায়িখে বখশিশ শরীফ)

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে সাহিবুল হিজরাতাইন (তথা দুই হিজরতের গৌরব অর্জনকারী) বলা হয়। কেননা, তিনি প্রথমে হাবশা (আবিসিনিয়া) অতঃপর মদীনা শরীফে হিজরত করেন।

দু'বার জান্নাত ক্রয় করেছিলেন

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে ও সুউচ্চে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দু'বার **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এর কাছ থেকে জান্নাত ক্রয় করেছেন। একবার এক ইহুদীর কাছ থেকে “রুমা” নামক কুপ ক্রয় করে তা মুসলমানদের পানি পান করার জন্য ওয়াক্‌ফ করে, দ্বিতীয়বার তাবুক যুদ্ধের সময়। যেমনিভাবে- সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন খাব্বাব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: একবার আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং এর তহবিল সংগ্রহের জন্য সাহাবায়ে কিরামদেরকে عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان উদ্বুদ্ধ করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হাওদা (তথা বস্তা বোঝাই করার গদি) ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম সহ একশটি উট তাবুক যুদ্ধের জন্য দিতে আমি প্রস্তুত আছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূনরায় সাহাবীদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ পুনরায় দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি সকল সরঞ্জামসহ দু’শত উট দিতে প্রস্তুত আছি। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারো তাবুক যুদ্ধের জন্য সাহাবায়ে কিরামদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ পুনরায় দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি সকল সরঞ্জাম সহ আরো তিনশটি উট দিতে প্রস্তুত আছি। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখলাম; **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা শুনে মিম্বর শরীফ থেকে নিচে নেমে দুইবার ইরশাদ করলেন: “আজ থেকে ওসমান (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) যা কিছু করবে, তার জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।”

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭২০)

ইমামুল আসখিয়া! করদো আতা জযবায়ে সাখাওয়াত কা,
নিকল যায়ে হামারে দিল চে হুব্বে দৌলতে ফানি।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

৯৫০টি উট ও ৫০টি ঘোড়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান যুগে প্রায়ই দেখা যায়, অনেক লোক আরেকজনের দেখা দেখিতে আবেগী হয়ে মোটা অংকের চাঁদা লিখিয়ে দেয়। কিন্তু আদায় করার সময় তা তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, এমন কি অনেকে তো তা দেয়ই না। কিন্তু **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী, হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বদান্যতা ও দানশীলতার প্রতি উৎসর্গিত হোন! তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জনসমক্ষে যা ঘোষণা দিতেন, তার চাইতেও অনেক বেশি চাঁদা দান করতেন। প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: মনে রাখবেন! এগুলো ছিলো তাঁর ঘোষণা মাত্র। কিন্তু দেয়ার সময় হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ৯৫০টি উট, ৫০টি ঘোড়া ও ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা পেশ করেন। এরপর তিনি আরো দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা অতিরিক্ত পেশ করেন। (মুফতী সাহেব আরো বলেন:) স্মরণ রাখবেন! হযরত ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রথমে ১০০টি উট দেয়ার ঘোষণা দেন। দ্বিতীয়বার একশতটি ছাড়াও আরো ২০০টি এবং তৃতীয়বার আরো ৩০০টি উট দেয়ার ঘোষণা দেন, সব মিলে ৬০০টি দান করার ঘোষণা করেছিলেন।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮ম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

মুঝে গর মিল গিয়া বাহরে ছাখা কা এক ভি কাতরা,
মেরে আগে জমানে ভর কি হোগি হীছ্ সুলতানী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু মূর্খ লোক ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং তাতে বাধা প্রদান করে। স্মরণ রাখবেন! শরয়ী কারণ ছাড়া কোন উত্তম কাজে বাধা প্রদান করা শরীয়াত কর্তৃক সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২৩তম খন্ডের ১২৭ পৃষ্ঠাতে আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেন: ভালো কাজের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়া বিদ'য়াত নয়। বরং তা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। যে সব লোক তাতে বাধা প্রদান করে (তারা) مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿۱۲﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সৎকাজে বড় বাধা প্রদানকারী সীমা লঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ। (পারা: ২৯, সূরা: আল কলম, আয়াত: ১২)) এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা জরীর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: কিছু লোক খালি পায়ে, উলঙ্গ শরীরে শুধুমাত্র একটি চাদর কাফনের মত ছিঁড়ে গলার উপর ঝুলিয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো। তাদের দারিদ্রতা দেখে **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারকের রং পরিবর্তন হয়ে গেলো। তিনি হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে আযান দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। নামায আদায় করে তিনি একটি খুতবা দিলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে তিনি উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন: “কোন ব্যক্তি স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারা সদকা করবে, কেউ টাকা পয়সা দিয়ে, কেউ কাপড় দিয়ে, কেউবা সামান্য গম দিয়ে, কেউবা নিজের সামান্য খেজুর দ্বারা, এমনকি ইরশাদ করলেন: অর্ধেক খেজুর হলেও।” চাঁদার প্রতি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ উৎসাহ মূলক বাণী শুনে এক আনসারী সাহাবী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ তাঁর একটি টাকার থলে নিয়ে এলেন। থলেটির মধ্যে এত প্রচুর টাকা ছিলো যে, যা বহন করে নিয়ে আসতে তাঁর হাত অপারগ হয়ে গেলো। অতঃপর লোকেরা একের পর এক সদকা নিয়ে আসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো খাবার ও কাপড়ের দু'টি স্তুপ পড়ে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখলাম, দান খয়রাতের প্রতি জন সাধারণের এ বিপুল সাড়া দেখে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারক খুশিতে খাঁটি স্বর্ণের মত চকচক করছিলো। অতঃপর **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম রীতিনীতির প্রচলন করে, সে এর সাওয়াব পাবে। আর যতো লোক এর উপর আমল করবে, তাদের সাওয়াবও সে (উত্তম পন্থা প্রচলনকারী) পাবে। তবে আমলকারীর সাওয়াবের মধ্যে কোন রূপ কমতি করা হবে না। (মুসলিম, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০১৭)

চাঁদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** নামক কিতাবটি অধ্যায়ন করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওসমান গণীর রাসূলের অনুসরণ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনেক বড় আশিকে রাসূল ছিলেন। বরং ইশ্‌কে রাসূলের আমলগত অনন্য অনুসরনীয় আদর্শ ছিলেন। আপন কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত ও বিভিন্ন অভ্যাস খুব চমৎকারভাবে আদায় করতেন। যেমনিভাবে- একদিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মসজিদের দরজায় বসে ছাগলের সামনের দু'টি পায়ের মাংস আনালেন আর তা খেলেন এবং পুনরায় অযু করা ব্যতীত নামায আদায় করলেন। অতঃপর বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও এই জায়গায় বসে এরকম মাংস খেয়েছিলেন এবং এভাবেই করেছিলেন।

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪১)

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একদা অযু করেই মুচকি হাসলেন! উপস্থিত লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: আমি একদা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই জায়গায় অযু করার পর মুচকি হাসতে দেখেছি। (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৫)

অযু করকে খান্দা হুয়ে শাহে ওসমা, কাহা কিউ তাবাস্‌সুম ভালা কর রাহা হু?
জাওয়াবে সুওয়ালে মুখাতাব দিয়া ফির, কিছি কি আদা কো আদা কর রাহা হু।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একেবারে সাধারণ খাবার গ্রহণ

হযরত সায়্যিদুনা শুরাহবীল বিন মুসলিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মানুষদেরকে রাজকীয় খাবার দ্বারা আপ্যায়ন করতেন আর নিজে ঘরে গিয়ে সিরকা ও যাইতুন খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন। (আয যুহদ কৃত: ইমাম আহমদ, ১৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮৪)

ডান হাত কখনো লজ্জাস্থানে লাগাননি

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যেই হাতে আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাত মোবারকে বাইয়াত গ্রহণ করেছি, আর তা (অর্থাৎ ডান হাত) আমি কখনো নিজের লজ্জাস্থানে লাগায়নি।

(ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১১)

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি জাহেলী যুগেও কখনো অপকর্মে লিপ্ত হয়নি, আর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও কখনো (অপকর্মে) লিপ্ত হয়নি। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা)

আবদ্ধ ঘরেও অতুলনীয় লজ্জাশীলতা

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অতি লজ্জাশীলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: যদি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোন কক্ষে অবস্থান করতেন আর ঘরের দরজাও বন্ধ থাকতো, তারপরও গোসল করার জন্য কাপড় খুলতেন না এবং লজ্জাশীলতার কারণে কোমর সোজা করতেন না। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৯)

সর্বদা রোযা রাখতেন

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সর্বদা নফল রোযা রাখতেন এবং রাতের প্রথমাংশে আরাম করে অবশিষ্ট রাত ইবাদত করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ২য় খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

খাদেমকে কষ্ট দিতেন না

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর বিনয়ের অবস্থা এমন ছিলো যে, রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগ্রত হতেন, আর যদি কেউ জাগ্রত না হতো তবে নিজেই অযু সেরে নিতেন। আর কাউকে জাগ্রত করে ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতেন না। যেমনিভাবে- আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যখন রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে জাগ্রত হতেন, তখন অযুর পানি নিজেই নিয়ে নিতেন। আরয করা হলো: আপনি কেন কষ্ট করছেন? খাদেমকে হুকুম দিতেন। তিনি বললেন: না, রাত তাদের (বিশ্রামের জন্য), রাতে তারা বিশ্রাম করে থাকে। (ইবনে আসাকির, ৩৯তম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

লাকড়ীর বোঝা উঠিয়ে চলে আসছিলেন!

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ একদা নিজের বাগান থেকে লাকড়ীর বোঝা (কাধে) উঠিয়ে চলে আসছিলেন, অথচ কয়েকজন গোলামও উপস্থিত ছিলো। কেউ আরয করলো: আপনি এই বোঝা নিজের গোলামদের দিয়ে উঠালেন না কেন? বললেন: উঠাতে পারতাম কিন্তু আমি নিজের নফসকে পরীক্ষা করলাম যে, সে এটা বহনে অক্ষম তো নয় কিংবা অপছন্দ তো করছে না? (আল লুময়া, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

আমি তোমার কান মোচড়িয়ে দিয়েছিলাম

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ নিজের এক গোলামকে বললেন: আমি একবার তোমার কান মোচড়িয়ে দিয়েছিলাম, তাই তুমিও আমার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নাও। (আর রিয়াদ্বুন নাদ্বরা, ৩য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

কবর দেখে সায়্যিদুনা ওসমান গণী رضي الله عنه কান্না করতেন

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ নিশ্চিত জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও কবর যিয়ারতের সময় কান্না ধরে রাখতে পারতেন না। যেমনিভাবে- **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"আল্লাহ্ ওয়ালো কী বাতে"** এর ১৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এমনভাবে কান্না করতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেতো।

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩১৫)

তবে আমি ছাই হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করবো

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ বলেন: যদি আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করানো হয়, কিন্তু আমি জানিনা যে, কোন দিকে যাওয়ার হুকুম হবে, এমতাবস্থায় আমি ছাই হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করবো এর পূর্বে যে, আমাকে কোনো দিকে যাওয়ার হুকুম দেয়া হবে।

(আয যুহদ, কৃত ইমাম আহমদ, ১৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮৬)

নিশ্চিত জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ **আল্লাহ পাকের** ভয়ে ভীত হয়ে একথা বলে ছিলেন। এই বাণীর মধ্যে **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভয় প্রকাশ পেয়েছে। যেন এমন না হয় যে, আমার জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়। তাই জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে ছাই হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করেছেন।

কাশ! এয়ছা হো জাতা খাক বনকে তৈয়বা কী,
মুস্তফা কে কদমো চে মে লেপট গেয়া হোতা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

পরকালের চিন্তা অন্তরে নূর সৃষ্টি করে

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ বলেন: দুনিয়ার চিন্তা অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়, পক্ষান্তরে পরকালের চিন্তা অন্তরে নূর সৃষ্টি করে।

(আল মুনাব্বাহাত, ৪ পৃষ্ঠা)

ওসমান গণীর প্রতি দয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্ফান رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ এর প্রতি কিরূপ দয়াবান ছিলেন, সে সম্পর্কিত একটা ঘটনা শুনুন। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন সালাম رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ বলেন: যখন বিদ্রোহীরা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ এর বাসভবন অবরোধ করে রাখে, তাঁর ঘরে পানি সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয় আর হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ তীব্র পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন। তখন আমি তাঁকে দেখতে যাই। সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন: হে আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ)! আমি আজ রাতে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এ আলোকিত স্থানে দেখেছি। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত মায়া ভরা কণ্ঠে আমাকে ইরশাদ করলেন: হে ওসমান (رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ)! তারা পানি বন্ধ করে দিয়ে তোমাকে পিপাসায় কাতর করে ফেলেছে? আমি আরয করলাম: জী, হ্যাঁ, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তখনই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি পানিভর্তি পাত্র আমার সামনে ধরলেন। আমি তৃপ্তি সহকারে পাত্র থেকে পানি পান করলাম। এখনো পর্যন্ত সে পানির শীতলতা আমার বুকের উভয় প্রান্ত, দু’কাঁধের মাঝখানে অনুভব করছি। অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: “اِنۡ شِئۡتَ نُصِرۡتَ عَلَيۡهِمۡ وَ اِنۡ شِئۡتَ اَفۡطَرۡتَ عِنۡدَنَا” অর্থাৎ হে ওসমান رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ ! যদি তুমি চাও, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে সাহায্য করবো, আর যদি তুমি

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

চাও আমার কাছে এসে রোযার ইফতার করতে পারো। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার সান্নিধ্যে নূরানী দরবারে হাযির হয়ে রোযার ইফতার করাটাই আমার জন্য অধিক পছন্দনীয়। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন সালাম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: অতঃপর আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। আর সেদিনই বিদ্রোহীরা তাঁকে শহীদ করে দেয়।

(কিতাবুল মানামাত, মায়া মওসুয়াতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩য় খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা, নং: ১০৯)

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: হযরত আল্লামা ইবনে বাতিশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (মৃত্যু-৬৫৫ হিজরী) এটা থেকে এটাই বুঝলেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভের এ ঘটনাটি স্বপ্নের মধ্যে ঘটেনি। বরং তা জাগ্রত অবস্থায়ই ঘটেছিল। (আল হাভী লিল ফতোয়া, কৃত ইমাম সুয়ুতী, ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

কায়ি দিন তক রহে মেহসুর উনপর বন্ধ থা পানি,
শাহাদাতে হযরতে ওসমান কি বেশক হে লাসানি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিরাশ্রয়দের আশ্রয় আমাদের নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে বুঝা গেলো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট মহান **আল্লাহ্**র অনুগ্রহে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর সকল অবস্থা সুস্পষ্ট ছিলো। এর সাথে এটাও বুঝা গেলো, **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন নিরাশ্রয়দের সাহায্যকারী। এজন্যই ইরশাদ করেছেন: "اِنْ شِئْتَ نُصِرْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ যদি তুমি চাও, ঐ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করবো।"

গমযাদো কো রযা মুজদাহ দীজী কে হে,　বেকছো কা ছাহারা হামারা নবী।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

রক্তপাত অপছন্দ করেছেন

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ধৈর্য্যের কী অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। নিজে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন, তবুও মদীনা শরীফে মুসলমানদের মাঝে রক্তপাত হওয়াটা তিনি মোটেই পছন্দ করেননি। তার বাসভবন অবরোধ করা হলো, তার ঘরে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হলো। তাঁর শুভকাঙ্খীরা তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। তারপরও তিনি তাদের যুদ্ধের অনুমতি দিলেন না। যখন তাঁর ক্রীতদাসরা অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর নিকট যুদ্ধের অনুমতির জন্য গেলো, তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন: যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি কামনা করো, তাহলে তোমরা তোমাদের যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলো, তোমাদের রণসজ্জা পরিত্যাগ করো এবং আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনো! তোমাদের মধ্যে যে গোলামই আজ তার যুদ্ধে পোশাক খুলে ফেলবে আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। **আল্লাহ্**র কসম! রক্তপাত হওয়ার পর শহীদ হওয়ার চাইতে রক্তপাত হওয়ার পূর্বেই শহীদ হয়ে যাওয়াটা আমি অধিক পছন্দ করি।[১] অর্থাৎ আমার শাহাদাত বরণ করাটা অবধারিত। কেননা, **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর গোলামদের আরো বললেন: তোমরা আমার পক্ষে যুদ্ধ করলেও আমার শাহাদাত প্রতিহত করতে পারবে না। কেননা, আমার শাহাদাত লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। (তোহফায়ে ইছনা আশারিয়া, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

জু দিল কো জিয়া দে, জু মুকাদ্দার কো জীলা দে,
উহ জলওয়ায়ে দিদার হে ওসমান গণী কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) (নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব লিন নুয়াইরি, ৩য় খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

হাসনাইনে করিমাইন পাহারা দিলেন

মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা মুশকিল কোশা, শেরে খোদা আলী মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ কে খুবই ভালবাসতেন। অবস্থা শোচনীয় দেখে তিনি তাঁর দুই শাহজাদা হাসনাইনে করিমাইন তথা ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا কে বললেন: তোমরা উভয়ে নিজের তরবারি নিয়ে হযরত ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ঘরের দরজায় গিয়ে তাঁর ঘর পাহারা দাও। **আল্লাহ পাকের** ফয়সালা যখন চুড়ান্ত হলো, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ শাহাদাত বরণ করলেন, তখন মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা মুশকিল কোশা শেরে খোদা আলী মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم খুবই ব্যথীত হলেন। আর তিনি তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পাঠ করলেন।

খোদা ভি আওর নবী ভি খোদ আলী ভি উচ ছে হে নারাজ,
আদুউ উনকা উঠায়েগা কিয়ামত মে পেরেশানি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বেয়াদব বানর হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা ইহকাল ও পরকালে মারাত্মক ক্ষতির কারণ। যেমনিভাবে- হযরত আরিফবিল্লাহ্ সায়্যিদুনা নূর উদ্দিন আবদুর রহমান জামি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه তাঁর বিখ্যাত কিতাব "শাওয়াহেদুন নবুওয়াত"-এ বর্ণনা করেন: তিনজন লোক ইয়ামেন সফরের উদ্দেশ্যে বের হলো। তাদের মধ্যে একজন কুফার অধিবাসীও ছিলো। সে শায়খাইন করিমাইন তথা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ও হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারী ছিলো। তাকে শত বুঝানোর পরও সে তা থেকে বিরত হয়নি। তারা তিনজন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ইয়ামেন সীমান্তে পৌঁছে একটি স্থানে অবস্থান করলো আর সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন পথ চলার সময় হলো তখন তাদের দুইজন উঠে ওযু করলো এবং সে বেয়াদব কুফীকে ঘুম থেকে ডেকে দিলো। সে ঘুম থেকে উঠে বলতে লাগলো: আফসোস! আমি এক্ষেত্রে তোমাদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। তোমরা আমাকে ঠিক এমন সময় ঘুম থেকে ডাকলে, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করছিলেন: হে ফাসিক! **আল্লাহ পাক** ফাসিককে অপমানিত ও লাঞ্চিত করেন। তিনি তোমাকেও অপমানিত ও লাঞ্চিত করবেন। এ সফরেই তোমার আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে। যখন সে বেয়াদব উঠে ওযু করার জন্য বসলো, তখন তার পায়ের আঙ্গুলগুলো বিকৃত হয়ে যেতে লাগলো। অতঃপর তার উভয় পা বানরের পায়ের আকৃতি ধারণ করলো। তারপর তার হাটু পর্যন্ত বানরের মত হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত তার সারা শরীর বানরের রূপ ধারণ করলো। তার সঙ্গীরা সে বানররূপী বেয়াদবকে ধরে উটের হাওদার সাথে বেধে রাখলো এবং তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলো। যখন সন্ধ্যা নেমে এলো, তখন তারা এমন এক জঙ্গলের নিকট এসে পৌঁছলো যেখানে কিছু বানর একত্রে ছিলো। সে বানররূপী বেয়াদব বনের বানরগুলোকে দেখে ছটফট করতে করতে রশি ছিঁড়ে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হলো। অতঃপর সব বানর ঐ দুজনের নিকট এলো। বানরগুলোকে তাদের দিকে আসতে দেখে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু বানরগুলো তাদের কোন ক্ষতি করলোনা। সে বানররূপী বেয়াদব দু'জনের পাশে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বানরগুলো বনে ফিরে গেলো এবং সেও তাদের সাথে বনে চলে গেলো। (শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, ২০৩ পৃষ্ঠা)

হাম উনকি ইয়াদ মে ধুমে মাচায়েগে কিয়ামত তক,
পড়ে হো যায়ে জলকর খাক সব আদায়ে ওসমানি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! শায়খাইনে করিমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর সাথে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী কিভাবে বানরে পরিণত হয়ে গেলো। **আল্লাহ পাক** কাউকে কাউকে দুনিয়াতেও এরূপ শাস্তি দিয়ে থাকেন, যাতে মানুষেরা তাদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। গুনাহ ও বেয়াদবী থেকে বিরত থাকে এবং এর ভয়ঙ্কর পরিণতিকে ভয় করে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان প্রতি ভালবাসা পোষণ করার সৌভাগ্য দান করুক।

হামকো আসহাবে নবী ছে পিয়ার হে, اِنۡ شَآءَ الله আপনা বেড়া পার হে।
হামকো আহলে বাইত ছে ভি পিয়ার হে, اِنۡ شَآءَ الله আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ঈমান সহকারে মৃত্যু

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি ফিতনার কথা উল্লেখ করেছেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে ইরশাদ করলেন: তাঁকে সে ফিতনায় অন্যায়ভাবে শহীদ করা হবে। (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭২৮)

প্রখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: এই বাণীতে কয়েকটি অদৃশ্যের সংবাদ রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইন্তিকালের তারিখ, তাঁর ইন্তিকালের স্থান, তিনি শহীদ হয়ে ইন্তিকাল হওয়া, তাঁর ঈমান সহকারে ইন্তিকাল হওয়া। কেননা, শাহাদাতের জন্য ইসলামের উপর মৃত্যু আবশ্যক। এটা হচ্ছে; **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইলমে গায়ব (তথা অদৃশ্যের জ্ঞান)।

(সংক্ষেপিত, মিরআতুল মানাজিহ, ৮ম খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

জিছ আয়নে মে নূরে ইলাহী নজর আয়ে, উহ আয়নায়ে রুখছার হে ওসমান গণী কা।

(যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুদৃষ্টির বিষয় জেনে ফেললেন

হযরত আল্লামা তাজ উদ্দীন সুবকি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর রচিত "তাবকাত" নামক কিতাবে লিখেন: একদা এক ব্যক্তি রাস্তায় কোন মহিলার প্রতি কুদৃষ্টি দিলো। অতঃপর লোকটি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মহান দরবারে উপস্থিত হলো। তখন তাকে দেখে আমীরুল মু'মিনীন খুবই জালালী (রাগান্বিত) কণ্ঠে বললেন: তোমরা আমার কাছে এমন অবস্থায় আসো যে, তোমাদের দু'চোখে যিনার (ব্যভিচার) নিদর্শন দেখা যাচ্ছে। লোকটি বললো: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর এখন আপনার প্রতিও কি ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে, নতুবা আপনি কিভাবে জানতে পারলেন: আমার দু'চোখে যিনার নিদর্শন ভাসছে? আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাকে লক্ষ্য করে বললেন: "আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়নি ঠিক, তবে আমি যা বলছি তা সত্যই বলছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **আল্লাহ পাক** আমাকে এমন নূরানী দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, যা দ্বারা আমি মানুষের অন্তরে কি বিরাজ করে তাও জেনে নিই।" (তাবকাতুশ শাফেয়ীয়াতিল কুবরা লিস সুবকী, ২য় খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

উভয় চোখে গলিত সীসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানের সাগর ও বাতেনী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি কারামাতপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারাও সে ব্যক্তির চোখ দ্বারা কৃত পাপও দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার দু'চোখকে যিনাকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে না-মাহরাম (অর্থাৎ যার সাথে বিবাহ সর্বাবস্থায় হারাম নয়) তাদের

প্রতি শরয়ী অনুমতি ব্যতীত দৃষ্টি দেয়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম ও জঘন্যতম অপরাধ। বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি যৌন উত্তেজনা সহকারে কোন না-মাহরাম মহিলার রূপ লাবন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, কিয়ামতের দিন তার উভয় চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। (হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যিনা

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: চোখের যিনা হচ্ছে দেখা, কানের যিনা হচ্ছে শ্রবণ করা, জিহ্বার যিনা হচ্ছে বলা, হাতের যিনা হচ্ছে ধরা এবং পায়ের যিনা হচ্ছে যাওয়া। (সহীহ মুসলিম, ১৪২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: চোখের যিনা হচ্ছে কুদৃষ্টি তথা কোন অপরিচিত মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা, কানের যিনা হচ্ছে অশ্লীল ও হারাম শুনা, জিহ্বার যিনা হচ্ছে অশ্লীল কথাবার্তা বলা এবং পায়ের যিনা হচ্ছে, মন্দ কাজের দিকে গমন করা। (আশিয়াতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

দু'চোখে আগুন পূর্ণ করা হবে

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী। নতুবা **আল্লাহ্**র কসম! কুদৃষ্টির শাস্তি সহ্য করা যাবে না। বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি নিজের চক্ষুদ্বয়কে হারাম দৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবে, কিয়ামতের দিন তার চক্ষুদ্বয়কে আগুন দ্বারা পূর্ণ করা হবে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)

আগুনের শলাকা

যারা সিনেমা নাটক দেখে, পরনারী ও সুদর্শন বালকের প্রতি কুদৃষ্টি দেয়, তাদের জন্য চিন্তার বিষয় যে, শোন! শোন! হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: মহিলাদের রূপ লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

ইবলিসের বিষাক্ত তীর সমূহের মধ্যে একটি তীর, যে ব্যক্তি পরনারীদের থেকে নিজের চক্ষুদ্বয়কে হিফাজত করে না, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হবে। (বাহরুদ দুমু, ১৭১ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি মনের মধ্যে যৌন উত্তেজনার বীজ বপন করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্বদা চোখের হিফাজত করবেন। চোখকে মুক্তভাবে ছেড়ে দিবেন না। অন্যথায় তা আপনাকে ধ্বংসের গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইরশাদ করেছেন: নিজের দৃষ্টিকে হিফাযত করো। কেননা, তা মনের মধ্যে যৌন উত্তেজনার বীজ বপন করে থাকে আর মানুষকে ফিতনার মধ্যে ফেলার জন্য দৃষ্টিই যথেষ্ট। নবীর পুত্র নবী, হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়া عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করা হলো: যিনার সূচনা কী? তিনি বললেন: দৃষ্টি দেয়া ও কামনা করাই হচ্ছে যিনার সূচনা। (ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের ১৮তম পারার সূরা নূর -এর ৩০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুসলমান পুরুষদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোর হিফাজত করে। এটা তাদের জন্য খুবই পবিত্র। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্**র নিকট তাদের কার্যাদির খবর রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

কারামতের সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সাহিবে কারামত তথা কারামত সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তাইতো তিনি কুদৃষ্টি দানকারী ব্যক্তিকে তার কুদৃষ্টি থেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কারামত কী? সে সম্পর্কে বরং ইরহাজ, মাউনাত, ইস্তিদরাজ ও ইহানত ইত্যাদিরও সংজ্ঞা জেনে নিন। যেমনিভাবে- মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের ৫৮ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত রয়েছে: নবীদের কাছ থেকে যে সমস্ত ঘটনা অভ্যাস বহির্ভূতভাবে নবুওয়তের পূর্বে প্রকাশ পায় তাকে ইরহাজ বলে। আর অলিদের কাছ থেকে যে সমস্ত ঘটনা অভ্যাস বহির্ভূতভাবে প্রকাশ পায় তাকে কারামত বলে। সাধারণ মু'মিনদের কাছ থেকে যে সমস্ত ঘটনা অভ্যাস বহির্ভূতভাবে প্রকাশ পায় তাকে মাউনাত বলে। আর কাফির ফাসিকদের কাছ থেকে যে সমস্ত ঘটনা তাদের ধারণার অনুকুলে (অভ্যাস বহির্ভূতভাবে) প্রকাশ পায় তাকে ইস্তিদরাজ বলে, আর যা তাদের ধারণার বিপরীতে প্রকাশ পায় তাকে ইহানত বলে।

উলুয়ে শান কা কিউ কর বয়ান হো আয় মেরে পেয়ারে,
হায়া করতি হে তেরি তো শাহা মাখলুকে নূরানী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিজের দাফনের স্থানও বলে দিলেন!

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ মদীনা শরীফের কবরস্থান জান্নাতুল বাক্বীর “হাশ্‌শে কাউকাব” নামক স্থানে গমন করলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন: শীঘ্রই এখানে একজন ব্যক্তিকে সমাহিত করা হবে। অতএব এটা বলার কিছুদিন পরেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। বিদ্রোহীরা তাঁর

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

লাশ মোবারক নিয়ে এমন খেলায় মেতে উঠল যে, না তাঁকে রওজা মোবারকের পাশে দাফন করা সম্ভবপর হলো, না জান্নাতুল বাক্বীর সে অংশে যেখানে প্রসিদ্ধ সাহাবাদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কবর ছিলো। বরং তাঁকে সমাহিত করা হলো "হাশ্‌শে কাউকাব" নামক সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে, অথচ কারো কল্পনায়ও ছিলো না যে, তিনি সেখানে সমাহিত হবেন। কারণ তখনো পর্যন্ত সেখানে কোন মানুষের কবরই ছিলো না। (আর রিয়াজুন নদরা, ৩য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা। কারামাতে সাহাবা, ৯৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ ছে কিয়া পেয়ার হে ওসমানে গণী কা,
মাহবুবে খোদা ইয়ার হে ওসমানে গণী কা। (যওকে নাত)

শাহাদাতের পর গায়েবী আওয়াজ

হযরত সায়্যিদুনা আদী বিন হাতিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরুল মু'মিনীন ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদাতের দিন আমি নিজের কানে শুনতে পেয়েছি কেউ যেন উচ্চ স্বরে বলছেন:

اَبۡشِرِ ابۡنَ عَفَّانَ بِرَوۡحٍ وَّرَیۡحَانٍ وَّبِرَبٍّ غَیۡرِ غَضۡبَانَ ط اَبۡشِرِ ابۡنَ عَفَّانَ بِغُفۡرَانَ وَرِضۡوَان

(অর্থাৎ হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফানের জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুগন্ধির সুসংবাদ দাও, তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না এমন প্রতিপালকের সাক্ষাৎলাভের সুসংবাদ দাও, **আল্লাহ পাকের** ক্ষমা ও সন্তুষ্টিরও সুসংবাদ দাও।) হযরত সায়্যিদুনা আদী বিন হাতিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এ আওয়াজ শুনে আমি এদিক ওদিক দেখতে থাকি এবং পিছনে ফিরে দেখি কিন্তু কাউকে আমি দেখতে পাইনি।

(ইবনে আসাকির, ৩৭তম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা। শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, ২০৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ গণী হদ নেহি ইনআম ও আতা কি,
ওহ ফয়েজ পে দরবার হে ওসমানে গণী কা। (যওকে নাত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

দাফনের স্থানে ফিরিশতাদের ভিড়

বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জানাযার খাট মোবারক তাঁর কয়েকজন ভক্তবৃন্দ রাতের অন্ধকারে বহন করে জান্নাতুল বাক্বীতে নিয়ে গেলেন। তখনো কবর পুরাপুরি তৈরী হয়নি। হঠাৎ দেখা গেলো, আরোহীদের বড় এক দল জান্নাতুল বাক্বীতে প্রবেশ করলো। তাদেরকে দেখে কবরস্থানে উপস্থিত লোকেরা ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু আরোহীরা তাদের অভয় দান করে উচ্চ স্বরে বললেন: আপনারা ভয় পাবেন না। আমরাও তাঁর দাফন কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হয়েছি। তাদের অভয়বানী শুনে লোকদের ভয় চলে গেলো এবং নির্ভয়ে তারা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্ফান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর দাফন কাজ সম্পন্ন করলেন। কবরস্থান থেকে ফিরে এসে সে সাহাবাগণ (عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) শপথ করে লোকদেরকে বললেন: নিঃসন্দেহে তারা ফিরিশতাদেরই একটি দল ছিলো। (কারামাতে সাহাবা, ৯৯ পৃষ্ঠা)

রুখ যায়ে মেরে কাম হাছান হো নিহি ছাকতা, ফয়যানে মদদগার হে ওসমান গণী কা।

(যওকে নাত)

বেয়াদবকে হিংস্র জন্তু ছিড়ে ফেললো

বর্ণিত রয়েছে; হাজীদের একটি দল যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে পৌঁছলো। দলের সকল লোক আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পবিত্র মাজার যিয়ারতে গেলেন। কিন্তু এক দূর্ভাগা বেয়াদব অবজ্ঞা করে তাঁর মাজার যিয়ারতে যায়নি। সে এভাবে বাহানা করে বললো: মাজার অনেক দূরে। কাফেলার লোকেরা যিয়ারত শেষে যখন নিজের দেশে ফিরে আসছিলো, তখন তাদের আসার পথে এক ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু গর্জন করে সে বেয়াদবের উপর চড়াও হলো। ঐ হিংস্র জন্তুটি তাকে ছিঁড়ে ছিন্ন-বিছিন্ন করে ফেললো। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে কাফেলার সকল লোক এক বাক্যে স্বীকার

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

করলো, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনের কারণেই তার এ করুন পরিণতি হয়েছে। (শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, ২১০ পৃষ্ঠা)

বিমার হে যিছকো নেহি আযারে মুহাব্বত, আচ্ছা হে জু বিমার হে ওসমান গণী কা।
(যওকে নাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কত উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী ছিলেন। এখানে কারো মনে এ সন্দেহ যেন সৃষ্টি না হয় যে, শুধুমাত্র মাজার শরীফের যিয়ারতে না যাওয়ার কারণেই সে লোকটি ধ্বংস হয়ে গেল। বরং আসল ব্যাপার হলো, সে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো। তাঁর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই সে তাঁর মাযার যিয়ারতে যায়নি।

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মাদানী অপারেশন করলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের হৃদয়ে ইশকে রাসূলের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য, আর নিজের বক্ষকে নবীপ্রেমের শহর বানানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের** সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ الله **মাদানী পরিবেশের** বরকতে সুন্নাতের অনুসরন করার সৌভাগ্য এবং ফয়যানে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বরকত অর্জন করতে পারবেন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের **মাদানী কাফেলায়** আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের অভ্যাস করুন। মাদানী মারকায প্রদত্ত নেককার হওয়ার পদ্ধতি **'মাদানী ইনআমাত'** অনুযায়ী আপনার জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করুন। এছাড়া প্রতিদিন কম পক্ষে ১২ মিনিট **ফিক্‌রে মদীনা** করে **মাদানী ইনআমাতের** রিসালা পূরণ করুন। اِنْ شَآءَ الله উভয় জাহানে কামিয়াবী নসীব হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামীতে** কী পরিমাণ সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ফয়য রয়েছে তার নমুনা এই **মাদানী বাহার** দ্বারা উপলব্ধি করুন। যেমন: একজন আশিকে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

রাসূলের বর্ণনা আমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি: আমাদের **মাদানী কাফেলা** ‘নাকা খারড়ি’তে (বেলুচিস্তান) সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য এসে উপস্থিত হলো। **মাদানী কাফেলা**র একজন মুসাফিরের মাথায় চারটি ছোট ছোট বিষফোঁড়া উঠে। যার কারণে তাঁর অর্ধেক মাথায় ব্যথা অনুভব হতে থাকে। যখন ব্যথা বৃদ্ধি পেত, তখন যন্ত্রণার কারণে মুখের একপাশ কালো হয়ে যেত আর তিনি ব্যথার কারণে এমনভাবে ছটপট করতেন যে, তার দিকে তাকানো যেত না। এক রাতে তিনি অনুরূপভাবে কাতরাতে থাকেন। আমরা তাকে ট্যাবলেট খাইয়ে শুইয়ে দিলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে তাঁর চেহারায় হাসি-খুশির ঝলক দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার উপর দয়া হয়েছে; স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর চার বন্ধু আমার উপর অনেক দয়া করেছেন। **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: “এর ব্যথা দূর করে দাও।” সুতরাং গুহার ও মাযারের সঙ্গী সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমাকে এমনভাবে মাদানী অপারেশন করলেন যে, আমার মাথা খুলে ফেললেন, আমার মাথা থেকে চারটি কালো দানা বের করে নিলেন, আর বললেন: বৎস! এখন তোমার আর কিছু হবে না। **মাদানী বাহার** বর্ণনাকারী ইসলামী ভাইটি বললেন: বাস্তবেই সেই ইসলামী ভাইটি পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করে। সফর হতে ফেরার সময় তিনি যখন দ্বিতীয় বার ‘চেক আপ’ করালেন, ডাক্তার সাহেব হতবাক হয়ে বললেন, ভাই! আপনার মস্তিষ্কের চারটি দানা অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ কথায় তিনি কাঁদতে কাঁদতে **মাদানী কাফেলায়** সফরের বরকত এবং স্বপ্নের আলোচনা করলেন। ডাক্তার খুবই প্রভাবিত হলেন। সেই হাসপাতালের ডাক্তারসহ সেখানকার ১২ জন লোক ১২ দিনের **মাদানী কাফেলায়** সফর করার নিয়্যত করলেন এবং কতিপয় ডাক্তার তখনই নিজেদের চেহারাগুলোকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের নিদর্শন অর্থাৎ দাঁড়ি মোবারক সাজানোর নিয়্যত করলেন। (ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

হে নবী কি নজর কাফেলে ওয়ালোপর,
আও চারে চলে কাফেলে মে চলো।
সিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো,
লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসাফাহার ১৪টি মাদানী ফুল

(১) দু'জন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। (২) বিদায়ের সময় সালাম করুন এবং হাতও মিলাতে পারেন, (৩) **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে, তবে **আল্লাহ পাক** তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, তার মধ্যে ৯০টি রহমত একটু বেশি উৎফুল্ল ও ভালভাবে আপন ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়।"

(আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, ৫ম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৭৬)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

(৪) যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯৪৪) (৫) হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ও তোমাদের ক্ষমা করুক) (৬) দুইজন মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দোয়া করে اِنْ شَآءَ الله তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ الله মাগফিরাত হয়ে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৪৫৪) (৭) পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়, (৮) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে মুসলমান আপন ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কারো মনে কারো সাথে শত্রুতা না থাকে, তাহলে হাত পৃথক হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ পাক** তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং যে কেউ আপন ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখবে আর তার অন্তরে যদি শত্রুতার ভাব না থাকে, তবে দৃষ্টি ফিরানোর আগেই উভয়ের আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) (৯) যতবারই সাক্ষাৎ হয় ততবারই হাত মিলাতে পারবেন, (১০) উভয়ের পক্ষ থেকে এক হাত মিলানো সুন্নাত নয়, মুসাফাহা উভয় হাতে করা সুন্নাত। (১১) অনেকেই শুধুমাত্র আঙ্গুল সমূহ স্পর্শ করায়, এটা সুন্নাত নয়, (১২) হাত মিলানোর পর নিজের হাত চুমু খাওয়া মাকরূহ। হাত মিলানোর পর নিজের হাতের তালু চুম্বনকারী ইসলামী ভাই নিজের এ অভ্যাস ত্যাগ করুন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা হতে সংক্ষেপিত) (১৩) যদি আমরদ তথা সুদর্শন বালকের সাথে হাত মিলানোতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে হাত মিলানো বৈধ নয় বরং যদি দেখার ফলে কামভাব আসে, তাহলে দেখাও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ صلى الله عليه وسلم ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(১৪) মুসাফাহা করার সুন্নাত হচ্ছে, হাত মিলানোর সময় রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না হয়, উভয়ের হাতের তালু খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু স্পর্শ করা চাই। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো,
সিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো।
হোগী হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো,
খতম হো শামেতী কাফেলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা صلى الله عليه وسلم
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

১১ই জমাদিউস সানী ১৪৩৪ হিঃ
২২-০৪-২০১৩ ইং

www.dawateislami.net

বয়ান নং ৬

হযরত আলী رضي الله عنه এর কারামত

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- কাটা হাত জুড়ে দিলেন
- হযরত আলী رضي الله عنه এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
- কুরআনের আলোকে মাওলা আলীর মর্যাদা
- সাহাবীদের মর্যাদার ধারাবাহিকতা

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হযরত আলী رضي الله عنه এর কারামত

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও এ রিসালাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব ও জ্ঞানের সাথে সাথে হযরত শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাসের আগ্রহ অন্তরে বৃদ্ধি পাওয়া অনুভব করবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মাওলা আলী رضي الله عنه খালি হাতের তালুতে ফুক দিলেন আর.....

একদা কোন ভিখারী কাফিরদের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইল, তারা ঠাট্টা করে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নিকট পাঠাল। তখন তিনি তাদের সামনে ছিলেন, সে হাজির হয়ে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিল। হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم দশবার দরূদ শরীফ পড়ে তার হাতের তালুর উপর ফুক দিলেন আর বললেন: মুষ্ঠি বন্ধ করে নাও আর যে লোকেরা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের সামনে গিয়ে খুলে দাও। (কাফিররা হাসছিল, কারণ শুধু ফুক দেওয়াতে কি হয়।) কিন্তু যখন ভিখারী তাদের সামনে গিয়ে মুষ্টি খুলল, তখন তাতে এক দিনার ছিল। এই কারামত দেখে কয়েকজন কাফির মুসলমান হয়ে গেল। (রাহাতুল কুলুব, ১৪২ পৃষ্ঠা)

বির্দ জিছ নে কিয়া দরুদ শরীফ, ওর দিল ছে পড়া দরুদ শরীফ,
হাজতি সব রাওয়া হুয়ী উছ কি, হে আজব কিমিয়া দরুদ শরীফ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কাটা হাত জুড়ে দিলেন

এক হাবশী গোলাম, যে আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে অত্যধিক ভালবাসতেন। দূর্ভাগ্যক্রমে সে একবার চুরি করল। লোকেরা তাকে পাকড়াও করে খলিফার দরবারে পেশ করে দিল এবং গোলামটি তার চুরির কথা স্বীকার করল। আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم শরীয়াতের হুকুম পালনার্থে তার হাত কেটে দিলেন। যখন সে আপন ঘরের দিকে ফিরে আসতে লাগলো পথিমধ্যে হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও ইবনুল কাওয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ইবনুল কাওয়া তাকে জিজ্ঞাসা করল: তোমার হাত কে কেটেছে? তখন গোলাম উত্তর দিল: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরজাতা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم। ইবনুল কাওয়া আশ্চর্য্য হয়ে বললেন: তিনি তোমার হাত কেটে দিয়েছেন এরপরও তুমি এত সম্মানের সাথে তার নাম নিচ্ছ? গোলাম বলল: “আমি কেন তার প্রশংসা করবনা! তিনি ন্যায় বিচার করে আমার হাত কেটেছেন আর আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন।” হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাদের উভয়ের কথা শুনলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরজাতা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নিকট তা আলোচনা করলেন। হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরজাতা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم ঐ গোলামকে ডেকে আনালেন এবং তার কাটা হাত কব্জির সাথে লাগিয়ে রুমাল দ্বারা ঢেকে দিলেন। অতঃপর কিছু পড়তে লাগলেন, এরমধ্যে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল: “কাপড় সরাও”। যখন লোকেরা কাপড় সরালো, তখন দেখা গেল গোলামের কাটা হাত কব্জির সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেল যে কোথাও কাটার দাগ পর্যন্ত ছিলনা!

(তাফসীরে কবীর, ৭ম খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

আয় শবে হিজরত বজায়ে মুস্তফা বর রখতে খোওয়াব,
আয় দমে শিদ্দত ফিদায়ে মুস্তফা ইমদাদ কুন। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

আ'লা হযরতের শেরের ব্যাখ্যা: হে হিজরতের রাতে **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিছানায় শয়নকারী! হে এমন কঠিন মুহুর্তে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর প্রাণ উৎসর্গকারী ! আমাকে সাহায্য করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারামতের পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাওলা মুশকিল কোশা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم তাঁর আপন মহান প্রতিপালক **আল্লাহর** অসীম দয়ায় কিভাবে আপন গোলামের কাটা হাত জুড়ে দিলেন! নিশ্চয় সমস্ত জাহানের প্রতিপালক আপন মকবুল বান্দাদেরকে বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতা দিয়ে ধন্য করেন এবং তাদের কাছ থেকে এমন কিছু বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা মানুষের বিবেক বুঝতে অক্ষম হয়। অনেক সময় শয়তানের কুমন্ত্রনায় পড়ে কতিপয় লোক কারামতকে নিজের বিবেক দ্বারা বিচার করতে থাকে এভাবে তারা গোমরাহীর স্বীকার হয়। মনে রাখবেন! কারামত বলা হয় ঐ সমস্ত অস্বাভাবিক কর্মকান্ডকে যা স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব অর্থাৎ বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা যা সংগঠিত হওয়া অসম্ভব। দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব 'বাহারে শরীয়াত' ১ম খন্ডের ৫৮ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: নবীগণের নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে এমন বিষয় প্রকাশিত হলে এটাকে ইরহায বলে, নবুয়ত প্রকাশের পর সংগঠিত হলে সেটাকে মু'জিজা বলে, যদিসাধারণ মুমিন থেকে এরূপ সংগঠিত হয় তবে সেটাকে মাউনাত বলে, আর কোন **আল্লাহর** ওলীর দ্বারা সংগঠিত হলে সেটাকে কারামত বলে। এছাড়া কোন কাফির বা ফাসিক থেকে এরূপ স্বভাব বিরুদ্ধ কিছু সংগঠিত হলে সেটাকে ইসতিদ্রাজ বলে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আক্‌ল কো তানকিদ্ ছে ফুরচত্ নেহী,
ইশ্‌ক পর আমাল কি বুনিয়াদ রাখ্।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সমূদ্রের তুফান দুর হয়ে গেল

একবার ফোরাত নদীতে এমন ভয়ঙ্কর তুফান আসল যে, বন্যায় ক্ষেত-খামারগুলো ডুবে গেল। সেখানকার লোকেরা হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরজাতা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ দরবারে এসে ফরিয়াদ করলেন। হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم তৎক্ষণাৎ দাঁড়ালেন এবং **রাসূলে পাক, সাহিবে লওলাক, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জুব্বা মোবারক, পাগড়ি মোবারক, চাদর মোবারক পরিধান করে ঘোড়ায় আরোহন করলেন, হাসনাইনে করীমাইন (অর্থাৎ ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) ও অন্যান্য সাহাবীগণও সাথে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। ফোরাত নদীর তীরে শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم দু’রাকাত নামায আদায় করলেন। অতঃপর পুলের উপর তাশরীফ নিয়ে গিয়ে আপন লাঠি মোবারক দ্বারা ফোরাত নদীর দিকে ইঙ্গিত করতেই এক গজ পানি কম হয়ে গেল, অতঃপর দ্বিতীয়বার ইঙ্গিত করতেই আরো এক গজ কমে গেল, যখন ৩য় বার ইঙ্গিত করলেন তিন গজ পানি কমে গেল এবং বন্যা দুর হয়ে গেল। লোকেরা আরয করল: হে আমীরুল মুমিনীন! থামুন ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। (শাওয়াহেদুন নবুয়াত, ২১৪ পৃষ্ঠা)

শাহে মরদা শেরে য়াজদা কুওয়াতে পরওয়ারদিগার,
লা ফাতা ইল্লা আলী, লা সাইফা ইল্লা জুলফিকার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ঝর্ণা উপচে পড়ল!

সিফ্‌ফীনের দিকে যাওয়ার সময় হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর সৈন্য এমন ময়দান দিয়ে গমন করলো যেখানে কোন পানি ছিলনা, সকল সৈন্যগণ তীব্র পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন, সেখানে একটি গীর্জা ছিল সেটার পাদ্রী বলল: এখান থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরত্বের ভিতর পানি পাওয়া যেতে পারে। কেউ কেউ সেখান থেকে পানি আনার জন্য অনুমতি চাইলেন, এটা শুনে শেরে খোদা হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم আপন খচ্চরের উপর আরোহন করলেন এবং এক জায়গার প্রতি ইশারা করে সেখানে মাটি খনন করার আদেশ দিলেন, খননকালে একটি পাথর প্রকাশ পেল, সেটা বের করার জন্য সব ধরণের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল, এটা দেখে মাওলা মুশকিল কোশা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم আপন বাহন থেকে অবতরন করলেন এবং উভয় হাতের আঙ্গুল পাথরের ফাটলে প্রবেশ করিয়ে জোরে টান দিতেই পাথর বের হয়ে গেল এবং ঐ পাথরের নীচ থেকে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুমিষ্ঠ পানির ঝর্না উপচে পড়ল! আর সকল সৈন্যদল পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। লোকেরা আপন আপন জনোয়ারদের পানি পান করালো এবং পানির মশকও পূর্ণ করে নিল। অতঃপর হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم পাথরটি ঐ জায়গায় রেখে দিলেন। গীর্জার পাদ্রী এ কারামত দেখে মাওলা মুশকিল কোশা হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর খিদমতে এসে আরয করলেন; আপনি কি নবী? বললেন: না। জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি ফিরিশতা? বললেন: না। সে বলল: তবে আপনি কে? বললেন: আমি **আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবী এবং আমাকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু বিষয়ে ওসীয়ত করেছেন, এতটুকু শুনতেই ঐখ্রীষ্টান পাদ্রী কালিমা শরীফ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। শেরে খোদা হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم বললেন: তুমি এতদিন পর্যন্ত কেন ইসলাম গ্রহণ করনি? পাদ্রী উত্তর দিল: আমাদের কিতাবে এটা উল্লেখ রয়েছে যে,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এ গীর্জা ঘরের পাশে একটা গোপন ঝর্ণা রয়েছে। এ ঝর্ণা ঐ ব্যক্তিই খুলতে পারবে যে কোন নবী বা নবীর সাহাবী হবে। সুতরাং আমি ও আমার পূর্বে অনেক পাদ্রী এটার অপেক্ষায় এ গীর্জা ঘরে অবস্থান করেছিল। আজ আপনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এ ঝর্ণার মুখ খুলে দিলেন এবং আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হল তাই ইসলাম ধর্ম কবুল করলাম। পাদ্রীর কথা শুনে শেরে খোদা হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কাঁদতে লাগলেন এবং এত বেশী কান্না করলেন যে দাঁড়ি মোবারক ভিজে গেল। অতঃপর বললেন: اَلْحَمْدُ لِله তাদের কিতাবেও আমার আলোচনা রয়েছে। এ পাদ্রী মুসলমান হয়ে শেরে খোদা হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর খাদিম ও মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন এবং সিরিয়া বাসীদের সাথে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যান আর মাওলা মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم আপন পবিত্র হাতে তাকে দাফন করেন এবং মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন।

(কারামাতে সাহাবা থেকে সংক্ষেপিত, ১১৪ পৃষ্ঠা। শাওয়াহিদুন নবুয়াত, ২১৬ পৃষ্ঠা)

মুরতাজা শেরে খোদা মারহাব কুশা খায়বর কুশা,
সরওয়ার লশকর কুশা মুশকিল কুশা ইমদাদ কুন। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কালামের ব্যাখ্যা: হে মুরতাদ্বা (অর্থাৎ হে পছন্দনীয় ও মকবুল)! হে **আল্লাহর** সিংহ! হে মারহাব (মারহাব ইবনে হারিছ নামের ইহুদী, যে আরবের প্রখ্যাত বাহাদুর ও খায়বার দূর্গের প্রধান নেতা ছিল) কে পরাস্তকারী! হে খায়বার বিজয়ী! হে আমার সর্দার! ওহে একাই শত্রুবাহিনীকে পরাভূতকারী! ওহে সমস্যার সমাধানকারী! আমাকে সাহায্য করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্যারালাইসিস রোগী ভাল হয়ে গেল

একবার আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم নিজের দুই শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ও

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡھُمَا এর সাথে হেরেম শরীফে উপস্থিত ছিলেন আর দেখলেন সেখানে এক ব্যক্তি খুব কান্নাকাটি করে নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দোয়া করছেন। শেরে খোদা হযরত আলী کَرَّمَ اللہُ وَجۡھَہُ الۡکَرِیۡم হুকুম দিলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আস। ঐ ব্যক্তির এক পার্শ্ব যেহেতু প্যারালাইসিস ছিল, তাই জমিনে হামাগুড়ি দিতে দিতে হাজির হল। হযরত আলী کَرَّمَ اللہُ وَجۡھَہُ الۡکَرِیۡم তার ঘটনা জানতে চাইলেন, তখন সে আরয করল: হে আমীরুল মুমিনীন! আমি অনেক বড় গুণাহগার। আমার পিতা একজন সৎ ও নেক মুসলমান ছিলেন, আমাকে বার বার সংশোধন করতেন এবং গুনাহ থেকে বাধা প্রদান করতেন। একদিন আমার পিতার উপদেশে আমার রাগ চলে আসল এবং আমি তাঁর উপর হাত উঠালাম! আমার মার খেয়ে তিনি খুবই দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ে হেরেম শরীফে আসলেন এবং তিনি আমার জন্য বদদোয়া করলেন। ঐ বদদোয়ার প্রভাবে হঠাৎ আমার একপার্শ্বে প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয়ে গেল আর আমি মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। এই গায়েবী শাস্তি থেকে আমার বড় শিক্ষা হল এবং আমি কান্নাকাটি করে সম্মানিত পিতা থেকে ক্ষমা চাইলাম, তিনি আমার উপর দয়া পরবশ হলেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর বললেন: বৎস চল! আমি যেখানে তোমার জন্য বদদোয়া করেছিলাম এখন সেখানে গিয়ে তোমার সুস্বাস্থের জন্য দোয়া করব। অতএব আমরা পিতা ও পুত্র উটনীর উপর আরোহী হয়ে মক্কা শরীফে আসছিলাম, সে রাস্তায় হঠাৎ উটনী চমকে উঠে পালাতে লাগল আর আমার সম্মানিত পিতা এটার পিঠ থেকে পড়ে দুই পাথুরে জমির মাঝখানে মৃত্যুবরণ করলেন। اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ এখন আমি একা হেরেম শরীফে হাজির হয়ে রাত দিন কান্নাকাটি করে **আল্লাহ পাকের** কাছে নিজের সুস্থতার জন্য দোয়া করতে থাকি। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা আলী মুরতাদ্বা کَرَّمَ اللہُ وَجۡھَہُ الۡکَرِیۡم তার শিক্ষণীয় কাহিনী শুনে তার উপর বড় দয়া হল এবং বললেন: হে লোক! যদি বাস্তবে তোমার সম্মানিত পিতা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকে, তবে শান্ত থাক إِنْ شَآءَ الله সব ঠিক হয়ে যাবে। অতঃপর হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কয়েক রাকাত নামাজ পড়ে তার জন্য সুস্থতার দোয়া করলেন, তারপর বললেন: قُمْ অর্থাৎ “দাঁড়িয়ে যাও” এটা শুনে সে কোন কষ্ট ছাড়া উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং চলতে ফিরতে লাগল।

(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন থেকে সংক্ষেপিত, ৬১৪ পৃষ্ঠা)

কিউ না মুশকিলকোশা কহো তুম কো, তুম নে বিগড়ী মেরী বানায়ি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণের প্রতিদান

আবু জাফর নামক এক ব্যক্তি কুফায় বসবাস করতেন। লেনদেনের ব্যাপারে সে প্রত্যেকের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। বিশেষ করে হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সন্তানদের কেউ যদি তার কাছ থেকে কোন কিছু ক্রয় করত, তবে যতই কম মূল্য দিত, গ্রহণ করতেন। নতুবা হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নামে কর্জ লিখে রাখতেন। ভাগ্যক্রমে সে নিঃস্ব হয়ে গেল। একদিন সে ঘরের দরজায় বসে ছিল, এক ব্যক্তি তার ঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল আর ঐ পথিক উপহাঁস করে আবু জাফর কে বলল: “তোমার বড়কর্জগ্রহীতা অর্থাৎ হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কর্জ আদায় করেছে, না করেনি?” এই ঠাট্টা করাতে সে বড় কষ্ট পেল। রাতে যখন আবু জাফর শুয়ে পড়ল, তখন স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের মাধ্যমে ধন্য হল। ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ও সাথে ছিলেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাহজাদাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের সম্মানিত পিতার কি অবস্থা? হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم পিছন থেকে জবাব দিলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি হাজির আছি। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “কি কারণে তার হক আদায় করনি?” তখন হযরত মাওলা আলী শেরে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি টাকা সাথে এনেছি। ইরশাদ করলেন: তাকে দিয়ে দাও। হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم তাকে একটি পশমী থলে দিলেন এবং বললেন: "এই নাও তোমার হক"। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: 'তা গ্রহণ করে নাও এবং এর পরেও তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে যে কর্জ নিতে আসবে তাকে বঞ্চিত করে ফিরিয়ে দিওনা। আজকের পরে তোমার অভাব অনটন এবং দারিদ্রতার অভিযোগ হবে না।' যখন জাগ্রত হলেন তখন ঐ থলে তার হাতে ছিল! সে তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন: এটা বল যে, আমি ঘুমে আছি না জাগ্রত আছি? তার স্ত্রী বলল: আপনি জাগ্রত আছেন। সে খুশিতে আত্মহারা না হয়ে নিজেকে সংযত রাখলেন। সমস্ত ঘটনা নিজের স্ত্রীকে বর্ণনা করলেন। যখন কর্জ গ্রহিতার তালিকা দেখলেন তখন তাতে হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নামে সামান্য কর্জও বাকী ছিল না। (অর্থাৎ তালিকা থেকে ঐ সমস্ত কর্জ মুছে গেছে।)

(শাওয়াহেদুল হক, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

আলী কে ওয়াসেতে ছুরজ কো পিরনে ওয়ালে,
ইশারা কর দো কেহ মেরা বি কাম হোজায়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাম ও উপাধি

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم মক্কা শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সম্মানিত মাতার নাম হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আসাদ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا নিজের পিতার নামের উপর ভিত্তি করে তাঁর নাম "হায়দার" রাখেন। পিতা হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নাম "আলী" রাখেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে "**আল্লাহ**র সিংহ" উপাধি প্রদান করেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এছাড়া ও মুরতাদ্বা (অর্থাৎ নিবাচিত) কার্‌রার (অর্থাৎফিরে ফিরে আক্রমণকারী), শেরে খোদা এবং মাওলা মুশকিল কোশা হল তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর বিখ্যাত উপাধি। হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم হলেন, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাত ভাই। (মিরআতুল মানাজিহ, ৮ম খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

হযরত আলী رضي الله عنه এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

চতুর্থ খলিফা, **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তরসুরী হযরত ফাতেমা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا এর স্বামী, হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে আবু তালিব كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর কুনিয়ত “আবুল হাসান” ও “আবু তুরাব”। হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم হলেন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু তালিবের সুযোগ্য পুত্র। হস্তীবাহিনীর ঘটনার[১] ত্রিশ বছর পর (যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স শরীফ ত্রিশ বছর ছিল) ১৩ ই রজব শুক্রবার হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কাবা শরীফের ভিতরে জন্ম গ্রহণ করেন। (মুস্তাদরাক, ৪র্থ খন্ড, ৬১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০৯৮)

মাওলা মুশকিল কোশা হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মাওরা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর আম্মাজানের নাম হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আসাদ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا। তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم ১০ বছর বয়সে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেন এবং **মদীনার তাজেদার, নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শে ও প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকেন আর বাকী জীবন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহায্য সহযোগিতা ও বিজয় এবং ইসলাম ধর্মের তত্ত্বাবধানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم প্রথম সারির মুহাজির এবং আশরায়ে মুবাশ্‌শারাহ (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং

---

[১] অর্থাৎ যে বছর হতভাগা অজাত আবরাহা বাদশাহের হস্তীবাহিণী কাবা শরীফের উপর হামলা করতে এসেছিল। (এই ঘটনার বিস্তারিত জানার জন্য ‘মাকতাবাতুল মদীনা’ কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “আযায়িবুল কুরআন মা’আ গারায়িবুল কুরআন” এ অধ্যয়ণ করুন।)

আরো অন্যান্য বিশেষ মর্যাদাতে মর্যাদাবান হওয়ার কারণে অনেক বেশী অভিজাত মর্যাদা রাখেন। বদর যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ সহ অন্যান্য ইসলামী যুদ্ধে নিজের অনন্য সাহসীকতার সাথে অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং কাফিরদের বড় বড় প্রসিদ্ধ বাহাদুররা হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর জুলফিকার তাওবারীর মারাত্মক আঘাতে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর শাহাদাতের পর আনসার ও মুহাজিরগণ তার বরকতময় হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে আমীরুল মুমিনীন হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি ৪ বছর ৮ মাস ৯দিন পর্যন্ত খেলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন। ১৭ মতান্তরে ১৯ রমজানুল মোবারকে এক দূর্ভাগা খারেজীর মর্মান্তিক আক্রমণে প্রচন্ড আঘাত প্রাপ্ত হন এবং ২১ রমজানুল মোবারক রোববার রাতে শাহাদাতের সুধা পান করেন। (তারিখুল খোলাফা, ১৩২ পৃষ্ঠা। আসাদুল গাবা, ৪র্থ খন্ড, ১২৬-১৩২ পৃষ্ঠা। ইযালাতুল খোলাফা, ৪র্থ খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা। মারিফাতুস্ সাহাবা, ১ম খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা ইত্যাদী)

আছলে নছলে সফা ওয়াজহে ওয়াস্লে খোদা,
বাবে ফজলে বিলায়াত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর কালামের ব্যাখ্যা: হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم একনিষ্ট পবিত্র সৈয়্যদ তথা সৌভাগ্যবানদের উৎস ও আসল ভিত্তি। **আল্লাহ পাকের** সাথে সম্পর্ক স্থাপনে (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** প্রিয় হওয়ার মাধ্যম) বেলায়াতের মর্যাদা লাভের দরজা। তাঁর كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم প্রতি লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

"كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم" বলা ও লিখার কারণ

যখন কুরাইশরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবু তালিবের ছেলেমেয়েদের লালন পালনের বোঝা হালকা করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে নিজের ঈমানী নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসলেন। হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোল মোবারকে প্রতিপালিত হয়েছেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোল মোবারকে নিজের বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে। চোখ খুলতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশ্বসেরা চমৎকার চেহারা মোবারক দেখেছেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই কথা শুনেছেন, সুন্দর অভ্যাস গুলো শিখেছেন। যখন থেকে হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর বুদ্ধি হয়েছে, অবশ্যই নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাককে** এক জেনেছেন, এক মেনেছেন। তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। এজন্য সম্মানিত উপাধি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم অর্জিত হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮ খন্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা) দশ বছর বয়সে তিনি ইসলামী বৃক্ষের ছায়াতলে আসেন। **নবী করীম হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে প্রিয় শাহজাদী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা যাহরা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বড় শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে সম্পর্ক রেখে হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর উপনাম "আবুল হাসান" এবং **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনি (হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم) কে "আবু তুরাব" কুনিয়ত বা উপনাম প্রদান করেন। (তারিখুল খোলাফা, ১৩২ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর এই কুনিয়ত নিজের আসল নাম থেকে ও বেশি প্রিয় ছিল। (বুখারী, ২য় খন্ড, ৫৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭০৩)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

“আবু তুরাব” উপনাম কখন এবং কিভাবে লাভ হল

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন : হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم একদিন ঘর থেকে মসজিদে এসে শুয়ে আরাম করছিলেন। এমন সময় **মদীনার তাজেদার, নবী ও রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং মা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন। মা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করলেন: মসজিদে। তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে গেলেন আর দেখলেন যে, মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর শরীর থেকে চাঁদর সরে গেছে সে কারণে পিঠ মাটি দ্বারা ধুলিময় হয়ে যায়। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পিঠ থেকে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং দু’বার ইরশাদ করলেন: উঠো! হে আবু তুরাব। (বুখারী, ১ম খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪১)

উছ্ নে লকবে হাক শাহানশাহ ছে পায়া,
জু হায়দারে কাররার কেহ মাওলা হে হামারা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মুহুর্তের মধ্যে কুরআন খতম করে নিতেন

হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم ঘোড়ার উপর আরোহন করার সময় এক রিকাবে কদম রাখতেন তখন কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন আর অপর রিকাবে কদম রাখার আগে আগে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করে নিতেন। (শাওয়াহেদুন্ নবুওয়াত, ২১২ পৃষ্ঠা)

কুরআনের আলোকে মাওলা আলীর মর্যাদা

আল্লাহ পাক ৩য় পারার সূরা বাকারার ২৭৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

اَلَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ بِالَّیۡلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِیَةً فَلَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَ لَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ﴿۲۷۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা নিজেদের ধনসম্পদ দান করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য তাদের পূণ্যফল রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই, কোন দুঃখ নেই।

(পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৭৪)

চার দিরহাম দান করার চারটি ধরণ

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দিন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফানে' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: এক বর্ণনামতে, এই আয়াত হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন তাঁর কাছে শুধু চার দিরহাম (চান্দির পয়সা) ছিল আর কিছু ছিল না। তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم ঐ চার দিরহামকে দান করে দেন। একটি রাতে, একটি দিনে, একটি গোপনে এবং আর একটি প্রকাশ্যে।

চুখন আ কর ইয়াহা আত্তার কা ইতমাম কো পোহ্ছা,
তেরী আযমত পে নাতিক আব ভি হে আয়াতে কুরআনি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমাদের দান করার ধরণ

سُبۡحٰنَ الله! **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের কি শান! যেমন আপনারা দেখলেন যে, তারা ধন-সম্পদ জমা করার পরিবর্তে **আল্লাহর** রাস্তায় দান করাকে পছন্দ করতেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর নিকট চার দিরহাম ছিল, সেগুলো **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় এভাবে দান করলেন যে, একটি দিনে, একটি রাতে, একটি গোপনে এবং

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

আরেকটি প্রকাশ্যে। কারণ, জানা নেই যে, কোন দিরহাম **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় অধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে রহমত এবং চিরস্থায়ী সম্পদে আরও বেড়ে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। অপরদিকে আমাদের অবস্থা হল, যদি কখনো দান করার সাহস ও করে নিই তবে কোথায় **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির নিয়্যত...! কেমন একনিষ্ঠতা এবং কোথাকার **আল্লাহ**র ওয়াস্তে করা...। কেবল যে কোন ভাবে লোকজনের এটা জানা হয়ে যাক যে, জনাব আজকে এত টাকা দান করেছেন! যতক্ষণ আমাদের দান খায়রাতের খ্যাতি না মিলে শান্তি আসে না। মসজিদে কিছু দান করলে তবে আকাংঙ্খা হয় যে, ইমাম সাহেব নাম নিয়ে দোয়া করে দেয় যাতে লোকদের আমার চাঁদা দেওয়ার বিষয়ে জানা হয়ে যায়। কোন মুসলমানের সেবা করে তবে আশা এটা হয় যে, এমন কোন অবস্থা হয়ে যাক যে, আমাদের নাম এসে যায়। লোকদের মুখে মুখে আমাদের দানশীলতার প্রশংসা হয়, কারো উপর দয়া করলে তবে আকাংঙ্খা হয় যে, সে যেন আমাদের চাকর হয়ে যায়। আমাদের প্রশংসার ফুল ছড়াতে থাকে অথচ কোরআন শরীফ আমাদের অবদানের খোঁটা না দেয়া এবং তার পরিণাম শুধু **আল্লাহ পাকের** নিকট থেকে চাওয়ার আদেশ দিচ্ছে। যেমনিভাবে **আল্লাহ পাক** ৩য় পারার সূরা বাকারার ২৬২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًىۙ
لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা নিজ সম্পদ **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করে, অতঃপর দান করার পর না খোঁটা দেয়, না কষ্ট দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: “খোঁটা দেয়াতো এটাই

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

যে, দেয়ার পর অন্যান্যদের সামনে প্রকাশ করা- আমি তোমার প্রতি এমন দয়া করেছি।" তাকে এই বলে লজ্জা দেয়া-'তুমি গরীব ছিলে, নিঃস্ব ছিলে, অক্ষম ছিলে, অকেজো ছিলে; আমি তোমার খবরাখবর নিয়েছি।' কিংবা অন্যভাবে চাপ সৃষ্টি করা। এটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। (খাযায়েনুল ইরফান) হায়! একনিষ্ঠতা ও পবিত্রতার প্রতীক। হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর সদকায় আমাদের ও একনিষ্ঠতার সাথে **আল্লাহর** রাস্তায় দান- খায়রাত করার আগ্রহ ও সৌভাগ্য নসীব হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরা হার আমল বছ্ তেরে ওয়াসেতে হো,
কর ইখলাছ আয়ছা আতা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আলী ﷺ এর কোরআনের জ্ঞান

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞানের অধিকারী হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়স্বরূপ বলেন: **আল্লাহ পাকের** কসম! আমি কুরআন শরীফের প্রত্যেক আয়াত সম্পর্কে জানি যে, তা কখন ও কোথায় নাযিল হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমার **আল্লাহ** আমাকে বুঝ সম্পন্ন অন্তর এবং প্রশ্নকারী মুখ দান করেছেন।

(হিলয়াতুল আওলিয়া, ১ম খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা)

তড়পনে পড়কনে কি তাওফিক দে,
দিলে মুরতাদ্বা সওযে সিদ্দিক দে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

সূরা ফাতিহার তাফসীর

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন:'যদি আমি চাই তবে "সূরা ফাতিহার" তাফসীর দ্বারা ৭০টি উট ভর্তি করে দিতে পারি।' (অর্থাৎ তার তাফসীর লিখতে লিখতে এত রেজিষ্টার বা ভলিয়ম তৈরী হয়ে যাবে যে, ৭০ টি উটের বোঝা হয়ে যাবে।)

(কুওতুল কুলুব, ১ম খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা)

জ্ঞান ও হিকমতের শহরের দরজা

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী:

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا অর্থাৎ আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দরজা। (মুস্তাদরাক, ৪র্থ খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৬৯৩)

اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا অর্থাৎ আমি হিকমতের ঘর আর আলী তার দরজা। (তিরমিযি, ৫ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৪৪)

প্রিয় নবী ﷺ এর পবিত্র জবানে হযরত আলী ﷺ এর মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে সম্বোধন করে ইরশাদকরেন: "তোমার মধ্যে হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উদাহরণ রয়েছে, যার সাথে ইহুদীরা শত্রুতা রাখত, এমনকি তার সম্মানিত মায়ের উপর অপবাদ লাগিয়েছিল। খ্রীষ্টানরা ভালবাসত, তবে তারা এমন মর্যাদায় পৌছে দিল, যা তাঁর মর্যাদা ছিল না।" অতঃপর শেরে খোদা হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: আমার ব্যাপারে দু'ধরণের লোক ধ্বংস হয়ে যাবে, 'আমাকে ঐ মর্যাদায় বাড়াবে, যা আমার মধ্যে বিদ্যমান নেই আর শত্রুতা পোষনকারীর শত্রুতা তাদেরকে এটার উপর বাড়াবাড়ী করবে যে, আমার উপর অপবাদ লাগাবে।'

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৭৬)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

তাফদীল কা জাও ইয়া ন হো মাওলা কি বিলা মে, ইউ ছুড়কে গোহার ন তু বেহরে হাজফ জা।

(যওকে নাত)

অর্থাৎ হযরত শেরে খোদা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর ভালবাসায় এত সীমাতিক্রম কর না যে, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর উপর মর্যাদা দিতে শুরু করে। এ রকম ভুল করে মণি-মুক্তার মত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আকিদা তথা বিশ্বাসকে ছেড়ে ঝুকিপূর্ণ আকীদা অবলম্বন কর না।

হযরত আলী'র প্রতি শত্রুতা

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর প্রতি ভালবাসা ঈমানের মূল। ভালবাসার মধ্যে সীমা অতিক্রম করাও খারাপ। মূলত: হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর প্রতি শত্রুতা হারাম বরং কখনো কখনো কুফরী। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৮ম খন্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা)**

আলীয়ুল মুরতাদ্বা শেরে খোদা হ্যায়, কেহ ইন্ ছে খোশ হাবিবে কিবরিয়া হ্যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাহের ও বাতেনের আলিম

উম্মতের ফকীহ হযরত সায়্যিদুনা আবদুলাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এমন আলিম, যার নিকট জাহের ও বাতেন(১) তথা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয়ের জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে। **(ইবনে আসাকির, ৪২তম খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

(১) জাহেরী বা প্রকাশ্য এটার শাব্দিক অনুবাদ উদ্দেশ্য। বাতেনী উদ্দেশ্য এটার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য কিংবা জাহের দ্বারা শরীয়াত উদ্দেশ্য আর বাতেন দ্বারা তরীকত উদ্দেশ্য। অথবা জাহের দ্বারা আহকাম এবং বাতেন দ্বারা গোপন ভেদ উদ্দেশ্য। কিংবা জাহের এটাই যার উপর আলিমগণ জ্ঞাত এবং বাতেন এটাই যার প্রতি সুফিয়ায়ে কিরামগণ জানেন। অথবা জাহের এটাই যা দলীলের মাধ্যমে জানা যায় আর বাতেন এটাই যা কাশফের মাধ্যমে জানা যায়। **(মিরআতুল মানাজিহ, ১ম খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

হযরত আলী ﷺ এর আরো তিনটি মর্যাদা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِیْم এর এমন তিনটি মর্যাদা অর্জিত হয় যে, যদি সেগুলো থেকে একটিও আমার নসীব হয়ে যেত, তবে তা আমার কাছে লাল উট থেকে ও অধিক প্রিয় হতো। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان জিজ্ঞাসা করলেন: ঐ তিনটি মর্যাদা কি কি? বললেন: (১) **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের শাহজাদী হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। (২) তাঁর বাসস্থান **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মসজিদে নববীতে ছিল, যা একমাত্র তারই জন্য, মসজিদে বিশেষ কিছু হালাল ছিল, যা শুধু তারই অংশ। এবং (৩) খায়বর যুদ্ধে তাঁকে ইসলামের পতাকা প্রদান করা হয়েছিল। (মুসতাদরাক, ৪র্থ খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৬৮৯)

বেহরে তাসলিমে আলী ময়দা মে, ছর ঝুকে রেহতে হ্যায় তালোওয়ারো কে।

(হাদায়িখে বখশিশ শরীফ)

সাহাবীদের মর্যাদার ধারাবাহিকতা

سُبْحٰنَ الله! হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِیْم এর শানের কথা কি বলা যায় যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও তাঁর ভাগ্যের উপর ঈর্ষা করেছেন, কিন্তু এটার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِیْم মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ চেয়ে বড়। মান ও মর্যাদা অনুসারে সত্য মসলক আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট যে ধারাবাহিকতা রয়েছে তার বর্ণনা করতে গিয়ে সদ্রুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: সমস্ত সাহাবায়ে কিরামগণ ছোট ও বড় (আর তাদের মধ্যে ছোট কেউ নেই) সবাই জান্নাতী। নবীগণ ও রাসূলগণের

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

পরে, **আল্লাহ পাকের** সমস্ত সৃষ্টি মানুষ ও জ্বিন এবং ফিরিশতাদের (অর্থাৎ মানুষদের, জ্বিনদের এবং ফিরিশতাদের) থেকে সর্বোত্তম হচ্ছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ অতঃপর হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তারপর হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তারপর হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم। যে ব্যক্তি হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে উত্তম বলবে, সে পথভ্রষ্ট ও বদ মাযহাব। খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজনের পরে বাকী আশরায়ে মুবাশশরাহ ও ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের জন্য সর্বোত্তম মর্যাদা। আর এরা সবাই অকাট্য জান্নাতী। সর্বোত্তমের অর্থ হলো, **আল্লাহ পাকের** নিকট বেশী সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন, এটাকে অধিক সাওয়াবও ব্যাখ্যা করা হয়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৪১-২৪৫ পৃষ্ঠা)

মুস্তফা কে সব সাহাবা জান্নাতী হ্যায় লা জারম, সব ছে রাজী হক তায়ালা সব পে হে উছ কা করম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আশারায়ে মুবাশ্শারাদের পবিত্র নাম

হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم আশারায়ে মুবাশ্শারা এর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত। আশারায়ে মুবাশ্শারা ঐ দশ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে বলা হয়, যাদেরকে **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য সত্য জবানের মাধ্যমে বিশেষভাবে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, জুবাইর, আবদুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সায়িদ বিন যায়েদ এবং আবু উবায়দা বিন জাররাহ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن জান্নাতী। (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৬৮)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

উহ দছো জিন কো জান্নাত কা মুজদা মিলা,
উছ্ মোবারক জামাআত পে লাখো সালাম। (হাদায়িখে বখশিশ শরীফ)

খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা

উম্মতের ফকীহ হযরত সায়্যিদুনা আবদুলাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে:

اَنَا مَدِیۡنَۃُ الۡعِلۡمِ وَاَبُوۡبَکۡرٍ اَسَاسُھَا وَعُمَرُ حِیۡطَانُھَا وَعُثۡمَانُ سَقۡفُھَا وَعَلِیٌّ بَابُھَا

অর্থাৎ "আমি জ্ঞানের শহর, আবু বকর তার ভিত্তি, ওমর তার দেওয়াল, ওসমান তার ছাদ এবং আলী তার দরজা।" (মুসনাদুল ফিরদৌস, ১ম খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৫)

তেরে চারো হাম দম হ্যায় এক জান এক দিল,
আবু বকর ফারুক ওসমান আলী হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত আলী এর মুহাব্বতের চাহিদা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা আলী کَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡھَہُ الۡکَرِیۡم বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরপরে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবু বকর ও ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمَا অতঃপর বলেন:

لَا یَجۡتَمِعُ حُبِّیۡ وَبُغۡضُ اَبِیۡ بَکۡرٍ وَّعُمَرَ فِیۡ قَلۡبِ مُؤۡمِنٍ

অর্থাৎ "আমার ভালবাসা এবং হযরত আবু বকর ও ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمَا এর প্রতি বিদ্বেষ কোন মুমিনের অন্তরে একত্রিত হতে পারে না।"

(আল মুজামুল আওসাত লিত্ তাবারানী, ৩য় খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯২০)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

কখনো পিপাসা না লাগার অসাধারণ রহস্য

যেসব লোক "দমাদম মাস্ত কালন্দর আলী দা পেহলা নম্বর" তথা হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে উত্তম মানার দৃষ্টিভঙ্গি রাখে, তারা মারাত্মক ভুলে রয়েছে, তাদেরকে বোঝানোর জন্য একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা উপস্থাপন করা হলো; পড়ুন এবং **আল্লাহ্ পাক** তাওফিক দিলে তবে সত্যকে গ্রহণ করুন। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুলাহ মুহতাদি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করি। হেরেম শরীফে এক ব্যক্তির ব্যাপারে শুনলাম যে, তিনি পানি পান করেন না! আমার বড় অবাক হলাম। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম তখন বলতে লাগলেন, আমি হিল্লা এর অধিবাসী। এক রাতে আমি স্বপ্নে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখি এবং নিজেকে পিপাসার্ত পেলাম আর কোনভাবে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাউজে কাউছার মোবারকে পৌঁছলাম। ঐখানে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুকে আযম, হযরত ওসমান গণী এবং হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن সবাইকে দেখতে পেলাম। তাঁরা মানুষদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। আমি হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর খেদমতে হাজির হলাম কেননা আমার তাঁর উপর বড় গর্ব ছিল। আমি তাঁকে অনেক ভালবাসতাম এবং তাঁকে তিন খলিফাদের উত্তম জানতাম। কিন্তু এটা কি! হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم আমার দিক থেকে চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন। যেহেতু পিপাসা অনেক বেশী লেগেছিল, তাই আমি বারে বারে ঐ তিন খলিফাদের নিকট গেলাম। প্রত্যেকে আমার দিক থেকে চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে আমার দৃষ্টি **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি পড়ল, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী দরবারে হাজির হয়ে আমি আরয করলাম, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم আমাকে পানি দিচ্ছে না বরং নিজের মুখ ফিরিয়ে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

নিয়েছেন। **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কিভাবে তোমাকে পানি পান করাবেন! তুমি তো আমার সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর! এটা শুনে আমার আকীদা ভুল হওয়া নিশ্চিত হয়ে গেল এবং আমি খুবই লজ্জিত হয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাতে তাওবা করি। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এক পেয়ালা পানি দান করলেন, যা আমি পান করি। এরপর আমার চোখ খুলে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه যখন থেকে **প্রিয় নবী, রাসূলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাত থেকে পেয়ালা পানি পান করি। তখন থেকে আমার একদম পিপাসা লাগে না। এই স্বপ্নের পরে আমি আমার পরিবারকে তাওবা করার উপদেশ দিই। তাদের থেকে যারা তাওবা করে মসলকে আহলে সুনাত ওয়াল জামায়াত কবুল করেন আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখি, বাকীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (মিসবাহুজ্ জালাম থেকে সংক্ষেপিত, ৭৪ পৃষ্ঠা)

জব দামানে হযরত ছে হাম হোগেয়ী ওয়াবস্তা, দুনিয়া কি ছবহি রিশতে বেকার নজর আয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে জানা যায়, সত্যিকার মুসলমানের পরিচয় হলো, তিনি সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মান মর্যাদাকে অন্তর থেকে স্বীকারকারী হবে। যদি কোন ব্যক্তি কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি ভালবাসা এবং কিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তবে সে মারাত্মক ভূলে রয়েছে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এবং পবিত্র আহলে বাইত رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর সত্যিকার ভালবাসা ও বিশ্বাস দান করুক। এটার উপর স্থায়ীত্ব দান করুক। আর এটাকে ভালবাসা আকারে সবুজ গম্বুজে প্রিয় মাহবুবের জলওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফনের জায়গা এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে নিজের **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও চার খলিফার প্রতিবেশীত্ব দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

সাহাবা কা গদা হু ওর আহলে বাইত কা খাদেম,
ইয়ে সব হে আপ হি কি তো ইনায়ত ইয়া রাসূলাল্লাহ!
মে হু সুন্নি রহো সুন্নি মরো সুন্নি মদীনে মে,
বকীয়ে পাক মে বন জায়ে তুরবত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আলী رضي الله عنه কে দেখা ইবাদত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "সাওয়ানেহে কারবালা" এর ৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করেন: "হযরত ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে দেখা ইবাদত।" (মুসতাদরাক, ৪র্থ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃতদের সাথে কথোপকথন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর মহানত্ব ও মর্যাদার একটি আলোকিত দিক এটাও যে, **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কবরবাসীদের সাথে কথোপকথন করার প্রমাণ আছে। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه 'শরহুস সুদুরে' বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসাইয়াব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমরা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সাথে কবরস্থান অতিক্রম করছিলাম। তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم ইরশাদ করলেন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ وَرَحْمَةُ الله অর্থাৎ হে কবরবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি ও

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক। এবং বললেন: হে কবরবাসীরা! তোমরা তোমাদের খবর বলবে না আমরা তোমাদেরকে বলব? সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসাইয়াব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা কবর থেকে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ এর আওয়াজ শুনি এবং কোন কবরবাসী বলল: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাদের সংবাদ দিন যে, আমাদের মৃত্যুর পর কি হল? হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم ইরশাদ করলেন: শুনে নাও! তোমাদের সম্পদ বন্টন হয়ে গেছে। তোমাদের স্ত্রীরা অন্য বিবাহ করে নিয়েছে। তোমাদের সন্তানরা এতীমের মধ্যে গণ্য হয়ে গেছে। যে ঘরকে তোমরা অনেক মজবুতভাবে বানিয়েছিলে সেখানে তোমাদের শত্রু বসবাস করছে। এখন তোমরা নিজেদের অবস্থা শুনাও। এটা শুনে একটি কবর থেকে আওয়াজ আসতে লাগল: হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের কাফন ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আমাদের চুল ঝরে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের চামড়া টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, আমাদের চোখগুলো বের হয়ে গন্ডদেশে চলে এসেছে এবং আমাদের নাকের ছিদ্র থেকে পুঁজ বের হচ্ছে, আর আমরা যা কিছু আগে পাঠিয়েছি (অর্থাৎ যা আমল করেছি) তা পেয়েছি। যা কিছু পিছনে রেখে এসেছি, তাতে ক্ষতি হয়েছে। (শরহুস সুদূর, ২০৯ পৃষ্ঠা। ইবনে আসাকির, ২৭তম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

আখেরাত কি ফিকির করনি হে জরুর, জিন্দেগী এক দিন গুজারনি হে জরুর।
কবর মে মায়্যিত উতরনি হে জরুর, জেইসি করনি ওয়াইসি ভরনি হে জরুর।
একদিন মরনা হে আখের মওত হে, করলে জু করনা হে আখের মওত হে।

শিক্ষণীয় মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم মহত্ব, মর্যাদা এবং শ্রবণশক্তির এক ঝলক দেখার মত যে, তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم মৃতদের কাছ থেকে তাদের কবরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তর শুনলেন এবং তাদেরকে দুনিয়াবী অবস্থা বর্ণনা করলেন। নিঃসন্দেহে এটা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

তাঁর মহান কারামত। আবার এই বর্ণনাতে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় মাদানী ফুলও রয়েছে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকাবস্থায় নিজের আকীদা ও আমলকে সংশোধন করবে না, দুনিয়াবী কামনা সমূহের জালে আটকা পড়ে পরকালের প্রতি অলস থাকবে তার কবর তার জন্য কঠিনতম ঘরে পরিণত হবে এবং এ দুনিয়ার অনর্থক চিন্তাভাবনা এবং কামনা সমূহ তার কোন কাজে আসবে না। বরং শুধু দুনিয়ার সম্পদ জমা করার চিন্তায় লেগে থাকা ব্যক্তি আর এ অবস্থায় মরে অন্ধকার কবরের সিড়ি অতিক্রমকারী নিজের দুনিয়াবী সম্পদ থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারবে না। হকদার ও ওয়ারিশগণ তার সম্পদের উপর দখল করবে বরং সম্পদ অর্জনের জন্য ঝগড়া করে নিজেদের রাস্তা ধরবে এবং এ অপদার্থ মানুষ সম্পদ জমা করার চিন্তায় মত্ত থেকে হালাল হারামের পার্থক্য ভুলে বসা এবং গুনাহে ভরা জীবনযাপন অতিক্রম করার কারণে জাহান্নামের আগুনের হকদার বিবেচিত হবে।

দৌলতে দুনিয়া কে পিছে তু ন জা, আখেরাত মে মাল কা হে কাম কিয়া?
মালে দুনিয়া দো জাহা মে হে ওয়াবাল, কাম আয়ে গা ন পেশে যুলজালাল।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবীর মাওলা আলীর উপর বিভিন্ন দান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর যত মর্যাদা ও গুণাবলী লক্ষ্য করলেন, তা সব **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উছিলার মাধ্যমে প্রাপ্ত। **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ দয়া ও দানের বদৌলতে **আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে এই মর্যাদা দিয়েছেন, **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের প্রিয় বান্দা হিসেবে অভিহিত করে এমন উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন যে, আর কেউ এই সম্মানের অধিকারী হতে পারবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

"কোন ওলী, গাউছ, কুতুব, আবদাল যত বড় মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, কোন সাহাবার মর্যাদার সমান পৌঁছতে পারবে না।"

বাহ! খায়বার যুদ্ধের বিজয়ীর কি অপূর্ব মর্যাদা!

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর উপর **রাসূলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য দানের আসল রূপ বুঝতে এক ঈমান তাজাকারী ঘটনা লক্ষ্য করুন। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সাদ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খায়বারের যুদ্ধের দিন ইরশাদ করলেন: "কাল এ পতাকা আমি এমন ব্যক্তিকে দিব, যার হাতে **আল্লাহ্ পাক** বিজয় দান করবেন। তিনি **আল্লাহ্ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসেন, আর **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও তাঁকে ভালবাসেন।" পরের দিন সকালে প্রত্যেকেই ঐ পতাকা পাওয়ার আশা করে ছিল। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? সাহাবায়ে কিরাম আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাঁর চোখে ব্যথা। তখন **আল্লাহর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাঁকে ডাক। মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে ডেকে আনা হল, তখন **আল্লাহর প্রিয় মাহবুব নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم চোখের উপর নিজের থুথু মোবারক লাগালেন এবং দোয়া করলেন, চোখ এমনভাবে ভাল হয়ে গেল, যেন তাতে কোন ব্যথাই ছিল না, এবং তাঁকে পতাকা দিলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কি ঐ লোকদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের মত মুসলমান না হয়ে যায়। **আল্লাহর প্রিয় রাসূল, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নম্রতা অবলম্বন করো এমনকি তাদের যুদ্ধের মাঠে প্রবেশ কর, অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও এবং তাদের উপর

রাসূলুল্লাহ্ صلی اللہ علیہ وسلم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আল্লাহ পাকের যেসব হক রয়েছে, তা তাদেরকে অভিহিত কর। **আল্লাহ্**র কসম! যদি **আল্লাহ পাক** তোমার মাধ্যমে কোন এক ব্যক্তিকে ও হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য তোমার কাছে লাল উট থাকা থেকেও উত্তম।”

(বুখারী, ২য় খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩০০৯। মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৪০৬)

হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর শক্তির ঝলক

খায়বার যুদ্ধে এক ইহুদী হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর উপর আক্রমণ করল। এরই মধ্যে তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর ঢাল পড়ে গেল। তখন হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم সামনে এগিয়ে গিয়ে দূর্গের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। দূর্গের ফটকের দরজা উপড়ে ফেললেন। আর দরজা কে ঢাল বানিয়ে নিলেন। ঐ দরজা তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর হাতে ছিল আর তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم যুদ্ধ করতে থাকেন। **আল্লাহ পাক** হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর হাতে খায়বার যুদ্ধে বিজয় দান করলেন। ঐ দরজা এত ভারি ছিল যে, যুদ্ধের পরে ৪০ জন মানুষ একত্রিত হয়ে উঠাতে চাইল কিন্তু তারা উঠাতে পারল না।

(দালায়েলুন নবুওয়াত লিল বায়হাকী, ৪র্থ খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

শেরে শামশীর ঝন শাহে খায়বর শিকান,
পর তেওয়ে দস্‌তে কুদরত পে লাখো সালাম। (হাদায়েকে বক্‌শিশ শরীফ)

অন্য কেউ খুব সুন্দর বলেছেন:

আলী হায়দার! তেরি শওকত তেরি সওলত কা কিয়া কেহনা,
কেহ খুতবা পড় রাহা হে আজ তক খায়বর কা হার ঝররা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

হযরত আলী ﷺ এর মতো কোন বাহাদুর নেই

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর একটি গুণ হচ্ছে বীরত্ব ও বাহাদুরী, আর ঐ বাহাদুরীর অদৃশ্য সমর্থনও অর্জিত রয়েছে। যেমনিভাবে এক বর্ণনায় রয়েছে: যখন আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এক যুদ্ধে নিকৃষ্ট কাফিরদেরকে গাজরের মত কাটছিলেন তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল: لَا سَيْفَ اِلَّا ذُوْ الْفِقَارِ وَلَا فَتٰى اِلَّا عَلِيٌّ অর্থাৎ হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর মত কোন বাহাদুর নেই এবং যুলফিকারের মত কোন তরবারী নেই।

(জুজউল হাসনে বিন আরাফাতুল আবাদী, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮, সংকলিত)

হ্যায় আলী মুশকিল কুশা ছায়া কুনা ছর পর মেরে,
লা ফাতা ইল্লা আলী, লা সাইফা ইল্লা যুলফিকার।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ এর থুথু মোবারক ও দোয়ার বরকত সমূহ

হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **নবী করীম, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু মোবারক লাগার পর আমার দু’চোখে কখনো ব্যথা হয়নি। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭৯) হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم গরমের মৌসুমে গরম কাপড় এবং শীতকালে ঠান্ডা কাপড় পরিধান করতেন। কেউ কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার চোখে নিজের থুথু মোবারক লাগালেন তখন সাথে এই দোয়া ও করলেন: اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ অর্থাৎ “**হে আল্লাহ!** তুমি আলীর কাছ থেকে গরম এবং ঠান্ডা উভয়টি দূর করে দাও।” ঐ দিন থেকে আমার না গরম অনুভব হতো না ঠান্ডা। (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৭)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

ইজাবত কা ছেহরা ইনায়াত কা জোড়া, দুলহান বনকে নিকলি দোয়ায়ে মুহাম্মদ।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

মাওলা আলী ﷺ এর ইখলাছ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাওলা মুশকিল কোশা, আলী মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এতই বাহাদুর হওয়া সত্তেও অহংকার, রিয়াকারী এবং লৌকিকতা ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের হীনমন্যতা থেকে পুতঃপবিত্র এবং আমল ও ইখলাছের প্রতীক ছিলেন। যেমনিভাবে হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: "হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এক যুদ্ধে কাফিরকে পরাস্ত করলেন এবং কাফিরকে হত্যা করার ইচ্ছায় তার বুকের উপর বসে পড়লেন। পরাস্ত কাফির! মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর দিকে থুথু নিক্ষেপ করল। তখন মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم পরাস্ত কাফিরকে ছেড়ে দিলেন, বুক থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ঐ কাফিরটি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তখন মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বললেন: তোমার এমন আচরণে আমার রাগ এসে গেল, এখন তোমাকে হত্যা করা আমার ব্যক্তিগত রাগের কারণে হতো, ঈমানের কারণে নয়। তাই আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। সে কাফির! মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এই ইখলাছ দেখে মুসলমান হয়ে গেল।"

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৭ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, ৩৪৫১ নং হাদীসের বর্ণনায়)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমীরুল মুমিনীন, মাওলা মুশকিল কোশা, হযরত শেরে খোদা, আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর ইখলাছের বরকতে কাফিরের ভাগ্যে ইসলামের মত এক মহা মূল্যবান নেয়ামত নসীব হলো, এমনিভাবে আমাদের আগেকার বুজুর্গানে কিরামগণও সর্বদা নিজের নেক আমল গুলোকে যাচাই করে দেখতেন, যে এই আমল আবার যেন অন্য কাউকে দেখানোর জন্য হয়ে না যায়! যদি কোন নেক আমলে নফস ও শয়তানের অনুপ্রবেশ অথবা লোক দেখানো ভাবের বিন্দুমাত্র সন্দেহ অনুভব করতেন, তখন

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

সাথে সাথে তা থেকে বাঁচার জন্য বরং অনেক সময় তো ঐ নেক আমলকে দ্বিতীয়বার করার চেষ্টা করতেন। যেমনিভাবে-

৩০ বছরের নামায পুনরায় আদায় করেছেন

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩০ বছর পর্যন্ত মসজিদের ১ম কাতারে জামাআতের সাথে নামায আদায় করতে থাকেন। একবার ১ম কাতারে তার জায়গা হল না, তখন তিনি ২য় কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন। এতে তাঁর লজ্জা অনুভব হতে লাগল যে, লোকেরা কী বলবে, দেখো! আজ এই ব্যক্তিটির ১ম কাতার ছুটে গেছে। এই খেয়াল আসতেই তিনি সংযত হয়ে যান আর নিজ অন্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন যে, হে নফস! আমি ৩০ বছর পর্যন্ত যে নামায ১ম কাতারে আদায় করেছিলাম, তা কি লোকদের দেখানোর জন্য ছিল? তোমার যে আজ লজ্জা লাগছে? অতএব তিনি বিগত ৩০ বছরের নামায পুনরায় আদায় করেদেন এবং পূর্ণ সততা ও ইখলাছের উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেন।

(ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দে হুসনে আখলাক কি দৌলত, কর দে আতা ইখলাছ কি নে'মত।
মুঝ কো খাজানা দে তকওয়া কা, ইয়া আল্লাহ! মেরি ঝুলি ভর দে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তুমি আমার থেকে

হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم এর মর্যাদার ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَنْتَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْكَ অর্থাৎ "তুমি আমার থেকে, আর আমি তোমার থেকে।" (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৩৬)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আয় তালআতে শাহ! আ তুঝে মাওলা কি কসম! আ,
আয় জুলমতে দিল! যা, তুঝে উছ রুখ কা হলফ যা। (যওকে নাত)

অর্থাৎ "ওহে মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم এর সুন্দর চেহারার নূর! তোমাকে **আল্লাহ পাকের** কসম দিয়ে বলছি যে, আমার উপর তোমার আলো বর্ষণ করো। আর ওহে আমার অন্তরের অন্ধকার! তোমাকে মাওলা মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم এর নূরানী চেহারার কসম! আমার থেকে দূর হয়ে যাও"।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তুমি আমার ভাই

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم এমন অবস্থায় হাজির হলেন যে, চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। আরয করল: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন, কিন্তু আমাকে কারো ভাই বানালেন না?" তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَنْتَ اَخِيْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ "তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ভাই।" (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৪১)

হাদীসের ব্যাখ্যা

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: অর্থাৎ 'তুমি আত্মীয়তার দিক থেকে আমার চাচাতো ভাই, আর আজকের এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তোমাকে আমার ভাই করে নিলাম, দুনিয়া ও আখিরাতে আপন ভাই করে নিলাম।'

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

سُبْحٰنَ الله! গভীরভাবে চিন্তা করুন, এত কিছুর পরও কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কখনও **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভাই বলে সম্বোধন করেন নি। যখনই ডেকেছেন **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! বলে ডেকেছেন। আর কোন সাধারণ মানুষ কিভাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমাদের ভাই বলে সম্বোধন করতে পারে? (মিরআতুল মানাযীহ, ৮ম খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আলী ﷺ এর নবী প্রেম

হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কতটুকু ভালবাসেন? তিনি উত্তরে বললেন: **আল্লাহর** শপথ! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কাছে আমার সম্পদ, পরিবার পরিজন, মা-বাবা এবং কঠিন পিপাসার সময় ঠান্ডা পানির চেয়েও অধিক বেশি প্রিয়। (আশ্ শিফা, ২য় খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা)

হযরত আলী ﷺ এর খোদা প্রদত্ত গুণাবলী

হযরত সায়্যিদুনা আবু ছালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه থেকে বর্ণিত, একবার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা দিরার رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে বললেন: “আমার নিকট হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর গুণাবলী বর্ণনা করুন। হযরত সায়্যিদুনা দিরার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আরয করলেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْمএর জ্ঞান ও মারেফতের অবস্থা পরিমাপ করা দূরের কথা, কল্পনাও করা যাবে না। তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم **আল্লাহর** ব্যাপারে এবং তাঁর দ্বীনের সংরক্ষণের ব্যাপারে খুব দৃঢ় মনোবল রাখতেন, চুলছেড়া বিশ্লেষণ মূলক কথাবার্তা বলতেন: এবং অতি ন্যায়পরায়নতার সাথে কাজ আদায় করতেন। তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم জ্ঞান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

বিজ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন। তার কথাবার্তা হিকমতে পরিপূর্ণ ছিল। দুনিয়ার চাকচিক্যকে খুব ভয় করতেন। রাতের অন্ধকারে **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে রত থাকেন। **আল্লাহ্**র কসম! তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم অতিমাত্রায় ক্রন্দনকারী, গম্ভীর এবং খুবই চিন্তিত থাকতেন। নিজের নফসের হিসাব নিতেন, মোটা পোষাক পছন্দ করতেন। আর মোটা রুটি খেতেন। **আল্লাহ্**র কসম! দাপট, শান শওকত আর প্রভাব প্রতিপত্তির এমন অবস্থা ছিল যে, আমরা প্রত্যেকেই তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার সময় ভয় করতাম। অথচ আমরা যখন উপস্থিত হতাম তখন সাক্ষাতের ক্ষেত্রে তিনিই আগে আসতেন। আর আমরা যখন প্রশ্ন করতাম তখন উত্তর বলে দিতেন, এবং আমাদের দা'ওয়াত কবুল করে নিতেন। যখন হাসতেন তখন দাঁত গুলোকে এমন মনে হত যেন মুক্তার মালা। তিনি পরহেযগার মুত্তাকী লোকদের সম্মান করতেন। অসহায় মিসকীনদের ভালবাসতেন। কোন শক্তিশালী অথবা সম্পদশালী ব্যক্তিকে তার অযথা কামনায় ভরসা দিতেন না। কোন দূর্বল অসহায় ব্যক্তি তাঁর ন্যায় বিচার থেকে নিরাশ হতেন না। অসহায়রা জানত এখানে অবশ্যই ন্যায় বিচার মিলবে। **আল্লাহ্**র শপথ! আমি দেখেছি, যখন রাত আসত, তখন তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم নিজের দাঁড়ি ধরে অঝোর নয়নে কান্না করতেন, আর আহত ব্যক্তির মত ছটপট করতেন। আমি মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم এটা বলতে শুনেছি, "ওহে দুনিয়া! তুমি কি আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, নাকি এখনও আমাকে কামনা কর? হে ধোঁকাবাজ দুনিয়া! তুই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যা, তুই অন্য কাউকে গিয়ে ধোঁকা দেয়, আমি তোকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি। এখানে আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তোর বয়স খুবই কম আর তোর সহায় সম্বলও নেয়ামত অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য। তোর ক্ষতিকর দিক খুবই বেশি। হায় আফসোস! আখিরাতের সফর খুবই দীর্ঘ আর পাথেয় অতি অল্প এবং রাস্তা খুবই বিপদ সঙ্কুল ও আঁকা বাকা।" এটা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চোখ থেকে অনবরত অশ্রু

ঝরতে লাগল। অবশেষে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেল, আর সেখানে উপস্থিত লোকেরাও অঝোর নয়নে কাঁদতে রইল। অতঃপর হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "**আল্লাহ পাক** আবুল হাসান হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা, শেরে খোদা کَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুক। **আল্লাহ পাকের** কসম! তিনি এমনই ছিলেন।" (উয়ুনুল হিকায়াত, ২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মাওলা আলী মুমিনদের 'অভিভাবক'

হযরত সায়্যিদুনা ইমরান বিন হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اِنَّ عَلِیًّا مِنِّیۡ وَاَنَا مِنۡہُ وَ ھُوَ وَلِیُّ کُلِّ مُؤۡمِنٍ অর্থাৎ "আলী আমার থেকে, আমি আলী থেকে। আর সে প্রত্যেক মু'মিনের অভিভাবক।" (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৩২)

ওয়াসেতা নবিয়ো কে সরওয়ার কা, ওয়াসেতা ছিদ্দিকো উমর কা,
ওয়াসিতা ওছমানো হায়দার কা, ইয়া আল্লাহ মেরী ঝুলি ভর দে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

এখানে অভিভাবক বলতে কী উদ্দেশ্য?

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলছেন: এখানে 'অভিভাবক' বলতে খলিফা তথা প্রতিনিধি উদ্দেশ্য নয় বরং বন্ধু অথবা সাহায্যকারী উদ্দেশ্য। যেমন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেছেন:

اِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّٰہُ وَرَسُوۡلُہٗ وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوا

(পারা: ৬, সূরা: মায়েদা, আয়াত: ৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের বন্ধু নয়, কিন্তু **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূল** এবং ঈমানদারগণ।

www.dawateislami.net

উক্ত স্থানেও 'ওলী' অর্থ সাহায্যকারী। "এই বাণী দ্বারা দুইটি মাসয়ালা বুঝা গেল। একটি হলো; মুছিবতের সময় 'ইয়া আলী মদদ' বলাটা জায়িয। কেননা হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم প্রত্যেক মু'মিনের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যকারী। দ্বিতীয়টি হলো; তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে 'মাওলা আলী' বলাটা জায়িয। কেননা তিনি প্রত্যেক মুসলমানের ওলী তথা অভিভাবক ও মাওলা তথা মুনিব।" (মিরআতুল মানাজীহ, ৮ম খন্ড, ৪১৭ পৃষ্ঠা)

দুশমন কা জোর বাড় চলা হে, ইয়া আলী মদদ! আব জুলফিকারে হায়দারী, পির বে নিয়াম হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

'ইয়া আলী মদদ' বলার যুক্তিকতা জানার জন্যে ...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! 'ইয়া আলী মদদ' বলার মাসয়ালাটির ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য এবং অন্তরের অসংখ্য কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মাকতাবাতুল মদীনা' কর্তৃক প্রকাশিত '**আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ' নামক ভিসিডি টি হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে দেখুন। এছাড়াও এই রিসালার পৃষ্ঠা নম্বর ৫৬ হতে ৯৬ এর মধ্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'আহলে বাইত' কে ভালবাসার ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর হাত ধরে ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে আর সাথে সাথে এদেরকে এবং এদের পিতামাতাকেও ভালবাসে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকবে।" (মুসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ১ম খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭৬)

মুস্তফা ইজ্জত বড়ানে কে লিয়ে তাজিম দে, হে বুলন্দ ইকবাল তেরা দুদ মানে আহলে বাইত।

(যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যার আহলে বাইতের ভালবাসা অর্জিত হবে তাঁর উভয় জগতের সম্মানও অর্জিত হবে। পরকালে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শ মিলবে এবং আহলে বায়তের সদকায় ঐ ব্যক্তির ক্ষমা হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ الله ।

উন দু কা সদকা জিন কো কাহা মেরে ফুল হে,
কিজিয়ে রযা কো হাশর মে খান্দা মিছালে গুল। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আ'লা হযরতের উক্তির ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি ইরশাদ করেছেন, “হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا উভয়ে আমার ফুল।” (তিরমিযী, হাদীস: ৩৭৯৫) এই উভয় জান্নাতী ফুলের সদকায় আহমদ রযাকে কিয়ামত দিবসে ফুলের ন্যায় হাসি খুশিতে রাখুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আলীর পরিবারবর্গের ফযীলত

ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا উভয়ে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এবং হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ও খাদিমা হযরত সায়্যিদাতুনা ফিদ্দা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এই শাহজাদাদ্বয়ের আরোগ্য লাভের জন্য তিনটি রোযার মান্নত করলেন। **আল্লাহ পাক** উভয় শাহজাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে সুস্থতা দান করলেন। অতএব তিনটি রোযা রাখা হলো। হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم তিন ‘ছা’ গম আনলেন। প্রতিদিন এক ‘ছা’ করে (অর্থাৎ ৪ কিলোগ্রাম থেকে ১৬০ গ্রাম কম) তিনদিন রান্না করেন। যখন ইফতার এর সময় ঘনিয়ে আসল, আর তিন রোযাদারের সামনে রুটি রাখা হল, তখন একদিন মিসকিন, একদিন ইয়াতিম এবং একদিন কয়েদী দরজায় হাজির হয়ে যায়, আর রুটি ভিক্ষা চেয়ে বসে। তখন তিনদিনই সব রুটি ঐ সকল ভিক্ষুকদের দিয়ে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

দিলেন। আর শুধুমাত্র পানি দ্বারা ইফতার করে পরবর্তী রোযা পালন করেন।

(খাযাঈনুল ইরফান, ১০৭৩ পৃষ্ঠা কিছুটা সংযোজিত)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ভুকে রাহ কে খুদ আওরো কো খিলা দেতে থে,
কেইসে ছাবির থে মুহাম্মদ কে ঘরানে ওয়ালে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরআনে করীমে **আল্লাহ পাক** আমীরুল মুমিনীন মাওলায়ে কায়োনাত, হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم এর পরিবার পরিজনের ত্যাগের এই ঈমান তাজাকারী ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ﴿۸﴾
اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর আহার করায় তাঁর ভালবাসার উপর মিসকীন, এতীম ও বন্দীকে, তাদেরকে বলে, আমরা একমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে আহার প্রদান করেছি, তোমাদের কাছ থেকে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা চাইনা।" (পারা: ২৯, সূরা: দহর, আয়াত: ৮-৯)

তোমাদের দাঁড়ি রক্তে লাল করে দেবে

হযরত সায়্যিদুনা আম্মার বিন ইয়াছির رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি ও হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم 'গাজওয়ায়ে যিল উশায়রা' নামক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। এই সময় **আখেরী নবী, গায়েবের সংবাদ দাতা, উভয় জগতের সুলতান, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি কি তোমাদেরকে ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না, যারা লোকদের মধ্যে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

সবচেয়ে নিকৃষ্ট? আমরা আরয করলাম; **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অবশ্যই দিবেন। তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গায়েবের সংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করলেন ; (১) সামূদ সম্প্রদায়ের ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ কাদার বিন সালিফ) যে **আল্লাহ**র নবী হযরত সালেহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র উট্নী মোবারকের পা-দ্বয় কেটে দিয়েছিল আর (২) হে আলী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ! ঐ ব্যক্তি যে তোমার মাথায় তরবারীর আঘাতে তোমার দাঁড়ি রক্তে লাল করে দিবে।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৩৪৯)

জিন কা কাউছার হে জান্নাত হে আল্লাহ কি, জিন কে খাদিম পে রাফত হে আল্লাহ কি।
দোস্ত পর জিন কে রহমত হে আল্লাহ কি, জিন কে দুশমন পে লানত হে আল্লাহ কি।
উন সব আহলে মুহাব্বত পে লাখো সালাম।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিন সাহাবীর ব্যাপারে তিন খারেজীর ষড়যন্ত্র

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মাকতাবাতুল মদীনা' কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব 'সাওয়ানেহে কারবালা' এর পৃষ্ঠা নং ৭৬ হতে ৭৭ এর মধ্যে সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করছেন: খারেজী সম্প্রদায়ের এক জগণ্য ব্যক্তি আব্দুর রহমান বিন মুলজাম মুরাদী 'বুরাক বিন আব্দুলাহ তায়মী খারেজী ও আমর বিন বুকাইর তায়মী খারেজীকে মক্কায়ে মুকাররমায় একত্রিত করে মাওলায়ে কায়েনাত হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِىَ اللهُ عَنْهُم اَجْمَعِين এর হত্যা করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করল। আর আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে শহীদ করার জন্য ইবনে মুলজাম দায়িত্ব নিলো এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখ ও চুড়ান্ত করা হলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

অবৈধ প্রেম ইবনে মুলজামের দূর্ভাগ্যের কারণ হলো

'মুসতাদরাক' নামক কিতাবের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: ইবনে মুলজাম এক খারেজীয়া মহিলার প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছিল। ঐ জালিমা খারেজীয়া মহিলা বিয়ের মহর হিসেবে তিন হাজার দিরহাম ও **আল্লাহ**র পানাহ! হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর হত্যা দাবি করে বসল। (মুসতাদরাক, ৪র্থ খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪৭৪৪) ইবনে মুলজাম কূফায় পৌঁছল এবং ওখানকার খারেজীদের সাথে একত্রিত হলো আর গোপনে তাদেরকে তার অপবিত্র ইচ্ছার কথা জানাল। তখন তারাও তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করল।

শাহাদাতের রাত

এই রমজানুল মোবারক মাসে (৪০ হিজরী) তাঁর كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এটা নিয়ম ছিল, একরাতে হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর কাছে, এক রাতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর কাছে এবং এক রাতে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুলাহ ইবনে জাফর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর কাছে ইফতার করতেন আর তিন লোকমার বেশি খাবার খেতেন না এবং কম খাওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন: আমার নিকট এটা খুবই ভাল মনে হয় যে, "**আল্লাহ**র সাথে সাক্ষাতকালে আমার পেট যেন খালি হয়।" শাহাদাতের রাতে তো এই অবস্থা অব্যাহত ছিল যে তিনি বার বার ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন আর আসমানের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন: **আল্লাহ**র কসম! আমাকে কোন সংবাদ মিথ্যা দেয়া হয়নি। এটা ঐ রাত যার ওয়াদা করা হয়েছে। (বস্তুত তাঁর كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم নিকট নিজের শাহাদাতের খবর পূর্ব থেকেই জানা ছিল।) (সাওয়ানেহে কারবালা, ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

হত্যামূলক আক্রমন

৪০ হিজরীর ১৭ই (অথবা ১৯ শে) রমজানুল মোবারক জুমার রাতে হাছনাঈনে কারীমাইনের আব্বাজান, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم সাহারীর সময় জাগ্রত হলেন। মুয়াজ্জিন এসে ডাক দিলেন আর বললেন: নামায, নামায! আর তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم নামায পড়ার জন্যে ঘর থেকে বের হলেন। রাস্তায় লোকদের নামাযের জন্য ডাকতে ডাকতে মসজিদের দিকে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ দূর্ভাগা ইবনে মুলজাম খারেজী মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর উপর তরবারীর এমন এক মারাত্মক আঘাত হানল, যার তীব্রতায় তিনি كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর কপাল কান পর্যন্ত কেটে গেল, তরবারী মগজ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এতটুকুতে চারপাশ থেকে লোকজন দৌঁড়ে এল, ঐ দূর্ভাগা খারেজীকে ধরে ফেলল। এমন মর্মান্তিক দূর্ঘটনার ২ দিন পর হযরত আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। (তারীখুল খুলাফা, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

তাঁর উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইবনে মুলজাম এর লাশের টুকরোকে পুড়ে ছাই করা হলো

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাছান, সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন ও সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন জাফর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم গোসল দেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ জানাযার নামায পড়ান, রাতে রাজধানী কূফায় দাফন করেন। লোকেরা ইবনে মুলজাম এর মত অসৎ ও মন্দ পাপিষ্ঠের দেহকে টুকরো টুকরো করে একটি ঝুড়িতে রেখে আগুন লাগিয়ে দিল, আর তা জ্বলে পুড়ে ছাঁই হয়ে গেল। (তারীখুল খুলাফা, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মাওলা আলী এর হত্যাকারীর শাস্তির হৃদয় কাঁপানো ঘটনা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মাকতাবাতুল মদীনা' কর্তৃক প্রকাশিত "ফয়যানে সুন্নাত" ২য় খন্ডের অন্তর্ভুক্ত ৫০৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত অধ্যায় "গীবত কী তাবাকারিয়া" এর ১৯৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: ইছমা আব্বাদানি বলেন: আমি জঙ্গলে ঘুরছিলাম। তখন আমি একটি গীর্জা দেখতে পেলাম। গীর্জায় এক পাদ্রী ছিল। ঐ পাদ্রীকে আমি বললাম, আপনি এই বিরান ভূমিতে সবচেয়ে আশ্চর্য ও অলৌকিক বস্তু যা দেখেছেন তা আমাকে বলুন! তখন তিনি বললেন: আমি একদিন এখানে উট পাখির ন্যায় একটি দৈত্যদেহী সাদা পাখি দেখলাম। সে ঐ পাথরটির উপর বসে বমি করল। বমির সাথে একটি মানুষের মাথা বেরিয়ে আসল। সে বমি করতেই চলল আর এর সাথে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেরিয়ে আসতে লাগল। আর খুব দ্রুততার সাথে একটি অঙ্গ অপরটির সাথে জোড়া লাগতে রইল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তা একটি পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয়ে গেল! ঐ মানুষটি যখনই উঠার চেষ্টা করল, তখনই ঐ দৈত্যদেহী পাখিটি তাকে ঠোকর মারল, তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলল। অতঃপর তাকে গিলে ফেলল। অনেকদিন পর্যন্ত আমি এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে রইলাম। **আল্লাহ**র কুদরতের উপর আমার বিশ্বাস বেড়ে গেল যে, **আল্লাহ পাক** মৃত্যুর পরে জীবিত করতে সক্ষম, একদিন আমি ঐ দৈত্যদেহী পাখিটির কাছে গেলাম এবং তার কাছে জানতে চাইলাম যে, ওহে পাখি! আমি তোমাকে ঐ সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন! এবার যখন ঐ লোকটির গঠন পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন তুমি তাকে একটু ছেড়ে দিও, যাতে আমি তার সাথে কথা বলতে পারি! তখন ঐ পাখিটি সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় বলল: "আমার **আল্লাহ** সব কিছুর বাদশাহ। প্রতিটি বস্তু ধ্বংসশীল আর তিনিই একমাত্র চিরস্থায়ী। আমি তাঁর একজন ফিরেস্তা, এই ব্যক্তির উপর আমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে, যেন গুনাহের শাস্তি দিতে থাকি।" যখন বমিতে ঐ মানুষ বের হলো, তখন আমি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: ওহে নিজ আত্মার উপর জুলুম কারী ব্যক্তি! তুমি কে? আর তোমার এ অবস্থা কেন? সে উত্তর দিল: আমি হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর হত্যাকারী আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম। যখন আমি মারা গেলাম তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে আমার রূহ হাজির হলো। তিনি আমাকে আমার আমলনামা দিলেন, যাতে আমার জন্ম থেকে হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে শহীদ করা পর্যন্ত সকল পূণ্য এবং গুনাহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর **আল্লাহ পাক** এই ফিরিশতাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত আযাব দেয়। এতটুকু বলে সে চুপ হয়ে গেল আর দৈত্যদেহী পাখিটি তার উপর ঠোকর মেরে তাকে গিলে ফেলল এবং চলে গেল। **(শরহুস সুদুর, পৃষ্ঠা ১৭৫)**

যৌন চাহিদার অনুসরনের ভয়ানক পরিণতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর হত্যাকারী খারেজী, বাতিল, পথভ্রষ্ট ছিল আর তার কেমন ভয়ানক পরিণতি ঘটেছে! ঐ হতভাগা কেন এত বড় গুনাহ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল যেমনিভাবে তা প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে: সে এক খারেজীয়া মহিলার প্রেমে আসক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ খারেজীয়া মহিলাটি বিয়ের মোহরানা এটাই নির্ধারণ করেছিল যে, তোমাকে হযরত আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে শহীদ করতে হবে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! দুনিয়ার প্রেমে ইবনে মুলজাম অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর সে হযরত মাওলা মুশকিল কুশা, আলী মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে শহীদ করে দেয়। এই হতভাগার তো ঐ মহিলার সাক্ষাত পাওয়াটা মাটিতে মিশে ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। হাতে নাতে তার এই সাজা মিলল যে, লোকেরা দেখতে না দেখতেই তাকে ধরে ফেলল। অবশেষে তার শরীরকে টুকরো টুকরো করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হল, সে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তার জন্য মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ভয়ানক শাস্তির কথা আপনারা এই মাত্র জানলেন। ঐ দূর্ভাগাটি না এদিকের রইল না ওদিকের! হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সত্য বলেছেন, "সামান্য সময়ের জন্য যৌন চাহিদার অনুসরণ করাটা দীর্ঘ পেরেশানীর কারণ হয়ে যায়। (ইমাম বায়হাকী প্রণীত আয যুহদুল কবীর, ১৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৩৪৪)

সাহাবায়ে কিরামদের মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার সাহাবীদেরকে মন্দ বলো না। কেননা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ উহুদ (পাহাড়) সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও তাঁদের এক মুদ (ওজনের একটি পরিমাপ) সমপরিমাণ স্তরে পৌঁছবে না, এমন কি অর্ধেকেরও নয়।" (বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৩৬৭৩)

জিতনে তারে হে উস ছেরখে যি জা কে, জিস কদর মা পারে হ্যায় উস মাহ কে,
জা নশি হ্যায় জো মরদে হক আগাহ কে, আওর জিতনে হ্যায় শাহজাদে উস শাহ কে,
উন সব আহলে মাকানত পে লাখো সালাম।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেছেন: ৪ মুদে এক ছা হয়ে থাকে, আর এক ছা এর পরিমাণ হলো সোয়া ৪ সের। অতএব ১ মুদ এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ সের আধা পোয়া অর্থাৎ আমার সাহাবী যদি সোয়া ৪ সের এর সমপরিমাণ গম দান করে আর তাঁরা ছাড়া অন্য কোন মুসলমান চাই গাউছ, কুতুব হোক অথবা সাধারণ মুসলমান পাহাড় ভর্তি স্বর্ণ দান করে তবে তাদের স্বর্ণ দান করাটা **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য অর্জন ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে সাহাবীদের সোয়া সের গম সদকা করার সম মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না। এমনই অবস্থা রোযা, নামায এবং প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে। যখন মসজিদে নববী শরীফের নামায অন্য স্থানের নামাযের চেয়ে ৫০ হাজার গুণ বেশি মর্যাদা রাখে তখন যারা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শ আর দীদার দ্বারা ধন্য হয়েছেন তাঁদের ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে। এই হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আলোচনা সর্বদা উত্তম ভাষায় করা চাই। কোন সাহাবীকে অতি নিম্নমানের শব্দ দ্বারা স্মরণ করো না। ঐ সকল সম্মানিত সাহাবায়ে কিরাম যাদেরকে **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শের জন্য নির্বাচন করেছেন। যখন দয়ালু বাবা নিজ সন্তানকে কখনও খারাপ লোকদের সংস্পর্শে থাকতে দেন না, তবে মেহেরবান **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কীভাবে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে থাকাটা পছন্দ করবেন?

রাসূলুল্লাহ তায়্যিব, উনকে ছব সাথী ভী তাহের হে,
চুনীদা বাহরে পা-কা হযরতে ফারুকে আ'যম হে।

(মিরআতুল মানাযীহ, ৮ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সকল সাহাবায়ে কিরাম ও সম্মানিত আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা প্রদর্শন ও দৃঢ় বিশ্বাস সৌভাগ্য اَلْحَمْدُ لِلّٰه শুধুমাত্র আহ্লে সুন্নাতের অনুসারীদের ভাগ্যেই জুটেছে। ইসলাম ধর্মে অটলতা পাওয়ার জন্যে, সাহাবী ও আহলে বাইতের ভালবাসার সুধা নিজে পান করে অন্যদেরও পান করানোর লক্ষ্যে এবং আউলিয়া কিরামদের বিশেষ দয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। কেননা এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা উভয় জগতে সফলতা লাভের অন্যতম মাধ্যম। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে ভ্রান্ত আকীদা ও আমলের নোংরামী আর নাপাকী থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং সত্যের উপর অটল থাকার পরিপূর্ণ ধ্যান ধারণা তৈরী হয়। আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়ানো জন্য একটি ঈমান সতেজকারী মাদানী বাহার পেশ করা হচ্ছে। যেমন:-

ভ্রান্ত আকীদা থেকে তাওবা

লতীফাবাদ, হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্দ) এর এক ইসলামী ভাই কিছুটা এমন বর্ণনা দিয়েছিলেন: কিছু অসৎ লোকের সংস্পর্শে উঠাবসার কারণে আমার ধ্যান-ধারণা একেবারে খারাপ হয়ে যায়, আমি তিন বছর পর্যন্ত ঘরে ওরশ শরীফ, মীলাদ শরীফ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় বাড়াবাড়ি করতে থাকি। প্রথম জীবনে দুরূদ শরীফের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা ছিল কিন্তু খারাপ সংস্পর্শের কারণে দুরূদ শরীফ পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। হঠাৎ একবার আমি দুরূদ শরীফের ফযীলত পড়লাম তখন পুরনো উৎসাহ পূনরায় জেগে উঠল আর আমি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পড়ার অভ্যাস গড়ে নিলাম। একরাতে যখন দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে শুয়ে গেলাম اَلْحَمْدُ لِلّٰه স্বপ্নে সবুজ গম্বুজের যিয়ারত নসীব হয়ে গেল আর অনাকাঙ্খিতভাবে আমার মুখ থেকে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله এর ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে গেল। সকালে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম তখন আমার হৃদয়ের গভীরে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। আমি সন্দেহে পড়ে গেলাম যে তাহলে সঠিক পথ কোনটি? সৌভাগ্যবশত হঠাৎ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলা আমাদের ঘরের পাশেই একটি মসজিদে আসল। তখন কেউ আমাকে মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত দিল। যেহেতু আমি সন্দেহে ছিলাম সেহেতু সত্যের সন্ধানে আমি মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। আমি সাদা পাগড়ী পরিহিত ছিলাম কিন্তু সবুজ পাগড়ী ধারী মাদানী কাফেলার ইসলামী ভাইয়েরা সফরের মধ্যে আমার কোন সমালোচনা করল না, আমার উপর কোন ঠাট্টা বিদ্রুপ ও করল না। বরং আমি যে নতুন সেটা আমাকে বুঝতেই দিল না। আমীরে কাফেলা মাদানী ইনআমাত এর পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সেটার উপর আমল করার পরামর্শ দিলেন। আমি গভীরভাবে মাদানী ইনআমাত পড়ে দেখলাম আর তখনই চমকে উঠলাম! কেননা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

এতই সুন্দর শিক্ষণীয় মাদানী ফুল আমি জীবনে এই প্রথম বার পড়লাম। আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ এবং মাদানী ইনআমাত এর বরকতে আমার উপর **আল্লাহ পাকের** বিশেষ দয়া হলো। আমি মাদানী কাফেলার সকল মুসাফির ইসলামী ভাইদের একত্রিত করে ঘোষণা করলাম যে, কাল পর্যন্ত আমি বদ আকীদায় বিশ্বাসী ছিলাম আর এখন আপনারা সবাই স্বাক্ষী হয়ে যান যে, আজ থেকে আমি তাওবা করছি এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নিয়্যত করছি। ইসলামী ভাইয়েরা তাঁর উপর খুবই খুশী হলেন। পরবর্তী দিন আমি ৩০ টাকার এক প্রকারের মিষ্টি দ্রব্য কিনে এনে শাহেন শাহে বাগদাদ, হুযুর গাউছে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফাতেহার আয়োজন করলাম, নিজ হাতে তা বণ্টন করলাম। আমি ৩৫ বছর ধরে শ্বাস কষ্ঠের রোগে ভুগছিলাম। কোন রাত আমার কষ্ট ছাড়া কাটত না। এছাড়াও আমার ডান পাশের মাড়ির দাঁতে ব্যথা ছিল, যার কারণে আমি ভালভাবে খাবার খেতে পারতাম না। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলার বরকতে সফরের সময়ে আমার শ্বাসের কোন ধরণের কষ্ট হল না, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমি ডান পাশের মাড়ির দাঁত দ্বারা এখন বিনা কষ্টে খাবার খেতে পারছি। আমার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আকায়েদে আহলে সুন্নাত সত্যপন্থী, আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পবিবেশ **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে গ্রহণযোগ্য।

ছায়ে গর শায়তানাত, তু করে দের মত,
কাফিলে মে চলে, কাফিলে মে চলো।
সোহবতে বদ মে পড়, কর আকীদা বিগড়,
গর গিয়া হো চলে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু লোক **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে থাকে। তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ভাল ভাল নিয়্যতের সাথে কিছু প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন করা হচ্ছে। যদি একবার পড়ে অন্তরের প্রশান্তি না পান তবে তিন বার পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله অন্তর খুলে যাবে, সত্য কথা অন্তরে স্থান পাবে, কুমন্ত্রণা দূর হবে এবং অন্তরের প্রশান্তি নছীব হবে।

হযরত আলীকে মুশকিল কোশা বলা কেমন?

প্রশ্ন (১): হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে মুশকিল কোশা বলা কেমন? শুধুমাত্র **আল্লাহই** মুশকিল কোশা নয় কি?

উত্তর: মুশকিল কোশা শব্দের অর্থ হচ্ছে, "বিপদ দূরকারী, বিপদে সাহায্যকারী।" নিঃসন্দেহে প্রকৃত অর্থে **আল্লাহই** মুশকিল কোশা। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহে নবীগণ, সাহাবায়ে কিরাম, এবং আউলিয়াগণ এমনকি সাধারণ মানুষও মুশকিল কোশা ও সাহায্যকারী হতে পারে। এটাকে সাধারণভাবে বুঝে নেয়ার উদাহরণ হচ্ছে। যেমন; পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বোর্ড লাগানো রয়েছে "সাহায্যকারী পুলিশ ফোন নম্বর ১৫"। প্রত্যেকে এটা জানে পুলিশ চোর, ডাকাত ইত্যাদি থেকে বাঁচানোর কাজে, শত্রুর ক্ষতি এবং অন্যান্য বিপদ জনক স্থানে মুশকিল কোশা অর্থাৎ সাহায্য করার যোগ্যতা রাখে। মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে যে সকল সাহাবীরা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন, সেখানে তাঁদের সাহায্যকারী সাহাবীদেরকে 'আনছার' বলা হয়। আর 'আনছার' শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহায্যকারী। এগুলো ছাড়াও অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। যখন পুলিশ মুশকিল কোশা হতে পারে, সমাজের মেম্বার বিপদ দূরকারী হতে

www.dawateislami.net

পারে, চৌকিদার যদি সাহায্যকারী এবং কাযী বা বিচারক যদি প্রার্থনা শ্রবণকারী হতে পারে তবে **আল্লাহ পাকের** দয়ায় হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কেন মুশকিল কোশা হতে পারবে না?

কেহদে কোয়ি ঘিরা হে বালাউ নে হাসান কো,
আয় শেরে খোদা বাহরে মদদ তেগে বকফ্ জা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

'মাওলা আলী' বলা কেমন?

প্রশ্ন (২): মাওলানা সাহেব! মাফ করবেন, এখনই আপনি 'মাওলা আলী' বলেছেন, মূলত 'মাওলা' হচ্ছেন শুধুমাত্র **আল্লাহ**ই।

উত্তর: নিঃসন্দেহে প্রকৃত অর্থে **আল্লাহ পাক**ই মাওলা। কিন্তু রূপক অর্থে অন্যদেরকেও মাওলা বলাতে দোষের কিছু নেই। আজকাল ওলামায়ে কিরাম বরং দাঁড়ি বিশিষ্ট সাধারণ মানুষকেও'মাওলা' বলে সম্বোধন করা হয়। কখনও কি আপনি 'মাওলানা' শব্দের অর্থের উপর গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন? যদি না করে থাকেন তবে শুনে নিন। 'মাওলানা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আমাদের মাওলা' দেখুন প্রশ্নেও 'মাওলানা' অর্থাৎ 'আমাদের মাওলা' বলাতে কোন কুমন্ত্রণা আসে না, তখন 'মাওলা আলী' বলাতে কেন কুমন্ত্রণা আসছে? اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পড়ে শয়তানকে তাড়িয়ে দিন এবং মনে ভরসা রাখুন যে 'মাওলা আলী' বলাতে কোন প্রকারের ক্ষতি নেই বরং হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم 'মাওলা' হওয়ার ব্যাপারটি তো হাদীসে পাকে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং শুনুন এবং 'আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর ভালবাসায়' আনন্দে মেতে উঠুন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা

নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ كُنۡتُ مَوۡلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوۡلَاهُ অর্থাৎ "আমি যার (মাওলা) বন্ধু, আলীও তার (মাওলা) বন্ধু।" (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৩৩)

'মাওলা আলী' এর অর্থ

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ এই হাদীসে পাক 'আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা' এর ব্যাখ্যায় বলেন: মাওলা শব্দটির বহু অর্থ রয়েছে। যেমন: বন্ধু, সাহায্যকারী, আযাদকৃত গোলাম, গোলামকে আযাদকারী মাওলা। এই হাদীসে পাকে মাওলার অর্থ খলীফা বা বাদশাহ নয়। এখানে মাওলা অর্থ: বন্ধু, প্রিয়, অথবা সাহায্যকারী অর্থে ব্যবহৃত আর প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم মুসলমানদের বন্ধুও এবং সাহায্যকারীও। এ কারণে তাঁকে 'মাওলা আলী' বলে থাকে। (মিরআতুল মানাজীহ, ৮ম খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা) কোরআনে পাকে **আল্লাহ পাক**, জিব্রাঈল আমীন এবং নেককার মুমিনদেরকে 'মাওলা' বলা হয়েছে। যেমন পারা ২৮ সূরাতুত তাহরীম, আয়াত: নং-৪ এর মধ্যে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করছেন:

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوۡلٰىهُ وَ جِبۡرِيۡلُ وَ صَالِحُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তবে নিশ্চয় **আল্লাহ** তার সাহায্যকারী এবং জিব্রাঈল ও সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনগণ।" (পারা: ২৮, সূরা: তাহরীম, আয়াত: ৪)

কাহা জিসনে ইয়া গাউছ! আগিছনি তু দম মে,
হার আ-য়ি মুছিবত টলি গাউছে আযম। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

মুফাসসিরীনদের মতে 'মাওলা'র অর্থ

প্রশ্ন (৩): আপনি 'মাওলা' শব্দের অর্থ সাহায্যকারী লিখেছেন। অন্যান্য মুফাস্‌সিরীনগণও কি এই অর্থের ব্যাপারে একমত!

উত্তর: কেন একমত হবেন না! অবশ্যই একমত। বহু সংখ্যক তাফসীরের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ৬টি তাফসীরের কিতাবের নাম উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেগুলোর মধ্যে এই আয়াতে মোবারকার মধ্যে আসা 'মাওলা' শব্দটির অর্থ বন্ধু এবং সাহায্যকারী লিখেছেন।

{(১) তাফসীরে তাবারী, ১২তম খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, (২) তাফসীরে কুরতুবী, ১৮তম খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, (৩) তাফসীরে কবীর, ১০ম খন্ড, ৫৭০ পৃষ্ঠা (৪) তাফসীরে বাগাবী, ৪র্থ খন্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা, (৫) তাফসীরে খাযেন, ৪র্থ খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, (৬) তাফসীরে নাসাফী, ১২৫৭ পৃষ্ঠা। নিম্নে ঐ ৪টি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে যার মধ্যে উক্ত আয়াতে মোবারকায় আসা 'মাওলা' শব্দটির অর্থ 'সাহায্যকারী' করা হয়েছে। (১) তাফসীরে জালালাইন, ৪৬৫ পৃষ্ঠা, (২) তাফসীরে রূহুল মাআনী, ২৮তম খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, (৩) তাফসীরে বায়যাবী, ৫ম খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা, (৪) তাফসীরে আবি সুউদ, ৫ম খন্ড, ৭৩৮ পৃষ্ঠা}

ইয়া খোদা বাহরে জনাবে মুস্তফা ইমদাদ কুন,
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আয বাহরে খোদা ইমদাদ কুন। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর সুন্দর ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪): সুরা ফাতিহায় রয়েছে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ 'আমরা তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি' সুতরাং অন্য কারো থেকে সাহায্য প্রার্থনা করাটা শিরিক হবে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

উত্তর: উক্ত আয়াতে সাহায্য প্রার্থনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃত সাহায্য। অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**কে প্রকৃত মহা ক্ষমতাধর মনে করে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, ‘**ওহে দয়ালু প্রতিপালক!** আমরা তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, এ বিষয়টি আসলে বান্দা থেকে সাহায্য চাওয়াটা শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** একান্ত অনুগ্রহের মাধ্যমে (তাদের থেকে চাওয়া) বুঝানো হচ্ছে, যেমন সূরা ইউসূফ রয়েছে:

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “নির্দেশ নেই, কিন্তু **আল্লাহর**ই।” (পারা: ১২, আয়াত: ৪০) অন্যত্র সূরা-বাকারা মধ্যে রয়েছে:

لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “তাঁরই যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে। এবং যা কিছু যমীনে।” (পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৫৫)

অবশেষে আমরা বিচারককে ফায়সালাকারী ও মেনে থাকি আবার নিজেদের জিনিস সমূহের মালিকানা ও দাবী করে থাকি। অর্থাৎ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল ফয়সালাকারী ও মূল মালিকানা কিন্তু বান্দাদের ক্ষেত্রে **আল্লাহ পাকের** দয়াক্রমে উদ্দেশ্য। (জা'আল হক, ২১৫ পৃষ্ঠা)

পবিত্র কুরআনে করীমের কতিপয় স্থানে গাইরুল্লাহকে সাহায্যকারী বলে আখ্যা দিয়েছে। এরই আওতায় ৪টি আয়াত আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যেমন,

(১) وَ اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” (পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ৪৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ধৈর্য কি **আল্লাহ?** যার সাহায্য প্রার্থনার হুকুম দেওয়া হয়েছে? নামায কি **আল্লাহ?** যার সাহায্য প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

(২) وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "সৎ ও পরহেজগারীর উপর একে অপরকে সাহায্য কর।" (পারা: ৬, সূরা: মায়িদা, আয়াত: ২)

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া যদি সাধারণভাবে অসম্ভব হয়ে থাকে, তা হলে এই আয়াতের মাধ্যমে **আল্লাহ পাকের** হুকুমের মূল অর্থ কী?

(৩) اِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ یُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿۵۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তোমাদের বন্ধুই হল **আল্লাহ**, তাঁর রাসূল আর যারা ঈমান এনেছে যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর **আল্লাহর** উদ্দেশ্যে অবনত হয়ে থাকে।" (পারা: ৬, সূরা: মায়িদা, আয়াত: ৫৫)

(৪) وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ ۘ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারীরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু স্বরূপ।" (পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৭১)

উক্ত আয়াতটির তাফসীর এভাবে করা হয়েছে: তারা পরস্পর দ্বীনি ভালবাসা ও সদ্ব্যবহার বজায় রাখেন। এবং একে অপরের সাহায্যকারী ও সহযোগী। (খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৭১)

সহীহ ইসলামী আকীদা অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি এই আকীদা পোষণ করত: নবী-ওলীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে যে, এরা **আল্লাহ পাকের** অনুমোদন ছাড়া নিজে লাভ-ক্ষতির মালিক: এ হল নিঃসন্দেহে শিরিক। বরং এর বিপরীতে কেউ যদি বাস্তব সাহায্যকারী, লাভ-ক্ষতির আসল মালিক **আল্লাহকে**

মেনে অন্য কাউকে বা কোন বস্তুকে রূপক অর্থে কেবল **আল্লাহ**র দান হিসাবে সাহায্যকারী মনে করত: সাহায্য প্রার্থনা করে তা হলে কখনও শিরিক হবে না। আর আমাদের আকীদাও এটিই। যাই হোক, সূরা: ফাতিহার اِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ 'আমরা তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি' আয়াতটি অবশ্যই সত্য। কিন্তু শয়তানের ধ্বংস হোক, শয়তান মানুষের মনের মাঝে কুমন্ত্রণা দিয়ে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করতে চায়। লক্ষ্য করুন, আয়াতে মোবারাকাটিতে জীবিত-মৃত বিশেষিত না করে বরং সাধারণভাবে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাক** ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতটির শাব্দিক অর্থের দিক থেকে যা 'কুমন্ত্রণা ওয়ালারা' বুঝেছে অন্যের কথা দূরে থাক তারা নিজেরাও তো 'শিরিক' থেকে বাঁচতে পারে না। যেমন, ভারী কোন বোঝা মাটিতে রাখা হল। উঠানো সম্ভব হচ্ছে না। কাউকে আহ্বান করে বলল, দয়া করে আমার বোঝাটি একটু উঠিয়ে দেবেন কি? তাদের সেই কুমন্ত্রণা অনুযায়ী এটি শিরিক হলো কি না? অনুরূপ হাজার হাজার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ব্যস, চতুর্দিকেই তো **আল্লাহ** ছাড়া অন্যদের নিকট হতে সাহায্য চাওয়ার অগণিত দৃশ্য রয়েছে। যেমন, 'ইনফাক ফি সবিলিল্লাহ' বা **আল্লাহ**র রাস্তায় ব্যয় করার অনেক ক্ষেত্রে মূল দাবীই "পারস্পরিক সহযোগীতা"! এতে সদকা, দান, ফিতরা, যাকাত, মসজিদ ও মাদ্‌রাসার জন্যে চাঁদা ও দান, কোরবানীর চামড়া উঠানো, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ইত্যাদি ইত্যাদি সবগুলোর স্বার্থ হল সাহায্য, সাহায্য এবং সাহায্যই। আরো একটু সামনে অগ্রসর হলে দেখতে পাবেন, মাজলুমদের সাহায্যার্থে রয়েছে আদালত, অসুস্থদের সাহায্যার্থে রয়েছে হাসপাতাল, দেশের অভ্যন্তরীন বাসিন্দাদের সাহায্যার্থে রয়েছে পুলিশের ব্যবস্থাপনা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্যে রয়েছে সামরিক শক্তি, সন্তানদের লালন পালনের সাহায্যার্থে পিতামাতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য শিক্ষাকেন্দ্রের প্রয়োজন। মোটকথা জীবনে প্রতিটা ক্ষেত্রে **আল্লাহ** ব্যতিত অন্য কারো সাহায্য

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বরং মৃত্যুবরণ করার পর কাফন দাফনের ক্ষেত্রে **আল্লাহ** ব্যতীত অপরের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত ইছালে সাওয়াব এর মাধ্যমে সাহায্যের প্রয়োজন এবং আখেরাতেও সব চাইতে বেশি সাহায্যের প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে **প্রিয় আক্বা নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত। এগুলো সবই **আল্লাহ** ছাড়া অন্যদের সাহায্যের বাস্তব উদাহরণ।

আজ লে উন কি পানাহ আজ মদদ মাঙ্গ উন ছে,
ফির না মানেঙ্গে কিয়ামত মে আগর মা-ন গেয়া। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য কামনার ক্ষেত্রে হাদীসে পাকে উৎসাহ

প্রশ্ন (৫): আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে উৎসাহ দানের কিছু হাদীসে পাকের বর্ণনা দিন।

উত্তর: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে প্রেরণা দায়ক দু’টি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করুন।

❀ “আমার দয়ালু অন্তরের অধিকারী উম্মতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো, রিযিক পাবে।” **(জামে ছগীর, ইমাম সুয়ূতী প্রণীত, ৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১০৬)**

❀ “কল্যাণ এবং নিজের বিপদে সাহায্য উত্তম চেহারা বিশিষ্ট লোকদের থেকে চাও।” **(ইমাম তাবরানী প্রণীত মু’জমে কবীর, ১১তম খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১১১০)**

আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন: “দয়া আমার দয়ালু বান্দাদের কাছ থেকে চাও, তাদের আশ্রয়ে আরামে থাকবে, কেননা আমি আপন রহমতকে তাঁদের মাঝে রেখেছি।” **(মসনদে শিহাব, ১ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭০০)**

www.dawateislami.net

অন্ধের চোখ মিলে গেল

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, এক অন্ধ সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمএর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করুন, যেন আমি দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যায়। ইরশাদ করলেন: "যদি তুমি চাও তাহলে দোয়া করব, অন্যথায় ধৈর্যধারণ কর। আর এটা তোমার জন্য উত্তম হবে।" তিনি আরয করলেন: **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া করে দিন। তখন তাকে নির্দেশ দেয়া হল: অযু কর এবং ভালভাবে অযু কর আর দুই রাকাত নামায পড়ে এই দোয়াটি পড়ো:

اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ اَتَوَسَّلُ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيۡكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحۡمَةِ ط

يَا مُحَمَّدُ(১) اِنِّیۡ تَوَجَّهۡتُ بِكَ اِلٰى رَبِّيۡ فِيۡ حَاجَتِيۡ هٰذِهٖ لِتُقۡضٰى لِيۡ ط اَللّٰھُمَّ فَشَفِّعۡهُ فِيَّ ط

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং উছিলা পেশ করছি আর তোমারই প্রতি মনোনিবেশ করেছি **তোমার নবী মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে, যিনি দয়ালু নবী। আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের প্রতি আমার হাজত সমূহ নিয়ে মনোনিবেশ হচ্ছি, যাতে আমার হাজত সমূহ পূর্ণ হয়ে যায়। হে **আল্লাহ**! তাঁর সুপারিশ তুমি আমার পক্ষে কবুল করে নাও।

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, **আল্লাহর** কসম! আমরা উঠতেই পারলাম না, কথা বলছিলাম। এমন সময় সে আমাদের নিকট এল। মনে হল যেন, সে কখনও অন্ধই ছিল না! (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৮৫। তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৮৯। আল মুজামুল কবীর, ৯ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৩১১)

---

(১) এই দোয়াটি ওযীফা হিসেবে পাঠ করার সময় "ইয়া মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর স্থলে **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! বলবেন। (এর প্রমাণ ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের ৩০ তম খন্ডের রিসালা "তাজালিল ইয়াক্বীন" এর পৃষ্ঠা নং ১৫৬-১৫৭ এর মধ্যে দেখুন)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ’ সম্পন্ন দোয়ার বরকতে কাজ হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই পবিত্র হাদীস থেকে দূর থেকে ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ’ বলার অনুমতি পাওয়া যায়। কেননা, সেই সাহাবী আলাদা হয়ে এক কোণায় গিয়ে চুপি চুপি **‘ইয়া রাসূলাল্লাহ’** বলে আহবান করেছেন। আর সত্য হলো, এই অনুমতিটি সেই অন্ধ সাহাবীটির জন্য বিশেষিত ছিল না। বরং ওফাতের পর প্রকাশ্যভাবে কিয়ামত সংঘঠিত হওয়া পর্যন্ত এর বরকতগুলো বিদ্যমান রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমীরুল মুমিনীন, জামেউল কুরআন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফত কালে এই দোয়াটি এক অভাবীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তাবারানী শরীফে রয়েছে: কোন ব্যক্তি তার কোন হাজত নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দরবারে হাজির হয়। তখন তিনি বললেন: অযু করে নাও। এর পর মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে নাও। অতঃপর এই প্রার্থনাটি কর: (এখানে সেই দোয়াটিই শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যা এক্ষুণি হাদীস শরীফের আগের পৃষ্ঠায় উল্ল্যেখ করা হয়েছে) এবং (বললেন, এই দোয়ার শেষ শব্দ) ‘হাজতী’ জায়গায় তোমার হাজতের নাম নেবে। লোকটি চলে গেল। যা তাকে বলা হয়েছিল সে তাই করল। তার হাজত পূর্ণ হল।

(আল মুজামুল কবীর, ৯ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৩১১)

ওফাতের পর নবী করীম ﷺ সাহায্য করলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বোখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত ইমাম ইবনে আবি শায়বা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেছেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সময় একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিল। এক ভদ্রলোক **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রওজা শরীফে হাজির হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার উম্মতদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

কেননা, লোকজন অনাবৃষ্টিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই ভদ্র লোকটিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ইরশাদ করলেন:তুমি ওমরের নিকট গিয়ে আমার সালাম বলবে। আর তাঁকে বলে দাও যে, বৃষ্টি হবে।

(মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ৭ম খন্ড, ৪৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫)

সেই ভদ্রলোকটি ছিলেন রাসুলের সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা বেলাল বিন হারেছ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেছেন: এই বর্ণনাটি ইমাম ইবনে আবি শায়বা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ সহীহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী, ৩য় খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০১০)

গম ও আলাম কা মারা হোঁ আকা বে সাহারা হোঁ,
মেরি আসান হো হার এক মুশকিল ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য করুন

প্রশ্ন (৬): কোন ব্যক্তি যদি বনে-জঙ্গলে কোন মুসিবতের শিকার হয়, তখন সে বাঁচার জন্য কী করতে পারে?

উত্তর: আল্লাহ পাকের পাক দরবারে অঝোর নয়নে কেঁদে কেঁদে দোয়া করবে। কারণ, প্রকৃত তিনিই হাজত পূর্ণ করেন এবং সমস্যা সমাধান করে দেন। তাছাড়া বিশুদ্ধ মনে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্য শিক্ষাগুলোর উপর আমল করবে। এমন সময়ের জন্য কী শিক্ষা রয়েছে তাও দেখুন। যথা; **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের কারো কোন জিনিস যদি হারিয়ে যায়, অথবা কেউ যদি পথ হারিয়ে ফেলে, সাহায্যের প্রয়োজন হয়, কিংবা সে এমন জায়গায় অবস্থান করে যেখানে কোন সাহায্যকারী (বন্ধু-বান্ধব) নেই, তা হলে তার উচিত হবে এভাবে আহ্বান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

করা: يَا عِبَادَ اللهِ اَغِيْثُوْنِيْ يَا عِبَادَ اللهِ اَغِيْثُوْنِيْ অর্থাৎ হে **আল্লাহ**র বান্দারা! আমাকে সাহায্য করুন। হে **আল্লাহ**র বান্দারা! আমাকে সাহায্য করুন। কেননা, **আল্লাহ**র এমন কিছু বান্দা সর্বত্র রয়েছেন যাদের সে দেখতে পায় না।”

(আল মুজামুল কবীর, ১৭তম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯০)

হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণিত উক্ত হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: কিছু কিছু গ্রহণযোগ্য ওলামায়ে কিরাম বলেছেন: এই হাদীসটি হাসান। মুসাফিরদের এর প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর মাশায়িখে কিরামগণ বলেছেন: এটি একটি পরীক্ষিত আমল।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫ম খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

বনে জন্তু পালিয়ে গেলে ...

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের কারো বাহন (জন্তু) যদি কোন বিরাণ ভূমিতে বা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায়, তা হলে এভাবে ডাক দেবে:

يَا عِبَادَ اللهِ اِحْبِسُوْا يَا عِبَادَ اللهِ اِحْبِسُوْا

অর্থাৎ ‘হে **আল্লাহ**র বান্দারা! থামিয়ে দিন। হে **আল্লাহ**র বান্দারা! থামিয়ে দিন।’ **আল্লাহ পাকের** কিছু বান্দা রয়েছেন থামানোর জন্য। তাঁরা জন্তুটিকে থামিয়ে দেবেন। **(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪র্থ খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫২৪৭)**

শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের বাহনটি যখন পালিয়ে গেল!

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত সায়্যিদুনা ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ‘আমার একজন শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ যিনি ছিলেন বড় মাপের আলিমে দ্বীন। এক সময় মরুভূমিতে তাঁর বাহন (জন্তু)টি পালিয়ে গিয়েছিল। হাদীস শরীফটির জ্ঞান তাঁর নিকট ছিল। তিনি হাদীস শরীফের শব্দ সমূহ উচ্চারণ করলেন (অর্থাৎ

www.dawateislami.net

দুই বার يَاعِبَادَاللهِ اِحْبِسُوْا বললেন) সাথে সাথে **আল্লাহ পাক** তৎক্ষণাৎ তাঁর বাহনটি থামিয়ে দিলেন।' (আল আজকার, ১৮১ পৃষ্ঠা)

আপ জেয়সা পীর হোতে কিয়া গরজ দর দর পেহরোঁ,
আপ ছে সব কুছ মিলা এয়া গাউছে আযম দস্তগীর!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

'আল্লাহর বান্দারা' বলতে কাদের বুঝানো হচ্ছে?

প্রশ্ন (৭): বনে-জঙ্গলে **আল্লাহ**র বান্দাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেখানে **আল্লাহ পাকের** বান্দা বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه 'হিছনে হাছীন' কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আল হিরযুছ ছমীন' কিতাবের ২৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: (এখানে) বান্দা দ্বারা হয় ফিরিশতা নতুবা জ্বিন অথবা অদৃশ্য মানব অর্থাৎ আবদালদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

বে ইয়ার ও মদদগার জিনেঁ কুঈ না পুছে, এয়সোঁ কা তুঝে ইয়ার ও মদদগার বানায়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃতদের কাছে সাহায্য কেন চাইবেন?

প্রশ্ন (৮): মেনে নিলাম, জীবিতরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। বনে-জঙ্গলে বান্দাদের ডাক দেওয়াও বুঝে এসেছে। কারণ, আজকাল বনে-জঙ্গলেও পুলিশের মোবাইল টিম সাহায্যের জন্য কখনও কখনও হাজির হয়ে যায়। যদিও হাদীস শরীফে পুলিশ উদ্দেশ্য নয়। তবু মানুষ তাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকা যেতে পারে। কিন্তু 'মৃত লোক' থেকে কীভাবে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

উত্তর: যে বাস্তবে মৃত তার কাছ থেকে নিঃসন্দেহে সাহায্য চাওয়া যাবে না। কিন্তু আম্বিয়া, আউলিয়ারা তো ইন্তিকালের পরে ও জীবিত থাকেন। আর এভাবে আমরা জীবিতদের কাছে সাহায্য চেয়ে থাকি। এরা জীবিত। এ বিষয়ে দলিলগুলো দেখে নিন:

আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام জীবিত

নবীগণের কেবল সামান্য মুহূর্তের জন্য মৃত্যু আসে। অতঃপর তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে তেমন জীবন দান করা হয়ে থাকে, যেভাবে দুনিয়াতে ছিল। নবীগণের জীবন (পরকালিন জীবন) হলো রূহানী, শারীরিক, দুনিয়াবী। (তাঁরা) সেভাবে জীবিত থাকেন যেভাবে দুনিয়াতে ছিলেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯তম খন্ড, ৫৪৫ পৃষ্ঠা)

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الۡاَرۡضِ اَنۡ تَاۡكُلَ اَجۡسَادَ الۡاَنۡۢبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُّرۡزَقُ

অর্থাৎ '**আল্লাহ পাক** নবীগণের শরীর মোবারককে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। **আল্লাহর** নবীগণ জীবিত থাকেন। তাঁদের রিযিক দেওয়া হয়ে থাকে।' (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৩)

জানা গেল, নবীগণ জীবিত। তাছাড়া সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, তাঁরা হজ্বও আদায় করে থাকেন এবং আপন মাজারগুলোতে নামাযও পড়ে থাকেন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **নবী পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلۡاَنۡۢبِيَاءُ اَحۡيَاءٌ فِىۡ قُبُوۡرِهِمۡ يُصَلُّوۡنَ অর্থাৎ 'নবীগণ আপন কবরগুলোতে জীবিত রয়েছেন, তাঁরা সেখানে নামায আদায় করে থাকেন।'

(মুসনদে আবি ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৪১২)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুনাবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই হাদীসটি সহীহ। (ফয়যুল কদীর, ৩য় খন্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা) ওলামায়ে কিরাম বলেন: অনেক সময়ে মানুষ মুকাল্লিফ (শরীয়াতের আওতাভুক্ত) থাকে না, তা সত্তেও স্বাদ নেওয়ার জন্য তাঁরা আমল

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

আদায় করে থাকেন। যেমন, নবীগণের নিজ নিজ কবরগুলোতে নামায পড়া, অথচ দুনিয়াই হচ্ছে আমলের জায়গা, আখিরাত নেক কাজ করার জায়গা নয়।

হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيۡهِ السَّلَام আপন মাজারে নামায পড়ছিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মিরাজ রজনীতে হযরত মূসা عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পাশ দিয়ে আমার গমন হয়েছিল। তখন তিনি লাল টিলার পাশে নিজ কবরে নামায পড়ছিলেন।” (মুসলিম, ১২৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৭৪)

আম্বিয়া কো ভি আজল আনি হে, মগর এয়সি হে কেহ ফকত আনী হে।
পির উসী আন কে বাদ উন কি হায়াত, মিছলে সাবেক ওহী জিসমানী হে।
রূহ তো সব কি হে জিন্দা উন কা, জিসমে পুরনূর ভি রূহানী হে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহর ওলীগণ জীবিত

পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত যে, শুহাদায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان জীবিত। তাদেরকে মৃত বলো না, মনেও কর না। যেমন, ইরশাদহচ্ছে:

وَلَا تَقُوۡلُوۡا لِمَنۡ یُّقۡتَلُ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ اَمۡوَاتٌ ؕ بَلۡ اَحۡیَآءٌ وَّ لٰکِنۡ لَّا تَشۡعُرُوۡنَ ﴿۱۵۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “আর যারা **আল্লাহ**র রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। হ্যাঁ, তোমাদের খবর নেই।”

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৫৪)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছেন: এরা যেহেতু জীবিত, তাই এদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাও জায়েয সাব্যস্ত হলো। যেসব বান্দা ইশ্কে ইলাহীর তারবারি হাতে নিয়ে খুন হয়ে গেছেন (অর্থাৎ খুন করা হয়েছে) তাঁরাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাই হাদীসে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

পাকে বর্ণিত রয়েছে: যারা পানিতে ডুবে মারা যায়, আগুনে পুড়ে মারা যায়, প্লেগ রোগে মারা যায়, যেসব মহিলা প্রসবকালে মারা যায়, তালেবে ইলমে দ্বীন এবং মুসাফির সবাই শহীদ। (জা-আল হক, ২১৮ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ‘ফতোওয়ায়ে রযবীয়া’র ১৯তম খন্ডের ৫৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন: **আল্লাহর** ওলীগণ ওফাতের পরে ও জীবিত। কিন্তু নবীগণের মত নয়। (কেননা) নবীগণের জীবন রূহানী, শারীরিক এবং দুনিয়াবী। নবীগণ একেবারে সে রকম জীবিত যে রকম তাঁরা দুনিয়াতে ছিলেন। ওলীগণের জীবন তাঁদের চেয়ে কম এবং শহীদদের চেয়ে বেশি যাদের ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে: “যারা **আল্লাহর** রাস্তায় মারা যায় তাদের তোমরা মৃত বলিও না। বরং তারা জীবিত।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯তম খন্ড, ৫৪৫ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহর** ওলীগণ এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী থেকে অনন্ত চিরস্থায়ী আবাসের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যান। আর আপন প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছেন। তাঁদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়। তাঁরা সেখানে আনন্দে রয়েছেন। কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

لَافَرْقَ لَهُمْ فِي الْحَالَيْنِ وَلِذَا قِيْلَ اَوْلِيَاءُ اللهِ لَايَمُوْتُوْنَ وَلٰكِنْ يَّنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ

অর্থাৎ ‘**আল্লাহর** ওলীগণের উভয় অবস্থায় (জীবন-মরণ) কোন পার্থক্য নেই। সে কারণে বলা হয়েছে, তাঁরা মরেন না, বরং এক ধরণের আবাস থেকে অন্য ধরণের আবাসে স্থানান্তরিত হন মাত্র। (মিরকাতুল মাফাতীহ লিল ক্বারী, ৩য় খন্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা)

আউলিয়া হ্যায় কোওন কেহতা মরগেয়ে, ফানি ঘর ছে নিকলে বাকী ঘর গেয়ে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

নবীগণের জীবন এবং ওলীগণের জীবনের মাঝে পার্থক্য

আলা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন: 'নবীগণের কবরের জীবন বাস্তবিক, অনুভূতিশীল এবং পার্থিব। **আল্লাহ পাকের** ওয়াদার সত্যতার জন্য তাঁদের উপর এক মুহুর্তের জন্য মৃত্যু আসে। অতঃপর তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে সেই জীবনই প্রদান করা হয়। তাঁদের সেই জীবনে দুনিয়াবী বিধানই প্রযোজ্য থাকে। তাঁদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ বণ্টন করা যাবে না। তাঁদের পবিত্র স্ত্রীগণকে অন্য কেউ বিয়ে করা হারাম। তাছাড়া নবীগণের পবিত্র স্ত্রীগণের ইদ্দতও নেই। তাঁরা আপন কবরগুলোতে পানাহার করেন, নামায পড়েন। আলিমগণের এবং শহীদগণের কবরের জীবন যদিও দুনিয়াবী জীবন থেকে উত্তম, কিন্তু সে জীবনের উপর দুনিয়াবী বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে না। তাঁদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ বণ্টনযোগ্য। তাঁদের স্ত্রীগণ ইদ্দত পালন করবেন।' (মলফুজাতে আ'লা হযরত, ৩৬১ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

মৃতের সাহায্য শক্তিশালী হয়ে থাকে

উপরোক্ত দলিলাদি থেকে এ বিষয়টি যখন সাব্যস্ত হয়ে গেলো যে, নবী ও ওলীগণ আপন কবরগুলোতে জীবিত রয়েছেন, তা হলে যে দলিলের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের প্রকাশ্য জীবনে সাহায্য চাওয়া জায়েয, সরাসরি সেসব দলিলের উপর ভরসা করে দুনিয়া থেকে পর্দা করে ফেলার পরে ও জায়েয ও বিশুদ্ধ হবে। যেমন; হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মারজুক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: এক দিন শায়খ আবুল আব্বাস হাজরামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, জীবিতদের সাহায্য বেশি শক্তি রাখে না কি মৃতদের? আমি বললাম: কিছু কিছু লোক বলে থাকে, জীবিতদের সাহায্য বেশি শক্তি রাখে। আর আমি বলি যে, মৃতদের সাহায্য বেশি শক্তি রাখে। শায়খ বললেন: হ্যাঁ, এ কথাই

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

বিশুদ্ধ। কেননা, ওফাতপ্রাপ্ত বুজুর্গরা **আল্লাহর** দরবারে তাঁরই সাথে হয়ে থাকেন। (আশিয়াতুল লুমআত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৬২)

আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া নিয়ে শাফেয়ী মুফতীর ফতোয়া

শায়খুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা শিহাব রামালী আনছারী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ১০০৪ হিঃ) এর কাছে ফতোয়া চাওয়া হলো: হুযুর! বলুন, সাধারণ লোকেরা যে মুসিবতের সময় 'হে অমুক শায়খ' বলে আহ্বান করে এবং নবী-ওলীদের নিকট প্রার্থনা করে শরীয়াত অনুযায়ী এর বিধান কী? তিনি ফতোয়া দিলেন: নবী-রাসূলগণ এবং সালিহ ও আলিমগণের কাছ থেকে তাঁদের ইন্তিকালের পরেও সাহায্য চাওয়া জায়েয। (ফতোওয়ায়ে রামালী, ৪র্থ খন্ড, ৭৩৩ পৃষ্ঠা)

মৃত যুবকটি মুচকি হেসে বলল ...

ইমাম আরিফ বিল্লাহ ওস্তাদ আবুল কাসেম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: সুপ্রসিদ্ধ ওলী হযরত আবু সাঈদ খাররায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মক্কা শরীফে এক যুবককে 'বাবে বনী শায়বা'য় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম। হঠাৎ তিনি (মৃত ব্যক্তিটি) আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন:

يَا اَبَا سَعِيْدٍ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْاَحِبَّاءَ اَحْيَاءٌ وَّاِنْ مَّاتُوْا وَاِنَّمَا يُنْقَلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ

অর্থাৎ 'হে আবু সাঈদ! আপনি কি জানেন না যে, **আল্লাহর** প্রিয় বান্দারা জীবিত, যদিও তারা মারা যান। ব্যাপারটি তো কেবল এমনই যে, তারা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হন মাত্র।' (রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ৩৪১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের প্রত্যেক প্রিয় বান্দা জীবিত

سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহর** ওলীগণের ওফাতের পরের অবস্থা কেমন চমৎকার যে, আউলিয়াদের শানও বর্ণনা করে দিলেন এবং সাথে সাক্ষাতকারীর নামও। এর

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

অনুরূপ আর একটি ঘটনা বলছি। শুনুন: হযরত সায়্যিদুনা আবু আলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: আমি এক ফকীরকে কবরে নামিয়ে দিলাম। যখন কাফন খুললাম, তাঁর মাথাটি মাটিতেই রাখলাম, যাতে **আল্লাহ পাক** তার অভাবের উপর দয়া করেন, তখন তিনি তাঁর চক্ষুদ্বয় খুললেন। আর আমাকে বললেন: হে আবু আলী! যিনি আমাকে নিয়ে গর্ব করেন আমাকে কি তাঁর সামনে লজ্জিত করছেন? আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম: হুযুর! মৃত্যুর পরেও জীবন রয়েছে? তিনি বললেন: بَلٰى اَنَا حَيٌّ وَّكُلُّ مُحِبٍّ لِلّٰهِ حَيٌّ অর্থাৎ 'হ্যাঁ, আমি জীবিত। আর **আল্লাহ পাকের** প্রত্যেক প্রিয় বান্দা জীবিত।' (শরহুস সুদুর, ২০৮ পৃষ্ঠা)

আউলিয়া কিস নে কাহা কেহ মর গেয়ি, কায়দ সে ছুটে ওহ আপনে ঘর গেয়ি।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন (৯): আমি একজন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আপনি আমাকে বলুন যে, আমাদের ইমাম আবু হানিফাও কি কখনও **আল্লাহ** ছাড়া অন্যের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন?

উত্তর: চাইবেন না কেন? কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সাহায্যের প্রার্থনা করত: 'কাসীদায়ে নোমানে' আবেদন করছেন:

يَا اَكۡرَمَ الثَّقَلَيۡنِ يَا كَنۡزَ الۡوَرٰى جُدۡلِىۡ بِجُوۡدِكَ وَاَرۡضِنِىۡ بِرِضَاكَ

اَنَا طَامِعٌ بِالۡجُوۡدِ مِنۡكَ لَمۡ يَكُنۡ لِاَبِىۡ حَنِيۡفَةَ فِى الۡاَنَامِ سِوَاكَ

অর্থাৎ 'হে মানব ও দানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ, **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের ভান্ডার! **আল্লাহ পাক** আপনাকে যা দান করেছেন তা থেকে আপনি আমাকেও দান করুন। **আল্লাহ পাক** আপনাকে সন্তুষ্ট করেছেন। আপনি আমাকেও সন্তুষ্ট করুন। আমি আপনার দানের আশা নিয়ে আছি। সমস্ত সৃষ্টি জগতে আপনি ছাড়া আবু হানিফার জন্য অন্য কেউ নেই। (কাসীদায়ে নোমানিয়া মাআল খায়রাতিল হিসান, ২০০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

পড়ে মুঝ পর না কুছ ইফতাদ ইয়া গাউছ,
মদদ পর হো তেরি ইমদাদ ইয়া গাউছ। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

‘ইয়া আলী মদদ’ বলার প্রমাণ

প্রশ্ন (১০): ‘ইয়া আলী মদদ’ বলার পক্ষে প্রকাশ্য কোন দলিল পেশ করলে তো মদীনা মদীনা।

উত্তর: পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে **আল্লাহ** ছাড়া এমন কারো কাছ থেকে তাদের জাহেরী জীবনে এবং ওফাতের পরেও সাহায্য চাওয়ার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। তা সত্তেও প্রকাশ্যে ‘ইয়া আলী মদদ’ বলার দলিলও লক্ষ্য করুন। যেমন: আমার আক্বা আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দীন ও মিলাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ৮২১ ও ৮২২ পৃষ্ঠায় লিখেন: ‘শাহ মোহাম্মদ গাউছ গাওয়ালিয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব ‘জাওয়াহেরে খামসা’তে প্রসিদ্ধ আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام যাদের ওযীফা অনুমতি প্রদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সে কিতাবটিতে রয়েছে, নাদে আলী’টি ৭ বার, ৩ বার, কিংবা ১ বার পড়বে। সেটি হল:

نَادِ عَلِيًّا مَّظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَّكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَّ غَمٍّ سَيَنْجَلِيْ بِوِلَايَتِكَ
يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

অনুবাদ: হযরত আলীকে আহ্বান কর, যিনি আশ্চর্য সমূহের প্রকাশস্থল। তাঁকে তুমি তোমার সকল মুসিবতে সাহায্যকারী রূপে পাবে। প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। তাঁর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (বেলায়তের) ওসীলায়। হে আলী! হে আলী!! হে আলী!!! (জাওয়াহিরে খামসা অনুদিত, ২৮২, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

'ইয়া আলী' বলা যদি শিরিক হয় তবে...

আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ আরো বলেন: 'মাওলা আলীকে মুশকিল কোশা হিসাবে মানা সাহায্যকারী হিসাবে জানা, দুঃখ-দূর্দশায় তাঁকে আহ্বান করা, ইয়া আলী, ইয়া আলী বলা যদি শিরিক হয়ে থাকে, তা হলে তো (**আল্লাহ্**র পানাহ) এরা সকল আউলিয়ায়ে কিরামগণ মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবেন। আর সব চেয়ে বড় ও কাফের ও মুশরিক হয়ে যাবেন (**আল্লাহ্**র পানাহ) শাহ ওয়ালিউল্লাহ। যিনি মুশরিকদেরকে **আল্লাহ্**র ওলী বলে মনে করতেন!

اَلۡعِيَاذُ بِاللّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَلَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الۡحَقِّ الۡمُبِيۡن

মুসলমানরা দেখুন যে, ইয়া আলী, ইয়া আলী বলাকে শিরিক সাব্যস্ত করার কি শাস্তি মিলল। অন্যায় ভাবে মুসলমানদের কে মুশরিক বলতে হত না, আর সামনে পিছনের লোকদেরকে মুশরিক বানানোর বিপদ সহ্য করতে হত না। এসব থেকে এটা উত্তম যে, সঠিক পথে চলে আসুন। সত্যিকার মুসলমানদের মুশরিক বানাবেন না, অন্যথায় নিজের ঈমানের চিন্তা করুন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৮২১-৮২২ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

সখত দুশমন হে হাসান কি তাক মে,
আল মদদ মাহবুবে ইয়াজদা আলগিয়াছু। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

'ইয়া গাউছ' বলার প্রমাণ

প্রশ্ন (১১): অনুরূপ 'ইয়া গাউছ' বলারও কি কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়?

উত্তর: কেন পাওয়া যাবে না। এমনিতেই তো যথেষ্ট প্রমাণ আগে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্য দলিলই বিদ্যমান। যেমন; সুপ্রসিদ্ধ হানাফী আলিম হযরত আল্লামা মাওলানা মোল্লা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেছেন: হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

বলেন; যে ব্যক্তি কোন দুঃখ-কষ্টের সময় আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে তার দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি কঠিন অবস্থায় আমার নাম নিয়ে আমাকে ডাকবে, তার দুরবস্থা কেটে যাবে। যে ব্যক্তি প্রয়োজনের সময় **আল্লাহ পাকের** নিকট আমাকে মাধ্যম বানাবে, তার হাজাতগুলো পূর্ণ হয়ে যাবে। হযরত আল্লামা মাওলানা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছেন: হুযুর গাউছে পাক ‘নামাযে গাউছিয়া’র নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: দুই রাকাত নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে সূরাতুল ফাতিহার পরে ১১বার সূরা ইখলাস পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় ১১ বার সালাত ও সালাম اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ الله পাঠ করবে। অতঃপর বাগদাদের দিকে (পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য উত্তর দিকে) ১১ কদম দেবে। প্রতি কদমে আমার নাম নিয়ে নিজের হাজত (সমস্যা) আরয করবে। আর নিচের শের দুইটি পাঠ করবে:

اَيُدۡرِكُنِىۡ ضَيۡمٌ وَّاَنۡتَ ذَخِيۡرَتِىۡ وَاُظۡلَمُ فِى الدُّنۡيَا وَاَنۡتَ نَصِيۡرِىۡ وَعَارٌ عَلٰى حَامِىۡ الۡحِمٰى

وَهُوَ مُنۡجِدِىۡ اِذَا ضَاعَ فِى الۡبَيۡدَاءِ عِقَالُ بِعِيۡرِىۡ

আমার উপর কি জুলুম করা হবে, যেক্ষেত্রে আপনিই আমার মূলধন? দুনিয়াতে কি আমার উপর অত্যাচার করা হবে, যেক্ষেত্রে আপনিই আমার সাহায্যকারী? গাউছে পাকের আশ্রয়ে থাকা অবস্থায় বন-জঙ্গলেও যদি আমার উটের রশি হারিয়ে যায়, তা হলে আমার রক্ষণাবেক্ষণকারীর পক্ষে এ বিষয়টি লজ্জাস্করই বটে। এ কথা বলে হযরত মোলা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন:

হুসনে নিয়ত হো খতা তো কভি করনা হি নেহিঁ,
আযমায়া হে য়াগানা হে দোগানা তেরা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুসলমানদের শিক্ষা দিচ্ছেন, বিপদের সময় তোমরা আমার সাহায্য প্রার্থনা করিও। হানাফী মাযহাবের জগদ্বিখ্যাত আলিম হযরত সায়্যিদুনা মোলা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এটিকে প্রত্যাখ্যান করার কোন পথ নেই মর্মে বলেছেন: 'এই নামাযে গাউছিয়ার পরীক্ষা বারবার করা হয়েছে। নিতান্তই বিশুদ্ধ পাওয়া গেছে।' এতে বুঝা যায় যে, ওফাতের পর বুজর্গদের নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা কেবল জায়েযই নয়, বরং উপকারীও বটে। (জা-আল হক, ২০৭ পৃষ্ঠা)

গাউছে পাকের ঈমান তাজাকারী তিনটি বাণী

হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'আখবারুল আখিয়ার' কিতাবে হুযুর গাউছে আযম, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় যেসব বাণী বর্ণনা করেছেন তন্মধ্য থেকে তিনটি উল্লেখ করা হল। (১) আমার কোন মুরিদের পবিত্রতার পর্দা (সতর) যদি পূর্বপ্রান্তে খুলতে থাকে, আর আমি যদি পশ্চিমপ্রান্তেও অবস্থান করি তা হলে আমি তার পর্দা ঢেকে দিব। (২) কিয়ামত পর্যন্ত আমি আমার মুরিদের সাহায্য করতে থাকব, সে যদি (সামান্য) বাহন থেকেও পড়ে যায়। (৩) যে ব্যক্তি বিপদের সময় আমাকে স্মরণ করবে 'আল মদদ ইয়া গাউছ' বলবে তার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। (আখবারুল আখিয়ার, ১৯ পৃষ্ঠা)

কসম হে কেহ্ মুশকিল কো মুশকিল না পায়া,
কাহা হাম নে জিস ওয়াক্ত 'ইয়া গাউছে আযম'। (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন (১২): শায়খ আবদুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তো আরবি-ফার্সী ভাষায় কথা বলতেন। অন্য সব ভাষায় যেমন; উর্দু, বাংলা, ইংরেজী, পশতু,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

গুজরাটী, পাঞ্জাবী ইত্যাদিতে তাঁকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হলে তিনি তা কীভাবে সাহায্য করবেন?

উত্তর: কোন মহিলা তার স্বামীকে যেকোন ভাষাতেই কষ্ট দিক না কেন তার ভবিষ্যত স্ত্রী জান্নাতী হুরেরা তা বুঝে নিতে পারে। যেমন:

জান্নাতী হুরদের ভিন্ন ভাষা বুঝার ক্ষমতা

নবী করীম হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন মহিলা যখন দুনিয়াতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন তার স্ত্রীকে বেহেশতী স্ত্রীগণ বলে থাকে, لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ اَنْ يُفَارِقَكِ اِلَيْنَا অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমার ধ্বংস করুক, তাকে তুমি কষ্ট দিও না। তিনি তোমার কাছে কিছু দিনেরই মেহমান। শীঘ্রই তিনি তোমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৭৭)

হুরেরা যখন বিভিন্ন ভাষা বুঝতে পারে, তখন অলিকুল সম্রাট হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওফাতের পর বিভিন্ন ভাষা কেন বুঝতে পারবেন না!

হাদীস শরীফটির ঈমান তাজাকারী ব্যাখ্যা

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীসটির টীকায় বলেছেন: হাদীসটি থেকে কয়েকটি মাসয়ালা বেরিয়ে আসে। (১) হুরগুলো নূরানী হওয়ার কারণে বেহেশতে অবস্থান করে পৃথিবীর ঘটনাগুলো দেখতে পায়। দেখুন তো, ঝগড়া হচ্ছে কোন বন্ধ রুমে, অথচ তা হুরেরা দেখে নিচ্ছে! মিরকাত প্রণেতা হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ স্থানে বলেন: উর্ধ্বলোকের ফিরিশতারা দুনিয়াবাসীদের প্রতিটি আমল সম্পর্কে খবর রাখেন। (২) মানবকুলের পরিণতি সম্পর্কে হুরেরা জানে। যেমন; অমুক মুত্তাকী মুমিন লোকটি মৃত্যু বরণ করবেন (তাই তো তারা বলে, 'অতিশীঘ্রই তিনি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবেন’)। (৩) মানবকুলের মর্যাদা সম্পর্কিত জ্ঞান, যেমন; কিয়ামতের পর অমুক মানুষটি বেহেশতের অমুক স্তরে অবস্থান করবেন। (৪) হুরেরা এখান থেকেই তাদের মানুষ স্বামীদের চিনে। (৫) এখন থেকেই আমাদের দুঃখে হুরদের দুঃখ হয়। হুরদের জ্ঞানের অবস্থা যদি এমন হয়ে থাকে, তা হলে **হুযুর পুরনূর, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যিনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী তাঁর ইলম সম্পর্কে কী বলার থাকতে পারে? মুফতি সাহেব আরও বলেছেন: (৬) **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বেহেশতের অবস্থাদি (এবং) হুরদের কথাবার্তা সম্পর্কেও জানেন। অথচ কথাগুলো বলছে সেই হুরই যার স্বামী রয়েছে ওই ঘরটিতে। অর্থাৎ তিরমিযী শরীফে হাদীসটি ‘গরীব’। কিন্তু ইবনে মাজার বর্ণনায় গরীব না। এই গরীব হওয়া কিন্তু ক্ষতিকর নয়। কেননা, কোরআন শরীফ হাদীসটির সহায়ক ঘোষণা দিচ্ছে। **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

يَعۡلَمُوۡنَ مَا تَفۡعَلُوۡنَ ﴿۱۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “তোমরা যা যা কর তা তারা জানে।”

(পারা: ৩০, সূরা: ইনফিতার, আয়াত: ১২)

ইবলিস এবং ইবলিসের বংশধরদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

اِنَّهٗ يَرٰىكُمۡ هُوَ وَقَبِيۡلُهٗ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “নিশ্চয় সে আর তার বংশীয়রা সেখান থেকে তোমাদের দেখতে পায়, তোমরা কিন্তু তাদের দেখতে পাও না।” (পারা: ৮, সূরা: আরাফ, আয়াত: ২৭)

হাদীস শরীফের সহায়ক যখন কোরআন শরীফের আয়াত হয়ে যায়, তখন ‘দুর্বল’ হাদীসও ‘শক্তিশালী’ হয়ে যায়। (মিরআত, ৫ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

যাই হোক, আখিরাত-জগতের বিষয়াদি **আল্লাহ** কর্তৃক প্রদত্ত এবং স্বভাব-বিরুদ্ধই বটে। তাদের সাথে দুনিয়ার কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

অর্থাৎ যে ব্যাপারগুলো দুনিয়াতে কষ্ট করে (কোন না কোন চেষ্টায়) লাভ করা যায়, সেগুলো সেখানে কেবল দানক্রমেই লাভ হয়ে যায়। হযরত মোল্লা আলী ক্বারী رحمة الله عليه বলেন: لِاَنَّ اُمُوْرَ الْاٰخِرَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلٰى خَرْقِ الْعَادَةِ অর্থাৎ কেননা, আখিরাতের বিষয়গুলো (দুনিয়াবী) স্বভাবের বিরুদ্ধ ধরণের।

(মিরকাত ১ম খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩১ এর টীকা)

রাস্তে পুরখার, মঞ্জিল দূর, বন সুনসান হে আল মদদ,
আয় রেহনুমা! ইয়া গাউছে আযম দস্তগীর! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ যখন সাহায্যকারী, তখন অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন কি?

প্রশ্ন (১৩): এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী, যে ব্যক্তি মনকে এভাবে বানিয়ে ফেলে যে, সে কেবল **আল্লাহর** কাছেই সাহায্য চাইবে। কারণ, **আল্লাহ পাক** যেক্ষেত্রে সাহায্য করার ক্ষমতাবান, তা হলে কেবল তার কাছেই সাহায্য চাওয়াই তো হবে সাবধানতা।

উত্তর: নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** সাহায্য করতে ক্ষমতাবান। বাস্তবে সকল কর্ম তিনিই সম্পাদন করেন। কেউ যদি কেবল **আল্লাহ পাকের** কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে, তা হলে তার উপর কোনরূপ অভিযোগ নেই। তা সত্ত্বেও 'সাবধানতা বশত: অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করা' শয়তানেরই এক বড় শয়তানি। কেননা, সে লোকটির মনকে বিভক্ত করে রেখেছে। যে কারণে সে 'সাবধানতা'র নামে একটি কুমন্ত্রনার উপরই আমল করে যাচ্ছে। হতে পারে সে **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য চাইল, তাতে কোন ভুল হলো। সে যদি কুমন্ত্রনার শিকার না হয়ে থাকত, তা হলে সেটিকে 'সাবধানতা' নাম দিল কেন? তাকে তার কুমন্ত্রনার চিকিৎসা করা দরকার।

কেন না, সেই কুমন্ত্রনায় না পড়ার জন্য কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন জায়গায় নির্দেশ রয়েছে। **আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার অনুমতি দিচ্ছেন। অথচ এরা নিজেদেরকুমন্ত্রনার মারটি দিচ্ছে সাবধানতার আড়ালে’। এমন লোকদের পক্ষে কোরআন করীমের নিচের ছয়টি পবিত্র আয়াত ঠান্ডা মাথায় অনুধাবন করা উচিত। **আল্লাহ** নয় এমন কারো কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করার বিষয় পরিষ্কার হরফে স্পষ্ট আলোচনা বিদ্যমান। যেমন:

(১) সৎকাজে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর:

وَتَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ ۖ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “তোমরা সৎকাজ ও পরহেজগারিতে একে অপরের সাহায্য করবে। গুনাহ্ ও অত্যাচারমূলক কাজে পরস্পর সাহায্য করো না।” (পারা: ৬, সূরা: মায়িদা, আয়াত: ২)

(২) ধৈর্য আর নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর:

وَاسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” (পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ৪৫)

(৩) হযরত সিকান্দার যুলকারনাইন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ **সাহায্য চাইলেন:**

যখন হযরত সায়্যিদুনা সিকান্দার যুলকারনাইন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ পশ্চিম দিকে সফর করেছিলেন। তখন কোন এক জাতির অভিযোগে ইয়াজুজ, মাজুজ এবং সেই জাতির মধ্যে দেওয়াল প্রতিষ্ঠা করতে তাদেরকে তিনি বললেন:

فَاَعِيۡنُوۡنِىۡ بِقُوَّةٍ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “তোমরা আমাকে শক্তি দিয়ে সাহায্য কর।”
(পারা: ১৬, সূরা: আল কাহাফ, আয়াত: ৯৫)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৪) আল্লাহর দীনকে সাহায্য কর:

اِنۡ تَنۡصُرُوا اللّٰهَ یَنۡصُرۡكُمۡ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তোমরা যদি **আল্লাহ**র দীনকে সাহায্য কর, তা হলে **আল্লাহ** তোমাদের সাহায্য করবেন।" (পারা: ২৬, সূরা: মোহাম্মদ, আয়াত: ৭)

(৫) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে স্বয়ং নবী কর্তৃক সাহায্য প্রার্থনা করা:

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ইরশাদ করেন:

مَنۡ اَنۡصَارِیۡۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ قَالَ الۡحَوَارِیُّوۡنَ نَحۡنُ اَنۡصَارُ اللّٰهِ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "কারা হবে **আল্লাহ**র দিকে আমার সাহায্যকারী। হাওয়ারীরা বলল, আমরা হব **আল্লাহ**র দ্বীনের সাহায্যকারী।"

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৫২)

(৬) আল্লাহ কর্তৃক আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে সাহায্যকারী ঘোষণা প্রদান:

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوۡلٰىهُ وَ جِبۡرِیۡلُ وَ صَالِحُ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ۚ وَ الۡمَلٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذٰلِكَ ظَهِیۡرٌ ﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "নিশ্চয় **আল্লাহ** তাদের সাহায্যকারী আর জিবরাঈল, নেক্কার মুমিন অতঃপর ফিরিশতারা সাহায্যের উপর রয়েছে।"

(পারা: ২৮, সূরা: তাহরীম, আয়াত: ৪)

কুন কা হাকেম কর দিয়া আল্লাহ নে ছরকার কো
কাম শাখোঁ সে লিয়া হে আপ নে তলোয়ার কা। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

মানুষ অন্য কারো সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না

প্রশ্ন (১৪): আপনার বলার উদ্দেশ্য কি এই যে, মানুষ বলতেই **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো সাহায্য ব্যতীত চলতে পারে না?

উত্তর: জী হ্যাঁ। যেমন ধরুন, আপনি কাজে যাচ্ছেন। হঠাৎ আপনার গাড়িটি রাস্তায় আটকে গেল। ধাক্কা দেওয়ার দরকার হল। কী করবেন? নিরুপায়

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

হয়ে রাস্তার লোকজনদের কাছেই আবেদন করতে হবে, ভাই দয়া করে গাড়িতে একটু ধাক্কা লাগাবেন কি? কেউ হয়ত দয়া পরবশ হয়ে ধাক্কা দেবেন। তা হলেই তো আপনার গাড়িটি চলতে পারবে। আপনি দেখলেন যে, আপনার কোন প্রয়োজন দেখা দিল। আপনি **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য চাইলেন। তারা সাহায্য করলও। আপনিও উদ্ধার হলেন। আপনি যদি বলেন, এ তো জীবন্ত মানুষেরাই সাহায্য করেছে। তা হলে ওফাতের পরেও সাহায্যের এমন সব দলিল পেশ করছি, যে সাহায্যের সুফল প্রতিটি মুসলমান ভোগ করছেন। যেমন:

৫০ এর স্থলে ৫ ওয়াক্ত নামায কীভাবে হলো?

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** আমার উম্মতের উপর ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করে দিয়েছিলেন। আমি যখন হযরত মুসা عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট এলাম তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনার উম্মতের উপর কী ফরজ করে দিয়েছেন? আমার কথা শুনে তিনি বললেন: আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় যান। আপনার উম্মতেরা এত নামাযের ক্ষমতা রাখে না। আমি পুনরায় **আল্লাহর** দরবারে গেলাম। তা থেকে কিছু কমিয়ে দেওয়া হল। যখন হযরত মূসা عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট আবার এলাম, তিনি আমাকে আবার পাঠিয়ে দিলেন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: ঠিক আছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কিন্তু পঞ্চাশেরই স্থানে। কেননা, আমার কথার পরিবর্তন হয় না। এবার মুসা عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি **আল্লাহর্** দরবারে আবার যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। আমি জবাবে বললাম, আবার **আল্লাহর** নিকট যেতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে! (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৯৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

আপনারা দেখলেন তো! হযরত মুসা কলীমুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর প্রকাশ্য ওফাতের আড়াই হাজার বছর পর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের জন্য এই সাহায্যটি করলেন যে, মিরাজ রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের স্থলে পাঁচ ওয়াক্তে নিয়ে এলেন। **আল্লাহ পাক** জানতেন যে, নামায পাঁচই থাকবে। কিন্তু পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করে দিয়ে পরে দুইজন প্রিয় বান্দার মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্তে নিয়ে আসবেন। এখানে সূক্ষ্ম কথাটি হলো, যেসব লোক শয়তানের কুমন্ত্রনায় পড়ে ওফাত প্রাপ্তদের সাহায্য ও সহযোগিতার বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করে ফেলে, তারাও পঞ্চাশ না পড়ে পাঁচই তো পড়ে থাকে। অথচ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণে নিঃসন্দেহে **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো সাহায্য অন্তর্ভুক্ত।

জান্নাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা

জান্নাতে ও **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো সাহয্যের প্রয়োজন হবে। জী হ্যাঁ, **আল্লাহর মাহবুব, হুযুর পূরনুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “জান্নাতিরা জান্নাতে ওলামায়ে কিরামের মুখাপেক্ষী হবে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: تَمَنَّوْا عَلَيَّ مَا شِئْتُمْ “অর্থাৎ আমার থেকে যা ইচ্ছা চাও!” জান্নাতীরা ওলামায়ে কিরামদের জিজ্ঞাসা করবে যে, নিজের প্রতিপালকের কাছে কি চাইব, ওলামায়ে কিরামগণ বলবেন: এটা চাও, ওটা চাও।

فَهُمْ يَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا

অর্থাৎ ‘অতএব, লোকেরা যেভাবে দুনিয়াতে ওলামায়ে কেরামের দিকে মুখাপেক্ষী রয়েছে, জান্নাতে ও তাদের মুখাপেক্ষী হবে।’

(আল জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, ১৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৩৫)

মানুষ সাধারণত: জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যের মুখাপেক্ষী থাকে। কখনও মাতা-পিতার, কখনও বন্ধু-বান্ধবের, কখনও পুলিশের আবার কখনও পথ চলা সাধারণ মানুষের। এমতাবস্থায় ‘সাবধানী’ হয়ে বসে থাকাতে তার কী

সাফল্য আসতে পারে? হ্যাঁ, যারা বাস্তবেই কুমন্ত্রনার শিকার হয়নি, **আল্লাহ**র দান স্বরূপ তারা সত্য অন্তরে অন্যকে সাহায্যকারী হিসাবে মেনে নেয়, এ সত্ত্বেও যে, তারা কেবল **আল্লাহ**রই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে, তা হলে এতে কোনই সমস্যা নেই।

তো হে নায়েব রব্বে আকবর পেয়ারে হার দম তেরে দর পর
আহলে হাজত কা হে মেয়লা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم। **(সামানে বখশিশ)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া কি কখনও ওয়াজিব হয়?

প্রশ্ন (১৫): কোন কারণে কি গাইরুল্লাহর (**আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ওয়াজিব হয়ে যায়?

উত্তর: জী, হ্যাঁ। এমনও রয়েছে যে, গাইরুল্লাহ্র (**আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কোন অবস্থায় বান্দার উপরও ওয়াজিব হয়ে যায় যে, সে যেন সাহায্য করে। এই প্রেক্ষিতে এমন সব ফিক্হী মাসয়ালা পেশ করা হচ্ছে, যেগুলোতে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং সাহায্য প্রদান করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

যেসব ক্ষেত্রে সাহায্য প্রার্থনা করা ওয়াজিব

❀ যদি (পোষাক নেই, অবস্থা এমন যে, উলঙ্গ নামায পড়বে আর) অন্যের কাছে পোষাক থাকে, ধারণা করা যায় যে, চাইলে পাওয়া যাবে, এমতাবস্থায় চাওয়া ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

❀ যদি আপনার সাথীর কাছে পানি থাকে, ধারণা যদি এই হয় যে, (পানির রূপে সাহায্য) চাইলে সে দেবে, তা হলে পানি চাইবার পূর্বে তায়াম্মুম জায়েয হবে

না। আর যদি না চাওয়া হয়, আর তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়, নামাযের পরে চাইল, সে দিয়েও দিল, অথবা চাওয়ার আগেই সে দিয়ে দিল, তা হলে অযু করে পুনরায় নামায পড়ে দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি চাওয়ার পর না দিয়ে থাকে, তা হলে নামায হয়ে গেছে। সে যদি পরেও না চেয়ে থাকে, যাতে করে সে কি দেবে না কি দেবে না তা জানা যেত, আর সে নিজেও দেয় নি, তা হলে নামায হয়ে গেছে। আর যদি দেওয়ার ধারণা বেশি নয়, তাই তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিয়েছে, সে ক্ষেত্রেও একই অবস্থা যে, পরে পানি যদি দিয়ে দেয়, তা হলে অযু করে নামায পুনরায় পড়ে দেবে, অন্যথায় নামায হয়ে গেছে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

যেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করা ওয়াজিব

(১) কোন বিপদগ্রস্থ লোক আবেদন করছে, নামাযী লোককে আহ্বান করছে, সাধারণত: কোন মানুষকে আহ্বান করছে, কেউ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, কেউ পানিতে ডুবে যাচ্ছে, কোন অন্ধ পথিক কূপে পড়তে যাচ্ছে, এসব অবস্থায় (নামায) ভেঙ্গে দেওয়া ওয়াজিব। যদি নামাযী লোকটি তাদের বাঁচাবার ক্ষমতা বা শক্তি রাখে। (প্রাগুক্ত, ৬৩৭ পৃষ্ঠা)

(২) মাতা-পিতা, দাদা-দাদী ইত্যাদি বংশের কেউ কেবল আহ্বান করলেই নামায ভঙ্গ করা জায়েয নেই। অবশ্য তাদের আহ্বানও যদি কোন বড় ধরণের বিপদের কারণে হয়ে থাকে, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলে নামায ভেঙ্গে দেবে (এবং তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে)। এ বিধান হলো ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে। নামায যদি নফল হয়ে থাকে, আর আহ্বানকারীও জানে যে, সে নামায পড়ছে, তা হলে তাদের সাধারণ আহ্বানেই নামায ভেঙ্গে দেবে। আর যদি তার নফল নামায পড়া সম্বন্ধে তার ধারণা না থাকে, আহ্বান করেছে, তা হলে নামায ভেঙ্গে দেবে এবং জবাব দেবে। যদিও মামুলিভাবেই আহ্বান করে থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(৩) কেউ শুয়ে আছে কিংবা নামায পড়তে ভুলে গেছে, এমতাবস্থায় যার জানা আছে তার উপর ওয়াজিব যে, (তাকে এভাবে সাহায্য করা যে) শোয়া থেকে জাগিয়ে দেবে। আর ভুলে থাকালোকটিকে মনে করিয়ে দেবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭০১ পৃষ্ঠা)

(৪) ভুলে কেউ খেয়ে নিল কিংবা পান করে ফেলল বা সহবাস করল, তাতে রোজা ভাঙ্গবে না। চাই সেই রোজাটি ফরজ হয়ে থাকুক বা নফল। আর রোজার নিয়্যত করার পূর্বে এসব পাওয়া গেল কিংবা পরে পাওয়া গেল, কিন্তু তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার পরও যদি মনে এল না যে, সে রোজাদার, তা হলে এমতাবস্থায় রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। শর্ত হলো, মনে করিয়ে দেওয়ার পরেই যদি সে ওসব কাজ করে থাকে। কিন্তু এমতাবস্থায় কাফ্ফারা দিতে হবে না।

(৫) কোন রোজাদারকে এসব কাজে দেখা গেল, তা হলে মনে করিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। (তাকে এভাবে সাহায্য করা হল না, অর্থাৎ) মনে করিয়ে দিল না, তা হলে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু সেই রোজাদারটি যদি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে যে, মনে করিয়ে দিলে সে পানাহার বন্ধ করে দেবে। আর দুর্বলতা এতই বেড়ে যাবে যে, রোজা রাখাই সম্ভব হবে না, আর খেয়ে নেবে এবং রোজাও ভালমত পূর্ণ করে নেবে। অন্যান্য এবাদতগুলোও ভাল ভাবে পালন করবে। তা হলে এমতাবস্থায় মনে করিয়ে না দেওয়া উত্তম।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

(৬) কোন ব্যক্তি যদি (কুরআন শরীফ) ভুল তিলাওয়াত করে, তা হলে শ্রোতার উপর শুদ্ধ করে দেওয়া ওয়াজিব। শর্ত হলো শুদ্ধ করে দেওয়ার কারণে যদি হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। অনুরূপ যদি কারো কুরআন শরীফ ধার স্বরূপ নিয়ে থাকে, তাতে যদি মুদ্রণগত ভুল দেখতে পায়, তা হলে তা ঠিক করে দেওয়া (কারণ, এটিও একটি সাহায্য) ওয়াজিব হবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৫)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

হে ইন্তেজামে দুনিয়া ইমদাদে বাহামি ছে,
আ জায়েগি খারাবি ইমদাদ কি কমি সে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন (১৬): পবিত্র কুরআনে রয়েছে:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ

(পারা: ১১, সূরা: ইউনুস, আয়াত: ১০৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আল্লাহ ব্যতীত তাদের আহ্বান করিও না।"

বুঝা গেল, **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করা জায়েয নেই।

উত্তর: উক্ত আয়াতটিতে مِنْ دُوْنِ اللهِ (**আল্লাহ** ব্যতীত) অন্য কাউকে আহ্বান করাকে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হল মূর্তি। আর আহ্বান করার অর্থ হলো ইবাদত। (তাফসীর তাবারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬১৮ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উক্ত আয়াতাংশের অনুবাদ করছেন এভাবে: আর তোমরা **আল্লাহ** ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করবে না। অপর আয়াত এর সহায়ক অর্থ প্রদান করছে। যেমন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟

(পারা: ২০, সূরা: ক্বাসাস্, আয়াত: ৮৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর **আল্লাহর** সাথে অপর খোদাদের পূজা করবে না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই।"

বুঝা গেল, গাইরুল্লাহ্‌কে খোদা মনে করে আহ্বান করা শিরিক। কেননা, এ হল গাইরুল্লাহরই ইবাদত। (বিশদ ভাবে জানার জন্য হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কিতাব 'ইলমুল কুরআন' অধ্যয়ন করুন)

আল্লাহ কি আতা ছে হেঁ মুস্তফা মদদ্‌গার, হেঁ আম্বিয়া মদদ পর হেঁ আউলিয়া মদদগার।

প্রশ্ন (১৭): মুশরিকরা মূর্তিদের আর আপনারা নবী-ওলীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে থাকেন। উভয় কি শিরকের দিক থেকে সমান হল না?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

উত্তর: আল্লাহর পানাহ! বিষয় দুইটি কখনও এক নয়। মুশরিকদের আকীদা হলো **আল্লাহ** মূর্তিদেরকে ইলা্হ হওয়ার যোগ্যতা দান করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মাবুদ বানিয়ে দিয়েছেন)। তাছাড়া তারা মূর্তি ইত্যাদিকে তাদের ওসীলা বা সুপারিশকারী বলে ধারণা করে। মূলত: মূর্তিরা তা নয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা মুসলমানেরা কোন নৈকট্যশীল থেকে নৈকট্যশীলদের এমনকি **মদীনার তাজেদার নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও ইলাহ্ বলি না। আমরা নবী-ওলীদেরকে তো **আল্লাহ**র বান্দা এবং সম্মানের দিক থেকে **আল্লাহ**রই অভিপ্রায় ও পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে আমাদের জন্য ওসীলা, হাজত্-রওয়া ও মুশকিল কোশা বলেই মানি।

মূর্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা শিরিক

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: মুশরিক কর্তৃক তাদের মূর্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এটি সরাসরি শিরিকই। (আর এটি শিরিক হওয়া) এ কারণে যে, সেসব মূর্তিদের মাঝে খোদায়ী ক্ষমতা আছে বলে মনে করে এবং সেগুলোকে অলীক খোদা বলে মনে করে তারা সাহায্য প্রার্থনা করে। আর তাই ওসবকে তারা ইলাহ্ (ইবাদতের যোগ্য) বা শুরাকা (শরিক) বলে থাকে। অর্থাৎ সেসব মূর্তিকে তারা একদিকে **আল্লাহ**র বান্দাও জানে, অপরদিকে ‘উলুহিয়াতের’ বা ইলাহ্ হওয়ার অংশ বলেও মনে করে।

(জা-আল হক, ১৭১ পৃষ্ঠা)

শিরকের সংজ্ঞা

শিরকের অর্থ হলো, **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে ‘ওয়াজিবুল উজুদ’ বা ইবাদতের যোগ্য বলে জানা। অর্থাৎ উলূহিয়াতে অন্যকে শরিক করা। আর এ হলো কুফরের সব চাইতে নিকৃষ্টতর স্তর। এ ছাড়া আর যা যা রয়েছে, যতই জঘন্য কুফর হোক না কেন, শিরিক অবশ্য নয়।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কোন মানুষ মূলত: কোন অর্থেই মুশরিক হয় না, যে পর্যন্ত গাইরুল্লাহ্কে মাবুদ কিংবা স্বতন্ত্র সত্তা (অর্থাৎ স্বীয় সত্তায় অমুখাপেক্ষী, যথা এমন সব আকীদা পোষণ করা যে, তার ইলম মৌলিক ও সত্তাগত) এবং ওয়াজিবুল উজুদ বলে মনে না করে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)

"শরহে আকাঈদে" বর্ণিত আছে- শিরিক **আল্লাহ পাকের** উলুহিয়্যাতের মধ্যে কাউকে শরিক জানা। যেমন অগ্নি পুজারী **আল্লাহ পাক** ব্যতীত ওয়াজিবুল ওজুদ মানে অথবা **আল্লাহ পাক** ব্যতীত কাউকে ইবাদতের যোগ্য জানা। যেমন: মূর্তিদের পূজারী। (শরহে আকাঈদে নসফীয়া, ২০১ পৃষ্ঠা)

হে কুরবা ইছ আদায়ে দস্তগীর পর মেরে আক্বা,
মদদ কো আগেয়ে জব বিহ পুকারা ইয়া রাসূলাল্লাহ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

১২ রমযান ১৪৩৩ হিজরি
০৫-০৮-২০১২ ইংরেজি

এক চুপ শত সুখ

বয়ান নং ৭

অমূল্য রত্ন

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- জীবনকাল খুবই অল্প
- দিনের ঘোষণা
- জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করুন!
- ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার ১৫টি মাদানী ফুল

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অমূল্য রত্ন (১)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তারপরও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ الله এতে আপনি দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ লাভ করতে পারবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ এর ২৩তম খন্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন; হযরত আবুল মাওয়াহিব رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেছেন: আমি স্বপ্নযোগে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করি। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "কিয়ামতের দিন তুমি এক লক্ষ মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।" আমি আরজ করলাম, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কিভাবে এ যোগ্যতা অর্জন করলাম? ইরশাদ করলেন: "এ জন্যই যে, তুমি আমার উপর দরূদ পাঠ করে এর সাওয়াব আমার প্রতি উপহারস্বরূপ প্রেরণ করে থাক।" (আত-তাবাকাতুল কুবরা লিশ শা'রানী, ১০১ পৃষ্ঠা)

---

(১) এ বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ২৫শে সফর ১৪৩০ হিজরি মোতাবেক ২০০৯ ইংরেজি সাহারায়ে মদীনা বাবুল মাদীনা করাচীতে প্রদান করেছিলেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সহ লিখিত আকারে প্রকাশ করা হলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

সাওয়াব উপহারস্বরূপ প্রেরণ করার নিয়ম হচ্ছে; দরূদ শরীফ পাঠ করার সময় মনে মনে সাওয়াব উপহারস্বরূপ প্রেরণ করার নিয়্যত করা অথবা পাঠ করার আগে বা পরে মুখেও বলা যে, এ দরূদ শরীফের সাওয়াব আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি উপহারস্বরূপ প্রেরণ করছি।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কথিত আছে; একদা এক বাদশাহ তাঁর অনুচরদের নিয়ে বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, বাগানের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি ছোট ছোট পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করছে। এমন কি একটি পাথরের টুকরো বাদশাহর গায়েও এসে পড়ল। তিনি অনুচরদের বললেন: পাথরের টুকরো নিক্ষেপকারীকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আস। অনুচরেরা দ্রুত গিয়ে একজন বেদুঈনকে ধরে নিয়ে আসল। বাদশাহ বললেন: এ ছোট ছোট পাথরের টুকরাগুলো তুমি কোথায় পেয়েছ? সে ভয়ে ভয়ে বলল, জাহাপনা! আমি মরুভূমিতে ভ্রমণ করছিলাম। হঠাৎ এই সুন্দর সুন্দর পাথরের টুকরাগুলোর প্রতি আমার নজর পড়ল। আমি তা আমার থলেতে ভরে নিলাম।অতঃপর আমি ঘুরতে ঘুরতে এ বাগানে এসে পৌঁছি। গাছ থেকে ফল পাড়ার জন্যই এখন আমি এ ছোট ছোট পাথরগুলো ছুড়ে মারছি। বাদশাহ বললেন: তুমি কী জান এ (পাথর গুলোর) মূল্য কত? সে বলল: না। বাদশাহ বললেন: এ পাথরের টুকরাগুলো আসলে ছিল এক একটি মূল্যবান হীরা, যা তুমি অজ্ঞতাবসতঃ অযথা নষ্ট করে ফেললে। এতে সে ব্যক্তি আফসোস করতে লাগল। কিন্তু তার আফসোস করাটা অনর্থক ছিল। কেননা ওই মূল্যবান হীরাগুলো তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

জীবনের প্রতিটি মুহুর্তই এক একটি মূল্যবান হীরা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুরূপ আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত, শ্বাস-প্রশ্বাসই এক একটি মূল্যবান হীরা। যদি আমরা তা অযথা নষ্ট করে দিই, তাহলে পরবর্তীতে আমাদের আক্ষেপ ও আফসোসের সীমা থাকবে না।

দিনভর খেলো মে খাক উড়ায়ি, লাজ্জ আয়ি না যাররোঁ কি হাঁসি ছে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি পবিত্র কুরআনের ১৮ তম পারার সূরা আল মুমিনুন এর ১১৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে তোমরা কি এ কথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।

তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফানে এ পবিত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে: তোমাদের কি পরকালে কর্মফলের জন্য উঠতে হবে না? বরং তোমাদেরকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমাদের উপর ইবাদত আবশ্যকও করা হয়েছে। পরকালে তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতেই হবে। তখন তোমাদেরকে তোমাদের আমলের প্রতিদান দেয়া হবে। জীবন মৃত্যু সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করে **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র কুরআনের ২৯তম পারার সূরাতুল মূলক এর ২নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনি, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায় তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

www.dawateislami.net

জীবনকাল খুবই অল্প

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত দুইটি আয়াত ছাড়াও কুরআনুল কারীমের আরো অসংখ্য আয়াতে মহান **আল্লাহ** মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে মানুষকে একেবারে স্বল্প সময় থাকতে হবে। কিন্তু এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাকে হাশর ইত্যাদির সুদীর্ঘ জীবনের প্রস্তুতি নিতে হবে কবর। পরকালের বিভীষিকাময় ও বিপদ সঙ্কুল অবস্থা হতে পরিত্রান লাভের প্রস্তুতি নিতে হবে। তাই মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত খুবই মূল্যবান। সময় একটি দ্রুতগামী গাড়ির মত নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। কোন বাধা প্রদানকারী একে বাধা প্রদান করতে পারছে না, কেউ এর গতি রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। যে নিঃশ্বাস আমরা একবার ত্যাগ করছি তা পুনরায় আমাদের কাছে আর ফিরে আসবে না।

নিঃশ্বাসের মালা

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো!! তোমাদের জীবনটা প্রকৃতপক্ষে কী? জীবন হচ্ছে কয়েকটি নিঃশ্বাসের সমষ্টি মাত্র। যদি তা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তোমাদের সে আমল সমূহের ধারাও বন্ধ হয়ে যাবে, যা দ্বারা তোমরা **আল্লাহ তায়ালার** নৈকট্য লাভ করে থাক। **আল্লাহ তায়ালা** সে ব্যক্তির প্রতি সদয় হনো যে নিজের হিসাব নিকাশ নিজেই নিয়েছে এবং নিজের কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কয়েক ফোটা অশ্রু প্রবাহিত করেছে। এটা বলার পর তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ পবিত্র কুরআনের ১৬ পারার সূরা মরিয়মের ৮৪ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করেন:

اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمۡ عَدًّا ﴿۸۴﴾

__কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ__: আমি তো তাদের গননা পূর্ণ করছি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: উপরোক্ত আয়াতে গণনা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের গণনাই উদ্দেশ্য।

(ইহইয়াউল উলূম, ৪র্থ খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, দারে সাদির, বৈরুত)

ইয়ে ছাঁ-ছ কি মালা আব বছ টুটনে ওয়ালী হে,
গাফলত ছে মগর দিল কিঁউ বেদার নিহি হোতা।

দিনের ঘোষণা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বায়হাকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শুয়াবুল ঈমান নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন: **তাজদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রতিদিন সকালে যখন সূর্য উদিত হয়, তখন দিন ঘোষনা করে, যদি কেউ আজ কোন ভাল কাজ করতে চায় , তাহলে সে যেন তা করে নেয়। কেননা আজকের পর আমি আর পুনরায় ফিরে আসব না।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৪০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

গিয়া ওয়াক্ত ফের হাত আতা নেহী,

জনাব না মরহুম!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের যে দিনটি আজ আপনার ভাগ্যে জুটল তাকে গনিমত মনে করে আপনি যতটুকু পারেন ভাল ভাল কাজ করে নিন। এটাই হবে আপনার জন্য মঙ্গলজনক। কেননা আমরা জানিনা আগামীকাল যেদিনটি আমাদের নিকট আসবে তাতে লোকেরা আমাদেরকে কি "জনাব" বলে সম্বোধন করবে না "মরহুম" বলে সম্বোধন করবে। আমাদের অনুভূতি হোক বা না হোক, এটা দিনের মত সত্য যে, আমরা মৃত্যুর দিকে খুব দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছি। যেমনিভাবে- **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার সূরা ইনশিকাক এর ৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ﴿۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মানব! নিশ্চয় তোমাকে আপন রবের প্রতি দৌঁড়াতে হবে। অতঃপর তার সাথে সাক্ষাত করতে হবে।

মরতে যাতে হ্যাঁয় হাজারো আদমি, আকেল ও নাদান আখের মওত হেয়।

হঠাৎ মৃত্যু চলে আসে

নিজেদের সময়কে অযথা অপচয়কারীগণ! একটু ভেবে দেখুন, জীবন কতই দ্রুততার সাথে চলে যাচ্ছে। হয়ত অনেকবার আপনারা দেখেছেন সুস্থ, সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী ব্যক্তিও হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মৃত্যুর পর কবরে তার ওপর কি ঘটছে তা আমরা অনুমান করতে পারি না। তবে এ কথা সত্য যে, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির নিকট তার গোটা জীবনের ইতিবৃত্ত ভেসে ওঠবেই।

কিতনি বে এতেবার হে দুনিয়া, মওত কা ইনতেজার হে দুনিয়া।
গরচে জাহের মে সুরতে গুল হে, পর হাকিকত মে খার হে দুনিয়া।

হে পার্থিব সম্পদের লোভিগণ! দুনিয়ার সম্পদ উপার্জনকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বিবেচনাকারীগণ! তাড়াতাড়ি পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। এমন যেন না হয় যে, রাতে সুস্থ সবল অবস্থায় শোয়ার পর সকালে তোমাকে অন্ধকার কবরে রেখে দেওয়া হয়। **আল্লাহর** ওয়াস্তে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হও। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র কুরআনের ১৭ পারার সূরাতুল আম্বিয়ার প্রথম আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۚ﴿۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এক ঝোঁকে মে হে ইধার ছে উধর, চার দিন কি বাহার হে দুনিয়া।

জান্নাতেও আফসোস!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সময়ের মূল্যের প্রতি গুরুত্ব দেয়া আমাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। অযথা সময় নষ্ট করা কতই যে ক্ষতিকর তা এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝে নিন। যেমনিভাবে- **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: জান্নাতবাসীরা কোন জিনিসের জন্য আফসোস করবে না, তবে আফসোস সে সময়ের জন্য যা তারা দুনিয়াতে **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণ ব্যতীত অতিবাহিত করেছিল।

(আল মুজামুল কাবীর, ২০তম খন্ড, ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭২, দারে ইহইয়াত্তারাসিল আরবী, বৈরুত)

কলম চাঁছা

হাফেজ ইবনে আসাকির “তাবইনুল কাযিবিল মুফতারি”নামক কিতাবে বর্ণনা করেন: হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর স্বনামধন্য বুজুর্গ হযরত সায়্যিদুনা সুলাইম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কলম যখন লিখতে লিখতে ক্ষয় হয়ে যেত, তখন তিনি কলম চাঁছার সময় **আল্লাহ**র যিকির শুরু করে দিতেন, যাতে সে সময়টাও বৃথা না যায়। (যদিও ধর্মীয় বিষয়াদি লিখার জন্য কলম চাঁছাটাও একটি সাওয়াবের কাজ। তারপরও এক ঢিলে দুই পাখি মারার উদ্দেশ্যে তিনি কলম চাঁছার সময়টাও **আল্লাহ**র জিকিরে ব্যয় করতেন, যাতে সে সময়টা শুধুমাত্র কলম চাঁছার কাজে ব্যয় না হয়।)

জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করুন!

আপনি যদি চান, তাহলে এ দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়েই আপনি প্রতি সেকেন্ডেই জান্নাতে এক একটি বৃক্ষ রোপন করতে পারেন। জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করার পন্থাও খুবই সহজ। ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি

নিম্নোক্ত চারটি শব্দ হতে যে কোন একটি শব্দ পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপন করা হবে। সে চারটি শব্দ হচ্ছে যথা (১) سُبۡحٰنَ الله (২) اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه (৩) لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله (৪) اَللهُ اَکۡبَرُ।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮০৭, দারুল মারেফা, বৈরুত)

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করা কতই সহজ। যদি বর্ণিত চারটি শব্দ থেকে যে কোন একটি আপনি পাঠ করেন তাহলে একটি, আর যদি চারটি শব্দই পাঠ করেন তাহলে জান্নাতে আপনার জন্য চারটি বৃক্ষ রোপন করা হবে। এখন আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, সময় কতই মূল্যবান। জিহ্বার সামান্য নড়াচড়া দ্বারা যদি জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করা সম্ভবপর হয়, তাহলে অহেতুক কথাবার্তার স্থানে سُبۡحٰنَ الله জপে জপে আমরা জান্নাতে অগনিত বৃক্ষ রোপন করতে পারি। উঠা-বসা, চলা-ফেরা, শয়নে স্বপনে, কাজের অবসরে আমরা দরূদ শরীফও পাঠ করতে পারি। কেননা এর সাওয়াবও অপরিসীম। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি দশটি রহমত নাজিল করেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (সুনানে নাসায়ী, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৯৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্মরণ রাখবেন! শুয়ে শুয়ে কোন ওযীফা পড়ার সময় পা গুটিয়ে রাখা উচিত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন কিছু বলার আগে আপনি ভেবে দেখবেন, যে কথাটি আপনি বলতে চাচ্ছেন তার মধ্যে দুনিয়াবী কিংবা পরকালিন কোন

www.dawateislami.net

কল্যাণ আছে কিনা? যদি আপনার নিকট আপনার সে কথাটি অযথা মনে হয় তাহলে তা না বলে এর পরিবর্তে দরূদ শরীফ পাঠ করা কিংবা **আল্লাহ্**র যিকির করাটাই আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। কেননা এতে আপনি অগনিত সাওয়াব অর্জন করতে পারবেন। অথবা سُبۡحٰنَ اللهِ বা اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ বা لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বা اَللهُ اَکۡبَرُ যিকির করে জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবেন।

জিকরো দরূদ হার ঘড়ি বিরদে জবান রহে,
মেরি ফুজুল গুঁয়ি কি আদাত নিকাল দো।

ষাট বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম

যদি কিছু পাঠ করতে আপনার মন না চায়, বরং চুপচাপ বসে থাকতেই আপনার ভাল লাগে, তাহলে এর মধ্যেও সাওয়াব অর্জন করার অনেক পন্থা রয়েছে। যেমন আপনি আজে বাজে কল্পনাতে মগ্ন না হয়ে **আল্লাহ তায়ালা**র ধ্যান কিংবা মদীনা ও **শাহে মদীনা হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন। অথবা ইলমে দ্বীন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকবেন অথবা মৃত্যুর ভয়াবহতা, কবরের একাকীত্ব জীবনের ভয়াবহতা, হাশরের ময়দানের হৃদয় বিদারক দৃশ্যের কল্পনাতে আপনি বিভোর হয়ে পড়েন। এভাবে মগ্ন থাকলে আপনার সময় নষ্ট হবে না বরং আপনার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস اِنۡ شَآءَ الله ইবাদতের মধ্যেই গণ্য হবে। যেমনিভাবে- "জামেউস সাগীর" কিতাবে বর্ণিত আছে: **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: আখেরাতের বিষয়ে এক মুহুর্ত চিন্তা ভাবনা করা ষাট বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

(আল জামেউস সাগীর, লিস সুয়ুতী, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

উন কি ইয়াদো মে খো যাইয়ে,
মুস্তফা মোস্তফা কি জিয়ে।

পাঁচটির আগে পাঁচটি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের জীবন একেবারে সংক্ষিপ্ত। যে সময়টা আমরা পেয়েছি তা আমাদের জন্য ছিল গণিমত। আগামীতে সময় পাওয়ার আশা করা নিতান্ত বোকামী ও ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আগামী কাল আমরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারি। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ

وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

অর্থাৎ পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গণিমত মনে করো, (১) যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, (২) সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, (৩) ধনাঢ্যতাকে দারিদ্রতার পূর্বে, (৪) অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, (৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।

(আল মুস্তাদরাক, ৫ম খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৭৯১৬, দারুল মারেফা, বৈরুত)

গাফেল তুঝে ঘড়িয়াল ইয়ে দেতা হে মুনাদি, কুদরত নে ঘড়ি ওমর কি এক আওর ঘটাদি।

দু’টি নিয়ামত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “দুইটি নিয়ামত এমন রয়ছে, যা নিয়ে অনেক লোক ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে; সুস্থতা এবং অপরটি হচ্ছে অবসর।”

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬৪১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই অসুস্থতা দ্বারা সুস্থতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং সময়ের মূল্য তারাই উপলব্ধি করতে পারেন, যারা কাজ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। কেননা যারা বেকার তারা কখনো সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পারে না। সুতরাং সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করুন। বাজে কথাবার্তা, বাজে কাজ এবং খারাপ বন্ধুদের থেকে বেঁচে থাকার মাসসিকতা তৈরী করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

ইসলামের সৌন্দর্য

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে; **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: কোন ব্যক্তির জন্য ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে এক সৌন্দর্য হলো; যে এমন কাজ ত্যাগ করবে, যেটা তাকে উপকার দেয়না। (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৪৪, দারুল ফিকির, বৈরুত)

মূল্যবান মুহুর্তের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের প্রতিটি দিন কয়েকটি ঘন্টার এবং প্রতিটি ঘন্টা কয়েকটি মুহুর্তেরই সমষ্টি। আমাদের জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস এক একটি মূল্যবান হীরার সমতুল্য। তাই প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। যাতে আমাদের কোন শ্বাস-প্রশ্বাসই বৃথা না যায় এবং কিয়ামতের দিনে জীবনের ভান্ডারকে নেকিশূন্য পেয়ে আমাদের লজ্জার অশ্রু বিসর্জন করতে না হয়। আমাদের শতকোটি প্রচেষ্টা হোক আমরা যেন আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহুর্তের হিসাব করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমাদের ভাগ্য কতই প্রসন্ন হতো! যদি আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ঘন্টাকে কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে পারতাম। কিয়ামতের দিন জীবনের মূল্যবান সময়কে অনর্থক কথাবার্তা, খোশগল্প ইত্যাদিতে কাটানোর দায়ে আমাদের যেন আক্ষেপ করতে না হয়।

সময়ের প্রতি গুরুত্বদানকারী ব্যক্তিগণের মূল্যবান বাণী:

(১) আমিরুল মুমিনীন শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "এ দিনগুলো তোমাদের জীবনের পাতা স্বরূপ। তাই উত্তম আমল দ্বারা তোমরা এ পাতাগুলোকে সুসজ্জিত করো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেছেন: “আমি আমার অতীত জীবনের সেসব দিনের জন্য বেশি আফসোস করি, যেসব দিনে আমার আমলনামাতে আমি আমল বৃদ্ধি করতে পারিনি।”

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: প্রতিদিন তোমাদের বয়স কমে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা সৎ কাজ করতে কেন অবহেলা করছ? একদা কেউ তাঁকে বলল: হে আমিরুল মুমিনীন! এ কাজটি আপনি আগামী কালের জন্য রেখে দিন। জবাবে তিনি বললেন: “দিনের কাজ দিনে অনেক কষ্ট করে শেষ করি যদি আমি আজকের কাজও আগামী দিনের জন্য রেখে দিই, তাহলে দুইদিনের কাজ কিভাবে একদিনে শেষ করতে পারব? আজকের কাজ আগামী কালের জন্য রেখে দিও না। আগামী কাল আরেকটি কাজ করতে হবে।

(৪) হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হে আদম সন্তান! তুমি কয়েকটি দিনের সমষ্টি মাত্র। যদি তোমার জীবন থেকে একটি দিন চলে যায়, তবে মনে করো, তোমার জীবনের একটা অংশও চলে গেল। (আত্ তাবকাতুল কুবরা লিল মুনাবি, ১ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা, দারে সাদির, বৈরুত)

(৫) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেছেন: আমি দীর্ঘদিন যাবৎ আহলুল্লাহদের সংস্পর্শে ছিলাম। তাঁদের সংস্পর্শ থেকে আমি দুটি মূল্যবান বিষয় শিখেছি। (১) সময় তরবারীর ন্যায়। সুতরাং নেক আমল দ্বারা তোমরা তাকে কর্তন করো। অন্যথা অনর্থক কাজে ব্যস্ত রেখে তা তোমাদের কর্তন করবে, (২) তোমরা নিজের নফসের হিফাজত করো, তোমরা যদি নফসকে ভাল কাজে ব্যস্ত না রাখ তাহলে সেটা তোমাদেরকে মন্দ কাজে ব্যস্ত রাখবে।

(৬) ইমাম রাযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: “**আল্লাহর** শপথ! আহারের সময় আমার জ্ঞান চর্চা বন্ধ থাকলে আমার বেশি আফসোস লাগে। কেননা সময় অতি মূল্যবান সম্পদ।”

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

জীবনে সময়ের মূল্য বুঝা

(৭) অষ্টম শতাব্দীর প্রখ্যাত শাফেয়ী মাজহাবের আলিম সায়্যিদুনা শামসুদ্দিন আসবাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: তিনি এ ভয়ে পানাহার কম করতেন যে, বেশি খেলে হয়ত ঘন ঘন প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। ফলে বারবার শৌচাগারে গেলে সময় নষ্ট হবে। (আদ দুরারুল কামেনা লিল আসকলানী, ৪র্থ খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা, দারে ইহইয়ায়িত্তারাসীল আরবী, বৈরুত)

(৮) হযরত আল্লামা যাহবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ" কিতাবে খতিবে বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সম্পর্কে লিখেছেন: তিনি পথ চলার সময়ও কিতাবাদি পাঠ করতেন। যাতে আসা যাওয়ার সময়ও অযথা নষ্ট না হয়।

(তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ৩য় খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

(৯) হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মুমূর্ষ অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি এ মুমুর্ষ অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করছেন? তিনি বললেন: আমার আমল নামা চিরতরে বন্ধ হতে যাচ্ছে। তাই আমি তাড়াতাড়ি তাতে কিছু সংযোজন করতে চাচ্ছি।

(সায়দুল খাতির লে ইবনে যওযী, পৃষ্ঠা ২২৭, মাকতাবায়ে নজার মোস্তফা আল বাজ)

দিনের সময় সূচী বানিয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হলে নিজের দৈনন্দিন জীবনের সময়সূচি বানিয়ে নিন। ইশার নামায আদায় করার পর দুই ঘন্টার মধ্যেই শুয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। রাত্রিবেলায় অনর্থক আড্ডা দেয়া, গল্প গুজবে হোটেল রেস্তোরা সরগরম করে তোলা, শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া বন্ধু বান্ধবদের মজলিসে সময় নষ্ট করা খুবই ক্ষতিকারক। তাফসীরে রূহুল বয়ান ৪র্থ খন্ডের ১৬৬ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে: লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জাতির ধ্বংস হওয়ার কারণ এটিও একটি ছিল যে, তারা চৌরাস্তায় বসে লোকদের সাথে ঠাট্টা মশকরা করত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হোন। বন্ধু যতই অন্তরঙ্গ হোক না কেন, তার সঙ্গ পরিহার করুন। **আল্লাহর** স্মরণ থেকে বিরত রাখে এরূপ মজলিস বর্জন করুন। রাত্রিবেলায় ধর্মীয় কার্যাবলী সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। কেননা রাত্রি বেলার বিশ্রাম দিনের বেলার বিশ্রামের তুলনায় স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী এবং জীবনের স্বভাবগত চাহিদাও তা। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র কুরআনের ২০ পারার সূরাতুল কাসাস এর ৭৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তিনি নিজ করুনায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যেন রাতে আরাম করো এবং দিনে তার অনুগ্রহ তালাশ করো। (অর্থাৎ জীবিকা অর্জন করো) আর এজন্য যে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে নুরুল ইরফানে ৬২৯ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, রোজগারের জন্য দিন আর আরামের জন্য রাতকে নির্ধারিত করা উত্তম। রাতে বিনা কারণে জাগ্রত থাকবে না আর দিনে বেকার থাকবে না। যদি কোন সমস্যার কারণে দিনের বেলায় ঘুমায় আর রাতের বেলায় রোজগার করে তবে ক্ষতি নেই। যেমন রাতের বেলায় চাকুরীরত কর্মচারী ইত্যাদি।

সকালের ফযীলত

সময় সূচি নির্ধারণের সময় কাজের ধরনও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। যেমন যে ইসলামী ভাই রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে যান সকাল বেলায় তার মন মস্তিষ্ক সতেজ থাকে। তাই জ্ঞান চর্চার জন্য সকাল বেলার সময়ই যথোপযুক্ত। সকাল

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

বেলার ফযীলত সম্পর্কে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি দোয়া ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** নিকট দোয়া করে আবেদন করেন: **হে আল্লাহ!** আমার উম্মতের জন্য সকাল বেলার সময়ে বরকত দান করো। (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১২১৬)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: আলোচ্য হাদীসের মর্ম হচ্ছে, হে মালিক! আমার উম্মতের সে সব দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজে বরকত দান করো যা তারা সকাল বেলায় সম্পাদন করে থাকে। যেমন সফর, জ্ঞানার্জন, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫ম খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা)

সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে রাতে শোয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিটি কাজের সময় নির্ধারণ করে সে নির্ধারিত সময় মোতাবেকই সব কাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করবেন। যেমন তাহাজ্জুদ, জ্ঞান চর্চা, মসজিদে প্রথম তাকবীরের সাথে জামাআত সহকারে ফজরের নামায আদায়, (অনুরূপ অন্যান্য নামাযও) ইশরাক, চাশত, নাশতা, জীবিকা উপার্জন, দুপুরের আহার, পারিবারিক কাজ, সন্ধ্যাকালীন কাজ, সংসর্গ, (যদি তা সম্ভবপর না হয় তবে নিঃসঙ্গতাই উত্তম) ধর্মীয় প্রয়োজনে ইসলামী ভাইদের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদি কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে সে সময় মোতাবেকই সব কাজ করার চেষ্টা করবেন। আর যারা নির্ধারিত সময় মোতাবেক কাজ করার অভ্যস্ত নন। তাদের রুটিন মোতাবেক কাজ করতে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হতে পারে, কিন্তু যখন তারা রুটিন মোতাবেক কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলবেন, তখন এর সুফল তারা নিজেরাই দেখতে পাবেন اِنْ شَآءَ الله ।

দিন লহু মে খোনা তুঝে শবে সুবহে তক ছোনা তুঝে,
শরমে নবী, খওফে খোদা ইয়ে ভি নিহি ওহ ভি নেহি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

রিযকে খোদা খায়া কিয়া ফরমানে হক টালা কিয়া,
শুকরে করম তারছে জাযা ইয়ে ভি নিহি ওহ ভি নেহি। (হাদায়েখে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদাব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়াত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৫, হাদীস: ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সুন্নাত আম করে দ্বীনা কা হাম কাম করে, নেক হো যাঁয়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার ১৫টি মাদানী ফুল

(১) শোয়ার আগে বিছানা ভালভাবে ঝেড়ে নিন, যাতে বিছানাতে কোন বিষাক্ত কীট পতঙ্গ থাকলে তা বের হয়ে যায়। (২) শোয়ার পূর্বে এ দোয়াটি পড়ে নিবেন। اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ **হে আল্লাহ!** আমি তোসার নাম নিয়েই মরি এবং জীবিত হই। (অর্থাৎ ঘুমাই এবং জাগ্রত হই) (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬, হাদীস: ৬৩২৫) (৩) আসরের পর ঘুমাবেন না। কেননা এতে জ্ঞান লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায়, ফলে তার জ্ঞান লোপ পায়, তখন সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস: ৪৮৯৭, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা) (৪) দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া মুস্তাহাব। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যারা রাতের

বেলায় ইবাদতের জন্য জাগ্রত থাকে, রাতে নামায পড়ে, **আল্লাহ**র যিকির করে। অথবা ধর্মীয় কিতাবাদি অধ্যায়নে রত থাকে, তাদেরই দুপুরে বিশ্রাম নেয়া উচিত। যাতে রাত্রি জাগরনের কারণে যে দূর্বলতা সৃষ্টি হয়, বিশ্রামের দ্বারা তা দূরীভুত হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬শ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) (৫) দিনের প্রথম অংশে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) (৬) পবিত্রতা সহকারে ঘুমানো মুস্তাহাব। (৭) ডান হাতকে গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে ডান কাতে ঘুমাবেন অতঃপর বাম কাতে ঘুমাবেন। (প্রাগুক্ত) (৮) শোয়ার সময় কবরে শোয়ার কথা স্মরণ করবেন। কেননা সেখানে একাকী শয়ন করতে হবে। নিজের আমল ছাড়া অন্য কিছু সেখানে আপনার সাথে থাকবে না। (৯) শোয়ার সময় **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণে মগ্ন থাকবেন এবং ঘুম না আসা পর্যন্ত তাহলিল, তাসবিহ ও তাহমিদ তথা سُبْحٰنَ اللهِ বা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ কেননা যে অবস্থাতে মানুষ ঘুমায় সে অবস্থাতেই সে ঘুম থেকে ওঠে। আর যে অবস্থাতে মানুষ মৃত্যুবরণ করে সে অবস্থাতেই সে কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হবে। (প্রাগুক্ত) (১০) ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়াটি পাঠ করবেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ তায়ালার** জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেয়ার পর জীবন দান করেছেন এবং তারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬৩২৫) (১১) ঘুম থেকে উঠার পর সারাদিন তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করার এবং কাউকে কষ্ট না দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করে নিবেন। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) (১২) ছেলে মেয়েদের বয়স যখন দশ বছরে উপনীত হবে তখন তাদের পৃথক পৃথক শোয়ানোর ব্যবস্থা করবেন। বরং দশ বছরের ছেলেকে তার সমবয়সী ছেলের সাথে কিংবা তার চেয়ে বয়সে বড় পুরুষের সাথেও শয়ন করতে দেবেন না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬২৯) (১৩) স্বামী স্ত্রী যখন খাটে ঘুমায় তখন

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

১০ বছরের সন্তানকে একসাথে শোয়াবেন না। ছেলে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন প্রাপ্তবয়স্কের হুকুমের আওতায় চলে আসে। (১৪) ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মিসওয়াক করবেন। (১৫) রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: ফরজ নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায। (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১১৬৩)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত সুন্নাত ও আদব নামক রিসালাটি ক্রয় করে পাঠ করুন। সুন্নাতের তরবিয়্যতের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো,
লুঠনে রহমতে, কাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

উত্তম চরিত্রের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন সামুরা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবার চেয়ে উত্তম।"

(আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীসে জাবির বিন সামুরা, হাদীস নং- ২০৮৭৪, ৭/৪১০)

www.dawateislami.net

উত্তম চরিত্রের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “পরিপূর্ণ মুমিন সেই, যার চরিত্র সবচেয়ে বেশি উত্তম।” (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস নং- ৪৬৮২, ৪/২৯০)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ পাক** যে বান্দার আকৃতি ও চরিত্রকে উত্তম বানিয়েছেন, তাকে আগুন গ্রাস করবে না।”

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি হুসনিল খুলুক, হাদীস নং- ৮০৩৮, ৬/২৪৯)

হযরত সায়্যিদুন আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “উত্তম চরিত্র গুনাহ্সমূহকে এমনভাবে বিগলিত করে দেয়, যেভাবে সূর্যের তাপ বরফকে বিগলিত করে দেয়।”

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি হুসনিল খুলুক, হাদীস নং- ৮০৩৬, ৬/২৪৭)

হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন শুরাইক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, সাহাবায়ে কেরামগণ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মানুষকে সবচেয়ে উত্তম কোন্ জিনিসটি দান করা হয়েছে?” **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “মানুষকে উত্তম চরিত্রের চাইতে বেশি উত্তম কোন জিনিসই দান করা হয়নি।” মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৪৬৩, ১/১৭৯)

www.dawateislami.net

বয়ান নং ৮

অযু ও বিজ্ঞান

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- পশ্চিম জার্মানীর সেমিনার
- মুখের ফোস্কার চিকিৎসা
- অন্ধত্ব থেকে নিরাপত্তা লাভ
- চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার মুজিযা

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

অযু ও বিজ্ঞান (১)

এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আপনি অযু সম্পর্কিত বিস্ময়কর জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভে ধন্য হবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণকারীগণ (দুইজন ইসলামী ভাই) যখন পরস্পর সাক্ষাৎ করে, অতঃপর মুসাফাহা (করমর্দন) করে এবং **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই দু'জনের আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(মুসনাদে আবি ইয়া'লা, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯৫১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

অযুর রহস্য শুনার কারণে ইসলাম গ্রহণ

এক ব্যক্তির বর্ণনা: "আমি বেলজিয়ামে কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অমুসলীম শিক্ষার্থীকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। সে জিজ্ঞাসা করলো:

---

(১) এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দুই দিন ব্যাপী ছাত্রদের ইজতিমায় (১৪২১ হিজরীর মুহাররামুল হারাম) পাকিস্তানের নওয়াব শাহে প্রদান করেছিলেন। প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করে লিখিতভাবে আপনাদের খেদমতে পেশ করা হলো। **-- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

"অযুর মধ্যে কি কি বৈজ্ঞানিক রহস্য রয়েছে?" আমি নির্বাক হয়ে যাই। তাকে একজন আলিমের কাছে নিয়ে গেলাম কিন্তু তাঁর কাছেও এর কোন জ্ঞান ছিল না। অবশেষে বিজ্ঞানের জ্ঞান রাখেন এমন এক ব্যক্তি তাকে অযুর যথেষ্ট সৌন্দর্য বর্ণনা করলো কিন্তু ঘাড় মাসেহ্ করার রহস্য বর্ণনা করতে তিনিও অপারগ হলেন। এরপর সে অমুসলীম (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী) চলে যায়। কিছু দিন পর এসে বলল: "আমাদের প্রফেসর লেকচারের মাঝখানে বলেছেন; যদি ঘাড়ের পৃষ্ঠদেশে ও দু'পার্শ্বে দৈনিক কয়েক ফোটা পানি লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে মেরুদন্ডের হাড় ও দূষিত মজ্জার সংক্রমণ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।" এটা শুনে অযুর মধ্যে ঘাড় মাসেহ্ করার রহস্য আমার বুঝে এসে যায়। অতএব আমি মুসলমান হতে চাই এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তবেই সে মুসলমান হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পশ্চিম জার্মানীর সেমিনার

পশ্চিমা দেশগুলোতে হতাশা **(DEPRESSION)** রোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে যাচ্ছে। পাগলখানার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞদের নিকট রোগীদের ভীড় সবসময় লেগেই থাকে। পশ্চিম জার্মানীর ডিপ্লোমা হোল্ডার একজন পাকিস্তানী ফিজিওথেরাপিষ্ট এর বক্তব্য: "পশ্চিম জার্মানীতে একটি সেমিনার হয়েছে যার আলোচ্য বিষয় ছিল: "মানসিক **(DEPRESSION)** রোগের চিকিৎসা ওষুধপত্র ছাড়া আর কোন কোন উপায়ে হতে পারে।" একজন ডাক্তার তার প্রবন্ধে এই বিস্ময়কর তথ্য খুলে বলেছেন যে, আমি ডিপ্রেশন (মানসিক রোগে) আক্রান্ত কতিপয় রোগীকে দৈনিক পাঁচবার মুখ ধৌত করিয়েছি। কিছুদিন পর তাদের রোগ কমে যায়। অতঃপর এইভাবে রোগীদের অপর দলকে দৈনিক পাঁচবার হাত, মুখ ও পা ধৌত করার

www.dawateislami.net

ব্যবস্থা করেছি। এতে রোগ অনেকটা ভাল হয়ে যায়। এই ডাক্তার তার প্রবন্ধের উপসংহারে (শেষে) স্বীকার করেছেন; "মুসলমানদের মধ্যে মানসিক রোগ কম দেখা যায়। কেননা তারা দিনে কয়েকবার হাত, মুখ ও পা ধৌত করে (অর্থাৎ অযু করে)।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অযু ও উচ্চ রক্তচাপ

এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার খুবই জোর দিয়ে বলেছেন; "উচ্চ রক্ত চাপে আক্রান্ত রোগীকে প্রথমে অযু করান, তারপর ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করুন, অবশ্যই অবশ্যই তা কমে যাবে। এক মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার বলেন: "মানসিক রোগের উত্তম চিকিৎসা হলো অযু।" পশ্চিমা দেশের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞগণ রোগীদের শরীরে অযুর মতো দৈনিক কয়েকবার পানি ঢেলে দেন।

অযু ও অর্ধাঙ্গ রোগ

অযুতে ধারাবাহিকভাবে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা হয়, তাও রহস্য থেকে খালি নয়। প্রথমে উভয় হাতে পানি ঢালাতে শরীরে শিরার কার্যক্রম সচল হয়ে উঠে। অতঃপর ধীরে ধীরে চেহারা ও মস্তিষ্কের রগগুলোর দিকে তার প্রভাব পৌঁছতে থাকে। অযুর মধ্যে প্রথমে হাত ধোয়া তারপর কুলি করা তারপর নাকে পানি দেয়া তারপর চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ধারাবাহিকতা অর্ধাংগ রোগ প্রতিরোধের জন্য উপকারী। অযু যদি মুখমন্ডল ধৌত করা ও মাথা মাসেহ্ করা দ্বারা শুরু করা হতো তাহলে শরীর অনেক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

মিসওয়াকের যথার্থ মূল্যায়নকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযুর মধ্যে অনেক সুন্নাত রয়েছে এবং প্রত্যেকটা সুন্নাত অসংখ্য গুপ্ত রহস্যের ভান্ডার। যেমন-মিসওয়াকের কথাই ধরে নিন। শিশুরাও জানে যে, অযুর মধ্যে মিসওয়াক করা সুন্নাত। এই সুন্নাতের বরকত সমূহ কি চমৎকার! এক ব্যবসায়ির বক্তব্য: “সুইজারল্যান্ডে এক নও মুসলিমের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমি তাকে তোহ্‌ফা হিসেবে একটা মিসওয়াক দিলাম। তিনি খুশী হয়ে তা গ্রহণ করলেন এবং চুম্বন করে চোখে লাগালেন। হঠাৎ তার দু’চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে আর এটির ভাজ খুললেন। দেখলাম, ওখান থেকে আনুমানিক দু’ইঞ্চি লম্বা একটা ছোট্ট মিসওয়াকের টুকরা বের হলো। তিনি বললেন: আমার ইসলাম গ্রহণের সময় মুসলমানগণ এই তোহফা আমাকে দিয়েছিল। আমি খুব যত্ন সহকারে এটা ব্যবহার করতে থাকি। এটা শেষ হতে চলেছিল বিধায় আমি চিন্তিত ছিলাম। এমতাবস্থায় **আল্লাহ পাক** দয়া করেছেন এবং আপনি আমাকে আরেকটি মিসওয়াক দান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: “দীর্ঘ দিন যাবত আমি দাঁত ও মাড়ির ব্যথায় ভুগছিলাম। আমাদের এখানকার দাঁতের চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা হচ্ছিল না। আমি এই মিসওয়াকের ব্যবহার শুরু করি। অল্প দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠি। অতঃপর আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম, তিনি আশ্চর্য্য হয়ে যান এবং জিজ্ঞাসা করলেন: “আমার ঔষধে এত তাড়াতাড়ি আপনার রোগ সেরে যেতে পারে না। ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন, অন্য কোন কারণ থাকতে পারে।” আমি যখন গভীরভাবে চিন্তা করলাম তখন আমার স্মরণ হলো যে, আমি তো মুসলমান হয়েছি এবং এই সব বরকত মিসওয়াক শরীফেরই। যখন আমি ডাক্তারকে মিসওয়াক শরীফ দেখালাম তখন তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে শুধু তা দেখতে থাকেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্মরণশক্তির জন্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিসওয়াক শরীফের মধ্যে ধর্মীয় ও দুনিয়াবী অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে। এতে বিভিন্ন রাসায়নিক অংশ রয়েছে, যা দাঁতকে সব ধরণের রোগ থেকে রক্ষা করে। তাহতাবীর পাদটীকায় বর্ণিত রয়েছে: "মিসওয়াক দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, মাথা ব্যথা দূর হয় এবং মাথার রগগুলোতে প্রশান্তি আসে। এতে শ্লেষ্মা (কফ, সর্দি) দূর, দৃষ্টি শক্তি প্রখর, পাকস্থলী ঠিক এবং খাদ্য হজম হয়, জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সন্তান প্রজননে বৃদ্ধি ঘটায়। বার্ধক্য দেরীতে আসে এবং পিঠ মজবুত থাকে।"

(হাশিয়াতুত তাহতাভী, আলা মারাকিল ফালাহ, ৬৮ পৃষ্ঠা)

মিসওয়াক সম্পর্কীত দু'টি হাদীস শরীফ

(১) "যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন ঘর মোবারক ঘরে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।" (সহীহ মুসলিম শরীফ, ১৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৩) (২) "**নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন (সর্বপ্রথম) মিসওয়াক করতেন।" (আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭)

মুখের ফোস্কার চিকিৎসা

ডাক্তারগণ বলেন: "অনেক সময় উষ্ণতা ও পাকস্থলী হতে বের হওয়া এসিডের ফলে মুখে ফোস্কা পড়ে যায়। এই রোগ থেকে বিশেষ ধরণের জীবাণু মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এর চিকিৎসার জন্য তাজা মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করুন এবং এর লালাকে কিছুক্ষণ মুখের ভিতরের এদিক সেদিক ঘুরাতে থাকুন। এই ভাবে অনেক রোগী সুস্থতা লাভ করেছে।"

টুথ ব্রাশের বিভিন্ন অপকারিতা

বিশেষজ্ঞগণের গবেষণা অনুযায়ী ৮০% রোগ পাকস্থলী ও দাঁতের জীবাণু থেকে সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ দাঁতের পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য না রাখার ফলে মাড়িতে বিভিন্ন ধরণের জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। অতঃপর পাকস্থলীতে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের রোগের সৃষ্টি করে। মনে রাখবেন! টুথ ব্রাশ মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত নয় বরং বিশেষজ্ঞদের স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, (১) ব্রাশ যখন একবার ব্যবহার করা হয় তখন এতে জীবাণুর ভিত্তি জমে যায়। পানি দ্বারা ধৌত করার ফলেও ঐ জীবাণুগুলো যায় না বরং তা বংশবৃদ্ধি করে, (২) ব্রাশের কারণে দাঁতের উপরিভাগে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়, (৩) ব্রাশের ব্যবহারে মাড়ি ধীরে ধীরে নিজস্থান থেকে সরে যায়, যার ফলে দাঁত ও মাড়ির মধ্যে শূণ্যতা **(GAP)** সৃষ্টি হয় এবং তাতে খাদ্যের কণা লেগে পঁচে যায় এবং জীবাণুগুলো তাদের স্থান তৈরী করে নেয়। এতে অন্যান্য রোগ-ব্যাধি ছাড়াও চোখের নানা ধরণের রোগ-ব্যাধিও জন্ম নেয়। ফলে দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে পড়ে বরং কোন কোন সময় মানুষ অন্ধও হয়ে যায়।

আপনি কি মিসওয়াক করতে জানেন?

হতে পারে আপনি মনে মনে ভাবছেন যে, আমি তো বছরের পর বছর ধরে মিসওয়াক ব্যবহার করছি কিন্তু আমার তো দাঁত ও পেট উভয়েরই সমস্যা! আমার সহজ সরল ইসলামী ভাইয়েরা! এটা মিসওয়াকের নয় বরং আপনার নিজেরই ব্যর্থতা। আমি {সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہ (লিখক)} এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বর্তমানে হয়ত লাখো মানুষের মধ্যে এক আধ জনই এইরূপ রয়েছে, যারা সঠিক নিয়মে মিসওয়াক ব্যবহার করে থাকে। আমরা প্রায়ই তাড়াতাড়ি দাঁতের উপর মিসওয়াক মালিশ করে অযু করতে চলে যাই। অর্থাৎ এটাই বলুন যে, আমরা মিসওয়াক নয় বরং মিসওয়াকের প্রথাই আদায় করি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

মিসওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল

✱ **দু'টি ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: মিস্ওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮) ✱ মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। কেননা, তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৬৯) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি' লিস্সুয়ুতী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৮৬৭) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: চারটি জিনিস জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্ওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (হায়াতুল হায়ওয়ান লিদ্দামীরী, ২য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ✱ **ঘটনা:** হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওযুর সময় মিস্ওয়াকের প্রয়োজন হয়। খুজে দেখা হলো কিন্তু পাওয়া গেলো না। এজন্য এক দীনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মুদ্রা) বিনিময়ে মিস্ওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশি খরচ করে ফেলেছেন! কেউ এতো বেশি দাম দিয়ে কি মিস্ওয়াক নেয়? হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সকল বস্তু **আল্লাহ পাকের** নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখেনা। যদি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি কি জবাব দেব, "তুমি আমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত কেন ছেড়ে দিলে?" যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, তার বাস্তবতা তো আমার কাছে মশার ডানার

সমপরিমাণও ছিল না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতকে (মিস্ওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা? (লাওয়াকিহুল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, ৩৮ পৃষ্ঠা) ✱ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** প্রথম খন্ডের ২৮৮পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন: মাশায়েখে কেরাম বলেন: “যে ব্যক্তি মিস্ওয়াকে অভ্যস্থ হয়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা পড়া নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা নসীব হবে না।” ✱ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। ✱ মিস্ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✱ মিস্ওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশি লম্বা না হয়। বেশি লম্বা হলে সেটার উপর শয়তান আরোহণ করে। ✱ মিসওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক **(GAP)** সৃষ্টি করে। ✱ মিস্ওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। ✱ মিস্ওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটা উচিত, আশঁগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিস্ওয়াকে তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে। ✱ দাঁতের প্রস্থে মিস্ওয়াক করুন। ✱ যখনই মিস্ওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। ✱ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধূয়ে নিন। ✱ মিস্ওয়াক ডান হাতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিস্ওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। ✱ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিস্ওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিস্ওয়াক করবেন। ✱ মুষ্ঠি বেধেঁ মিসওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ✱ মিস্ওয়াক ওযুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ঐ সময় হবে, যখন মুখে দুর্গন্ধ হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

✱ মিস্ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা, এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন। (বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” ১ম খন্ডের, ২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

হাত ধৌত করার রহস্যাবলী

অযুর মধ্যে সর্বপ্রথম হাত ধৌত করা হয়। এর রহস্যগুলো লক্ষ্য করুন: বিভিন্ন জিনিসে হাত দিতে থাকায় হাতের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক অনুকণা ও জীবাণু লেগে যায়। যদি সারা দিন ধৌত করা না হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হাত এই চর্মরোগের আক্রান্ত হতে পারে, (১) হাতের ঘামাছি, (২) চামড়া ফোলা, (৩) একজিমা, (৪) চর্মরোগ অর্থাৎ ঐ জীবাণু যেটা কোন জিনিসের উপর ময়লার মতো জমে যায়, (৫) চামড়ার রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। যখন আমরা হাত ধুয়ে নিই তখন আঙ্গুল সমূহের মাথা থেকে কিরণ **(RAYS)** বের হয়ে এমন এক বৃত্ত সৃষ্টি করে যার ফলে আমাদের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা সচল হয়ে উঠে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ এক বৈদ্যুতিক স্রোত আমাদের উভয় হাতে একত্রিত হয়। এতে আমাদের উভয় হাতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।

কুলি করার রহস্যাবলী

প্রথমে হাত ধৌত করা হয়। ফলে তা জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়। অন্যথায় এগুলো কুলির মাধ্যমে প্রথমে মুখে তারপর পেটে গিয়ে বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে। বাতাসের মাধ্যমে অসংখ্য ধ্বংসাত্মক জীবাণু, তাছাড়াও খাদ্যের অনুকণা আমাদের মুখ ও দাঁতের মধ্যে লালার সাথে লেগে থাকে। অতএব অযুর মধ্যে মিসওয়াক ও কুলির মাধ্যমে ভালভাবে মুখ পরিস্কার হয়ে যায়। যদি মুখ পরিস্কার করা না হয়, তাহলে এই ব্যাধিগুলো সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,

www.dawateislami.net

(১) এইডস যার প্রাথমিক লক্ষণের মধ্যে মুখ পাকাও রয়েছে, এইডস রোগের সমাধান ডাক্তাররা করতে পারে না, এই রোগে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা অচল হয়ে যায়। এতে রোগ প্রতিরোধ শক্তি থাকে না এবং রোগী দূর্বল হয়ে যায় এবং রোগী তীলে তীলে মারা যায়। (২) মুখের পার্শ্বদ্বয় ফেটে যাওয়া, (৩) মুখ ও উভয় ঠোঁট দাদ, ছত্রাক **(MONILIASIS)** হওয়া, (৪) মুখের মধ্যে ক্ষত হওয়া ও ছাল পড়া। তাছাড়া রোজা না হলে কুলির সাথে গড়গড়া করাও সুন্নাত। নিয়মিতভাবে গড়গড়াকারী টনসিল **(TONSIL)** বৃদ্ধি ও গলার বহু রোগ এমনকি গলার ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকে।

নাকে পানি দেয়ার রহস্যাবলী

ফুসফুসের জন্য এমন বাতাস প্রয়োজন হয় যা জীবাণু, ধোঁয়া ও ধূলাবালি থেকে মুক্ত হবে। আর এতে ৮০% আর্দ্রতা থাকবে। এই বাতাস পৌঁছানোর জন্য **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে নাকের ন্যায় এক মহান নিয়ামত দান করেছেন। বাতাসকে স্যাঁতসেঁতে করার জন্য নাক দৈনিক প্রায় ১/৪ গ্যালন আর্দ্রতা সৃষ্টি করে। পরিশুদ্ধতা ও অপরাপর কঠিন কাজ নাকের বাঁশির (ছিদ্রের) লোমের মাথাগুলো সম্পাদন করে থাকে। নাকের ভিতর এক দূরবীন (সুক্ষ্মতি সূক্ষ্ম) অর্থাৎ **(MICROSCOPIC)** ঝাড়ু রয়েছে। এই ঝাড়ু খোলা চোখে দেখা যায় না এমন জালি রয়েছে যা বাতাসের মাধ্যমে প্রবেশকারী জীবাণূগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। তাছাড়া এই অদৃশ্য জালির দায়িত্বে অন্য এক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও রয়েছে। যাকে ইংরেজীতে **(LYSOZUIM)** বলা হয়। এর মাধ্যমে নাক উভয় চোখকে সংক্রমণ **(INFECTION)** হতে রক্ষা করে। اَلْحَمْدُ لِله অযুকারী নাকে পানি দেয়, যার ফলে শরীরের এই গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র নাকের পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়। পানির মধ্যে কার্যকরী বৈদ্যুতিক স্রোত নাকের ভিতরকার অদৃশ্য জালির কার্যকারীতাকে জোরদার করে। মুসলমানগণ অযুর বরকতে নাকের অসংখ্য মারাত্মক রোগ

www.dawateislami.net

থেকে নিরাপদ থাকে। স্থায়ী সর্দি-কাশি এবং নাকের ব্যথাজনিত রোগ-ব্যাধির জন্য নাক ধৌত করা (অর্থাৎ-অযুর মতো নাকে পানি দেয়া) অত্যন্ত উপকারী।

মুখমন্ডল ধৌত করার রহস্যাবলী

বর্তমানে আকাশে বাতাসে ধোঁয়া ইত্যাদির দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সীসা প্রভৃতি আবর্জনার আকারে চোখ, চেহারা ইত্যাদিতে জমতে থাকে। যদি মুখমন্ডল ধৌত করা না হয়, তবে চেহারা ও চোখ অনেক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এক ইউরোপীয় ডাক্তার তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন: যার শিরোনাম ছিল- “চোখ, পানি, স্বাস্থ্য **(EYE, WATER, HEALTH)**।” এতে তিনি এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে, আপনার উভয় চোখ দিনে কয়েকবার ধৌত করতে থাকুন অন্যথায় আপনাকে বিপজ্জনক রোগের কবলে পড়তে হতে পারে। মুখমন্ডল ধৌত করার ফলে মুখের উপর ব্রণ বের হয় না, আর হলেও তা খুবই কম। রূপ ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের এই বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, সবধরণের ক্রীম **(CREAM)** ও লোশন **(LOTION)** ইত্যাদি মুখমন্ডলে দাগ সৃষ্টি করতে পারে। চেহারাকে লাবণ্যময় করার জন্য চেহারাকে (দৈনিক) কয়েকবার ধৌত করা আবশ্যক। আমেরিকান কাউন্সিল ফারবিউটির শীর্ষস্থানীয় সদস্য ‘বায়চার’ যথার্থই উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেন: “মুসলমানদের জন্য কোন ধরণের রাসায়নিক লোশনের প্রয়োজন নেই। অযুর মাধ্যমে তারা তাদের মুখমন্ডল ধৌত করে অসংখ্য রোগ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।” পরিবেশ বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ বলেন: “মুখমন্ডলের এলার্জি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য একে বার বার ধৌত করা উচিত।” اَلْحَمْدُ لِلّٰه এইরূপ শুধুমাত্র অযু দ্বারাই সম্ভব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অযুর মধ্যে মুখমন্ডল ধৌত করার ফলে এলার্জি থেকে চেহারা নিরাপদ থাকে, চেহারা ম্যাসেজ হয়ে যায়, রক্তের সঞ্চালন চেহারার দিকে সচল হয়, ময়লা-আবর্জনাও ঝরে যায় এবং চেহারার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

অন্ধত্ব থেকে নিরাপত্তা লাভ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চোখের এমন একটি রোগ রয়েছে, যে রোগে চোখের মূল আর্দ্রতা কমে যায় অথবা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং রোগী ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে যদি ভ্রূগুলোকে সময়ে সময়ে সিক্ত করা হয় তাহলে এই ভয়ংকর রোগ থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অযুকারী মুখমন্ডল ধৌত করে আর এতে তার ভ্রূগুলো সিক্ত হতে থাকে। আশিকানে রাসূলের দাঁড়িও অযুতে ধৌত করা হয়, আর এতে সুন্দর রহস্য রয়েছে; ডাঃ প্রফেসর জর্জ আইল বলেন: "মুখ মন্ডল ধৌত করার ফলে দাঁড়িতে লেগে থাকা জীবাণুগুলো ভেসে যায়। গোড়ায় পানি পৌঁছার ফলে লোমগুলোর শিকড় মজবুত হয়। খিলাল করার দ্বারা উকুনের সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া দাঁড়িতে পানির আর্দ্রতার স্থিতির ফলে ঘাঁড়ের পাট্টা, থাই রাইড গ্ল্যান্ড ও গলার ব্যাধি সমূহ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কনুই ধৌত করার রহস্যাবলী

কনুইতে তিনটি বড় বড় রগ রয়েছে যা হৃৎপিন্ড, যকৃৎ (কলিজা) ও মস্তিষ্কের সাথে সম্পৃক্ত। শরীরের এই অংশটা সাধারণত কাপড়ে আবৃত থাকে। যদি তাতে পানি ও বাতাস না লাগে তাহলে মস্তিষ্ক ও শিরার বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হতে পারে। অযু করার সময় কনুই সহ হাত ধৌত করার ফলে হৃৎপিন্ড, যকৃৎ (কলিজা) ও মস্তিষ্কে শক্তি পৌঁছে থাকে এবং এইভাবে اِنْ شَآءَ الله অযুকারী এই সমস্ত রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। তাছাড়া কনুই সহ হাত ধৌত করার ফলে বুকের মধ্যে সঞ্চিত চমকগুলোর সাথে সরাসরি মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং চমকগুলোর সমাগম এক অবস্থার আকার ধারণ করে। এই আমল দ্বারা হাতের জোড়া সমূহ আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাসেহ এর রহস্যাবলী

মাথা ও ঘাঁড়ের মাঝখানে হাবলুল ওয়ারীদ অর্থাৎ শাহরগ (গ্রীবাস্থি ধমনী) এর অবস্থান। তা মেরুদন্ডের হাড় ও মজ্জা এবং শরীরের সকল জোড়ার সাথে সম্পৃক্ত। যখন অযুকারী ঘাঁড় মাসেহ করে তখন উভয় হাতের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক স্রোত বের হয়ে শাহরগে জমা হয় এবং মেরুদন্ডের হাড় বয়ে শরীরের সকল শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে শিরা-উপশিরা শক্তি লাভ করে।

পাগলদের ডাক্তার

এক ব্যক্তির বর্ণনা: "আমি ফ্রান্সের এক স্থানে অযু করছিলাম। দেখলাম, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে খুব গভীরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। যখন আমি অযু শেষ করলাম তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কে এবং কোথাকার অধিবাসী?" আমি বললাম: "আমি একজন পাকিস্তানী মুসলমান।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: "পাকিস্তানে কয়টি পাগলাগারদ আছে?" এই আশ্চর্যজনক প্রশ্নে আমি চমকে গেলাম, কিন্তু আমি বলে দিলাম: "দু'চারটা হবে।" জিজ্ঞাসা করলেন: "এক্ষুণি আপনি কি করলেন?" আমি বললাম: "অযু।" তিনি বললেন: "কি প্রতিদিন করেন?" আমি বললাম: "হ্যাঁ! বরং দৈনিক পাঁচবার।" তিনি খুবই আশ্চর্য্য হয়ে বললেন: "আমি মানসিক হাসপাতালের **(MENTAL HOSPITAL)** সার্জন এবং পাগলামির কারণ সমূহের গবেষণা আমার কাজ। আমার গবেষণার সিদ্ধান্ত হলো এই যে, মস্তিষ্ক হতে সারা শরীরে সংকেত যায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে। আমাদের মস্তিষ্ক সব সময় তরল পদার্থে **(FLUID)** সাতরিয়ে **(FLOAT)** যাচ্ছে। এইজন্য আমরা দৌড়াদৌড়ি করলেও মস্তিষ্কের কিছু হয় না। যদি তা শক্ত **(RIGID)** কিছু হতো তাহলে এতদিনে হয়ত ভেঙ্গে যেতো। মস্তিষ্ক হতে কিছু সূক্ষ্ম রগ **(CONDUCTOR)** সঞ্চালক হয়ে আমাদের ঘাঁড়ের পিছন দিয়ে সারা শরীরে চলে গেছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

যদি চুলগুলোকে অতিরিক্ত লম্বা করা হয় এবং গর্দানের পিছনের অংশ শুষ্ক রাখা হয় তাহলে এই **(CONDUCTOR)** সঞ্চালক রগগুলোতে শুষ্কতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। অনেকের ক্ষেত্রে এইরূপও হয়ে থাকে যে, মস্তিষ্ক নিষ্ক্রীয় হয়ে তারা পাগলে পরিণত হয়। অতএব আমি ভাবলাম, ঘাঁড়ের পিছনের অংশ দিনে দু'চারবার যেন অবশ্যই ভিজানো হয়। এক্ষুণি দেখলাম আপনি হাত, মুখ ধৌত করার পাশাপাশি ঘাঁড়ের পিছনের অংশও কিছু করেছেন। বাস্তবিকই আপনারা পাগল হতে পারেন না।" তাছাড়া ঘাঁড় মাসেহ করার ফলে তাপের প্রভাবের ক্ষতি ও ঘাঁড় ভাঙ্গা জ্বর থেকেও বাঁচতে পারা যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পা ধৌত করার রহস্যাবলী

পা সবচেয়ে বেশি ময়লাযুক্ত হয়ে থাকে। প্রথমে জীবাণু পায়ের আঙ্গুল সমূহের মাঝখানে থেকে শুরু হয়। অযু করার সময় পা ধৌত করার ফলে ধূলা-বালি ও জীবাণুগুলো **(INFECTION)** ভেসে যায় এবং অবশিষ্ট জীবাণু পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করার ফলে বের হয়ে যায়। অতএব অযুর মধ্যে সুন্নাত অনুসারে পা ধৌত করার ফলে ঘুমের স্বল্পতা, মস্তিষ্কের শুষ্কতা, ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা **(DEPRESSION)** এর মত অস্বস্তিকর রোগ সমূহ দুরীভূত হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অযুর অবশিষ্ট পানি

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অযু করে বেঁচে যাওয়া পানি দাঁড়িয়ে পান করে নিতেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে: "এটির পানি ৭০টি রোগের শিফা।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৫ পৃষ্ঠা) ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: যদি কোন পাত্র বা বদনায় অযু করা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

হয়, সেটার বেঁচে যাওয়া পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব। (তাবইনুল হকাইক, ১ম খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা) অযুর বেঁচে যাওয়া পানি পান করার ব্যাপারে এক মুসলমান ডাক্তার বলেছেন: (১) এর প্রথম প্রভাবে মূত্রথলীর উপর পড়ে, প্রস্রাবের প্রতিবন্ধকতা দূর হয় এবং খোলাসাভাবে প্রস্রাব বের হয়ে আসে, (২) অবৈধ কামভাব হতে মুক্তি পাওয়া যায়, (৩) যকৃত, (কলিজা) পাকস্থলী ও মূত্রথলীর উত্তাপ দূর হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মানুষ চাঁদে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযু ও বিজ্ঞানের আলোচনা চলছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রতি মানুষের আকর্ষন বেশি। বরং এই সমাজে এমন কিছু লোকও দেখা যায়, যারা ইংরেজ গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের প্রতি যথেষ্ট দুর্বল। তাদের খিদমতে আরয: অনেক বাস্তব বিষয় এমন রয়েছে যেগুলোর সন্ধানে বৈজ্ঞানিকগণ বর্তমানে মাথা ঠুকছে অথচ আমার **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেগুলো অনেক পূর্বেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। দেখুন, তাদের দাবী অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকগণ এখন চাঁদে পৌঁছেছে। অথচ আমার **প্রাণ প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আজ থেকে প্রায় ১৪৩৮ বছর পূর্বে মিরাজ ভ্রমন হতেও অনেক উর্ধ্বে তাশরীফ নিয়ে যান। আমার আক্বা আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ওরশ শরীফ উপলক্ষ্যে দারুল উলুম আমজাদিয়া, আলমগীর রোড, বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত এক মুশায়েরা মাহফিলে অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়েছে, যার মধ্যে হাদায়িকে বখশিশ শরীফের এই পংক্তি শিরোনাম রাখা হয়েছিল।

চর ওয়েহী চর জু তেরে কদমো পে কুরবান গেয়া।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, বাহারে শরীয়াতের লিখক, খলীফায়ে আ'লা হযরত, হযরত মওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা মুফাস্‌সীরে কুরআন হযরত আল্লামা আবদুল মুস্তফা আযহারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই মুশায়েরায় তাঁর যে কালাম পেশ করেছিলেন তার একটি শের (পংক্তি) লক্ষ্য করুন।

কেহতে হে সাতাহ পর চান্দ কি ইনসান গেয়া,
আরশে আজম চে ওয়ারা তৈয়্যবা কা সুলতান গেয়া।

অর্থাৎ- কেবল বলা হচ্ছে যে, এখন মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে! সত্যিই চাঁদ তো অতি নিকটে **নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিরাজের রজনীতে চাঁদকে পিছনে রেখে আরশে আযমেরও অনেক উপরে তাশরীফ নিয়ে যান।

আরশ কি আকল দাঙ্গ হে চার্‌খ মে আসমান হে,
জানে মুরাদ আব কিদর হায়ে তেরা মকান হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নূরের খেলনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চাঁদ, যেখানে পৌঁছে যাওয়ার দাবী করছে এখন বৈজ্ঞানিকগণ, ওই চাঁদতো **আমার প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমের অনুগত। যেমন- “দালায়িলুন নবুয়ত”এ বর্ণিত রয়েছে: **সুলতানে দোজাহান, নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: আমি প্রিয় নবীর দরবারে আরয করলাম: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার মধ্যে (মোবারক শৈশবে) এমন একটি বিষয় দেখেছি যা আপনার নবুওয়াতের প্রমাণ

বহন করতো এবং আমার ঈমান আনয়নের কারণ সমূহের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। অতঃপর আমি দেখলাম যে, **আপনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোলনায় শায়িত অবস্থায় চাঁদের সাথে কথা বলছিলেন এবং যেদিকে **আপনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করতেন চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে যেতো।” **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আমি (চাঁদের) সাথে কথা বলতাম এবং চাঁদ আমার সাথে কথা বলতো এবং আমাকে কান্না থেকে ভুলিয়ে রাখতো। আমি তার পতিত হওয়ার আওয়াজ শুনতাম, যখন আরশে ইলাহীর নিচে সিজদায় পড়তো।”

(দালায়িলুন নবুয়ত, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

আ’লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন:

চাঁদ ঝুক জা-তা জিধর উঙ্গুলি উঠাতে মাহদ মে,
কিয়াহি চলতা থা ইশারু পর খেলুনা নূর কা।

এক নবী প্রেমিক বলেছেন:

খেলতে থে চাঁদ ছে বাছপনমে আক্বা ইছলিয়ে,
ইয়ে সারা-পা নূর থে, উও থা খেলুনা নূর কা।

চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার মুজিযা

বুখারী শরীফের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: মক্কার কাফিরগণ **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হয় এবং মুজিযা দেখার জন্য আবেদন করে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখান। (বুখারী, ২য় খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৬৮) **আল্লাহ পাক** ২৭ পারার সূরা ক্বমরের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
اِقۡتَرَبَتِ السَّاعَۃُ وَ انۡشَقَّ الۡقَمَرُ ﴿۱﴾ وَ اِنۡ یَّرَوۡا اٰیَۃً یُّعۡرِضُوۡا وَ یَقُوۡلُوۡا سِحۡرٌ مُّسۡتَمِرٌّ ﴿۲﴾
(পারা- ২৭, সূরা- ক্বমর, আয়াত- ১৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় দয়ালু। (১) নিকটে এসেছে কিয়ামত এবং দ্বিখণ্ডিত হয়েছে চাঁদ। (২) এবং যদি দেখে কোন নিদর্শণ, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর বলে; এতো যাদু, যা (শাশ্বতরূপে) চলে আসছে।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ আয়াতের এই অংশ (وَ انۡشَقَّ الۡقَمَرُ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং দ্বিখণ্ডিত হয়েছে চাঁদ) এই আয়াতের মধ্যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক বড় মুজিযা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার আলোচনা হয়েছে। (নূরুল ইরফান, ৮৪৩ পৃষ্ঠা)

ইশারে ছে চান্দ ছিড় দিয়া, ছুপে হুয়ে খুর কো ফের লিয়া,
গেয়ে হুয়ে দিন কো আছর কিয়া, ইয়ে তাব ও তুয়া তোমহারে লিয়ে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযুর ডাক্তারী উপকারীতা শুনে হয়তো আপনি আনন্দিত হয়ে গেছেন। কিন্তু আমি আরয করব চিকিৎসা শাস্ত্রের পুরোটাই ধারণা নির্ভর। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও চূড়ান্ত হয় না, পরিবর্তন হতে থাকে। হ্যাঁ! **আল্লাহ পাকের** ও **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানাবলী অটল, তা পরিবর্তন হবে না। সুন্নাত সমূহের উপর আমাদের আমল ডাক্তারী উপকারীতা লাভের জন্য নয় বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। অতএব এই জন্য অযু করা যে, আমার রক্তচাপ যেন স্বাভাবিক হয়ে যায় অথবা আমি স্বাস্থ্যবান হয়ে যাই কিংবা খাবার নিয়ন্ত্রণের জন্য রোযা রাখা যেন ক্ষুধার উপকারীতা পাওয়া যায়।

মদীনা সফর এই উদ্দেশ্যে করা যে, আবহাওয়াও পরিবর্তন হবে এবং ঘর-বাড়ী ও কাজ কর্মের ঝামেলা থেকেও কিছুদিন শান্তি পাওয়া যাবে। অথবা ধর্মীয় কিতাব এই জন্য পড়া যেন সময় অতিবাহিত হয়। এই ধরণের নিয়্যতে আমলকারীগণ সাওয়াব কিভাবে পাবে? যদি আমরা **আল্লাহ্ তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করার জন্য আমল করি তাহলে সাওয়াবও পাওয়া যাবে এবং সাথে সাথে এর উপকারীতাও অর্জন হবে। অতএব যাহেরী ও বাতেনী নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদেরকে অযুও **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।

তাসাউফের (আধ্যাত্মিকতার) মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: অযু করার পর আপনি যখন নামাযের দিকে মনোযোগী হবেন, তখন কল্পনা করুন যেসব প্রকাশ্য অঙ্গের উপর লোকজনের দৃষ্টি পড়ে, সেগুলো তো বাহ্যতঃ পবিত্র হয়েছে। কিন্তু অন্তরকে পবিত্র করা ব্যতীত **আল্লাহ পাকের** দরবারে মুনাজাত করা লজ্জার পরিপন্থী। কেননা, **আল্লাহ পাক** অন্তরগুলোকেও দেখে রয়েছেন। (তিনি) আরও বলেন: প্রকাশ্য ভাবে অযু করার পর এই কথা মনে রাখা উচিত, অন্তরের পবিত্রতা তাওবা করা, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া এবং উত্তম চরিত্র অবলম্বন করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি অন্তরকে গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র না করে বরং প্রকাশ্য পবিত্রতা, সাজ-সজ্জাকে যথেষ্ট মনে করে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যে বাদশাহকে দাওয়াত দিয়ে নিজের ঘরের বাইরে খুব সাজসজ্জা করে, রং ও আলোকিত করে, কিন্তু ঘরের ভিতরের অংশে পরিস্কার করার প্রতি কোন দৃষ্টি দেয় না। অতএব, যখন বাদশাহ তার ঘরের ভিতর এসে ময়লা-আবর্জনা দেখবেন, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, না সন্তুষ্ট হবেন, তা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই বুঝতে পারেন।

(ইহ্‌ইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

সুন্নাত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! **আমার আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয় এবং আমাদের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের অনুসরণ নয় বরং সুন্নাতের অনুসরণ। আমাকে বলতে দিন, যখন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ বছরের পর বছর তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলাফলে দরজা উন্মুক্ত করে তখন তাদের সম্মুখে হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তিমান **সুন্নাতে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই নজরে পড়ে। দুনিয়ার মধ্যে আপনি লাখো ভ্রমণ বিনোদন করেন, যতই আনন্দ উল্লাস করেন না কেন; আপনার অন্তরে প্রকৃত শান্তি আসবে না। অন্তরের প্রশান্তি শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** স্মরণেই পাওয়া যাবে। অন্তরে প্রশান্তি **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতে পাওয়া যাবে। দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম টিভি, ভিসিআর ও ইন্টারনেটে নয় বরং সুন্নাতের অনুসরণেই পাওয়া যাবে। যদি আপনি বাস্তবিকই উভয় জগতের কল্যাণ চান তাহলে নামায ও সুন্নাত সমূহকে দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে ধরুন এবং এগুলো শিখার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় সফর করাকে আপনার দৈনন্দিন আমলে পরিণত করে নিন। প্রত্যেক ইসলামী ভাই যেন নিয়্যত করুন, আমি জীবনে কমপক্ষে একাধারে ১২ মাস, প্রত্যেক ১২ মাসে ৩০ দিন এবং প্রতি মাসে ৩ দিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করব اِنْ شَآءَ الله।

তেরে সুন্নাতো পে চলকর মেরে রূহ জব নিকাল কর,
চলে তুম গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২১ মুহাররাম ১৪৩৪ হিজরি
০৬-১২-২০১২ ইংরেজি

এক চুপ শত সুখ

www.dawateislami.net

উত্তম চরিত্রের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন, **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে নসিহত করেন: “যেখানেই থাকো না কেন **আল্লাহ তায়ালাকে** ভয় করতে থাকো এবং গুনাহ সংগঠিত হয়ে গেলে তবে সাথে সাথে নেকী করে নাও, কেননা তা গুনাহকে মিটিয়ে দিবে আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।”

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ১৯৯৪, ৩/৩৯৭)

নম্র স্বভাব, সচ্চরিত্র ও বিনয়ের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমি কি তোমাদেরকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলবো না, যার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম? যে নম্র স্বভাব, কোমল ভাষী, মানুষকে মার্জনাকারী এবং চাহিদা পূরণকারী হবে।”

(মু'জামু আওসাত, হাদীস নং- ৮৩৭, ১/২৪৪)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মুমিন এতই নম্র স্বভাব, কোমল ভাষী হয়ে থাকে যে, তার নম্রতার কারণে লোকেরা তাকে বোকা মনে করে।”

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি হুসনিল খুলুক, হাদীস নং- ৮১২৭, ৬/২৭২)

বয়ান নং ৯

জুলুমের পরিণতি

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- ভয়ঙ্কর ডাকাত
- নিঃস্ব কে?
- জামাআত সহকারে সাতশত নামায
- সাওয়াবের কারণে ধনী

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জুলুমের পরিণতি (১)

শয়তান লাখো অলসতা দিলেও এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন।
اِنْ شَآءَ الله খোদাভীতিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন।

মুক্তার মুকুট

'আল কওলুল বদী' কিতাবে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে এই অবস্থায় দেখলেন যে, তিনি জান্নাতী হুল্লা (পোষাক) পরিধান করে মুক্তার মুকুট মাথায় সাজিয়ে "**শীরাজ**" এর জামে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ ? **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আমাকে সম্মান দান করেছেন এবং মুক্তার মুকুট পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলো: কি কারণে? বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি **মাহবুবে রাব্বুল আনাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করতাম, এ আমলই কাজে এসেছে। (আল কওলুল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন "দা'ওয়াতে ইসলামী"র তিনদিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা (১৪২৯ হিজরী, ২০০৮ ইং) সাহরায়ে মদীনা মুলতানে প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে লিখিত আকারে উপস্থাপন করা হলো। ---- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

ভয়ঙ্কর ডাকাত

শায়খ আব্দুল্লাহ শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর সফরনামায় লিখেন: একদা আমি বসরা শহর থেকে একটি গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম। দুপুরের সময় হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর ডাকাত আমার উপর আক্রমণ করলো, আমার সঙ্গীকে সে শহীদ করে দিলো, আমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে আমার উভয় হাত রশি দিয়ে বাঁধলো, আমাকে মাটিতে ফেলে রাখলো এবং পালিয়ে গেলো। আমি কোনভাবে হাতের বাধঁন খুললাম এবং চলতে লাগলাম, কিন্তু চিন্তিত অবস্থায় পথ হারিয়ে ফেললাম, এমনকি রাত হয়ে গেলো। একদিকে আগুনের আলো দেখে আমি সে দিকে অগ্রসর হলাম, কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমি একটি তাঁবু দেখতে পেলাম, আমি পিপাসায় কাতর হয়ে গিয়েছিলাম, গুতরাং তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আমি আওয়াজ করলাম: **আল আতাশ! আল আতাশ!** অর্থাৎ **"আহ পিপাসা! আহ পিপাসা!"** দুর্ভাগ্যবশত সেই তাঁবুটি ছিল সেই ভয়ঙ্কর ডাকাতেরই! আমার আওয়াজ শুনে পানির পরিবর্তে খোলা তরবারি নিয়ে সে বের হলো এবং এক আঘাতেই আমার প্রাণ শেষ করে দিতে চাইলো, তার স্ত্রী তাকে বাঁধা দিলো কিন্তু সে তা শুনলো না এবং আমাকে টেনে হেঁচড়ে দূরের জঙ্গলে নিয়ে গেলো আর আমার বুকের ওপর চড়ে বসে আমার গলায় চুরি রেখে জাবাই করতে উদ্যত হলো, এমন সময় হঠাৎ বন থেকে একটি বাঘ গর্জন করতে করতে বের হয়ে আসলো, বাঘটিকে দেখে ভয়ে ডাকাত লাফিয়ে দূরে সরে গেলো, বাঘটি লাফিয়ে তাকে আক্রমন করলো এবং জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি এ গায়েবী সাহায্যের জন্য **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

সাচ হে কেহ বুরে কাম কা আঞ্জাম বুরা হে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

অত্যাচারিকে সুযোগ দেয়া হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! অত্যাচারের পরিণতি কিরূপ ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"সহীহ বুখারী"**তে উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** অত্যাচারিকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তাকে আপন আয়ত্বে পাকড়াও করেন তখন তাকে আর ছাড়েন না। এতটুকু ইরশাদ করে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১২তম পারা সূরা হুদের ১০২ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَ هِیَ ظَالِمَةٌؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِیْمٌ شَدِیْدٌ ﴿۱۰۲﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১০২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অনুরূপই তোমার রবের পাকড়াও, যখন বস্তিগুলোকে পাকড়াও করেন তাদের জুলুমের কারণে, নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও বেদনাদায়ক, কঠিন।

(সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৬৮৬)

বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা, নেতারা, খুন ও হত্যাযজ্ঞের রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকারীদের বর্ণিত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, তাদের নিজের পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা উচিত নয় যে, যখন দুনিয়াতেও **আল্লাহ পাকের** কহর গযবের আগুন নিক্ষিপ্ত হয়, তখন এধরনের অত্যাচারী লোকেরা পথে ঘাটে কুকুরের মত মরতে থাকে এবং তাদের জন্য দু'ফোঁটা অশ্রু ঝড়ানোরও কেউ থাকেনা আর আহ! আখিরাতের শাস্তি কে সহ্য করতে পারবে! নিঃসন্দেহে মানুষের ওপর অত্যাচার করা গুনাহ, দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণ এবং জাহান্নামের আযাবের কারণ। এতে **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতাও এবং মানুষের হক ধ্বংস করাও বিদ্যমান। হযরত যুরযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

তাঁর কিতাব **‘আত-তারিফাত’** এ অত্যাচারের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: কোন জিনিসকে তার স্থানের পরিবর্তে অন্য স্থানে রাখা। (আত-তারিফাত লিল যুরযানী, ১০২ পৃষ্ঠা) শরীয়তে অত্যাচার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, কারো হক আত্মসাৎ করা, কাউকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা, কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেয়া ইত্যাদি। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৬৯ পৃষ্ঠা) যেই ভয়ঙ্কর ডাকাতের আলোচনা আপনারা এইমাত্র শুনলেন, সে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে খুনও করতো, দুনিয়াতেই সে অত্যাচারেরর পরিণতি দেখে নিলো। জানিনা এখন তার কবরে কী ঘটছে! তাছাড়া কিয়ামতের শাস্তিতো এখনো পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। বর্তমানেও ডাকাতেরা অর্থের লোভে হত্যাকান্ডও ঘটাচ্ছে। মনে রাখবেন! কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা চরম অপরাধ।

অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস সংকলন **“তিরমিযী শরীফে”** হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে উদ্ধৃত করেন: “যদি সমগ্র আসমান-জমিনের বাসিন্দারা একজন মানুষের হত্যাকান্ডে অংশগ্রহন করে, তবে **আল্লাহ পাক** সকলকেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।”

(সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪০৩)

আগুনের শিকল

মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারীদের, ডাকাতদের, চিঠি দিয়ে চাঁদা দাবীকারীদের গভীরভাবে ভাবা উচিৎ যে, আজ যে হারাম সম্পদ সহজেই গলার নিচে নামার অনুভব করছো, তা কিয়ামতের দিন যেনো কঠিন বিপদে ফেলে না দেয়? শুনো! শুনো! হযরত সায়্যিদুনা ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ **‘কুররাতুল উয়ুন’** এ উদ্ধৃত করেন: নিশ্চয় পুলসিরাতে আগুনের শিখল

রয়েছে, যে ব্যক্তি হারামের একটি টাকাও নিলো, তার পায়ে আগুনের শিকল লাগিয়ে দেয় হবে, যার ফলে তার জন্য পুলসিরাত অতিক্রম করা কষ্টকর হয়ে যাবে, এমনকি সেই দিরহামের মালিক তার নেকী সমূহ থেকে এর প্রতিদান নিয়ে নিবে, যদি তার নিকট নেকী না থাকে, তবে সে তার গুনাহের বোঝাও নিয়ে নিয়ে এবং জাহান্নামে পতিত হবে। (রওজুল ফায়েক সম্বলিত কুররাতুল উয়ূন, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

নিঃস্ব কে?

হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশায়রী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস সংকলন **“সহীহ মুসলিম শরীফে”** উদ্ধৃত করেন: **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কী জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে যার নিকট টাকা পয়সা ও ধন সম্পদ নেই, সেই নিঃস্ব। ইরশাদ করলেন: “আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব হলো ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা এবং যাকাত নিয়ে উপস্থিত হলো এবং এভাবে এলো যে, কাউকে গালি দিয়েছে, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে প্রহার করেছে তবে তার নেকী সমূহ থেকে কিছু এই মজলুমকে দিয়ে দেয়া হবে এবং কিছু ঐ মজলুমকে অতঃপর যদি তার দ্বায়িত্বে যে হক ছিলো, তা পরিশোধ করার পূর্বেই তার নেকী শেষ হয়ে যায় তবে মজলুমদের গুনাহ নিয়ে সেই অত্যাচারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।” (সহীহ মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৮১)

কেঁপে উঠুন

হে নামাযীরা! হে রোযাদারেরা! হে হাজীরা! হে পরিপূর্ণভাবে যাকাত আদায়কারীরা! হে দান ও পূণ্যকাজে অংশগ্রহনকারীরা! হে নেক অবয়ব প্রদর্শনকারী সম্পদশালীরা! সাবধান হয়ে যাও! কেঁপে উঠো! প্রকৃত নিঃস্ব হচ্ছে

সে, যে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও সদকা, দান-খয়রাত, কল্যাণমূলক কাজ এবং বড় বড় নেকী স্বত্বেও কিয়ামতের দিন সাওয়াব শুন্য হয়ে খালি হয়ে যাবে! যাকে কখনো গালি দিয়ে, কখনো শরীয়তের বিনা অনুমতিতে ধমক দিয়ে, অপমানিত করে, লাঞ্ছিত করে, মারধর করে, লুকিয়ে জিনিষ নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেরত না দিয়ে, ঋণ আত্মসাৎ করে, মনে আঘাত দিয়ে, অসন্তুষ্ট করেছে, তার সমস্ত নেকী নিয়ে নেয়া হবে এবং নেকী শেষ হওয়া অবস্থায় তাদের গুনাহের বোঝা উঠিয়ে দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

"সহীহ মুসলিম শরীফে" রয়েছে: **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা পাওনা, পাওনাদারদের পরিশোধ করে দিবে, এমনকি শিংবিহীনরা শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকে প্রতিশোধ নিবে।"

(সহীহ মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৮২)

উদ্দেশ্য হলো যে, তোমরা যদি দুনিয়ায় মানুষের পাওনা পরিশোধ না করো, তবে সর্বাবস্থায় কিয়ামতের দিন পরিশোধ করতে হবে, দুনিয়ায় সম্পদ দ্বারা এবং আখিরাতে আমল দ্বারা, সুতরাং উত্তম হলো যে, দুনিয়াতেই আদায়া করে দাও, অন্যথায় আফসোস করতে হবে। **'মিরাত শরহে মিশকাত'** এ রয়েছে: "প্রাণীরা যদিও শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাধীন নয়, তবুও বান্দার হক প্রাণীদেরও আদায় করতে হবে। (মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৭৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** ভীতি পোষণকারী ব্যক্তিরা বান্দার হক সংশ্লিষ্ট নগন্য মনে হওয়া বিষয়েও এতো সাবধানতা অবলম্বন করতেন যে, অবাক করে দেয়।

অর্ধেক আপেল

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ একটি বাগানের মাঝে নদীতে একটি আপেল দেখতে পেলেন, তিনি তা উঠিয়ে নিলেন এবং খেয়ে ফেললেন। খেয়ে তো ফেললেন কিন্তু পরে চিন্তায় পরে গেলেন যে, এটা আমি কী

করলাম! আমি তা মালিকের অনুমতি ছাড়া কেন খেলাম! সুতরাং তিনি খুঁজতে খুঁজতে বাগানের পৌঁছলেন, বাগানের মালিক ছিলো একজন মহিলা, তার নিকট তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, মহিলাটি আরয করলো: এ বাগানটির মালিক আমি এবং বাদশাহ যৌথভাবে, আমি আমার হক ক্ষমা করলাম কিন্তু বাদশাহের হক ক্ষমা করার অনুমতি আমার নেই। বাদশাহ ছিলো **বলখ** শহরে, সুতরাং সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অর্ধেক আপেল ক্ষমা করানোর জন্য **বলখ** শহরে গমন করলেন এবং ক্ষমা করিয়েই ছাড়লেন।

(রিহলাতু ইবনে বতোতা, ১ম খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

খিলালের জন্য শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় বিনা অনুমতিতে অপরের জিনিস গ্রাসকারীদের, সবজি ও ফলের স্তুপ থেকে চুপচাপ কিছু না কিছু নিয়ে নিজের থলে ভর্তিকারীদের শিক্ষা রয়েছে। দেখতে নগন্য মনে হওয়া জিনিসও যদি বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করে নেয় এবং কিয়ামতের দিন আটকানো হলো তখন কী হবে? সুতরাং হযরত আল্লামা আব্দুল ওহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'তাম্বিহুল মুগতাররিন'** এ উদ্ধৃত করেন: প্রখ্যাত তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জনৈক ইসরাঈলী ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তওবা করলো, সত্তর বছর যাবৎ অবিরাম ইবাদত বন্দেগীতে এভাবে মগ্ন ছিলো যে, দিনের বেলা রোযা রাখতেন এবং রাতের বেলা জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন, কোন ভাল খাবার খেতেন না এবং কোন ছায়াতলে বিশ্রাম করতেন না। তার মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: **আল্লাহ পাক** আমার হিসাব নিলেন এবং আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন, কিন্তু **একটি গাছের ডাল** যা দ্বারা আমি এর মালিকের অনুমতি ছাড়া **দাঁত খিলাল** করেছিলাম

(আর এই বিষয়টি বান্দার হক সম্পর্কীত ছিলো) এবং তা ক্ষমা করিয়ে নেয়া হয়নি, একারণে আমাকে এখনো পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি।

(তাম্বিহুল মুগতাররিন, ৫১ পৃষ্ঠা)

গমের দানা ভাঙ্গার পরকালীন ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! একটি নগন্য খড় কুটাও জান্নাতে প্রবেশে বাধা হয়ে দাঁড়াল! বর্তমানে নগন্য কাঠের খিলালের বিষয় আর কোথায়। অনেকে তো অপরের লক্ষ টাকা নয় বরং কোটি কোটি টাকা গ্রাস করে নিচ্ছে এবং একেবারেই অস্বীকার করছে। **আল্লাহ পাক** হিদায়ত দান করুন। আমীন! আরো একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শুনুন, যাতে শুধুমাত্র একটি গমের দানা বিনা অনুমতিতে খাওয়ার জন্য নয় বরং ভাঙ্গার জন্য পরকালের ক্ষতির আলোচনা বিবৃত হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে কেউ দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললো: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবে হিসাব নিকাশ হওয়ার পরই, এমনকি সে দিনটির ব্যাপারেও আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যেদিন আমি রোযা অবস্থায় ছিলাম এবং আমার এক বন্ধুর দোকানে বসেছিলাম, যখন ইফতারের সময় হলো তখন আমি তার দোকানের গমের বস্তা থেকে একটি গমের দানা তুলে নিলাম এবং তা ভেঙ্গে খেতে চাইলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো যে, এ দানাতো আমার নয়, তাই আমি দানাটি দ্রুত যথাস্থানে রেখে দিলাম। আর এরও হিসাব নেয়া হয়েছে, এমনকি এই অপরের **গম ভাঙ্গার ক্ষতি হিসেবে আমার নেকীসমূহ আমার থেকে নিয়ে নেয়া হয়েছে।**

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮ম খন্ড, ৮১১ পৃষ্ঠা, ৫০৮৩ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

জামাআত সহকারে সাতশত নামায

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেনতো! অপরের একটি মাত্র গমের দানা বিনা অনুমতিতে ভাঙ্গাও আখিরাতে ক্ষতির কারণ হতে পারে। বর্তমানে শুধু গমের দানা ভাঙ্গা বা খেয়ে ফেলারই ব্যাপার কোথায়। আজকাল তো অনেক লোক বিনা দাওয়াতে অপরের ওখানে খাবারই খেয়ে নেয়! অথচ বিনা আমন্ত্রণে কারো দাওয়াতে ঢুকে যাওয়া শরয়ীভাবে নিষিদ্ধ। **আবু দাউদ শরীফের** হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে: "যে ব্যক্তি বিনা আমন্ত্রণে গেলো, সে চোর হয়ে প্রবেশ করলো এবং ডাকাতি করে বের হলো।" (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৪১) তাছাড়া আজকাল ঋণের নামে মানুষের নিকট থেকে হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে নেয়া হচ্ছে। এখন তো এসব সহজ মনে হতে পারে কিন্তু আখিরাতে চড়া মূল্য দিতে হবে। হে মানুষের ঋণ আত্মসাৎকারীরা! কান পেতে শুনো! আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কারো মাত্র তিন পয়সা ঋণ আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন তার পরিবর্তে **জামাআত সহকারে সাতশত নামায** দিতে হবে।" (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৫তম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা) জি হ্যাঁ! যে ব্যক্তি কারো ঋণ আত্মসাৎ করে নেয়, সে অত্যাচারী এবং বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর হাদীস সংকলন "**তাবরানী শরীফে**" উদ্ধৃত করেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যার সারমর্ম হচ্ছে: "অত্যাচারীর নেকীসমূহ অত্যাচারিতকে এবং অত্যাচারিতের গুনা অত্যাচারীকে দিয়ে দেয়া হবে।"

(আল মুজামুল কবীর, ৪র্থ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯৬৯)

বিনা কারণে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা গুনাহ

ঋণের প্রসঙ্গক্রমে এটাও জানিয়ে দিই যে, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'কিমিয়ায়ে

www.dawateislami.net

সাআদাত' এ উদ্ধৃত করেন: "যে ব্যক্তি ঋণ নেয় এবং এটা নিয়্যত করে যে, যথাসময়ে পরিশোধ করে দিবো, তবে **আল্লাহ পাক** তার হিফাযতের জন্য কয়েকজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন এবং তারা দোয়া করে যে, তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাক।" (ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদি, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা) এবং যদি ঋণগ্রহিতা ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে তবে ঋণদাতার অনিচ্ছায় যদি এক মুহুর্তও দেরী করে তবে গুনাহগার হবে এবং অত্যাচারী সাব্যস্ত হবে। সে রোযা অবস্থায় থাকুক বা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকুক না কেন তার আমলনামায় গুনাহ লিখা হতে থাকবে। (যেনো সর্বাবস্থায় গুনাহের মিটার ঘুরতে থাকবে) এবং অবিরত তার প্রতি **আল্লাহ পাকের** লানত বর্ষিত হতে থাকবে। এ গুনাহ এমনই যে, ঘুমন্ত অবস্থায়ও তার সাথে থাকবে। যদি নিজের সম্পদ বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে হয় তা'ও করতে হবে, যদি এরূপ না করে তবে গুনাহগার হবে। যদি ঋণের পরিবর্তে ঋণদাতাকে এমন জিনিস প্রদান করে যা তার মনপুত না হয়, তখনো ঋণগ্রহিতা গুনাহগার হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে রাজি করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে অত্যাচারীর অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে না, কেননা তার এই কাজ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু মানুষ একে নগন্য মনে করে।"

(কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

আত্ম সম্মানবোধের চাহিদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন প্রয়োজন হয়, তখন খোশামদ করে এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেকে ঋণ গ্রহন করে নেয়, কিন্তু আফসোস! শতকোটি আফসোস! নিয়ে নেয়ার পর পরিশোধ করার নামই নেয়না। আত্মসম্মানবোধের চাহিদা তো এটাই যে, যার নিকট থেকে ঋণ নিয়েছে, নিজের সেই উপকারীর ঘরে দ্রুত গিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ঋণ পরিশোধ করে আসা, কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এমন যে, যদি ঋণ আদায় করেও তবে ঋণদাতাকে অনেক ঘোরাঘুরি করিয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে সেই বেচারা টাকাকে সামান্য সামান্য করে ঋণ শোধ

করা হয়। মনে রাখবেন! বিনা কারণে ঋণদাতাকে হয়রানি করাও অত্যাচার। সাধারণত ব্যবসায়ীদের এরূপ স্বভাব হয় যে, টাকা ব্যবসায়ীর ক্যাশবক্সে থাকা সত্ত্বেও সন্ধ্যায় নিয়ে যেয়ো, আগামীকাল আসিও ইত্যাদি বলে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে টাল বাহানা করে হয়রানি করতে থাকে, এটা ভেবে দেখে না যে, আমরা কত বড় বোঝা নিজের মাথায় নিচ্ছি! যদি সন্ধ্যায় ঋণ পরিশোধ করবেই, তবে এখনই সকাল বেলা পরিশোধ করলে অসুবিধার কি?

সাওয়াবের কারণে ধনী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের হক আত্মসাৎ করা আখিরাতের জন্য খুবই ক্ষতিকর, হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন হারব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: অনেক লোক নেকীর অসংখ্য সম্পদ নিয়ে ধনী অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, কিন্তু মানুষের হক ধ্বংস করার কারণে কিয়ামতের দিন তাদের সমস্ত নেকী হাত ছাড়া করে দিবে এবং গরীব ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে। (তাম্বিহুল মুগতাররিন, ৫৩ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ '**কুওতুল কুলুব**'এ বলেন: "অধিকাংশ মানুষ (নিজের নয়, বরং) অপরের গুনাহেই দোযখে প্রবেশের কারণ হবে, যা (মানুষের হক ধ্বংস করার কারণে) মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। তাছাড়া অসংখ্য মানুষ (নিজের সাওয়াবের কারণে নয়, বরং) অপরের সাওয়াব নিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করে নিবে।" (কুওতুল কুলুব, ২য় খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা) আর অপরের নেকী সমূহ অর্জনকারী তারাই হবে, যাদের দুনিয়ায় মনকষ্ট এবং হক ধ্বংস করা হয়েছে। এভাবেই কিয়ামতের দিন মজলুমরা এবং দুঃখ পীরিতরা লাভবান হবে।

www.dawateislami.net

আল্লাহ ও রাসুল ﷺ কে কষ্ট দানকারী

বান্দার হকের ব্যাপারটি খুবই স্পর্শকাতর, কিন্তু আহ! বর্তমানে চলছে নির্ভিকতার যুগ, সাধারণ মানুষ তো বটে, বিশেষ দাবীকারীরাও সাধারণত এদিক থেকে একেবারে উদাসিন। রাগ নামক ব্যাধি প্রসার লাভ করছে, যার কারণে অনেক 'বিশেষরা'ও মানুষের মনে আঘাত দিয়ে বসছে এবং সেই দিকে তাদের একেবারেই মনযোগ থাকে না যে, কোন মুসলমানকে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে মনে আঘাত দেয়া গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফ** ২৪তম খন্ডের ৩৪২ পৃষ্ঠায় **তাবরানী শরীফের** উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللهَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি (শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে **আল্লাহ তায়ালাকে** কষ্ট দিল।" (আল মু'জামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬০৭) **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট প্রদানকারীদের সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** ২২ পারা সূরাতুল আহযাবের ৫৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۵۷﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৭)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় **আল্লাহ** ও **তাঁর রসূলকে** তাদের উপর **আল্লাহর** অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং **আল্লাহ** তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

অসহনীয় চুলকানী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনি কখনো কোন মুসলমানের মনে শরয়ী কারণ ছাড়া কষ্ট দিয়ে থাকেন, তবে আপনার সাথে তার যত ঘনিষ্টতাই

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

হোকনা কেন, আপনি তার বড় ভাই, পিতা, স্বামী, শ্বশুর বা যতবড় পদমর্যাদার অধিকারীই হোন না কেন, প্রেসিডেন্ট হন বা প্রধান মন্ত্রী, ওস্তাদ হন বা পীর অথবা মুয়াজ্জিন হন বা ইমাম ও খতিব যাই হননা কেন, লজ্জা না করবেন না এবং তার থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে রাজিও করে নিন, অন্যথায় জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আযাব সহ্য করা যাবে না। শুনুন! শুনুন! হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন সাজরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেরূপ সমুদ্রের কিনারা থাকে, জাহান্নামেরও কিনারা আছে, যেখানে বড় বড় উটের মত সাপ এবং খচ্চরের মত বিচ্ছু রয়েছে। জাহান্নামীরা যখন আযাব কমানোর আবেদন করবে, তখন আদেশ হবে কিনারা দিয়ে বাইরে বের হও, তারা যখনই বের হবে, তখন সেই সাপগুলো তাদের ঠোঁট এবং চেহারাকে ধরে ফেলবে অতঃপর তাদের চামড়াও খসিয়ে ফেলবে, তারা সেখান থেকে বাঁচার জন্য আগুনের দিকে পালাতে থাকবে, অতঃপর তাদের চুলকানিতে আক্রান্ত করে দেয়া হবে, তা এমনভাবে চুলকাবে যে, তাদের চামড়া মাংস সব কিছু খসে পড়বে এবং শুধুমাত্র তাদের হাঁড়গুলো অবশিষ্ট থাকবে, তখন তাদেরকে ডাকা হবে: হে অমুক! তোমাদের কি কষ্ট হচ্ছে? তারা বলবে: হ্যাঁ। তখন বলা হবে, এটা সেই কষ্টেরই প্রতিশোধ, যা তোমরা মুমিনদেরকে দিয়েছিলে।" (আত তারগিব ওয়াত তারহীব, ৪র্থ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৪৯)

জান্নাতে ভ্রমনকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানকে কষ্ট দেয়া মুসলমানের কাজ নয়, বরং তাদের কাজ হচ্ছে যে, মুসলমানদের কষ্ট প্রদানকারী বস্তু দূরীভূত করা। সায়্যিদুনা ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **সহীহ মুসলিম শরীফে** উদ্ধৃত করেন: **তাজেদারে মদীনা, সরদারে মক্কা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি এক ব্যক্তিতে **জান্নাতে ঘুরে বেড়াতে** দেখেছি, সে যেদিকে ইচ্ছে করছে সেদিকেই বের হয়ে যেতো, কেননা সে দুনিয়ায় এমন এক বৃক্ষকে রাস্তা থেকে কেটেছিল যা মানুষদের কষ্ট দিতো।" (সহীহ মুসলিম, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬১৭)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় নবী ﷺ এর অতুলনীয় বিনয়

আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** উত্তম জীবনাদর্শের মাধ্যমে আমরা গোলামদেরকে **হুকুকুল ইবাদ** তথা বান্দার হকের প্রতি খেয়াল রাখার যে সুন্দর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, এর একটি ভাবগাম্ভির্য্যময় ঝলক প্রত্যক্ষ করুন। আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী ওফাতের সময় সকলের সামনে ঘোষণা করেন: "যদি আমার নিকট কেউ ঋণ পেয়ে থাকে, যদি আমি কারো জান-মাল এবং সম্ভ্রমে আঘাত দিয়ে থাকি, তবে আমার জান-মাল এবং সম্ভ্রম উপস্থিত। এই দুনিয়াতেই প্রতিশোধ নিয়ে নাও।" তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এ আশঙ্কা না করে যে, যদি কেউ আমার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেয় তবে আমি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবো, এটা আমার নীতি নয়। আমার এ কাজটি খুবই পছন্দ যে, যদি কারো হক আমার দায়িত্বে থাকে, তবে সে যেনো আমার নিকট থেকে তা আদায় করে নেয় অথবা আমাকে ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর ইরশাদ করলেন: হে মানুষেরা! কারো নিকট কেউ কোন হক পেয়ে থাকলে, সে যেন তা আদায় করে দেয় এবং এরূপ যেনো না ভাবে যে, অপমানিত হবে, কেননা দুনিয়ার অপমান আখিরাতের অপমানের চেয়ে অধিকতর সহজ। (তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৪৮তম খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

আমি তোমার কান মলে দিয়েছিলাম

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাঁর এক গোলামকে বললেন: **আমি একবার তোমার কান মলে দিয়েছিলাম,** তাই তুমি আমার নিকট থেকে তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও। (আর রিয়াযুন নদ্বরা ফি মানাকিবিল আশরা, ৩য় অধ্যায়, ৪৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

মুসলমানের পরিচয়

আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (প্রকৃত) মুসলমান হলো সেই, যার মুখ এবং হাত থেকে অন্য মুসলমান কষ্ট না পায় আর (প্রকৃত) মুহাজির সেই, যে ঐ জিনিষ ত্যাগ করে দেয়, যা **আল্লাহ পাক** নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০)

এই হাদীসে পাকের আলোকে প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: “প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সেই, যে আভিধানিক ও শরয়ী উভয় দৃষ্টিকোন থেকে মুসলমান (আর) মুমিন হচ্ছে সেই, যে কোন মুসলমানের গীবত করেনা, গালি, নিন্দা, চুগলি ইত্যাদি করেনা, কাউকে মারধর করেনা, কারো বিরুদ্ধে কিছু লেখালেখি করেনা।” তিনি আরো বলেন: “প্রকৃত মুহাজির হচ্ছে সেই মুসলমান, যে স্বদেশ ত্যাগ করার পাশাপাশি গুনাহও বর্জন করে, অথবা গুনাহ বর্জন করাও আভিধানিক অর্থে হিজরত, যা সর্বদা বহাল থাকবে।” (মিরাতুল মানাজিহ, ১ম খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

মুসলমানকে চোখ রাঙানো, ধমক দেয়া

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, অপর মুসলমানের প্রতি চোখ দ্বারা এভাবে ইঙ্গিত করা, যাতে সে কষ্ট পায়। (ইত্তিহাফুস সাআদাত লিয যুবাইদী, ৭ম খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: **কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, কোন মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করা।** (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫০০৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের রক্ষক ও কল্যাণকামী, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করা এটা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয় বরং এতে অনেক বড় বড় ক্ষতি হয়ে যায়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه তাঁর বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ **“সহীহ বুখারী”**তে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা উবাদা বিন সামিত رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইরে তাশরীফ নিয়ে এলেন যেনো আমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে অবহিত করবেন যে, তা কোন রাতে বিদ্যমান। এমন সময় দু’জন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করছিল। **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়ার করছিলো, তাই এর নির্দিষ্টতা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০২৩)

আমরা ভদ্রের সাথে ভদ্র আর .....

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীসে মুবারাকায় আমাদের জন্য মহান একটি শিক্ষা রয়েছে? **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শবে কদর চিহ্নিত করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, দু’জন মুসলমানের পরস্পর ঝগড়া বাধা হয়ে দাঁড়াল এবং সব সময়ের জন্য শবে ক্বদরকে গোপন করে দেয়া হলো। এ থেকে অনুমান করুন যে, পরস্পর ঝগড়া করা কিরূপ ক্ষতিকর। কিন্তু আহ! ঝগড়াটে স্বভাবের লোকদেরকে কে বুঝাবে? আজকালতো অনেক মুসলমানকে খুবই গর্ব সহকারে একথা বলতে শোনা যায় যে, “মিঞা! এ দুনিয়ায় ভদ্র হয়ে থাকাই যায়না, আমরাতো ভদ্রের সাথে ভদ্র আর সন্ত্রাসের সাথে সন্ত্রাস! এবং শুধু তা বলার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়! অনেক সময় নগন্য কথার উপর ভিত্তি করে প্রথমে গালাগালি, অতঃপর হাতাহাতি, এরপর ছুরি চালনা বরং গোলাগুলি পর্যন্ত হয়ে যায়। শতকোটি আফসোস! মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আজ মুসলমান কখনো পাঠান হয়ে, কখনো পাঞ্জাবী দাবী করে, কখনো সারায়িকি হয়ে, কখনো মুহাজির হয়ে, কখনো সিন্ধী ও বেলুচী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান দিয়ে একে অপরের গলা কাটছে, দোকান এবং গাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে, মুসলমানেরা! আপনারাতো একে অপরের রক্ষক ছিলেন, আপনাদের কি হয়ে গেছে? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

মহত্বপূর্ণ ইরশাদ তো এটাই ছিলো যে, "পরস্পর ভালাবাসা এবং দয়া ও নম্রতায় মুমিনদের উদাহরণ একটি শরীরের মতোই, যদি একটা অঙ্গ কষ্ট পায়, তবে সমস্ত দেহই কষ্ট অনুভব করে।" (সহীহ মুসলিম, ১৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৮৬)

একজন কবি কতোইনা চমৎকার ভাবে বুঝিয়েছেন:

মুবতালায়ে দরদ কোয়ী ওযো হো রোতী হে আখঁ,
কিস কদর হামদরদ সারে জিসম কি হোতী হে আখঁ।

খারাপ আচরন কারীদের প্রতিও অত্যাচার করো না

"**তিরমিযী শরীফে**"র বর্ণনায় রয়েছে যে, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা অনুকরণকারী হয়ো না যে, বলবে লোকেরা যদি সদ্ব্যবহার করে তবে আমরাও সদ্ব্যবহার করবো আর যদি লোকেরা অত্যাচার করে তবে আমরাও অত্যাচার করবো, কিন্তু নিজের নফসকে শান্তনা দাও যে, লোকেরা সদাচরণ করলে তো আমরা সদাচরণ করবো এবং লোকেরা অসদাচরণ করলেও তোমরা অত্যাচার করবে না।

(সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০১৪)

অপরের কলম ফেরত দেয়ার জন্য সফর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের বিষয়ে কতইনা সুন্দর মাদানী ফুল প্রদান করছেন। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن অপরের হকের ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সচেতন ছিলেন এবং হক আদায়ের ক্ষেত্রে আশ্চার্যজনক পর্যায়ের সতর্কও ছিলেন। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ সিরিয়ায় কিছু দিনের জন্য অবস্থান করেছিলেন, সেখানে হাদীসে মুবারাকা লিখতেন। একবার তাঁর কলম ভেঙ্গে গেলো, সুতরাং ধার স্বরূপ অন্য কারো থেকে কলম নেন, ফিরার সময় ভূলে সেই কলমটি সাথে

করে দেশে নিয়ে আসেন। যখন মনে পড়ল তখন শুধুমাত্র কলমটি ফেরত দেয়ার জন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বদেশ থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সফর করেন।

(তাযকিরাতুল ওয়ায়েযিন, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

বিনা অনুমতিতে কারো সেন্ডেল পরিধান করা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! سُبْحٰنَ الله আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা رَحِمَهُمُ الله অপরের জিনিসের ক্ষেত্রে **আল্লাহ তায়ালা**কে কিরূপ ভয় করতেন! কিন্তু আফসোস! আমরা সে ব্যাপারে একেবারেই নির্ভীক হয়ে যাচ্ছি! **মনে রাখবেন**! এখনতো অপরের জিনিস ইচ্ছাকৃতভাবে রেখে দেয়া, খুবই সহজ মনে হচ্ছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন মালিককে এর বদলী পরিশোধ করা এবং তাকে রাজি করানো খুবই কঠিন হয়ে যাবে। তাই অপরের প্রতিটি দানা এবং প্রতিটি খড়কুটার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, বিনা অনুমতিতে কারো কোন জিনিস যেমন চাদর, তোয়ালে, পাত্র, খাট, চেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করা কখনোই উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, যদি এই জিনিসের মালিকের পক্ষ থেকে সাধারণ অনুমতি থাকে তবে তা ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন; কারো ঘরে মেহমান হয়ে গেলেন, তখন সাধারনত বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে সেসব জিনিস ব্যবহার করার সচরাচর অনুমতি থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে, মসজিদে অনেকেই মালিকের বিনা অনুমতিতে আরেক জনের সেন্ডেল পরে প্রশ্রাবখানায় চলে যায়। বাহ্যিক ভাবে একাজটি আসলে খুবই নগন্য মনে হচ্ছে কিন্তু একবার ভাবুন তো! আপনি কারো সেন্ডেল পরে প্রশ্রাবখানায় চলে গেলেন এবং এর মালিক বাইরে যাওয়ার জন্য নিজের সেন্ডেলের নিকট এলো, না পেয়ে চুরি হয়েছে মনে করে বেচারার মন অনুতপ্ত হয়ে গেলো এবং খালি পায়েই চলে গেলো। এখন আপনি ফিরে এসে সেন্ডেল যথাস্থানে রেখে দিলেন কিন্তু এর মালিক তো তা নষ্ট করে ফেলেছে। এর জন্য দায়ী কে? নিশ্চয় আপনি এবং আপনিই অত্যাচারী সাব্যস্ত

www.dawateislami.net

হলেন। আহ! কিয়ামতের দিন অত্যাচারীর হতাশা! হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ওহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "অনেক সময় একটি অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচারীর সমস্ত নেকী নিয়েও অত্যাচারীত (মজলুম) খুশি হবে না।" (তাম্বিহুল মুগতাররিন, ৫০ পৃষ্ঠা) তাইতো আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বাহ্যিক দৃষ্টিতে নগন্য মনে হওয়া বিষয়েও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

সুঘ্রান নেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন

আমিররুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সামনে মুসলমানদের জন্য মুশকের (এক প্রকার সুগন্ধি) পরিমাপ করা হচ্ছিলো, তখন তিনি দ্রুত নিজের নাক বন্ধ করে নিতেন, যাতে তার সুগন্ধি না লাগে, যখন লোকেরা ব্যাপারটি অনুভব করতে পারলো তখন তিনি বললেন: সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়াও তো এর উপকার গ্রহন করা। (যেহেতু আমার সামনে এখন প্রচুর পরিমানে মুশক বিদ্যমান এবং এর সুগন্ধও অনেক ছড়াচ্ছে এবং আমি এতো অধিক পরিমাণে সুঘ্রান নিয়ে অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে বেশী উপকৃত হতে চাই না।)

(ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। কুওতুল কুলুব, ২য় খন্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন

"কিমিয়ায়ে সাআদাতে" রয়েছে: এক বুযুর্গ রাত্রিবেলায় কোন এক রোগীর পাশে অবস্থানরত ছিলেন, **আল্লাহ পাকের** আদেশে সেই রোগীটি মারা গেলো, উৎসর্গীত হয়ে যান সেই বুযুর্গের মাদানী মানসিকতার প্রতি, তিনি সাথে সাথেই প্রদীপটি নিভিয়ে দিলেন এবং বললেন: "এখন এই প্রদীপের তেলে ওয়ারিশদের হকও সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।" (কিমিয়ায়ে সাআদত, ১ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাগান নাকি আগুনের গর্ত

আল্লাহ! আল্লাহ! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কিরূপ মহান মাদানী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন! আমারা তো এরূপ চিন্তাই করতে পারিনা, আউলিয়া কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সর্বদা **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কাতর থাকতেন, সর্বদা মৃত্যুর প্রতি তাঁদের দৃষ্টি থাকতো, কবর ও হাশরের বিষয়ে কখনোই উদাসীন হতেন না। আহ! কবরের বিষয়টি সীমাহীন উদ্বেগজনক! আহ! আমাদের কী অবস্থা হবে! আমরা তো আমাদের কবরকে একেবারে ভুলে গেছি। **"ইহইয়াউল উলূমে"** রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "যে ব্যক্তি কবরের কথা অধিকহারে স্মরন করে, সে মৃত্যুর পর তার কবরকে জান্নাতের বাগান সমূহ হতে একটি বাগান হিসেবে পাবে আর যে ব্যক্তি কবরের কথা ভুলে যাবে, সে তার কবরকে জাহান্নামের গর্তসমূহ হতে একটি গর্ত হিসেবে পাবে।" (ইহইয়াউল উলূম, ৪র্থ খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

গোরে নে'কাঁ বাগ হোগি খুলদ কা মুজরিমোঁ কি কবর দোযখ কা গাড়া

অর্ধেক খেজুর

মনে রাখবেন! নিজের ছোট ছোট মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীদের হকের প্রতিও সজাগ থাকতে হবে। এই ক্ষেত্রে অসতর্কতা ধ্বংসের কারণ আর সতর্কতা জান্নাত লাভের উপায় হবে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর বিখ্যাত হাদীস শরীফের সংকলন **"সহীহ বুখারী শরীফে"** উদ্ধৃত করেন: উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়শা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: এক মহিলা তার দুই শিশু কন্যাকে নিয়ে এসে আমার নিকট ভিক্ষা চাইলো, আমার নিকট তখন কেবলমাত্র একটি খেজুর ছিলো, আমি তা তাকে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

দিয়ে দিলাম, সে খেজুরটি দুই টুকরো করে তার উভয়কে এক এক টুকরো দিলো। যখন সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **আল্লাহ পাকের মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে এই ঘটনাটি আরয করলেন তখন ইরশাদ করলেন: "যাকে কন্যা সন্তান দান করা হয়েছে এবং সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করলো, তবে তারা তার জন্য জাহান্নামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।"

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৯৫)

শাহী থাপ্পড়ের পরিণাম

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বান্দার হকের ক্ষেত্রে কাউকেও ছাড় দিতেন না। বর্ণিত আছে যে, গাস্সান সম্রাট নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিলো এবং এতে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুবই খুশি হয়েছিলেন, কেননা তার কারণে তার প্রজাদের ঈমান আনয়নের আশার সঞ্চার হয়ে গিয়েছিলো। তাওয়াফ করাবস্থায় গাস্সান সম্রাটের কাপড়ের উপর কোন গরীব বেদুঈনের পা পরে গিয়েছিলো, এতে রাগান্বিত হয়ে সে এমন জোরে থাপ্পড় মারলো যে, বেদুঈনের দাঁত পড়ে গেলো। সে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দরবারে আবেদন করলো। গাস্সান সম্রাট থাপ্পড় মারার বিষয়টি স্বীকার করলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই মজলুম বেদুঈনকে বললেন যে, আপনি গাস্সান সম্রাট থেকে কিসাস অর্থাৎ প্রতিশোধ নিতে পারেন। একথা শুনে গাস্সান সম্রাট অসন্তুষ্ট হয়ে বললো যে, একজন সাধারণ মানুষ আমার মত সম্রাটের সমকক্ষ কিভাবে হয়ে গেলো যে, তার আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহনের অধিকার অর্জিত হয়ে গেলো! ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: ইসলাম তোমাদের উভয়কে সমান করে দিয়েছে। গাস্সান সম্রাট কিসাসের অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য একদিনের সময় নিলো এবং রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গিয়ে মুরতাদ হয়ে গেলো। **(খুতবাতে মহাররম, ১৩৮ পৃষ্ঠা)**

ফারুকে আযমের অনাড়ম্বরতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ গাস্‌সান সম্রাটের মতো বাদশাহকেও বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি এবং সেই বদনসীব ইসলাম থেকে ফিরে গিয়ে পুনরায় কুফরির গর্তে পরাতে ইসলামের কোন ক্ষতিও হয়নি। বরং যদি হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছাড় দিতেন, তবে হয়তো ইসলামের ক্ষতি হতো এবং মানুষ মনে করতো যে, ইসলাম দূর্বলদেরকে সবলদের থেকে مَعَاذَ الله (আল্লাহর পানাহ!) অধিকার আদায় করে দিতে অক্ষম। এই ন্যায় পরায়ণতার বরকতেই একদিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কোন দেহরক্ষী নির্ভয়ে প্রচন্ড গরমের দিনে একটি গাছের নিচে পাথরের ওপর পবিত্র মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন, এমন সময় রোম সম্রাটের দূত তাঁর সন্ধানে এদিকে এসে গেলো এবং তাঁকে এভাবে ঘুমাতে দেখে অবাক হয়ে গেলো যে, ইনিই কি সেই ব্যক্তি, যার ভয়ে থাকে গোটা দুনিয়া শঙ্কিত! অতঃপর সে বলে উঠলো: হে ওমর! আপনি ন্যায় বিচার করেন, মানুষের হকের ব্যাপারে সজাগ থাকেন, তাই পাথরের ওপরও আপনার ঘুম চলে আসে আর আমাদের বাদশাহ অত্যাচার করে, মানুষের হক পদদলিত করে, তাই তাদের মকমলের বিছানায়ও ঘুম আসে না। **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মন্দ পরিণতির কারণ

অত্যাচারের পরিণামও তো দেখুন গাস্‌সান সম্রাটের ঈমানই নষ্ট হয়ে গেলো! হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর ওররাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "**মানুষের ওপর অত্যাচার করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈমান হরনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।**" হযরত সায়্যিদুনা আবুল কাসেম হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো: এমন কোন গুনাহও কি আছে, যা বান্দাকে ঈমান থেকে বঞ্চিত করতে পারে? তিনি বললেন:

তিনটি কারণে **ঈমান নষ্ট** হয়: (১) ঈমানের নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করা (২) ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় না রাখা (৩) মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার করা।

(তাম্বিহুল গাফেলিন, ২০৪ পৃষ্ঠা)

নিজেকে কারো "গোলাম" বলা কেমন?

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن বান্দার হকের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের এমন নজির স্থাপন করেছেন যে, অবাক হয়ে যেতে হয়। বর্ণিত আছে যে, ইমামে আযম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর স্বনামধন্য শিষ্য প্রধান বিচারপতি (CHIEF JUSTICE) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসূফ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه খলিফা হারুনুর রশীদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর বিশ্বস্ত উজির ফযল বিন রবী'ইর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। খলিফা হারুনুর রশীদ যখন সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কারণ জানতে চাইলেন, তখন তিনি বললেন: একদা আমি নিজ কানে শুনেছি যে, তিনি আপনাকে বলছিলেন: 'আমি আপনার গোলাম' যদি সে কথায় সত্যবাদী হন, তবে সে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য উপযুক্ত নয়, কেননা মুনিবের পক্ষে গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং যদি আপনার তোষামদ করতে গিয়ে মিথ্যা বলে তবুও তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, কেননা যিনি আপনার দরবারে নির্ভিকভাবে মিথ্যা বলতে পারে, সে আমার আদালতে মিথ্যা বলা থেকে কিভাবে মুক্ত থাকবে!

কেমন আছেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه কিরূপ তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী ছিলেন এবং ন্যায়পরায়ণ হলে এমনই হওয়া চাই যে, কোন মানুষের হকের ব্যাপারে খুবই নির্ভিকতার সহিত যুগের খলিফার পক্ষে তাঁরই বিশ্বস্ত উজিরের সাক্ষ্যও প্রত্যাখান করে দিলেন। এখানে আসলেই একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, অনেক সময় তোষামদ

www.dawateislami.net

করতে গিয়ে কিংবা স্বপ্রনোদিত হয়ে বিনা চিন্তা ভাবনায় নিজেকে আরেকজনের খাদেম বা গোলাম অথবা কুকুর ইত্যাদি বলে দেয়া হয়, কিন্তু মন তার সম্পূর্ণ বিপরীত, আহ! যদি মন ও মুখ একই হয়ে যেতো। আমাদের পূর্ববর্তীরা মুখ ও মনের কথাকে এক রাখার প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন, বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন: **কেমন আছেন?** সে বলল: “তার অবস্থা কেমন হবে, যার উপর পাঁচশ দিরহামের ঋণের বোঝা, সন্তান সন্তুতির ভরণ-পোষনের দায়িত্ব কিন্তু হাতে একটি টাকাও নাই।” তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একথা শুনে ঘরে চলে এলেন এবং এক হাজার দিরহাম এনে তার হাতে সমর্পন করে বললেন: পাঁচশ দিরহাম দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ করে নিন এবং বাকী পাঁচশ দিরহাম আপনার ঘর খরচের জন্য গ্রহন করুন। এরপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করে নিলেন যে, ভবিষ্যতে কখনো কারো অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইবো না। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ইমাম ইবনে সিরীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এ সংকল্প এজন্যই করলেন যে, যদি আমি কারো অবস্থা জানতে চাই এবং সে তার দুরবস্থার কথা জানায় আর যদি আমি তাকে সাহায্য না করি, তবে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে আমি **“মুনাফিক”** হিসাবে গণ্য হবো! (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা)

মুনাফিক হিসেবে গণ্য হওয়ার ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা رَحِمَهُمُ الله কতইনা কড়া ও সত্যবাদী ছিলেন, তাদের মানসিকতা এরূপ ছিলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের প্রতি সত্যিকার অর্থে সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রেরণা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে না চাওয়াই উচিৎ এবং অবস্থা জানতে চাওয়ার পর সে যদি দুরবস্থার কথা জানায়, তবে যথাসাধ্য

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

তাকে সাহায্য করা উচিৎ। মনে রাখবেন! ইমাম ইবনে সিরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাহায্য করা অবস্থায় নিজের জন্য এরূপ বলেছেন যে, "মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবো" তা দ্বারা এখানে মুনাফিকের কাজই উদ্দেশ্য, মুনাফেকির কুফরী নয়।

মজলুমকে সাহায্য করা অপরিহার্য

যেরূপ অত্যাচার করা হচ্ছে মানুষের হক নষ্ট করা, তেমনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মজলুমের সাহায্যে না করাও অপরাধ। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের শপথ! আমি অচিরেই হোক বা দেরীতে, অত্যাচারী থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহন করবো এবং তার থেকেও প্রতিশোধ গ্রহন করবো, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মজলুমকে সাহায্যে করে না।" (আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪২১) জানা গেল, যে ব্যক্তি মজলুমকে সাহায্য করতে সক্ষম, তারপরও করে না, তবে সে গুনাহগার। তবে যে সাহায্য করতে অক্ষম, সে গুনাহগার নয়। যেমনটি **বুখারী শরীফের** ব্যাখ্যাকারক মুফতি মুহাম্মদ শরিফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন! মুসলমানকে সাহায্য করা সাহায্যকারীর অবস্থাভেদে কখনো ফরয, কখনো ওয়াজিব, আবার কখনো মুস্তাহাব।"

(নুযহাতুল কারী, ৩য় খন্ড, ৬৬৫ পৃষ্ঠা)

কবর থেকে আগুনের শিখা উঠছিল!

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খলীফা ফকিহে আযম হযরত আল্লামা আবু ইউসূফ মুহাম্মদ শরিফ কোটলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর রচিত **'আখলাকুস সালেহীন'** নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেন: আবু মায়সারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: **একটি কবর থেকে অগ্নি শিখা উঠছিল** এবং মৃতের উপর আযাব হচ্ছিলো, মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো: আমাকে কেন মারছো? ফিরিশতারা বললেন, এক **মজলুম** তোমার নিকট

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো, কিন্তু তুমি তাকে সাহায্য করোনি আর তুমি একদিন বিনা ওযুতে নামায পড়েছিলে। (আখলাকুস সালেহিন, ৫৭ পৃষ্ঠা। তাম্বিহুল মুগতাররিন, ৫১ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের জন্য দুঃখ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেটা তো ঐ ব্যক্তির অবস্থা, যে মজলুমকে সাহায্য করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে সাহায্য করে না, তবে স্বয়ং অত্যাচারীর অবস্থা কিরূপ হবে? জানা গেলো যে, মজলুমকে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত এবং মজলুমকে সাহায্য করাতে অনেক প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ الله মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি কতো যে সহানুভূতিশীল ছিলেন, তা "**কিমিয়ায়ে সাআদাত**" এর এই ঘটনা থেকে অনুমান করে নিতে পারেন। বর্ণিত আছে, একদা লোকেরা দেখলেন, হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কাঁদছেন, যখন কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন বললেন: আমি সে সব অসহায় মুসলমানের দুঃখে কাঁদছি, যারা আমার উপর অত্যাচার করেছিলো যে, কাল কিয়ামতে যখন তাদের নিকট প্রশ্ন করা হবে তোমরা এরূপ কেন করেছিলে? তখন তাদের কোন আপত্তি শুনা হবে না এবং তারা অপমানিত ও অপদস্থ হবে। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

চোরের জন্য দুঃখ

এক বুযুর্গের ঘটনা, কেউ তাঁর টাকা চুরি করে নিয়েছিলো এবং তিনি কাঁদছিলেন, লোকেরা সহানুভূতি প্রকাশ করলে বলতে লাগলেন: আমি আমার টাকার দুঃখে নয় বরং চোরের দুঃখেই কাঁদছি, কেননা কাল কিয়ামতের দিন বেচারাকে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে, তখন তার নিকট কোন অজুহাত থাকবে না। আহ! সে কতইনা অপদস্থ হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

চুরির শাস্তি

চুরির প্রসঙ্গ যখন এসেছে, চুরির শাস্তির বিষয়টিও জেনে নিই। ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'কুররাতুল উয়ূন'** এ উদ্ধৃত করেন: যে ব্যক্তি কারো সামান্যতম জিনিসও চুরি করবে, সে কিয়ামতের দিন সেই জিনিসটি নিজের গর্দানে আগুনের মালার ন্যায় ঝুলিয়ে আসবে। আর যে ব্যক্তি সামান্যতমও হারাম সম্পদ খেলো, তার পেটে আগুন প্রজ্জলিত করা হবে এবং সে এমন ভীষণ চিৎকার করবে যে, যত লোক কবর থেকে উঠবে সবাই কাঁপতে থাকবে, এমনকি **আহকামুল হাকেমিন মহান আল্লাহ** মানুষের সামনে যে ফায়সালাই করবেন তা অবনত মস্তকে মেনে নিবে। (কুররাতুল উয়ূন, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

গুনাহের রোগের প্রতিকারকারীদের জন্য মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসঙ্গ ছিল মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের এবং আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ মুসলমানদের গুনাহের কারণে হওয়া লোমহর্ষক শাস্তি সম্পর্কে ভেবে তাদের প্রতি সদয় হতেন, তাদের জন্য চিন্তিত হতেন এবং তাদের সংশোধনের অস্থির হতেন। আমাদেরও মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা দেখানো উচিত, তাদের সংশোধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত এবং এ কাজে মনোবল দৃঢ় রাখা ও কৌশলের সাথে কাজ করতে হবে। এপ্রসঙ্গে আমাদের ডাক্তারের কৌশল বুঝার চেষ্টা করা উচিৎ, যেমন; তিক্ত ঔষধ ও ইঞ্জেকশনের ভয়ে রোগীরা ডাক্তারের নিকট যেতে অনিহা প্রকাশ করলেও ডাক্তার তাকে ঘৃণা নয় বরং সুন্দর আচরণ করে থাকে, অনুরূপভাবে গুনাহের রোগীরও উচিৎ যে, যতই আমাদের সাথে ঠাট্টা করুক, যতই আমাদের উপহাস করুক না কেন, আমাদের সাহস হারানো উচিৎ নয়, যদি আমরা অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে থাকি এবং আমলের ময়দান থেকে পলায়নরতদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার সফরের অভ্যস্ত বানাতে সফল হয়ে যাই, তবে إِنْ شَآءَ الله গুনাহের রোগীরা অবশ্যই আরোগ্য লাভ করতে থাকবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

বিভিন্ন হক সম্পর্কে জানার পন্থা

মনে রাখবেন! বান্দার হকের মধ্যে পিতামাতার হক হচ্ছে তালিকার শীর্ষে, এর বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া হারাম'** নামক বয়ানের অডিও ক্যাসেট এবং নিগরানে শুরার **'পিতা-মাতার অধিকার সমূহ'** নামক ভিডিও সিডি শ্রবন করুন। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততিদের অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, আত্মীয়-স্বজনে অধিকার এবং পাড়া-প্রতিবেশির অধিকার ইত্যাদি অন্যান্য মানুষের অধিকারের তুলনায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত অধিকার সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত বয়ানের মাধ্যমে শিখা সম্ভব নয়, তাই মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত এই তিনটি রিসালা **(১) পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং শিক্ষকের অধিকার সমূহ (২) বান্দার হক কিভাবে ক্ষমা হবে?** এবং **(৩) সন্তানদের হক সমূহ** অধ্যয়ন করুন, তাছাড়া **মাদানী কাফেলায়** সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন اِنْ شَآءَ الله বান্দার হক সমূহ সম্পর্কে জানার পাশাপাশি সাবধানতা অবলম্বনের প্রেরণাও সৃষ্টি হবে এবং যখন সাবধানতা অবলম্বন করলেই اِنْ شَآءَ الله জান্নাত লাভের পথও সুগম হয়ে যাবে।

অত্যাচারীর বিভিন্ন ধরণ চিহ্নিতকরণ

মুসলমানদের কষ্ট প্রদানকারী, মানুষের মনে আঘাত প্রদানকারী, মানুষের মন্দ নাম প্রদানকারী, মানুষদের উপহাসকারী, মানুষের ব্যঙ্গ অনুকরনকারী এবং মানুষকে ঠাট্টাকারীর জন্য চিন্তার বিষয় হলো যে, শুনো! শুনো! **আল্লাহ পাক** পবিত্র কোরআনের ২৬তম পারা সূরা হুজরাতের ১১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নে'মত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলীমে শরিয়ত, পীরে তরিকত, আ'ফতাবে বিলায়ত, বাইছে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল কারী ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত কোরআনের অনুবাদ '**কানযুল ঈমানে**' এর অনুবাদ এভাবে করেছেন: "হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ পুরুষদেরকে বিদ্রুপ করবে; এটা বিচিত্র নয় যে, তারা ওই বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম হবে; এবং না নারীগণ নারীদেরকে (বিদ্রুপ করবে); এটাও বিচিত্র নয় যে, তারা এই বিদ্রুপকারীনীদের অপেক্ষা উত্তম হবে এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না আর একে অপরের মন্দ নাম রেখো না। কতই মন্দ, নাম- মুসলমান হয়ে 'ফাসিক্ব' বলানো! এবং যারা তাওবা করে না, তবে তারাই যালিম।"

কারো বিদ্রুপ করা গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো দরিদ্রতা বা বংশ কিংবা শারীরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা গুনাহ, অনুরূপভাবে কোন মুসলমানকে মন্দ নামে ডাকাও গুনাহ, কাউকে কুকুর, গাধা, শুকর ইত্যাদি বলা যাবে না, অনুরূপ কারো মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি রয়েছে তবুও তাকে সে নামে ডাকা যাবে না। যেমন; হে অন্ধ! হে বধির! হে লম্বু! হে বাট্টু! ইত্যাদি, তবে হ্যাঁ! পরিচয় প্রদানের জন্য প্রয়োজনে অন্ধ, কানা ইত্যাদি বলা যাবে। মানুষের বিদ্রূপকারী, মন্দ নামে অভিহিতকারী এবং ঠাট্টাকারীকে কোরআনে পাকে "**ফাসিক**" এর ফতোয়া দেয়া হয়েছে আর যারা তাওবা করেনা তাদেরকে অত্যাচারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হে মানুষের বিদ্রূপকারীরা! কান পেতে শুনে নাও!

বিদ্রুপ করার শাস্তি

যখন কোন মুসলমানকে বিদ্রূপ করার ইচ্ছে জাগে, তখন **আল্লাহর** ওয়াস্তে এই বর্ণনাটির প্রতি মনোযোগ দিন, যাতে **মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষকে বিদ্রুপকারীর সামনে জান্নাতের একটি দরজা খোলা হবে এবং বলা হবে যে, এসো! এসো! তখন সে খুবই অস্তির এবং দুঃখ নিয়ে সেই দরজার সামনে আসবে কিন্তু যখনই দরজার নিকট পৌঁছাবে, সেই দরজাটি বন্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর জান্নাতের আরেকটি দরজা খোলা হবে এবং তাকে ডাকা হবে, এসো! সুতরাং সে অস্তির এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে সেই দরজার নিকট যাবে, তখন সেই দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবেই তার সাথে চলতে থাকবে, এমনকি যখন দরজা খোলা হবে এবং ডাকা হবে তখন সে যাবে না।

(কিতাবুস সমত মাআ মওসুয়াতি ইমাম আবিদ দুনিয়া, ৭ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৮৭)

ক্ষমা চেয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সবাই ভীত হয়ে **আল্লাহ পাকের** দরবারে ফিরে আসুন, সত্যিকার তওবা করে নিন এবং থামুন! মানুষের হক ধ্বংসের ক্ষেত্রে **আল্লাহ পাকের** দরবারে শুধুমাত্র তওবা করাই যথেষ্ঠ নয়, মানুষের যা যা হক ধ্বংস করেছেন তাও আদায় করতে হবে, যেমন; আর্থিক হক হলো তবে সেই অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে, মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে, তা ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। অদ্যাবধি যার যার সাথে বিদ্রুপ করেছেন, মন্দ নামে ডেকেছেন, বিদ্রুপ এবং কুৎসা রটনা করেছেন, ব্যঙ্গাত্মক অনুকরন করেছেন, মনে আঘাত দেয়া ভঙ্গিতে রক্ত চক্ষু দেখিয়েছেন, ধমক দিয়েছেন, ভয় দেখিয়েছেন, গালমন্দ করেছেন, গীবত করেছেন এবং সে জেনে গেছে। বকুনি দিয়েছেন, মারধর করেছেন, অপমানিত লাঞ্ছিত করেছেন, মোটকথা শরয়ী অনুমতি ছাড়া যে কোন ভাবেই

কষ্টের কারণ হয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আলাদা আলাদাভাবে ক্ষমা করিয়ে নিন, যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ মনে করে বিরত রয়েছেন যে, ক্ষমা চাওয়াতে তার সামনে আমার "**পজিশন ডাউন**" হয়ে যাবে, তবে **আল্লাহ**র দোহাই চিন্তা করে দেখুন! কিয়ামতের দিন যদি এই ব্যক্তি আপনার নেকী সমূহ নিয়ে তার গুনাহ আপনার মাথায় তুলে দেয়, তখন কী অবস্থা হবে! **আল্লাহ**র শপথ! প্রকৃতপক্ষে আপনার "**পজিশন**" তো তখনই অবনমিত হবে আর আহ! কোন বন্ধু-বান্ধব, ভাই, আত্মীয় স্বজন সমবেদনা জানানোর জন্য পাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি করুন! তাড়াতাড়ি করুন! নিজ নিজ পিতামাতার পায়ে লুটিয়ে পরে, আপনার আত্মীয় স্বজনদের সামনে কড়জোড়ে, আপনার অধীনস্থদের পা ধরে, আপনার ইসলামী ভাই ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট কাকুতি মিনতি করে, তাদের সামনে নিজকে নঘন্য করে আজই দুনিয়াতেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আখিরাতের মান-সম্মান লাভের জন্য সচেষ্ট হোন। **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰه অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয় করে, **আল্লাহ পাক** তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮২২৯) প্রত্যেকেই একে অপরের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিন এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে ক্ষমাও করে দিন।

আমি ক্ষমা করে দিলাম

যার সাথে মানুষের সম্পর্ক বেশি, তার দ্বারা মানুষের হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি, আমি **সগে মদীনার** عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) সাথে মানুষের সম্পর্কও অনেক বেশি, আহ! জানিনা, কতজনেই আমার দ্বারা মনে আঘাত পেয়ে যাচ্ছে!! আমি করজোড়ে আরয করছি: আমার দ্বারা কারো জান-মাল বা সম্ভ্রমের ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে, তবে সে যেন প্রতিশোধ নিয়ে নেয় অথবা আমাকে ক্ষমা করে দেয়, যদি কেউ আমার নিকট ঋণ পেয়ে থাকে তবে তাও যেন নিশ্চয় আদায়

www.dawateislami.net

করে নেয়, আর যদি নিতে না চায়, তবে যেন ক্ষমা করে দেয়। আমি যাদের থেকে ঋণ পাব, আমার ব্যক্তিগত টাকা ক্ষমা করে দিলাম। হে **আল্লাহ**! আমার কারণে কোন মুসলমানকে শাস্তি দিওনা। আমি সকল মুসলমানকে আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল প্রকারের হক ক্ষমা করে দিলাম। হোক যে আমার মনে আঘাত দিয়েছে বা দেবে, আমাকে মেরেছে বা মারবে, আমার প্রাণনাশের চেষ্টা চালিয়েছে বা চালাবে বা আমাকে শহীদ করে দেবে, আমার হকের ক্ষেত্রে আমার পক্ষ থেকে সকল মুসলমানের জন্য সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা রইল। **হে আমার প্রিয় আল্লাহ**! তুমি আমার অসহায় ও নিঃস্ব বান্দাদের পূর্ববর্তী পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে আমাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও।

সদকা পেয়ারে কি হায়াকা কেহ না লে মুঝছে হিসাব,
বখ্শ বে পুছে লাজায়ে কো লাজানা কিয়া হে।

সকল ইসলামী ভাই যারা এই মুহুর্তে আন্তর্জাতিক তিনদিনের ইজতিমায় সমবেত আছেন অথবা মাদানী চ্যানেল ও ইন্টারনেটের (INTERNET) মাধ্যমে পৃথিবীর যেখানেই আমাকে শুনছেন বা ঐসকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা যারা অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে আমাকে শুনছেন কিংবা লিখিত বয়ান পড়ছেন তারা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন যে, দুনিয়ায় মানুষের যে **হকটি সবচেয়ে বড়** বলে মনে করা যেতে পারে, মনে করুন আমি আপনাদের সে হকটি নষ্ট করেছি, তাছাড়াও আরো যত প্রকার হক নষ্ট করেছি, **আল্লাহ পাকের** দোহাই! আমাকে সেসব হক সমূহ ক্ষমা করে দিন বরং আরো দয়া হবে যে, ভবিষ্যতের জন্যও অগ্রিম ক্ষমা করে দিন। **দয়া করে**! অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একবার মুখে বলে দিন: “আমি ক্ষমা করে দিলাম” جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا وَّاَحْسَنَ الْجَزَاء

www.dawateislami.net

অর্থ ফেরত দিতেই হবে

যার উপর কারো ঋণ থাকলে, তা পরিশোধ করে দিন এবং পরিশোধে বিলম্ব হলে, ক্ষমাও চেয়ে নিন, যার থেকে ঘুষ নিয়েছেন, যার পকেট মেরেছেন, যার ঘরে চুরি করেছেন, যার সম্পদ লুণ্ঠন করেছেন তাদের সকলের সম্পদ আদায় করা আবশ্যক, বা তাদের থেকে সময় নিন বা ক্ষমা করিয়ে নিন এবং যে ক্ষতি হয়েছে তজ্জন্যও ক্ষমা চেয়ে নিন। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায় তবে তাদের ওয়ারিশদের দিন, যদি কোন ওয়ারিশ না থাকে, তবে তত পরিমান অর্থ সদকা করে দিন। যদি মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে কিন্তু জানা নাই যে, কার কার সম্পদ অন্যায়ভাবে নিয়েছে, তবুও সে পরিমাণ অর্থ সদকা করুন অর্থাৎ মিসকিনকে দিয়ে দিন। সদকা দেয়ার পর যদি হকদার তার হক দাবী করে, তবে তাকেও দিতে হবে।

যা মনে নেই, তাদের থেকে কিভাবে ক্ষমা করাবে?

যে ইসলামী ভাই মানুষের হকের ব্যাপারে শঙ্কিত আর এখন দুশ্চিন্তায় পরে গেলো যে, আমি জানিনা কতজনের হক ধ্বংস করেছি এবং কতজনের মনে আঘাত দিয়েছি; এখন আমি তাদের কোথায় খুঁজবো! তবে তাদের খেদমতে আরয করছি যে, যাদের মনে আপনি কষ্ট দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যাদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বা ফোনের মাধ্যমে অথবা চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করুন, তাদের রাজি করিয়ে নিন এবং যারা নিখোঁজ বা মারা গেছে অথবা যাদের ব্যাপারে মনেই নেই যে, তারা কে কে, তবে প্রত্যেক নামাযের পর তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয় করুন, যেমন; প্রত্যেক নামাযের পর এভাবে বলার অভ্যাস গড়ুন: "হে **আল্লাহ!** আমাকে এবং অদ্যাবধি আমি যে সমস্ত মুসলমানের হক নষ্ট করেছি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিন।" **আল্লাহ পাকের** দয়া অসীম, নিরাশ হবেন না,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

"একনিষ্ঠ নিয়্যত থাকলে উদ্দেশ্য সফল হবেই।" اِنْ شَآءَ الله আপনার অনুতাপ ফলপ্রসূ হবে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় মানুষের হক **ক্ষমার উপায়ও আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক সন্ধি করিয়ে দিবেন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদা **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গিত! আপনি কেন মুচকি হাসছেন। ইরশাদ করলেন: আমার দু'জন উম্মত **আল্লাহ পাকের** দরবারে দু'যানু হয়ে বসে পরবে, একজন আরয করবে: হে **আল্লাহ**! তার এবং আমার মধ্যে ন্যায় বিচার করে দিন, কেননা সে আমার উপর অত্যাচার করেছিলো। **আল্লাহ পাক** বাদীকে ইরশাদ করবেন: এই বেচারা (বিবাদী) এখন কি করবে, তার নিকট তো কোন নেকী নেই। মজলুম (বাদী) আরয করবে: "আমার গুনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিন।" এতটুকু ইরশাদ করে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, অতঃপর ইরশাদ করলেন: সেদিনটি হবে খুবই মহান দিন, কেননা তখন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) প্রত্যেকেই এই বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী হবে যে, তার বোঝা যেনো হালকা হয়। **আল্লাহ পাক** মজলুমকে (অর্থাৎ বাদী) ইরশাদ করবেন: দেখ তোমার সামনে কি? সে আরয করবে: **হে পরওয়ারদিগার**! আমি আমার সামনে স্বর্ণের বড় শহর এবং বড় বড় অট্টালিকা সমূহ দেখতে পাচ্ছি, যা মুক্তা খচিত। এই শহর ও উন্নত অট্টালিকা সমূহ কি কোন নবী বা সিদ্দীক বা শহীদের জন্য? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: এগুলো তাদের জন্য, যে এর মূল্য আদায় করবে। বান্দা আরয করবে: এর মূল্য কে আদায় করতে পারবে? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: তুমিই আদায় করতে পারবে।

সে আরয করবে: কিভাবে? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: এভাবে যে, তুমি তোমার ভাইয়ের হক সমূহ ক্ষমা করে দাও। বান্দা আরয করবে: হে **আল্লাহ!** আমি আমার সকল হক সমূহ ক্ষমা করে দিলাম। **আল্লাহ পাক** আরয করবেন: তোমার ভাইয়ের হাত ধরো এবং উভয়ই একত্রে জান্নাতে চলে যাও। অতঃপর **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ তায়ালাকে** ভয় করো এবং মানুষের মাঝে আপোষ করে দাও, কেননা **আল্লাহ** তাআলাও কিয়ামতের দিন মুসলমানের মাঝে আপোষ করে দিবেন।

(আল মুস্তাদরিক লিল হাকিম, ৫ম খন্ড, ৭৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৭৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "**সুন্নাত ও আদব**" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ, নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল

(১) মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সহিত কথাবার্তা বলুন (২) মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধাভাব রাখুন اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব অর্জনের পাশাপাশি উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন (৩) চিৎকার করে কথাবার্তা বলা, যেমন; আজকাল বন্ধু মহলে হয়ে থাকে এটা সুন্নাত নয় (৪) একদিনের শিশুও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি, জনাব করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন, আপনার চরিত্রও উত্তম হবে, পাশাপাশি শিশুরাও ভদ্রতা শিখবে (৫) কথাবার্তা বলার সময় লজ্জাস্থানে হাত

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুল দিয়ে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অপরের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করা, ভাল অভ্যাস নয়। এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয় (৬) যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে, মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয় (৭) কথাবার্তা বলার সময় বরং সর্বাবস্থায় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি (৮) বেশী কথা বললে এবং বারবার অট্টহাসি দিলে ব্যক্তিত্বের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায় (৯) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন তুমি দেখবে যে, কোন বান্দাকে পার্থিব অনাসক্তি ও স্বল্পভাষী হওয়ার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছে, তবে তুমি তার নৈকট্য ও সঙ্গ অবলম্বন করো, কেননা এসব লোককে হিকমত দান করা হয়।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১০১) (১০) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল।” (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫০৯) **মিরাতুল মানাজিহ**তে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কথাবার্তা চার প্রকার: ১. একান্ত ক্ষতিকর বরং পুরো কথাটাই ক্ষতিকর ২. একান্ত উপকারী ৩. কিছু ক্ষতিকর কিছু উপকারী ৪. না উপকারী, না ক্ষতিকর। একান্ত ক্ষতিকর কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। একান্ত উপকারী কথাবার্তা অবশ্যই করুন, যে কথাবার্তায় উপকারও রয়েছে ক্ষতিও রয়েছে তা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন, উত্তম হচ্ছে না বলা। চতুর্থ প্রকারের কথাবার্তা (অর্থাৎ না উপকারী, না ক্ষতিকর) দ্বারা সময় বিনষ্ট হয়। এসব কথায় ভারসাম্য রক্ষা (উপকারী কিংবা অপকারী কথার পার্থক্য) করা কঠিন হয়ে পড়ে, চুপ থাকাটাই উত্তম। (মিরাতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা) (১১) কারো সাথে কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত (১২) খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন, গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

মনে রাখবেন! কোন মুসলমানকে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা) এবং অশ্লীল কথাবার্তা কারীর জন্য জান্নাত হারাম। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে।”

(কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া সম্বলিত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৪, হাদীস নং- ৩২৫)

কথাবার্তা বলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এবং আরো অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সুন্নাত ও আদব’** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাতের প্রশিক্ষণের একটি উত্তম উপায় **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলা সমূহে আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরও করুন।

সিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো,
লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো,
পা’ওগে বরকতেঁ কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নম্র স্বভাব, সচ্চরিত্র ও বিনয়ের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ইরবায বিন সারিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মুমিন লাগামবিশিষ্ট উটের ন্যায় হয়ে থাকে, কেননা যদি তাকে বেঁধে রাখা হয় সে দাঁড়িয়ে থাকে আর যদি চালানো হয় তবে চলতে থাকে এবং কোন কংকরময় জায়গায় বসানো হয়, তবে বসে যায়।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস নং- ৪৩, ১/৩২। তাফসীরে রুহুল বয়ান, ফোরকান, ৬৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/২৪০)

বয়ান নং ১০

সামুদ্রিক গম্বুজ

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- আহত আঙ্গুল
- বারংবার হজ্জে মাবরুরের সাওয়াব অর্জন করি
- দুগ্ধ পোষ্য শিশু বলে উঠল
- গাধার মত লাশ

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সামুদ্রিক গম্বুজ (১)

শয়তান লাখো অলসতা সৃষ্টি করুক না কেন এই বয়ানটি সম্পূর্ন পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله আল্লাহর ভয়ে আপনার শরীরে শিহরণ জেগে উঠবে।

উচ্চ স্বরে দরূদ শরীফ পাঠকারীর ক্ষমা হয়ে গেছে

কোন বুযুর্গ এক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বলল, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করল, কোন আমলের কারণে? বলল, আমি এক মুহাদ্দিস সাহেবের কাছে হাদীসে পাক লিখতাম, তিনি **মাদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলেন তখন আমিও উচ্চ স্বরে দরূদে পাক পাঠ করলাম এবং উপস্থিত লোকেরাও আমার দেখাদেখি দরূদে পাক পাঠ করল এর বরকতে **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (আল কাউলুল বদী, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

(১) এ বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে (১৮ রজব ১৪৩১ হিজরি ১/৭/২০১০ইং করেছেন। তা প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হল।

মাকতাবাতুল মাদীনা মাজলিশ ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে ওহী প্রেরণ করলেন সমুদ্রের তীরে গিয়ে আমার কুদরতের নিদর্শন দেখুন। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আপন সাথীদেরকে নিয়ে সমুদ্র তীরে তাশরীফ আনলেন কিন্তু তেমন কোন নিদর্শন দেখলেন না, তিনি একটি জ্বিনকে আদেশ করলেন সমূদ্রে ডুব দিয়ে তলদেশের সংবাদ নিয়ে আস। সে ডুব দিয়ে ফিরে আসার পর আরয করলেন, আমি তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি এবং কোন কিছু দেখিনি। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তার চেয়েও শক্তিশালী জ্বিনকে আদেশ দিলেন, সে প্রথম জ্বীনের তুলনায় দ্বিগুন গভীরে ডুব দিল কিন্তু সেও কোন সংবাদ আনতে পারল না। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আপন ওযীর হযরত আসীফ বিন বারখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে হুকুম দিলেন তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি চার দেয়াল বিশিষ্ট কাফুরের আলীশান সামুদ্রিক গম্বুজ সায়্যিদুনা সুলায়মান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর মহিমান্বিত দরবারে উপস্থিত করলেন। এর একটা দরজা মুক্তার, দ্বিতীয় ইয়াকুতের, তৃতীয়টি হীরার এবং চতুর্থটি যামাররুদ (এক প্রকার সবুজ পাথর) এর ছিল। চারটি দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও সমূদ্রের পানির একটা ফোটাও ভিতরে প্রবেশ করেনি। এ সামুদ্রিক গম্বুজের ভিতর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিহিত একজন সুদর্শন যুবক নামাযে মশগুল ছিল। যখন সে নামায শেষ করল, তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তাকে সালাম করে এ সামুদ্রিক গম্বুজ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সে আরয করল, হে আল্লাহর নবী عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আমার পিতা পঙ্গু এবং আমার মা অন্ধ ছিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি সত্তর বছর তাদের খিদমত করেছি, আমার মা ইন্তেকালের পূর্বে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ আমার ছেলেকে মঙ্গলজনক দীর্ঘায়ু দান করুন। আমার পিতা মহোদয় ইন্তেকালের সময় দোয়া করলেন, আমার ছেলেকে এমন স্থানে ইবাদতের ব্যবস্থা করে দিন যেখানে শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না। আমার মরহুম পিতার দাফনের পর আমি সমূদ্রে এসে এ সামুদ্রিক গম্বুজটা দেখতে পেলাম এবং আমি সেটার ভিতর প্রবেশ

করলাম। এমন সময় এক ফিরিশতা আসল এবং সে এ গম্বুজকে সমুদ্রের তলায় নামিয়ে দিল। সায়্যিদুনা সুলায়মান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জিজ্ঞাসা করাতে আরয করল যে আমি হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মুবারকময় যুগে এখানে এসেছি। হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান عَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বুঝে গেলেন যে লোকটার দুই হাজার বছর এ সামুদ্রিক গম্বুজে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনো যুবক। তার একটা চুলও সাদা ছিল না। খাবার সম্পর্কে সে বলল, প্রতিদিন একটি সবুজ পাখি ঠোঁটে করে হলুদ বর্ণের কিছু আনে, আমি সেটা খেয়ে নেই, সেটাতে দুনিয়ার সকল স্বাদ থাকত, সেটার দ্বারা আমার ক্ষুধা ও পিপাসা মিঠে যেত। তাছাড়া اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه গরম, শীত, নিদ্রা, অলসতা, তন্দ্রাভাব, একাকীত্ব এবং ভীত সন্ত্রস্ততা এসব কিছু আমার থেকে দূরে থাকত। এরপর ঐ যুবকের ইচ্ছানুযায়ী সায়্যিদুনা সুলায়মান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর হুকুম পেয়ে হযরত সায়্যিদুনা আসিফ বিন বারখিয়া رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ সামুদ্রিক গম্বুজকে উঠিয়ে সমুদ্রের তলায় পৌঁছিয়ে দিল। এরপর হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান عَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বলেন, হে লোকেরা! আল্লাহ আপনাদের সকলের উপর দয়া করুন, আপনারা দেখলেন তো পিতা মাতার দোয়া কিভাবে কবুল হয়। পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন। (রাওযুর রায়্যাহীন, ২৩৩ পৃষ্ঠা, কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল পিতামাতার খিদমত করা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। যদি তাদের অন্তর খুশি হয়ে যায় এবং তারা দোয়া করে দেয় তবে তরী পার হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনুন এবং আন্দোলিত হোন।

আহত আঙ্গুল

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন যে তীব্র শীতের এক রাতে আমার মা আমার কাছে পানি চাইলেন, আমি গ্লাস ভর্তি পানি নিয়ে আসলাম কিন্তু তখন মায়ের ঘুম এসে গিয়েছিল, আমি জাগানো ঠিক মনে করলাম না, পানির গ্লাস হাতে নিয়ে এ অপেক্ষায় মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম যে তিনি জাগ্রত হলেই পানি প্রদান করব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেল এবং গ্লাস থেকে গড়িয়ে কিছু পানি আমার আঙ্গুলে জমে গিয়ে বরফ হয়ে গিয়েছি। যাহোক যখন আম্মাজান জাগ্রত হলেন আমি পানির গ্লাস পেশ করলাম, বরফের কারণে লেগে থাকা আঙ্গুল হতে গ্লাস যখনই পৃথক হল চামড়া উঠে গেল এবং "রক্ত" প্রবাহিত হতে লাগল, আম্মাজান দেখে বললেন, "এটা কি?" আমি পুরো ঘটনা আরয করলাম তখন তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ আমি তার উপর সন্তুষ্ট তুমিও তার উপর সন্তুষ্ট থাক। (নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত) **আল্লাহ পাকের** রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিদিন জান্নাতের চৌকাটে চুম্বন করুন

যেসব সৌভাগ্যবানদের পিতামাতা জীবিত রয়েছে তাদের উচিত প্রতিদিন কমপক্ষে একবার তাদের হাত পা অবশ্যই চুম্বন করা, পিতামাতার উঁচু মর্যাদা রয়েছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ অর্থাৎ মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত। (মুসনাদে শিহাব, খন্ড ১ম, হাদীস নং-১১৯) অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচারণ জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগ মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত "বাহারে শরীয়ত"

www.dawateislami.net

কিতাব এর ১৬ তম অংশের ৮৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে, মায়ের পায়ে চুম্বন করা যায়। হাদীসে পাকে রয়েছে, “যে ব্যক্তি আপন মায়ের পায়ে চুমু দিল সে যেন জান্নাতের চৌকাঠে চুমু দিল।” (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬০৬ পৃষ্ঠা, দারুল মারিফা, বৈরুত)

মায়ের সামনে আওয়াজ উঁচু হওয়াতে গোলাম আযাদ করে দিল

মা কিংবা বাবাকে দূর থেকে আসতে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান, তাদের চোখের সাথে চোখ রেখে কথা বলবেন না, ডাকলে তৎক্ষণাৎ লাব্বাইক (অর্থাৎ হাজির) বলুন, ভদ্রতার সাথে “আপনি, জনাব” করে কথাবার্তা বলুন, আপন আওয়াজ তাদের আওয়াজের চাইতে কখনো উঁচু করবেন না। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আওন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে তাঁর মা ডাকলেন উত্তর প্রদানকালে নিজের আওয়াজ কিছুটা উঁচু হয়ে গেল এ কারণে তিনি দুইটি গোলামকে আযাদ করে দিলেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড ৪৫, নং-৩১০৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

বারংবার হজ্জে মাবরুরের সাওয়াব অর্জন করি

سُبۡحٰنَ الله! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পিতামাতার প্রতি কেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাদের কিরূপ মাদানী চিন্তা ছিল। আমরা দুইটি গোলাম কোত্থেকে দিব। আফসোস! এসব ব্যাপারে দুইটি মুরগী বরং দুইটি ডিম ও আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার প্রেরণা আমাদের মাঝে নেই। আল্লাহ আমাদেরকে পিতামাতার গুরুত্ব বোঝার তাওফিক দান করুন। আমীন! আসুন। বিনা খরচে একেবারে বিনামূল্যে সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করি। খুব আন্তরিকতা ও মুহাব্বত সহকারে পিতামাতার দর্শন করি, পিতামাতার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে দেখার কথাই বা কি বলব! **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে, যখন সন্তানগণ আপন পিতামাতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন **আল্লাহ পাক** তার জন্য প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে হজ্জে মাবরুর (অর্থাৎ কবূলকৃত হজ্জ) এর সাওয়াব লিখে দেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন, যদিও দিনে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

একশবার দেখে। ফরমালেন: نَعَمْ اللهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ হ্যাঁ, আল্লাহ সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে পুতঃপবিত্র।" (শুআবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৮৫৬) নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** প্রতিটি বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল, যতটুকু ইচ্ছা দান করতে পারেন, কখনো দূর্বল ও অসহায় নন সুতরাং কেউ যদি আপন পিতামাতার প্রতি প্রতিদিন একশবারও রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় তবে তিনি তাকে একশ কবুলকৃত হজ্জের সাওয়াব দান করেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতের সঙ্গী

হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একবার আপন পরওয়ারদিগার এর দরবারে আরয করলেন, হে ক্ষমাশীল প্রভু! আমাকে আমার জান্নাতের সঙ্গীর সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন, অমুক শহরে যাও। সেখানকার অমুক কসাই তোমার জান্নাতের সঙ্গী। সুতরাং সায়্যিদুনা মুসা কালিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ঐ কসাইয়ের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। (অজানা সত্ত্বেও মুসাফির ও মেহমান হওয়ার উদ্দেশ্যে) ঐ কসাই তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে দা'ওয়াত করলেন। যখন খাবার খাওয়ার জন্য ঐ কসাই বসলেন সে একটি বড় টুকরি নিজের পাশে রাখলেন, ভিতরে দুই লোকমা রাখতেন এবং এক লোকমা নিজে খেতেন। এর মধ্যে দরজায় কেউ করাঘাত করল, কসাই উঠে বাইরে গেল। সায়্যিদুনা মুসা কালিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ঐ টুকরিখানা দেখলেন সেটার ভিতর অতিশয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছিল। সায়্যিদুনা মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তাদের ঠোঁটে মুচকি হাসি এসে গেল, তারা মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর রিসালাতের সাক্ষ্য দিল এবং ঐ মুহুর্তেই মৃত্যু হয়ে গেল। কসাই ফিরে এসে টুকরিতে আপন পিতামাতাকে মৃত্যু অবস্থায় দেখে ঘটনা বুঝে গেলেন এবং হযরত মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর

হাত চুম্বন করে আরয করলেন, আপনাকে আল্লাহর নবী হযরত মূসা কালিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام মনে হচ্ছে। ফরমালেন, তোমার কিভাবে ধারণা হল আরয করল, আমার পিতামাতা প্রতিদিন কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকতেন হে আল্লাহ! আমাদেরকে হযরত মুসা কালিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর জলওয়াতে মৃত্যু দান করুন। এ দুই জনের এভাবে হঠাৎ ইন্তেকাল হওয়াতে আমার ধারণা হল যে আপনিই হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام হবেন। কসাই আরয করল, আমার মা যখন খাবার খেয়ে নিতেন, তখন খুশি হয়ে আমার জন্য দোয়া করতেন, হে আল্লাহ আমার ছেলেকে জান্নাতে হযরত মুসা কালিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সঙ্গী বানিয়ে দিয়েন। সায়্যিদুনা মুসা কালিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ফরমালেন, তোমাকে মুবারকবাদ আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে আমার সঙ্গী করেছেন।

(নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ২৬৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

আল্লাহর রহমাতের তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি পার্থিব জীবনেই চলে আসে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো? পিতামাতার দোয়া সন্তানের জন্য কিভাবে কবুল হয়। যদি পিতামাতা অসন্তুষ্ট হয়ে বদদোয়া করে তখনো কবুল হয়ে যায়। তাই পিতামাতাকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখা উচিত। **মাদীনার তাজেদার** صَلَّی اللهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপদেশ মূলক ফরমান হচ্ছে, পিতামাতা তোমার জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম। (ইবনে মাজাজ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৬, হাদীস নং-৩৬৬২)

মায়ের আহ্বানের উত্তর না দেয়ার কারণে বোবা হয়ে গেল

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তিকে তার মা ডাক দিল কিন্তু সে উত্তর দিল না এতে মা তাকে বদ দোয়া দিল ফলে সে বোবা হয়ে গেল।

(বিররুল ওয়ালিদাইন লিত তাবরানী, পৃষ্ঠা ৭৯, মুআস সাসাতুস সাক্বাফিয়্যাহ, বৈরুত)

বদদোয়া দেওয়া থেকে মাতা পিতার বিরত থাকাই উত্তম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! পিতামাতার আহবানের উত্তর না দেওয়াতে পার্থিব জীবনেই বোবা হয়ে গেল। এর মধ্যে পিতামাতার অবাধ্যদের জন্য যেমন শিক্ষামূলক মাদানী ফুল রয়েছে, তেমনি পিতামাতার জন্য ভাবার বিষয়, বিশেষত ঐসব মায়েরা যারা কথায় কথায় আপন সন্তানকে এভাবে বলে যে তোমার সর্বনাশ হোক, তোমার ধ্বংস হোক, তোমার কুষ্ঠ রোগ হোক ইত্যাদি শুনা যায়। তাদেরকে আপন মুখকে কাবু রাখা উচিত, কখনো যেন এমন না হয় যে কবুলিয়াতের সময় হয় ও কবুল হয়ে যায় এবং সন্তানের সত্যি সত্যি “কিছু” হয়ে যায় এবং এভাবে মা নিজেও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং সন্তানের জন্য কেবল মঙ্গলজনক দোয়া করতে থাকাই যথোপযুক্ত।

পিতা-মাতা বিদেশ থেকে ডাকলেও আসতে হবে

দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে সফর করা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয়। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলা সমূহ ও অন্যান্য মাদানী কাজ ধুমধামের সাথে প্রচার প্রসারের জন্য বিদেশ সফর করা তথায় ১২ মাস কিংবা ২৫ মাস অবস্থান করাও বড় মর্যাদার বিষয় তবে যদি পিতামাতার মনে কষ্ট আসে, তাদের পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয় এমতাবস্থায় কখনো সফর করবেন না। দাওয়াতে ইসলামীকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রসার করার উদ্দেশ্য নিজের বাহবা পাওয়া নয়, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং পিতামাতার আনুগত্য করার মাধ্যমেই সফর ইখতিয়ার করুন এবং এ মাসআলা অন্তরে ভালভাবে ধারণ করে নিন যেমন দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগ মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬ তম অংশের ২০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে যদি সন্তান বিদেশ থাকে, পিতামাতা তাকে আহ্বান করলে তবে আসতেই হবে, চিঠি

www.dawateislami.net

লেখা যথেষ্ট নয়। অনুরূপ পিতামাতার খিদমতের প্রয়োজন হলে এসে তাদের খিদমত করতে হবে।"

দুগ্ধ পোষ্য শিশু বলে উঠল

পিতামাতা যখনই ডাকেন বিনা কারণে উত্তর প্রদানে কখনই দেরী করবেন না, অনেকেই এ বিষয়ে উদাসীন এবং উত্তর প্রদানে দেরী করাকে আল্লাহর পানাহ খারাপ মনে করে না অথচ যদি নফল নামায পড়ছে আর পিতামাতা না জেনে স্বাভাবিকভাবে ডাকলেও নামায ভঙ্গ করে উত্তর দিতে হবে। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৩৮ হতে সংগৃহীত) (পরে এ নফল নামাযকে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব) যেসব লোক পিতামাতার আহবানে ইচ্ছা অনিচ্ছায় খামখেয়ালী করে তাদের মনে কষ্ট দেয় তারা শক্ত গুনাহগার এবং জাহান্নামের আগুনের উপযুক্ত হয়। মা তো মা অনেক সময় ভুল বুঝে তার মুখ থেকে বদদোয়া বের হয়ে যায় আর সময়টা যদি কবুলিয়তে হয় তবে সন্তান বিপদের সম্মুখিন হয়। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে একজন বনী ইসরাঈলে বুযুর্গের অত্যন্ত উপদেশমূলক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যেমন **মাদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপদেশমূলক ইরশাদ হচ্ছে, বনী ইসরাইলে জুরাইজ নামক এক ব্যক্তি ছিল, সে নামায পড়ছিল, তার মা আসল এবং তাকে ডাকল কিন্তু সে উত্তর দিল না। সে ভাবল, নামায পড়ব না উত্তর দিব, পুনরায় তার মা আসল (আর উত্তর না পেয়ে বদদোয়া দিল) হে আল্লাহ! তাকে ঐ সময় পর্যন্ত মৃত্যু দিওনা যতক্ষণ কোন বেশ্যা মহিলার মুখ না দেখে। জুরাইজ একদিন ইবাদতখানায় যাচ্ছিল, এক মহিলা বলল, আমি তাকে গোমরা করে দিব সুতরাং সে এসে জুরাইজের সাথে কথা বলতে থাকল কিন্তু সে (অর্থাৎ জুরাইজ) কথা বলতে অস্বীকার করল, অবশেষে সে এক রাখালের কাছে গেল এবং নিজেকে তার কাছে সোপর্দ করে দিল অতএব সে একটি বাচ্চা জন্ম দিল এবং ঐ মহিলা বলে বেড়াল এটা

জুরাইজের সন্তান, লোকেরা জুরাইজের কাছে আসল, তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে তাকে বের করে দিল এবং তাকে খারাপ বলল। জুরাইজ ওযু করে নামায আদায় করে ঐ বাচ্চার কাছে এসে বলল, তোমার পিতা কে? সে উত্তর দিল, অমুক রাখাল। তখন লোকেরা জুরাইজকে বলল, আপনার ইবাদতখানাকে স্বর্ণ দ্বারা তৈরী করে দিব। তিনি বললেন, না পূর্বের মত মাটি দ্বারা তৈরী করে দাও।

(বুখারী শরীফ, খন্ড ১৩৯, হাদীস নং-২৪৮২, মুসলিম শরীফ, পৃষ্ঠা ১৩৮০, হাদীস নং-২৫৫)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

উত্তপ্ত পাথরের উপর দিয়ে মাকে কাঁধে নিয়ে ছয় মাইল

পিতামাতার অনেক হক রয়েছে সেগুলো থেকে দায়মুক্ত হওয়া অসম্ভব। যেমন এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন, এক রাস্তায় এমন গরম পাথর ছিল যদি গোশতের টুকরা তার উপর রাখা হয় তবে কাবাব হয়ে যাবে। আমি আমার মাকে কাঁধে নিয়ে ছয় মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করলাম, আমার কি মায়ের হক আদায় হয়েছে? **সারকারে মাদীনা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমালেন, তোমার জন্মকালে তাঁর ব্যথার যে ঝটকা অনুভুব হয়েছিল হয়ত সেগুলো থেকে এক ঝটকার বিনিময় হতে পারে।

(আল মুজামুস সাগীর লিত তাবরানী, খন্ড ১০, পৃষ্ঠা ৯২, হাদীস নং-২৫৬)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

যদি মেয়েদের পরিবর্তে ছেলেদের সন্তান জন্ম দিতে হত তবে....

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই মা আপন সন্তানের জন্য কষ্ট করে থাকেন, প্রসবকালীন ব্যথার কথা মায়েরাই জানেন, পুরুষদের জন্য কতইনা সহজতা যে তাদেরকে প্রসব করতে হয় না। আমার আকা, আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ ২৭ খন্ড

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

১০১ পৃষ্ঠার মধ্যে বলেন, পুরুষের সম্পর্ক কেবল স্বাদ গ্রহণের মধ্যেই আর মহিলাদেরকে শত মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয়, নয় মাস গর্ভে ধারণ করতে হয় যাতে চলাফেরা, উঠা বসা কষ্টকর হয়, অতঃপর প্রসবকালীন প্রতিটি ঝটকাতে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়, এরপর বিভিন্ন ধরনের ব্যথামূলক নিফাস (অর্থাৎ প্রসবের পর রক্তক্ষরণের কষ্ট) এর কারণে ঘুম চলে যায়। এজন্য **আল্লাহ পাক** ইরশাদ ফরমান:

حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ کُرۡهًا وَّ وَضَعَتۡهُ کُرۡهًا ؕ وَ حَمۡلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوۡنَ شَهۡرًا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তার মা তাকে কষ্ট সহ্য করে গর্ভে রেখেছে এবং কষ্ট সহ্য করে তাকে প্রসব করেছে আর বহন করে চলাফেরা করা ও তার দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাসের মধ্যে। (পারা: ২৬, সূরা: আহকাফ, আয়াত: ১৫)

তাই প্রতিটি সন্তানের জন্মে মহিলাদেরকে কমপক্ষে তিন বছর কষ্ট সহ্য করতে হয়। পুরুষের পেট থেকে একবারও যদি “ইঁদুরের বাচ্চা” জন্ম হত তবে সারা জীবনের জন্য কান ধরত। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, ২৭ খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা, রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর)

স্ত্রী সহানুভূতি পাওয়ার অধিকারী হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বরকতময় ফাতাওয়ার মধ্যে যেখানে মায়ের অবস্থানের কথা জানা গেল সেখানে স্ত্রীর গুরুত্বও প্রকাশ পেয়েছে। স্বামীর উচিত যে গর্ভকালীন সময়ে আপন স্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে সদয় হওয়া, কাজকর্মে খুব সহযোগীতা করা, ভারি কোন কাজ না দেওয়া, বকা ঝকা কিংবা কোনও ধরনের দুঃশ্চিন্তার কারণ না হওয়া। মোটকথা যতটুকু সম্ভব তাকে আরাম দেওয়া। যখনই আপন মাদানী মুন্না/মুন্নীকে স্নেহ করেন সাথে তার মায়ের প্রতিও দয়ার দৃষ্টিতে দেখুন কেননা এ দৌড়ঝাপকারী মনজুড়ানো খেলনা এর সেবা যত্নের ব্যাপারে এ বেচারী কতইনা কষ্ট সহ্য করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

দুধ পান করানোর মাসআলার ব্যাখ্যা

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বরকতময় ফাতাওয়ার মধ্যে আয়াতে কারীমাতে যা ইরশাদ হয়েছে যেমন “তার দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাসের মধ্যে” এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দুধ সম্পর্কিত আত্মীয় ও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে। দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মাদীনার প্রকাশিত ১১৮২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, “বাহারে শরীয়ত” ২ড খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে, বাচ্চাকে (হিজরী সন অনুযায়ী) দুই বছর পর্যন্ত দুধ পান করানো যাবে, এর অতিরিক্ত নয়, দুধপানকারী ছেলে হোক কিংবা মেয়ে। আর সাধারণ লোকদের মাঝে এ কথাটি প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, মেয়েদের দুই বছর এবং ছেলেদেরকে আড়াই বছর পর্যন্ত দুধ পান করানো যাবে তা সঠিক নয়। এ হুকুমটি দুধ পান করানোর ব্যাপারে, এছাড়া বিবাহ হারাম হওয়ার জন্য আড়াই বছরকালীন সময় (অর্থাৎ দুই বছরের পর যদিও দুধ পান করানো হারাম তথাপি (হিজরী সন অনুযায়ী) আড়াই বছরের ভিতর যদি দুধ পান করিয়ে দেয় তবে বিবাহ হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যাবে এরপর (অর্থাৎ আড়াই বছরের পর) যদি পান করে তবে বিবাহ হারাম হবে না। যদিও পান করানো জায়িয নেই।

অত্যাচারী মা-বাবারও আনুগত্য আবশ্যক

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্নিত, **সুলতানে দুজাহান** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপদেশ মূলক ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তির সকাল আপন মা বাবার আনুগত্য করা অবস্থায় হয়, তার জন্য সকালেই জান্নাতের দুইটি দরজা খুলে যায়, আর মা বাবা থেকে একজন থাকে তবে একটি দরজা খুলে যায়। আর যে ব্যক্তির রাত মা বাবার ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানী করে তার জন্য সকালেই জাহান্নামের দুইটি দরজা খুলে যায় এবং (মা-বাবা হতে) একজন থাকে তবে একটি দরজা খুলে। এক ব্যক্তি আরয করল, যদিও মা বাবা

www.dawateislami.net

তার উপর অত্যাচার করে? ফরমালেন, যদিও মা বাবা অত্যাচার করে, মা বাবা অত্যাচার করে, যদিও মা বাবা অত্যাচার করে।

(শুয়াবুল ঈমান, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ২০৬, হাদীস নং-৭৯১৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তি বড় সৌভাগ্যবান যে মা বাবাকে সন্তুষ্ট রাখে, যে দূর্ভাগা মা বাবাকে অসন্তুষ্ট করে তার জন্য ধ্বংস। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ১৫ পারা সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ২৩ হতে ২৫ এর মধ্যে ইরশাদ ফরমান,

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِیْمًا ﴿۲۳﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیٰنِیْ صَغِیْرًا ﴿ؕ۲۴﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ نُفُوْسِكُمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যেন মাতা পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনিত হয়ে যায় তবে তাদেরকে 'উহ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও কোমল হৃদয়ে আর আরয করো, 'হে আমার রব! তুমি তাঁদের উভয়ের উপর দয়া করো যেভাবে তাঁরা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন। তোমাদের রব ভালভাবে জানেন যা তোমাদের অন্তরসমূহে রয়েছে।

ছোট সময় মা তো সন্তানের নাপাকী সহ্য করেছিল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ তায়ালা মাতা পিতার সাথে সদাচারণ করার হুকুম দিয়েছেন এবং বিশেষ করে তাঁদের বৃদ্ধ অবস্থায় বেশী খিদমত করার ব্যাপারে তাকিদ করা হয়েছে। বাস্তবিকই মাতা পিতার বার্ধক্যতা মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়, অতি বৃদ্ধাবস্থায় অনেক সময় বিছানার মধ্যেই প্রস্রাব পায়খানা করে থাকে যার কারণে সাধারণত:

www.dawateislami.net

সন্তানগণ বিরক্তবোধ করে, কিন্তু স্মরণ রাখবেন! এমতাবস্থায়ও মাতা পিতার খিদমত করা আবশ্যক। শৈশবকালে মাও তো সন্তানের নাপাকী সহ্য করেছিল। বার্ধক্যতা ও রোগের কারণে মাতা পিতার মধ্যে যতই খিটখিটে স্বভাব আসুক, হুঁশ চলে যাক, খুব বিড়বিড় (অর্থাৎ বার্ধক্য জনিক কারণে বক্ বক্ করা) করুক, বিনা কারণে ঝগড়া করুক, যতই বাড়াবাড়ি করুক, চাই পেরেশান করে রাখুক না কেন এরপরও ধৈর্য, ধৈর্য ও ধৈর্যই ধরতে হবে এবং সম্মান করতেই হবে। তাদের সাথে সদাচারণ করা, তাদেরকে বকা ঝকা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থেকে তাদের সামনে "উফ" পর্যন্ত করবেন না। অন্যথায় সফলতা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে এবং উভয় জাহানের ধ্বংস নিজের ভাগ্যে পরিণত হতে পারে কেননা মাতা পিতার মনে কষ্ট প্রদানকারী দুনিয়াতেও অপদস্ত হয় এবং আখিরাতে শাস্তির উপযুক্ত হয়।

গাধার মত লাশ

হযরত সায়্যিদুনা আওয়াম বীন হাওশাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (যিনি একজন তাবেঈ বুযুর্গ ছিলেন এবং তিনি ১৪৭ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন) বলেন, একবার আমি কোন এক মহল্লা দিয়ে যাচ্ছিলাম, যার একপাশে কবরস্থান ছিল, আসরের নামাযের পর একটি কবর ফেটে গেল এবং সেটা থেকে এক ব্যক্তি বের হল, যার মাথা গাধার মত ছিল আর বাকী শরীর মানুষের ছিল, সে তিনবার গাধার মত আওয়াজ করল অতঃপর কবরে চলে গেল এবং কবর বন্ধ হয়ে গেল। এক বৃদ্ধ মহিলা দূরে বসে সুতা কাটছিল, অন্য এক মহিলা আমাকে বলল, বৃদ্ধা মহিলাকে দেখতেছ? আমি বললাম, তার ঘটনা কি? বলল ইনি ঐ কবরের লোকটির মা, লোকটি মদ্যপায়ী ছিল যখন সন্ধ্যায় ঘরে আসত মা তাকে উপদেশ দিয়ে বলত যে হে আমার সন্তান! আল্লাহকে ভয় কর, আর কতদিন এ অপবিত্র বস্তু পান করবে। সে উত্তর দিত, তুমি গাধার মত চিৎকার কর। এ লোকটি আসরের পর

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

মৃত্যু হল, মৃত্যুর পর থেকে প্রতিদিন আসরের পর তার কবর ফেটে যায় এবং এভাবে তিনবার গাধার মত চিৎকার করে কবরে চলে যায় আর কবর বন্ধ হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব লিল মানযারী, খন্ড ২য়, পৃষ্ঠা ২৬৬, হাদীস নং-১৭)

মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির কোন ইবাদত কবুল হয় না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাওবা কবুলকারী আল্লাহর নিকট তওবা করছি ও তাঁর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। আহ! মাতা পিতার মনে কষ্ট প্রদান করা কতইনা অপদস্ত ও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের উপকরণ। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ অর্থাৎ কবরের আযাব সত্য। (নাসাঈ, পৃষ্ঠা ২২৫, হাদীস নং-১৩০) কখনো কখনো দুনিয়াতেও তার কিছুটা দৃশ্য দেখানো হয় যাতে লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। আপন পিতার নাফরমানী সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে আমার আকা আলা হযরত, শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, পিতার নাফরমানী মূলত আল্লাহ জাব্বার ও কাহহারের নাফরমানী এবং পিতার অসন্তুষ্টি আল্লাহ জাব্বার ও কাহহারের অসন্তুষ্টি, মানুষ মাতা পিতাকে সন্তুষ্ট করলে তারাই তার জন্য জান্নাত পক্ষান্তরে তাদেরকে অসন্তুষ্ট করলে তারাই তার জন্য জাহান্নাম। যতক্ষণ পর্যন্ত পিতাকে সন্তুষ্ট করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন ফরয, কোন নফল, কোন নেক আমল মোটেই কবুল হয় না। আখিরাতের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়াতেই আপন জীবদ্দশাই কঠিন বিপদ তার উপর আসবে, মৃত্যুর সময় (আল্লাহর পানাহ) কালিমা নসীব না হওয়ার আশংকা রয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড ২৪, পৃষ্ঠা ৩৮৪-৩৮৫) মাতা পিতা আল্লাহর পানাহ কাফির হলেও শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে তাদের সাথে সদাচরণ করা আবশ্যক।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মাদীনার প্রকাশিত ১১৮২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, "বাহারে শরীয়ত" ২য় খন্ড ৪৫২ পৃষ্টার মধ্যে সাদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আজমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আলমগীরীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, যদি কোন মুসলমানের পিতা কিংবা মাতা কাফির হয় এবং বলে আমাকে তুমি মন্দিরে পৌঁছিয়ে দাও তবে পৌঁছিয়ে দিবে না আর যদি সেখান থেকে আসতে চায় তবে নিয়ে আসবে।"

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫, দারুল ফিকর, বৈরুত)

মাতা পিতাকে গালি গালাজকারী

যেসব লোকদের অপরের মাকে গালি গালাজ করার অভ্যাস আছে সে খুবই খারাপ লোক, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মাদীনার প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, "বাহারে শরীয়ত" ১৬তম অংশের ১৯৫ পৃষ্ঠার মধ্যে সাদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন, **হুযুর তাজেদারে মাদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, এ কথাটি কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত যে, মানুষ আপন মাতা পিতাকে গালি গালাজ করে। লোকেরা আরয করল, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেউ কি আপন মাতা পিতাকে গালি গালাজ করে? ইরশাদ ফরমান, "হ্যাঁ সেটা এভাবে করা হয় যে, সে অন্য জনের পিতাকে গালি দেয়, প্রতি উত্তরে ঐ ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্য জনের মাকে গালি দেয় প্রতি উত্তরে ঐ লোকটি তার মাকে গালি দেয়।" (মুসলিম, পৃষ্ঠা ৬০, হাদীস নং-১৪৬) অত্র হাদীসে পাক বর্ণনা করার পর হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আজমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان যাঁরা আরবের অন্ধকার যুগ দেখেছিলেন, তাঁদের ধারণাতে আসছিল না যে কেউ আপন মাতা পিতাকে কেন গালি গালাজ করবে (অর্থাৎ কেউ কি আপন মাতা পিতাকেও গালি গালাজ করতে পারে) এ বিষয়টি তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল। **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, এটা দ্বারা উদ্দেশ্য অন্য জনের দ্বারা গালি গালাজ করায় আর এখন তো এমন যুগ চলে এসেছে যে অনেকে নিজেই আপন মাতা পিতাকে গালি গালাজ করে ও কোন পাত্তাই দেয় না। (বাহারে শরীয়ত)

আগুনের ডালে ঝুলন্ত ব্যক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ ইবনে হাজর মক্কী শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, **রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপদেশ মূলক ফরমান হচ্ছে, মিরাজ রাতে আমি কিছু লোককে দেখলাম যারা আগুনের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাইল! এসব লোক কারা? আরয করলেন, اَلَّذِيْنَ يَشْتُمُوْنَ اٰبَائَهُمْ وَاُمَّهَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا অর্থাৎ এসব লোক যারা দুনিয়াতে আপন মাতা পিতাকে গালি গালাজ করেছিল।

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, খন্ড , ১৩৯ পৃষ্ঠা, দারুল মারিফাহ, বৈরুত)

বৃষ্টির ফোটার মত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আপন মাতা পিতাকে গালি দেয় তার কবরে আগুনের এত বেশী স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হবে যেভাবে (বৃষ্টির) ফোটা আকাশ থেকে জমিনে পতিত হয়। (প্রাগুক্ত, ১৪০ পৃষ্ঠা)

কবরে পাজর ভেঙ্গে দিবে

বর্ণিত আছে, যখন মাতা পিতার অবাধ্য সন্তানকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে তার পাজরদ্বয় (ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে) একটি অপরটিতে ঢোকে যায়। (প্রাগুক্ত)

জান্নাতে প্রবেশ করবে না

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মাদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপদেশ মূলক ইরশাদ হচ্ছে, তিন ধরনের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (১) মাতা পিতাকে কষ্ট প্রদানকারী, (২) দায়্যুস, (৩) পুরুষের বেশ ভূষাধারিনী মহিলা।

(আল মুসতাদরাক, ১ খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫২)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

মাতা-পিতা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হলে সন্তান কি করবে?

আমার আকা, আলা হযরত, ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, যদি মাতা পিতা পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য হয় তখন সন্তান মায়ের পক্ষও অবলম্বন করবে না, পিতার পক্ষও অবলম্বন করবে না, কখনো যেন এমন না হয় মায়ের ভালবাসায় পিতার উপর কঠোরতা করবে। পিতার মনে দুঃখ দেওয়া বা তাঁর কথার প্রতি উত্তরে দেওয়া কিংবা বেয়াদবীর সাথে চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলা এসব কিছু হারাম এবং আল্লাহর নাফরমানী সন্তানদেরকে মাতা পিতার মধ্যে কারো সাথে এভাবে পক্ষ অবলম্বন করা কখনো জায়িয নেই। তাঁরা উভয়েই তার জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম, যাকে কষ্ট দিবে তাহলে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যাবে। (আল্লাহর পানাহ) আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে কারো আনুগত্যতা বৈধ নয়। যেমন মায়ের ইচ্ছা যে সন্তান যে কোনভাবে কষ্ট প্রদান করুক আর যদি সন্তান না শুনে অর্থাৎ পিতার উপর কঠোরতা প্রদর্শন করতে রাজি না হয় তবে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, এমতাবস্থায় মাকে অসন্তুষ্ট হতে দাও এবং এ বিষয়ে মায়ের কথা শুনবে না। অনুরূপভাবে মায়ের ব্যাপারেও পিতার কথা শুনবে না। ওলামায়ে কিরাম এভাবে বিভক্ত করেছেন, খিদমতের ব্যাপারে মাকে প্রাধান্য এবং সম্মানের ব্যাপারে পিতাকে বেশী প্রাধান্য দেয়া চাই কেননা তিনি মায়েরও হাকিম ও মালিক। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড ২৪, পৃষ্ঠা ৩৯ হতে সংগৃহীত)

মাতা-পিতা দাড়ি মুন্ডন করতে আদেশ দিলে তা কি শুনবে?

বুঝা গেল মাতা-পিতা যদি কোন না জায়িয বিষয়ের আদেশ দেয়, তাহলে তা পালন করবে না। যদি নাজায়িয বিষয়ে তাঁদের কথার অনুসরণ কর তবে গুনাহগার সাব্যস্ত হবেন। উদাহরণস্বরূপ মাতা-পিতা মিথ্যা বলতে আদেশ দিলে কিংবা দাড়ি মুন্ডন করা বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করতে বলে তবে তাঁদের এসব কথা কখনো পালন করবে না। চাই তাঁরা যতই অসন্তুষ্ট হোক, আপনি

নাফরমান সাব্যস্ত হবেন না, অবশ্য যদি মেনে নেন তবে খোদা-য়ে হান্নান এর নাফরমান অবশ্য সাব্যস্ত হবেন। অনুরূপভাবে যদি মাতা পিতার মধ্যে তালাক হয়ে যায় তবে এখন মা লাখো কান্নাকাটি করে বলে যে দুধের হক ক্ষমা করবোনা এবং আদেশ দেয় তোমার পিতার সাথে সাক্ষাত করবে না। এসব আদেশ পালন করবে না। পিতার সাথে সাক্ষাত করতে হবে এবং তাঁর খিদমত করতে হবে কেননা তাদের পরস্পরের মধ্যে যদিও পৃথকতা হয়ে গেছে তবুও সন্তানের সম্পর্ক পূর্বের মত অবশিষ্ট থাকবে, সন্তানের উপর উভয়ের হক সমূহ বহাল থাকবে। যার উপর মাতা-পিতা অসন্তুষ্ট অবস্থায় মৃত্যু বরন করে তবে অধিকহারে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন কেননা মৃতদের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হচ্ছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাদের পক্ষ থেকে বেশী পরিমাণে ঈসালে সাওয়াব করা। সন্তানের পক্ষ থেকে নিয়মিত নেকীর উপহার পৌঁছালে আশা করা যায় যে মরহুম মাতা পিতা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মাদীনার প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, "বাহারে শরীয়ত" ১৬তম অংশের ১৯৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমান, "কারো মাতা পিতা কিংবা একজনের ইন্তেকাল হয়ে গেল এবং সে তাদের অবাধ্য ছিল, এখন সে তাঁদের জন্য সবসময় ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, এমন কি আল্লাহ তাকে নেককারদের অন্তর্ভূক্ত করে নেন।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২০২, হাদীস নং-৭৯০২)

সম্ভব হলে মাকতাবাতুল মাদীনার প্রকাশিত রিসালা ইত্যাদি সামর্থানুযায়ী ক্রয় করে ঈসালে সাওয়াবের নিয়তে বন্টন করুন, যদি ঈসালে সাওয়াবের জন্য মাতা পিতা অন্য কারো নাম ও আপন ঠিকানা কিতাবে ছাপাতে চান তবে মাকতাবাতুল মাদীনার সাথে যোগাযোগ করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

মাতা-পিতার ঋণ পরিশোধ করে দিন

মাদীনার তাজেদার উভয় জগতের সরদার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিমূলক ফরমান হচ্ছে, যে ব্যক্তি আপন মাতা পিতার (ইন্তেকালের) পর তাঁদের কসম পূর্ণ করে ও তাঁদের ঋন আদায় করে এবং কারো মাতা পিতাকে খারাপ না বলে, নিজের পিতামাতাকে খারাপ না বলায়, তাদেরকে মাতা পিতার সাথে সদাচরনকারী হিসেবে গণ্য করা হবে যদিও (যদিও তাদের জীবদ্দশায়) অবাধ্য ছিল আর যে তাঁদের কসম পূর্ণ করে না ও তাদের ঋন আদায় করে না এবং কারো মাতা পিতাকে মন্দ বলে তাঁদেরকে মন্দ বলায় তাহলে তাকে অবাধ্য হিসেবে গণ্য করা হবে যদিও তাঁদের জীবদ্দশায় 'সদাচরণকারী' ছিল।

(আল মুজামুল আওসাত লিত্ তাবরানী, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৩২, হাদীস নং-৫৮১৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

জুমার দিন মাতা-পিতার কবরে উপস্থিত হওয়ার সাওয়াব

মাদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ামূলক ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আপন মাতা পিতা কিংবা একজনের কবরে প্রতি জুমার দিন যিয়ারত করার জন্য উপস্থিত হয়, **আল্লাহ পাক** তার ক্ষমা করে দিবেন এবং মাতা পিতার সাথে সদাচরণকারী হিসেবে গণ্য করবেন।

(নাওয়াদিরুল উসূল লিল হাকিম আত তিরমিযী, পৃষ্ঠা ৯৭, হাদীস নং-১৩০, দামেশক)

মাদানী চ্যানেল ঘরে ঘরে সুন্নাতের বাহার নিয়ে আসবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাতা পিতার অবাধ্যতা হতে নিজেকে বাঁচাতে এবং তাদের আনুগত্যের প্রেরণা পেতে এছাড়া অন্তরে **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের আগুন জ্বালাতে ও হৃদয়কে মুহাব্বাতে রাসূলের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। এ মাদানী পরিবেশের বরকতে সুন্নাতের পথে চলতে নেকীর কাজ করতে, গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং ঈমান হিফাযতের জন্য চিন্তা ভাবনা করার সৌভাগ্য নসীব হয়। সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য

www.dawateislami.net

প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিন, মাদানী মারকায প্রদত্ত নেককার হওয়ার ব্যবস্থাপত্র “মাদানী ইনআমাত” অনুযায়ী আপন জীবনের রাত দিন অতিবাহিত করুন এছাড়া প্রতি রাতে কমপক্ষে ১২ মিনিট ফিকরে মাদীনা করুন এবং এ মাদানী ইনআমাত রিসালা পূরণ করুন اِنْ شَآءَ الله উভয় জগতের বেড়া পার হয়ে যাবে। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকত অনুধাবন করার জন্য এক মাদানী বাহার পর্যবেক্ষণ করুন, মীরপুর ১১ (ঢাকা, বাংলাদেশ) এর দাওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, রাস্তায় চলতে গিয়ে এক ভদ্র লোকের সাথে সাক্ষাত হল, আমাকে দেখতেই তিনি বলতে লাগলেন, আপনি কি জানেন, আমি এখন স্ত্রী পুত্র নিয়ে কোথায় যাচ্ছি? নিজেই এর উত্তর দিতে গিয়ে বলতে লাগলেন, আমার মাতা পিতা আমার উপর অসন্তুষ্ট এবং আমি মাতা পিতার সাথে অসন্তুষ্ট ছিলাম। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী চ্যানেলে প্রচারিত সুন্নাতে ভরা বয়ান “মাতা পিতার অধিকার” দেখার বরকতে আমার বুঝে আসল যে আমি মাতা পিতার নাফরমানী করে অনেক বড় গুনাহ করেছি, তাই ক্ষমা চাওয়ার জন্য এখনী স্ত্রী পুত্র সহ মাতা পিতার খিদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাচ্ছি, **আল্লাহ পাক** দাওয়াতে ইসলামী ও মাদানী চ্যানেলকে দিন দিন উন্নতি দান করুন। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাহে সুন্নাত পর চলাকর সব কো জান্নাত কি তরফ,
লে চলে বস ইক ইয়েহী হে মাদানী চ্যানেল কা হাদফ
ইয়া খোদা হে ইলতিজা আত্তার কি
সুন্নাতে আপনায়ে সব সরকার কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মাতা-পিতার অভিশাপে পা কেটে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ মাদানী বাহারে "মাদানী চ্যানেল" এর উপকারীতা সম্পর্কে জানা গেল। এ মাদানী বাহারের মধ্যে মাতা পিতার অধিকারের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, বাস্তবিকই মাতা পিতার অধিকার সমূহ থেকে দায়মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, এজন্য সারাজীবন সচেষ্ট থাকতে হবে এবং মাতা পিতার অসন্তুষ্টি থেকে সদা সর্বদা বেঁচে থাকতে হবে। যে সব লোক মাতা পিতাকে কষ্ট দেয় তাদেরকে পার্থিব জীবনেই ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখিন হতে হয়। যেমন হযরত আল্লামা কামাল উদ্দীন দামেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, "যামাখশরী" (যিনি মুতাযিলা ফিরকার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন) এর একটি পা কাটা ছিল, লোকেরা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এ রহস্য উদঘাটন করেন যে এটা আমার মায়ের বদ দোয়ার ফল, ঘটনা হচ্ছে বাল্যকালে আমি একটি চড়ুই পাখি ধরে সেটার পায়ে সুতা বেঁধে দিলাম, হঠাৎ সেটা আমার হাত থেকে ছুটে উড়তে উড়তে একটি দেয়ালের ফাটলে ঢুকে গেল, কিন্তু সুতা বাইরে ঝুলছিল, আমি সুতা ধরে জোরে টান দিলাম এতে চড়ুই পাখিটি পরপর করে বাইরে বেরিয়ে আসল, কিন্তু পা সুতায় কেটে গিয়েছিল, আমার মা এ বেদনাময় দৃশ্য দেশে হৃদয়ের আঘাতে কেঁপে উঠলেন এবং তাঁর মুখ থেকে আমার জন্য এ বদ দোয়া বের হয়ে গেল, "যেভাবে তুমি এ অবলা পাখির পা কেটেছ, অনুরূপ **আল্লাহ পাক** তোমার পাও কাটুক। বদ দোয়ার ফল প্রকাশ পেয়ে গেল, কিছুদিন পর আমি ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য, "বুখারা" তে সফর অবলম্বন করলাম, পথিমধ্যে আপন বাহন থেকে পড়ে গেলাম, এতে পায়ে খুব আঘাত লাগল, "বুখারা" পৌঁছে অনেক চিকিৎসা করালাম কিন্তু কষ্ট দূর হল না অবশেষে পা কেটে ফেলতে হল। (এবং এভাবেই মায়ের বদ দোয়ার প্রভাব প্রকাশ পেল)

(হায়াতুল হাইওয়ান, আল কুবরা, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মাতা-পিতার পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনার মাতা পিতা কিংবা তাঁদের কেউ একজন অসন্তুষ্ট হয় তবে সাথে সাথে তাঁর সামনে হাতজোর করে, পায়ে ধরে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা করানোর ব্যবস্থা করে নিন, তাঁদের বৈধ চাওয়া পূরণ করে দিন কেননা এতে উভয় জাহানের মঙ্গল রয়েছে। মাতা পিতার অধিকার সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি ভিসিডি (১) মাতা পিতার অধিকার, (২) রমযানের ইতিকাফ (১৪৩০ হিঃ) হওয়া মাদানী মুযাকারার ভিসিডি মাতা পিতার অবাধ্যদের পরিণাম দেখুন।

দিল দুখানা ছোড়দে মা বাপ কা, ওয়ারনা হে ইস মে খাসারা আপ কা।
কিনায়ে মুসলিম সে সিনা পাক কর, ইত্তিবায়ে সাহিবে লাওলাক কর।
ইয়া খোদ হে ইলতিজা আত্তার কি, সুন্নাতে আপনায়ে সব সরকার কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত ও কতিপয় সুন্নাত বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতের সুসংবাদমূলক ফরমান হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (ইবনে আসাকির, খন্ড ৯, পৃষ্ঠা ৩৪৩, দারুল ফিকর, বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চলাফেরা করার ১৫টি সুন্নাত ও আদব

(১) পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩৭ এর মধ্যে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

وَلَا تَمۡشِ فِی الۡاَرۡضِ مَرَحًا ۚ اِنَّکَ لَنۡ تَخۡرِقَ الۡاَرۡضَ وَلَنۡ تَبۡلُغَ الۡجِبَالَ طُوۡلًا ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না।

(২) দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব বাহারে শরীয়ত এর ১৬ অংশের, ৭৮ পৃষ্টার মধ্যে **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অহংকার করে চলছিল তাকে ভূ-পৃষ্ঠে দাবিয়ে দেয়া হল। সে কিয়ামত পর্যন্ত দাবতেই থাকবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫৪৬৫) (৩) **মাদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কখনো পথ চলতে চলতে কোন সাহাবীর হাত আপন হাত মুবারকে নিয়ে নিতেন। (আল মুজামুল কাবীর লিত তাবরানী, ৭ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা) আমরাদ অর্থাৎ সুশ্রী বালকদের হাত ধরবেন না, কামভাব নিয়ে যে কোন ইসলামী ভাইয়ের হাত ধরা কিংবা মুসাফাহা করা (অর্থাৎ হাত মিলানো) অথবা কুলাকুলি করা হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। (৪) **রাসূলে আকরাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুঁকে চলতেন মনে হত যেন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৮) (৫) গলায় স্বর্ণের চেইন বা যে কোন প্রকারের ধাতুর চেইন লাগিয়ে মানুষকে দেখানোর জন্য বুক খোলা রেখে দর্পভরে চলবেন না কেননা এটা নির্বোধ, অহংকারী ও ফাসিক লোকদের চলা। গলায় স্বর্ণের চেইন পরা পুরুষের জন্য হারাম এবং অন্যান্য ধাতুও না জায়িয। (৬) যদি কোন অসুবিধা না হয় তবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন, না এত দ্রুত গতিতে চলবেন যে মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে লোকটি দৌড়ে দৌড়ে কোথায় যাচ্ছে। না এত ধীরগতিতে চলবেন যে লোকেরা আপনাকে অসুস্থ

মনে করে। (৭) রাস্তায় চলতে চলতে বিনা কারণে এদিক সেদিক দেখা সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নত করে গাম্ভীর্যতার সাথে চলুন। হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন আবি সিনান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈদের নামায আদায় করতে গেলেন, যখন ঘরে ফিরে আসলেন তখন উনার স্ত্রী বললেন, আজ কয়জন নারীকে দেখেছেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চুপ রইলেন, যখন তিনি বারংবার জিজ্ঞাস করলে বললেন, "ঘর থেকে বের হয়ে তোমার নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত আপন (পায়ের) বৃদ্ধাঙ্গুলের দিকে তাকিয়েছিলাম।" (কিতাবুল ওয়ারা মাআ মাওসূআহ ইমাম ইবনে আবিদ দুনইয়া, ১ম খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা) سُبْحٰنَ الله! আল্লাহ ওয়ালাগণ পথ চলতে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ করে মানুষের ভীড়ে এদিক সেদিক দেখতেনই না কেননা কখনো এমন যেন না হয় শরীয়ত নিষিদ্ধ বস্তুতে দৃষ্টি পতিত হয়। এগুলো ঐ সমস্ত বুযুর্গানে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর তাকওয়া ছিল, মাসআলা হচ্ছে যে কোন মহিলার প্রতি অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি দৃষ্টি পড়েও যায় আর তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় তবে গুনাহ হবে না। (৮) কারো ঘরের বেলকনী বা জানালার দিকে বিনা প্রয়োজনে দৃষ্টি পড়েও যায় আর তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় তবে গুনাহ হবে না। (৯) চলতে ফিরতে বা সিঁড়িতে উঠতে নামতে এটা খেয়াল রাখবেন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়, **আমাদের প্রিয় আকা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে জুতার আওয়াজ অপছন্দ ছিল। (১০) রাস্তায় দুজন মহিলা দাঁড়ানো বা হাটতে থাকলে তাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না কেননা হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (১১) রাস্তায় চলতে চলতে, দাঁড়িয়ে বরং বসাবস্থায়ও মানুষের সামনে থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া, নাকে আঙ্গুল প্রবেশ করানো, কান চুলকানো, আঙ্গুল দ্বারা শরীরের ময়লা ছাড়ানো, পর্দার জায়গা চুলকানো ইত্যাদি ইত্যাদি ভদ্রতার পরিপন্থি। (১২) অনেকের এ অভ্যাস আছে যে রাস্তায় চলতে চলতে কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে মারতে চলে, এটা একেবারে ভদ্রতার পরিপন্থি। এতে পাও আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, এছাড়া পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, পেকেট এবং

www.dawateislami.net

মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবীও বটে। (১৩) পথ চলার যেসব আইন শরীয়তের পরিপন্থী নয় তা অনুসরণ করুন যেমন গাড়ি আসা যাওয়ার পথে সড়ক পার হওয়ার ক্ষেত্রে "জেব্রা ক্রসিং" বা ওভার ব্রীজ ব্যবহার করুন। (১৪) যেদিক থেকে গাড়ি আসছে ওদিকে দেখেই রাস্তা অতিক্রম করুন, যদি আপনি রাস্তার মাঝখানে থাকেন আর এ অবস্থায় গাড়ি আসছে তবে দৌড় না দিয়ে সেখানেই দাড়িয়ে যান কেননা এতে বেশী নিরাপত্তা রয়েছে। এছাড়া ট্রেন যাওয়ার সময় অতিক্রম করা মানে মৃত্যুকে দাওয়াত দেয়া, ট্রেনকে অনেক দূরে মনে করে অতিক্রমকারী কোন তার ইত্যাদিতে পা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া এবং উপর দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার আশংকার প্রতি সজাগ থাকা উচিত। এছাড়া অনেক জায়গায় এমন রয়েছে যেখানে রেলপথ অতিক্রম করা বেআইনি বিশেষতঃ ষ্টেশনে, এসব আইন মেনে চলুন। (১৫) ইবাদতে শক্তি অর্জনের নিয়তে যতটুকু সম্ভব প্রত্যহ পৌন এক ঘন্টা যিকর ও দুরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে পায়ে হাঁটুন اِنْ شَآءَ الله স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। পায়ে হাটার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে এরূপ প্রাথমিক অবস্থায় ১৫ মিনিট দ্রুতগতিতে, এরপরের ১৫ মিনিট মধ্যম পন্থায়, শেষ ১৫ মিনিটও দ্রুতপদে চলুন, এভাবে চলাতে সমস্ত শরীরের ব্যায়ম হবে اِنْ شَآءَ الله হমজশক্তি সঠিক থাকবে, হৃদরোগ সহ অগণিত রোগ সমূহ হতেও اِنْ شَآءَ الله মুক্ত থাকবেন।

হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনার প্রকাশিত দুইটি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব বাহারে শরীয়ত ১৬ তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট কিতাব "সুন্নাতে আওর আদাব" হাদীয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাতের প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রাসূলগণের সুন্নাতো ভরা সফর করা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

লৌটনে রহমতে, কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে, কাফিলে মে চলো।
হোগী হাল মুশকিলে, কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নম্র স্বভাব, সচ্চরিত্র ও বিনয়ের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ব্যক্তি কোন ভুল-ত্রুটি না করা সত্ত্বেও বিনয় করে এবং সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী আলেমদের সাথে মেলামেশা রাখে এবং অপদস্ত ও গুনাহ্গারদের থেকে দূরে থাকে। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে নিজের অতিরিক্ত সম্পদ **আল্লাহ**র রাস্তায় ব্যয় করে দেয় এবং অযথা কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অনুযায়ী চলে আর সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে বিদআত গ্রহণ না করে।"

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফিয যুহ্দ ওয়া কসরিল আমল, হাদীস নং- ১০৫৬৩, ৭/৩৫৫)

মানুষের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা মানুষকে নিজেদের সম্পদ দ্বারা খুশি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের হাসিমুখে সাক্ষাৎ এবং উত্তম চরিত্র তাদের খুশি করতে পারে।"

(মুস্তাদরাক লিল হাকিম, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং- ৪৩৫, ১/৩২৯)

বয়ান নং ১১

মিষ্ট ভাষা

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- মাংসের একটি ছোট্ট টুকরা
- ৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে
- অদ্ভুত বাচাল
- ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি মাদানী ফুল

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মিষ্ট ভাষা (১)

সম্ভবত শয়তান আপনাকে এ বয়ানটি সম্পূর্ণ পড়তে দেবে না।
কিন্তু আপনি শয়তানের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিন

কবর আযাবের একটি কারণ

'আল কাওলুল বদী' কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা আবু ব্কর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি আমার এক মৃত প্রতিবেশীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করলাম: **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বলল: আমি ভীষণ ভয়ের সম্মুখীন হই। এমন কী মুনকার নকীর ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরও আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না। আমি মনে মনে ভাবলাম, সম্ভবত আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হয়নি। এমন সময় আওয়াজ এলো, দুনিয়াতে জিহ্বার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের কারণেই তোমাকে এ নির্মম শাস্তি দেয়া যাচ্ছে। এখন আযাবের ফিরিশতারা আমার দিকে এগিয়ে এলো। এমন সময় সুন্দর ও অপূর্ব চেহারা বিশিষ্ট্য আতর গোলাপে সৌরভিত এক বুযুর্গ আমার এবং শাস্তির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন এবং আমাকে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর স্মরণ

(১) রবিউন নূর শরীফ ১৪৩০ হিজরি মোতাবেক ২০০৯ ইংরেজি বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে এ বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে পাঠক সমীপে পেশ করা হলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

করিয়ে দিলেন। আমি তাঁর শেখানো উত্তর মতে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর দিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শাস্তি আমার থেকে দূরীভূত হয়ে যায়। আমি ঐ বুযুর্গকে বললাম: **আল্লাহ পাক** আপনার উপর দয়া করুক, আপনি কে? তিনি বললেন: তোমার অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠের বরকতেই আমি সৃষ্টি হয়েছি এবং তোমার প্রতিটি বিপদাপদে সাহায্য করার জন্যই আমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে।

(আল কাওলুল বদী, ২৬০ পৃষ্ঠা, মুয়াচ্ছাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

আপকা নামে নামী আয় صَلِّ عَلٰى, হার জাগা, হার মসিবত মে কাম আগায়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে মৃত ব্যক্তির সাহায্যের জন্য যখন কবরে ফিরিশতা চলে আসে, তাহলে **ফিরিশতাদেরও আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর প্রিয় উম্মতদের সাহায্যার্থে তাদের কবরে কেন আসবেন না?

কোন কবি যথার্থই বলেছেন:

মে গোরে আন্ধেরী মে ঘাবরায়োঙ্গা জব তানহা,
ইমদাদ মেরি করনে আযানা মেরে আক্বা।
রওশন মেরি তোরবাত কো লিল্লাহ শাহা করনা,
যব নাযা কা ওয়াক্ত আয়ে দিদার আতা করনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খোরাসানের এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه স্বপ্নযোগে নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন তাতার সম্প্রদায়কে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়ার জন্যে। ঐ সময় তাতার সাম্রাজ্যের ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিলেন হালাকু খানের ছেলে তগোদার খান। সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সফর করে তাগোদার খানের কাছে পৌঁছেন। সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী শ্মশ্রুমন্ডিত দাঁড়ি বিশিষ্ট মুসলমান মুবাল্লিগকে দেখে তগোদার খান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তামাশাচ্ছলে বলল, ‘মিঞা! এটা বলোতো দেখি তোমার দাড়ি উত্তম, না আমার কুকুরের লেজ উত্তম? কথাটি যদিও রাগান্বিত করার জন্য ছিল, কিন্তু সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন একজন অভিজ্ঞ মুবাল্লিগ। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এরশাদ করলেন, “আমিও আমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক **আল্লাহর** কুকুর। যদি আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্থতার মাধ্যমে আমি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হই তাহলে আমি উত্তম। অন্যথায় আপনার কুকুরের লেজই আমার চেয়ে উত্তম। যদিও সে আপনার প্রতি অনুগত বিশ্বস্ত। এজন্যই যে সে একজন আমলদার মুবাল্লিগ ছিলেন, গীবত, চুগলখোরী, অপরের সমালোচনা, নিন্দা গালিগালাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে দূরে ছিলেন এবং আপন জিহ্বাকে সর্বদা **আল্লাহর** যিকিরে মশগুল রাখতেন। সুতরাং তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুখ থেকে নির্গত মধুর কথা শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্যভেদী তীর হয়ে তগোদারের অন্তরে বিদ্ধ হয়। যখন তগোদার তার কটাক্ষমূলক কথার জবাবে সে আমলদার মুবাল্লিগের পক্ষ থেকে সুগন্ধময় মাদানী ফুল উপহার পেলেন, তখন তার অন্তর একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। তাগোদার খাঁন অত্যন্ত নম্র ভাষায় সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: আপনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার মেহমান। আমার এখানেই আপনি অবস্থান করবেন। এভাবেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার কাছেই অবস্থান করতে লাগলেন। তগোদার খাঁন প্রতিদিন রাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তগোদারকে অত্যন্ত স্নেহ মমতার সাথে নেকীর দা’ওয়াত দিতে থাকেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তগোদার খাঁনের অন্তরে মাদানী ইনকিলাব ছড়িয়ে পড়ল। তার অন্তর সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে তাগোদার খাঁন গতকালও ইসলামের অস্তিত্বকে দুনিয়া থেকে বিলীন করে দেয়ার জন্য তৎপর ছিলেন। তিনি আজ ইসলামের নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন। সে আমলদার মুবাল্লিগের হাতে তাগোদার খান তাঁর সমস্ত তাতার সম্প্রদায় সহ মুসলমান হয়ে গেলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা

www.dawateislami.net

হয় আহমদ। ইতিহাস সাক্ষী একজন মুবাল্লিগের সুন্দর কথার বরকতে মধ্য এশিয়ার রক্ত পিপাসু তাতারী রাজত্ব ইসলামী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল। **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন এবং তাঁর উসিলায় আমাদের ক্ষমা করে দিন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মধুর ভাষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো? ঐ মুবাল্লিগ হলে এমনি হওয়া চাই। যদি তগোদারের কঠিন কথায় সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়তেন। তাহলে কখনোই এ মাদানী ফলের আশা করা যেত না। এভাবে যে যতই আমাদেরকে কটাক্ষ করুক না কেন, আপন মুখকে সংযত রাখা চাই। জিহ্বা যখন অসংযত হয়ে যায়, তখন অনেক সময় ভাল কাজও নষ্ট হয়ে যায়। মিষ্টি মুখের মধুর কথাই তো তাগোদার খাঁনের মত একজন নরপিশাচ ও রক্ত পিপাসুকে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছে।

হে ফালাহ ও কামরানি নরমি ও আসানি মে,
হার বনা কাম বিগাড় যাতা হে নাদানি মে।

মাংসের একটি ছোট্ট টুকরা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বাকে দেখতে যদিও গোশতের একটি ছোট্ট টুকরা মনে হয়, কিন্তু এটা মহান **আল্লাহ তায়ালার** এক মহান নিয়ামত। সে নেয়ামতের গুরুত্ব কতটুকু তা একমাত্র বোবা ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারে। জিহ্বার সঠিক ব্যবহার মানুষকে জান্নাতে পৌঁছাতে পারে, আবার এর ভূল ব্যবহার তাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে। যদি কোন কট্টর

কাফিরও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মুখে لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله ﷺ পাঠ করে তাহলে কুফর ও শিরকের যাবতীয় পাপ থেকে সে পবিত্র হয়ে যায়। তার জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত এ কালিমা তাইয়্যেবা তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের মলিনতাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত এ পবিত্র কালেমার বরকতে সে গুনাহ থেকে এমন নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে যায়, যেমনিভাবে ঐ দিন ছিল যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। এ মহান মাদানী ইনকিলাব তার মধ্যে আসে কেবলমাত্র অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মুখে উচ্চারিত সে সুমহান কালেমা শরীফের বদৌলতেই।

প্রতিটি কথায় এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব

হায়! আমরাও যদি জিহ্বার সঠিক ব্যবহার করতে জানতাম। **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছা মোতাবেক যদি আমরা জিহ্বাকে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে জান্নাতে আমাদের জন্য ঘর নির্মাণ করা হবে। এই জিহ্বা দ্বারা আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি, **আল্লাহ**র যিকির করি, দরূদ ও সালাম পাঠ করি বেশি বেশি নেকীর দাওয়াত দিই। তাহলে اِنْ شَآءَ الله আমরা প্রচুর লাভবান হব। "মুকাশাফাতুল কুলুব" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, একদা হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করলেন, হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে সৎ কাজের আদেশ আর খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, তার প্রতিদান কি হবে? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "আমি তার প্রতিটি কথার বিনিময়ে তার আমল নামায় এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দেই এবং তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে আমার লজ্জাবোধ হয়।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আশিকে রাসূলের মিষ্ট ভাষার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৎ কাজের আদেশ, গুনাহ থেকে বাধা প্রদান এবং এসব কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারো ওপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে সাওয়াব অর্জনের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, যাকে বুঝাবেন সে তা পালন করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। আর পালন না করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। বরং যদি সে তা পালন না করে তাহলেও اِنْ شَآءَ الله আপনি তাতে সাওয়াব পাবেন। আর যদি আপনার ইনফিরাদী কৌশিশের বদৌলতে কেউ গুনাহ থেকে তওবা করে সৎ পথে ফিরে আসে এবং সুন্নাতে ভরা জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাহলে اِنْ شَآءَ الله আপনিও প্রচুর লাভবান হবেন। আসুন এ প্রসঙ্গে ইনফিরাদী কৌশিশের একটি মাদানী বাহার শুনাই। পাঞ্জাব প্রদেশের কুসুর শহরের জনৈক ইসলামী ভাইয়ের লেখা একটি চিঠি তাঁরই ভাষায় তুলে ধরছি। তিনি লিখেন, আমি এ সময় এসএসসির ছাত্র ছিলাম। খারাপ সংস্পর্শের কারণে আমার অতীত জীবন পাপের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। আমার মেজাজ ছিল সীমাহীন খিটখিটে প্রকৃতির। আমার মধ্যে বেয়াদবির সীমা এত চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, পিতা মাতাতো দূরের কথা দাদা দাদীর সামনেও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে আমি দ্বিধাবোধ করতাম না। অর্থাৎ আমার জিহ্বা কেচির মত চলত। একদিন আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি মাদানী কাফিলা আমাদের মহল্লার মসজিদে আসে। **আল্লাহ**র ইচ্ছা এটাই ছিল, আমি আশিকানে রাসূলদের সাথে সাক্ষা? করার জন্য মসজিদে পৌঁছে যায়। এক ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে দরসে অংশগ্রহণের দাওয়াত দেন। তার সুন্দর কথা আমাকে এমন মুগ্ধ করল যে, আমি তার সাথে দরসে বসে পড়ি। দরসের পর তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসার সাথে বল্লেন, কয়েকদিন পর সাহারায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা আন্তর্জাতিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হবে। তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনার

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

প্রতিও দাওয়াত রইল। তাঁর দরস আমাকে এতই আকৃষ্ট করেছিল যে, আমি তাকে না বলতে পারলাম না। অবশেষে আমি সাহারায়ে মদীনা মুলতানের সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করি। সেখানকার নুরানিয়্যাত ও বরকত দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। ইজতিমার শেষ দিনের বয়ান গান বাজনার ভয়াবহতা শুনে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। আমার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরতে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি গুনাহ থেকে তওবা করে নিই এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই। মাদানী মহলের সাথে আমার সম্পৃক্ততা দেখে আমার পরিবারের সদস্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহলের বরকতে আমার মত একজন দুশ্চরিত্র ও বিপথগামী যুবকের মধ্যে পরিবর্তন ও মাদানী ইনকিলাব দেখে আমার বড় ভাইও দাড়ি রেখে দেন এবং সবুজ পাগড়ীর তাজ দ্বারা তাঁর মাথা সজ্জিত করে নেন। আমার একমাত্র বোনও اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী বোরকা পরিধান করা শুরু করে দেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার পরিবারের সকল সদস্য সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়াতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গাউসুল আজম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মুরিদ হয়ে যান। আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশকারী সে ইসলামী ভাইয়ের সুন্দর কথার বরকতে আমার প্রতি মহান **আল্লাহ তায়ালা**র এমন অনুগ্রহ হয় যে, আমি পবিত্র কুরআন মুখস্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করি। দরসে নিজামির আলিম কোর্সেও আমি ভর্তি হই। বর্তমানে আমি তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমি একজন এলাকার কাফিলা যিম্মাদার। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ১৪২৭ হিঃ শাবান মাস থেকে আমি একাধারে ১২ মাসের জন্য মাদানী কাফেলাতে সফর করারও ইচ্ছা পোষণ করছি।

দিল পে গর জং হো, ঘর কা ঘর তঙ হো, হোগা সব কা ভালা, কাফিলে মে চলো।
এয়ছা ফয়জান হো, হিফজে কুরআন হো, করকে হিম্মাত যারা, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাগফিরাতের সুসংবাদ

এই জিহ্বা দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত করুন এবং অশেষ সাওয়াব অর্জন করুন। তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ একটি হাদীসে কুদসীটি বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি একবার بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ কে সুরা ফাতিহার সাথে মিলিয়ে পাঠ করল (অর্থাৎ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করল) তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, তার সমস্ত নেকি কবুল করলাম, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম এবং তার জিহ্বাকে কখনো জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবো না, আর তাকে কবরের আজাব, জাহান্নামের আজাব, কিয়ামতের আজাব এবং প্রচন্ড ভয়ভীতি থেকে মুক্তি দান করব। (রুহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, দারে ইয়াহিয়ায়ে তারাসিল আরবী, বৈরুত) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ কে সূরা ফাতিহার সাথে মিলিয়ে পাঠ করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়ুন।

হুর লাভের আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বাকে সামান্য চালিয়ে اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ الۡعَظِیۡم পড়ে নিন এবং জান্নাতের হুর লাভ করুন। "রওজুর রায়াহিন" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে: এক বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত **আল্লাহ পাকের** ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন ছিলেন। একদা তিনি **আল্লাহর** দরবারে দোয়া করলেন, হে **আল্লাহ!** আপনার দয়ায় আমি জান্নাতে যা কিছু লাভ করব তার কিছু নমুনা আপনি এ দুনিয়াতে দেখিয়ে দিন। তিনি এখনো দোয়া করছেন, হঠাৎ মিহরাব ভেদ করে এক অপূর্ব, সুন্দরী রূপসী হুর তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বলল, আমার মত একশ হুর জান্নাতে আপনাকে দান করা হবে। যাদের প্রত্যেকের থাকবে শত

www.dawateislami.net

শত সেবিকা, প্রত্যেক সেবিকার থাকবে শত শত দাসী আর প্রত্যেক দাসীর থাকবে শত শত পরিচারিকা। জান্নাতী হুরের মুখে এ কথা শুনে সে বুযুর্গ আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং হুরকে জিজ্ঞাস করলেন, জান্নাতে কাউকে আমার চেয়েও কি বেশি প্রদান করা হবে? সে জবাবে বলল বর্ণিত সংখ্যক হুরতো এমন প্রত্যেক সাধারণ জান্নাতীই লাভ করবেন, যারা সকাল সন্ধ্যা اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْم পাঠ করতে থাকে। (রওজুর রায়াহিন, ৫৫ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আল্লাহর প্রেমিক হয়ে যান

জিহ্বাকে সর্বদা **আল্লাহ**র যিকিরে রত রাখুন এবং সাওয়াবের ভান্ডার গড়ে তুলুন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, তোমরা এত অধিক হারে **আল্লাহ**র যিকির করতে থাকো, যাতে লোকেরা তোমাদেরকে পাগল বলতে থাকে। (আল মুস্তাদারিক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৮২, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা এত বেশি করে **আল্লাহ**র যিকির করতে থাকো, যাতে মুনাফিকরা তোমাদেরকে রিয়াকার বলতে থাকে।" (আল মুজামুল কবির লিত তাবরানি, ১২তম খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২৭৮৬, দারে ইয়াহিয়ায়ে তারাসিল আরবী, বৈরুত)

বৃক্ষ রোপন করছি

আমাদের **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে জিহ্বার কত সুন্দর ব্যবহার শিখিয়ে দিয়েছিলেন, তা আপনিও একটু জেনে নিন এবং আনন্দে উদ্বেলিত হোন। ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে, একদা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দেখতে পেলেন। আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তখন গাছের একটি চারা লাগাচ্ছিল।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাস করলেন: "হে আবু হুরায়রা! কি করছো?" আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: বৃক্ষ রোপন করছি। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আবু হুরায়রা! আমি তোমাকে সর্বোত্তম বৃক্ষ রোপনের কথা বলবো না! তুমি যদি سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ পাঠ কর, তাহলে প্রতিটি কলেমার পরিবর্তে তোমার জন্য জান্নাতে এক একটি বৃক্ষ লাগানো হয়ে থাকে।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮০৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলোচ্য হাদীসে চারটি কালেমা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) سُبْحٰنَ اللهِ (২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (৩) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (৪) اَللهُ اَكْبَرُ এ চারটি কালেমা পাঠ করলে জান্নাতে চারটি বৃক্ষ রোপন করা হবে। আর যদি এর চেয়ে কম পাঠ করে তাহলে বৃক্ষও কম রোপন করা হবে। যেমন কেউ শুধুমাত্র سُبْحٰنَ اللهِ পাঠ করল তাহলে তার জন্য একটি বৃক্ষই রোপন করা হবে। তাই উপরোক্ত কালেমাগুলো পাঠে জিহ্বাকে সর্বদা রত রাখুন এবং জান্নাতে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপন করতে থাকুন।

عمر را ضائع مکن در گفتگو ذِکرِ اُو کُن ذِکرِ اُو کُن ذِکرِ اُو

উমর রা যায়ে' মকুন দর গুপ্তগো, যিকরে উওকুন, যিকরে উওকুন, যিকরে উও।

অর্থাৎ অনর্থক কথাবার্তাতে তোমার জীবন নষ্ট করো না। সর্বদা **আল্লাহর** যিকিরে রত থাকো, **আল্লাহর** যিকিরে রত থাকো, **আল্লাহর** যিকিরে রত থাকো।

৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে

জিহ্বার ব্যবহার সমূহের মধ্যে এটিও একটি যে জিহ্বা দ্বারা সর্বদা দরূদ ও সালাম পড়তে থাকুন এবং গুনাহ সমূহ ক্ষমা করাতে থাকুন। দুররে মুখতার কিতাবে উল্লেখ আছে যে ব্যক্তি **মদীনার তাজেদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

উপর একবার দরূদ পাঠ করবে এবং তা কবুল হয়ে যায়, তবে **আল্লাহ পাক** তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৪, দরুল মারেফাত, বৈরুত)

بِسۡمِ الله করুন বলা নিষেধ

অনেক লোক বলে থাকে بِسۡمِ الله করুন আসুন জনাব بِسۡمِ الله আমি بِسۡمِ الله করে ফেলেছি ইত্যাদি। ব্যবসায়ীরা দিনের প্রথম যে বিক্রয়টি করে থাকে তাকে সচরাচর বাউনি বলা হয়, কিন্তু কিছু লোক তাকেও بِسۡمِ الله বলে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে, আমার আজ এখনো পর্যন্ত بِسۡمِ الله ও হয়নি। যে দৃষ্টান্তগুলো উল্লেখ করা হলো তা সবভূল পদ্ধতি। অনুরূপ খাবারের সময় যদি কেউ এসে পড়ে, তখন অনেকে সচরাচর আগত ব্যক্তিকে বলে থাকে, আসুন খাবারে আপনিও অংশগ্রহণ করুন। এক্ষেত্রেও আমন্ত্রিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সচরাচর জবাব পাওয়া যায়। بِسۡمِ الله বা بِسۡمِ الله করে নিন। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়ত ১৬ খন্ডের ২২ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে: এরূপ ক্ষেত্রে এভাবে بِسۡمِ الله এর ব্যবহারকে আলিমগণ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তবে এরূপ বলা যেতে পারে, بِسۡمِ الله পাঠ করে খেয়ে নিন। বরং এরূপ ক্ষেত্রে প্রার্থনা সূচক বাক্য ব্যবহার করাই উত্তম। যেমন بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ **আল্লাহ** আমাদের এবং আপনাদের বরকত দান করুন।

কখন بِسۡمِ الله পাঠ করা কুফরী?

হারাম ও নাজায়িজ কাজের শুরুতে কখনোই بِسۡمِ الله শরীফ পাঠ করা যাবে না। যে সব কাজ অকাট্য হারাম। সে সব কাজের শুরুতে بِسۡمِ الله পাঠ করা কুফরী। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে। মদ পান করার সময়, জিনা করার সময়, জুয়া খেলার সময় بِسۡمِ الله বলা কুফরী।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কখন আল্লাহর যিকির করা গুনাহ!

স্মরণ রাখবেন! জিহ্বা দ্বারা **আল্লাহ**র যিকির করা দরূদ শরীফ পাঠ করা সাওয়াবের কাজ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা হারামও বটে। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ডের ৫৩৩ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে, ক্রেতাকে পন্যদ্রব্য দেখানোর সময় পন্যদ্রব্যের উৎকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য ক্রেতার সামনে বিক্রেতার দরূদ শরীফ পাঠ করা বা سُبْحٰنَ الله বলা জায়িয নেই। অনুরূপ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আসতে দেখে তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো এবং তার জন্য স্থান ছেড়ে দেয়ার জন্য উপস্থিত লোকদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করাও জায়িজ নেই। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ মাসআলাকে সামনে রেখে আমি ইসলামী ভাইদের বুঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। তারা যেন আমার আগমনে **আল্লাহ আল্লাহ** রব বুলন্দ না করেন। কেননা তখন তা দ্বারা **আল্লাহ**র যিকির করা উদ্দেশ্য হবে না। বরং আমাকে অভ্যর্থনা জানানোই উদ্দেশ্য হবে।

খিচুড়িকে হালিম বলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার গুনবাচক নাম সমূহের মধ্যে "হালিম" একটি নাম। সুতরাং খাওয়ার জিনিসকে হালিম বলা যদিও জায়িয। কিন্তু আমার (সগে মদীনা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর) নিকট শোভনীয় মনে হয় না। এই খাবারকে উর্দুতে খিচুড়িও বলে। আমিও তাকে যথাসাধ্য খিচুড়ি বলতে চেষ্টা করি। তাজকিরাতুল আউলিয়া নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, একদা হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লাল রঙের একটি আপেল হাতে নিয়ে বললেন, "এ আপেলটি খুবই লতিফ অর্থাৎ উত্তম। সাথে সাথে গায়েবী আওয়াজ এল, "আমার নাম আপেলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে তোমার লজ্জাবোধ হলো না। বায়েজিদ বোস্তামীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর, এ কথার কারণে, তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর

প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত **আল্লাহ পাক** তাঁর স্মরণ বায়েজিদ বোস্তামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর অন্তর থেকে তুলে নিয়েছিলেন। বায়েজিদ বোস্তামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ শপথ করে নিলেন, জীবনে আর কখনো বোস্তাম শহরের ফল খাবেন না।

(তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেনতো আপনারা লতিফ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে উত্তম। কিন্তু তা **আল্লাহ তায়ালার** একটি গুনবাচক নাম, এজন্য তিনি সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে সতর্ক করে দেন।

লক্ষগুণ সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই যদি আমরা জিহ্বার যথাযথ ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমরা বিশাল পূন্যের ভান্ডার অর্জন করতে পারব। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি বাজারে **আল্লাহর** যিকির করে, তার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে কিয়ামতের দিন তার জন্য এক একটি নূর হবে।

(শুয়াবুল ঈমান লিল্ বায়হাকী, ১ম খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

স্মরণ রাখবেন! কুরআন তিলাওয়াত, হামদ ও সানা, মুনাজাত দোয়া, দরূদ ও সালাম, নাত, খুৎবা দরস, সুন্নাতে ভরা বয়ান ইত্যাদি **আল্লাহর** যিকিরের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তাই সকল ইসলামী ভাইদের উচিত, দৈনিক কমপক্ষে ১২ মিনিট বাজারে ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দরস দিতে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত اِنۡ شَآءَ اللّٰه আপনি বাজারে **আল্লাহর** যিকির করার সাওয়াব পেতে থাকবেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

মানুষের অভাব পূরণ ও অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ খবর নেয়ার ফযীলত

سُبۡحٰنَ الله! কতই ভাগ্যবান সে সব ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন, যারা নিজেদের জিহ্বাকে নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, যিকির ও দরূদ পাঠে সদা সর্বদা ব্যস্ত রাখেন। মুসলমানদের অভাব পূরণ করাও সাওয়াবের কাজ। এমনকি অসুস্থ কিংবা দুঃস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করাও জিহ্বার উত্তম ব্যবহার।

অসুস্থ ব্যক্তির সমবেদনা দেখানোর আজিমুশশান সাওয়াব

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের অভাব পূরণের জন্য অগ্রসর হয়, **আল্লাহ পাক** তাকে পঁচাত্তর হাজার ফিরিশতা দ্বারা ছায়াদান করেন। সে ফিরিশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। সেই ওই কাজ শেষ না করা পর্যন্ত **আল্লাহ**র রহমতে নিমজ্জিত থাকে। যখন সে ওই কাজ শেষ করে অবসর নেয়, **আল্লাহ পাক** তার জন্য একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা দেখানোর জন্য যায়, **আল্লাহ পাক** তাকে পঁচাত্তর হাজার ফিরিশতা দ্বারা ছায়া দান করেন। ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার প্রতিটি কদম তোলার পরিবর্তে তার জন্য একটি করে সাওয়াব লিখা হয় এবং প্রতিটি কদম ফেলার পরিবর্তে তার একটি করে গুনাহ মুছে দেয়া হয়, তার একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। যখন সে ওই অসুস্থ ব্যক্তির পাশে বসে, তখন **আল্লাহ**র রহমত তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, নিজ ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে **আল্লাহ**র রহমতে আচ্ছাদিত থাকে। (আল মুজামুল আওসাত, ৩য় খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৩৯৬)

যখন কারো সন্তান সন্ততি অসুস্থ হয়ে পড়ে, কেউ আয় রোজগার হীন কিংবা ঋনগ্রস্থ হয়ে পড়ে, দুর্ঘটনার শিকার হয়, লোকসান দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার ফলে অস্থির হয়ে পড়ে। কারো ঘরে চোর ডাকাত হানা দিয়ে তার সর্বস্ব নিয়ে যায় বা অন্য কোন দু:খ

www.dawateislami.net

দুর্দশায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। তখন তাকে সান্তনা দান করা, তার মনের সন্তুষ্টির জন্য তার প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করার জন্য জিহ্বার ব্যবহার করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ।

জান্নাতের দুই জোড়া জামা

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কোন দুঃখী মানুষের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে **আল্লাহ পাক** তাকে তাকওয়ার পোশাক পরিধান করাবেন এবং রূহ সমূহের মধ্যে তার রূহের উপরই রহমত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে, **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতের পোশাক সমূহের মধ্যে এমন দুইজোড়া পোশাক পরিধান করাবেন, যার মূল্য সারা দুনিয়াও হবে না।

(আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯২৯২, দারুল ফিকির, বৈরুত)

জিহ্বা উপকারীও, অপকারীও

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه জিহ্বার যথাযথ ব্যবহার মানুষের জন্য অগণিত কল্যাণ বয়ে আনে। আর মানুষ যদি জিহ্বাকে **আল্লাহ**র নাফরমানীতে লিপ্ত রাখে, তাহলে তা তার জন্য মহাবিপদও ডেকে আনে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মানুষের অধিকাংশ পাপ তার জিহ্বার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪০, হাদীস নং-৪৯৩৩)

প্রতিদিন সকালে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ জিহ্বার তোশামোদ করে

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মানুষ যখন সকালে

ঘুম থেকে উঠে, তখন তার সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে তোশামোদ করে বলে, আমাদের ব্যাপারে তুমি **আল্লাহ**কে ভয় কর। কেননা আমরা তোমার সাথে জড়িত। তুমি যদি ঠিক থাক, তাহলে আমরা ঠিক থাকতে পারব, আর যদি তুমি বিপথগামী হও, তাহলে আমরাও বিপথগামী হয়ে যাব।”

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৫, দারুল ফিকির, বৈরুত)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল, আনন্দ বেদনা, সুখ দুখ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তুমি যদি বাকা পথে চল তাহলে আমাদের দুর্নাম হবে। আর যদি তুমি সৎ পথে চল তাহলে আমাদের সম্মান বাড়বে। স্মরণ রাখবেন! জিহ্বা হচ্ছে অন্তরের মুখপাত্র। তাই জিহ্বার স্বচ্ছতা-অস্বচ্ছতা অন্তরের স্বচ্ছতা অস্বচ্ছতার প্রমাণ বহন করে। (মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

জিহ্বার লাগামহীনতার বিপদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই জিহ্বা যদি লাগামহীন হয়ে যায়, তখন অনেক সময় মহা বিপদ ডেকে আনে। জিহ্বা দ্বারা স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক, তালাক, তালাক তিনবার বলে ফেলে, তখন স্ত্রীর উপর মুগাল্লাজা (তিন) তালাক পতিত হয় এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। জিহ্বা দ্বারা কেউ যদি কাউকে খারাপ কথা বলে এবং এতে রাগান্বিত হয়ে যায়, তখন অনেক সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তারক্তি ও খুনাখুনির মত ঘটনাও ঘটে যায়। জিহ্বা দ্বারা যদি কোন মুসলমানকে শরয়ী অনুমতি ব্যতীত হুমকি ধমকি দেয়া হয়, তাতে সে মনে ব্যথা পায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তাতে গুনাহ ও জাহান্নাম দুটোই অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। তাবরানী শরীফে বর্ণিত রয়েছে; **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি শরয়ী কারণ ব্যতীত

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিলো, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে **আল্লাহ**কে কষ্ট দিলো।" (আল মুজামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬০৭)

চির সন্তুষ্টি ও চির অসন্তুষ্টি

হযরত সায়্যিদুনা বিলাল বিন হারেস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কোন মানুষ মুখ দিয়ে ভাল কথা বলে, অথচ সে এর মর্যাদা জানে না। ফলে **আল্লাহ পাক** সে কথার কারণে তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। যতক্ষণ না সে **আল্লাহ তায়ালার** সাথে সাক্ষাৎ করে। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি মুখ দিয়ে এমন মন্দ কথা বলে; কিন্তু সে জানেনা তার পরিনাম কি। **আল্লাহ পাক** এর কারণে তার উপর নিজের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। যতক্ষণ না সে **আল্লাহ তায়ালার** সাথে সাক্ষাৎ করে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৩৩, সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩২৬)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ অনেক সময় মুখ দিয়ে এমন মন্দ কথা বলে ফেলে যার ফলে **আল্লাহ পাক** সব সময়ের জন্য অসন্তুষ্ট কারণ হয়ে যায়। তাই মানুষের উচিত, বুঝেশুনে কথা বলা। হযরত সায়্যিদুনা আলকামা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন, বেলাল বিন হারিস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর বর্ণিত হাদীসটি আমাকে অনেক কথা থেকে বাধা প্রদান করে। আমি কোন কথা বলতে চাইলে এ হাদীসটি আমার সামনে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আমি নিশ্চুপ হয়ে যাই।

(মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে চিন্তে কথা না বললে অনেক সময় তা ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে এবং **আল্লাহ তায়ালার** চির অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই জিহ্বায় মদীনার তালা লাগানোর অর্থ জিহ্বাকে অনর্থক কথাবার্তা

থেকে বিরত রাখা। নীরবতা পালনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য দৈনন্দিন কিছু কিছু কথাবার্তা লিখে বা ইশারায় বলা অত্যাধিক মঙ্গলজনক। কেননা যে ব্যক্তি কথা বেশি বলে, তার পাপও বেশি হয়ে থাকে। এমন কি সে তার গোপন বিষয়ও ফাঁস করে দেয়। গীবত, চুগলি, সমালোচনা, নিন্দা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটাও এরকম ব্যক্তির জন্য কঠিন হয়ে পড়ে বরং যার মধ্যে অনবরত বক বক করার অভ্যাস রয়েছে, তার মুখ দিয়ে অনেক সময় **আল্লাহ**র পানাহ কুফরী কালিমাও চলে আসে।

পাষাণ হৃদয়ের পরিণাম

দয়াময় **আল্লাহ পাক** আমাদের প্রতি সদয় হোন। আমাদের জিহ্বাকে সংযত রাখার তৌফিক দান করুন। এ জিহ্বাইতো **আল্লাহ**র যিকির উদাসীন করে। অনর্থক বকবক করে অন্তরকেও নিষ্টুর ও পাষাণ করে দেয়। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “অশ্লীল কথাবার্তা বলা পাষাণ হৃদয়েরই পরিচায়ক। আর পাষাণ হৃদয়ের পরিণতি জাহান্নাম।”

(সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১৬)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, যে ব্যক্তির জিহ্বার অসংযত অশ্লীল কথাবার্তা যার মুখ দিয়ে নির্দিধায় চলে আসে, তখন বুঝে নেবেন, তার অন্তর অত্যন্ত পাষাণ, নিষ্ঠুর। তার মধ্যে লজ্জা বলতে কিছুই নেই। কঠোরতা এমন এক বৃক্ষ যার শিকড় মানুষের অন্তরে প্রোথিত এবং শাখা প্রশাখা জাহান্নাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এমন লাগামহীন ব্যক্তির পরিনাম অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে থাকে। সে **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানেও বেয়াদবী করে, সে কাফির হয়ে যায়। (মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতই অধিক কথা মানুষের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। বাকপটুতার কারণে মানুষ অনেক সময় **আল্লাহ**র পানাহ কুফরীর গর্তে গিয়েও পতিত হয়। হায়! তাই কোন কথা বলার আগে আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে, তাতে পরকালীন কোন কল্যাণ নিহিত আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে দুঃখিত! অতঃপর সে কথা না বলে এর পরিবর্তে দরূদ শরীফ পাঠ করে নিন যে, এভাবে পরকালের অনেক কল্যাণ অর্জন করা যাবে। আসরারুল আউলিয়া رَحِمَهُمُ الله নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুখ দিয়ে একদা একটি অনাবশ্যক কথা বের হয়েছিল। তাতে তিনি লজ্জিত হয়ে জিহ্বায় (সুস্থ মস্তিষ্ক বিহীন অবস্থায়) দাঁত দ্বারা এমন সজোরে চাপ দিলেন, যার ফলে জিহ্বা থেকে রক্ত বের হয়ে আসল এবং সে একটি অনর্থক কথার কাফ্‌ফারা স্বরূপ বিশ বৎসর যাবত তিনি মানুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় কোন কথাবার্তা বলেননি।

(আসরারুল আউলিয়া, ৩৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত সাব্বির, ব্রাদার্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর)

আল্লাহ তায়ালার তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুখ দিয়ে বাজে কথাবার্তা বের হয়ে গেলে তখন কি করবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুখ দিয়ে কেবলমাত্র একটি অনাবশ্যক কথা বের হওয়ার কারণে তিনি ক্ষোভে দুঃখে নিজের জিহ্বা পর্যন্ত ক্ষত বিক্ষত করে ফেললেন। এখানে একটি মাসআলা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, সুস্থ মস্তিষ্কে সজ্ঞানে নিজেকে নিজে কষ্ট দেয়া কিংবা নিজের কোন অঙ্গের ক্ষতি সাধন করার অনুমতি শরীয়ত কাউকে দেয়নি। তাই বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ الله ব্যাপারে নিজেদের অঙ্গ নিজেরা ক্ষত বিক্ষত করার যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত আছে তা ব্যাখ্যা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। হতে পারে তাঁরা সে সমস্ত কাজ সুস্থ মস্তিষ্কে সজ্ঞানে করেননি, যে সুস্থ থাকে না, সে কিনা করে, তাই সেটা তাঁদেরই ব্যাপার। হায়! আমাদের শুধু এতটুকু করনীয় যে, আমাদের মুখ দিয়ে যদি কখনো কোন বাজে কথাবার্তা বের হয়ে যায়, তাহলে এর কাফ্ফারা স্বরূপ ১২বার **আল্লাহ আল্লাহ** পড়ে নেয়া বা একবার দরূদ শরীফ পড়ে নেয়া। এভাবে পড়তে থাকলে শয়তান আর আমাদেরকে এ ভয়ে, বাজে কথাবার্তার প্রতি প্ররোচিত করবে না। যে লোকেরা এই যিকির ও দরূদ পড়তে পড়তে আবার আমাকে চিন্তিত করে না দেয়। জি, হ্যাঁ! মিনহাজুল আবেদীন নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, শয়তানের জন্য **আল্লাহ**র যিকির এতই কষ্টদায়ক যে, যেমনি মানুষের দেহের জন্য আকেলা (পচন) রোগ। (মিনহাজুল আবেদীন, ৪৬ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত) আকেলা এমন একটি রোগ যা মানুষের চামড়া মাংসে পচন ধরায়, ফলে শরীর থেকে মাংস নিজে নিজে ঝরে পড়ে।

অনাবশ্যক কথাবার্তার ১৪টি উদাহরণ

আফসোস! শত আফসোস! আজকাল সৎ সঙ্গই সফল। কিছু ভাল মানুষেরা দুর্ভাগ্যবশত ভাল কথা বলার পরিবর্তে আজে বাজে কথাবার্তাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। হায়! যদি আমরা মহান **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষের সাথে মেলামেশা করতে পারতাম এবং আমাদের মেলামেশা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত। স্মরণ রাখবেন! নিরর্থক কথাবার্তা বলা কিংবা প্রয়োজনীয় কথাবার্তার সাথে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা যোগ করা হারাম কিংবা গুনাহ নয়, তবে তা পরিহার করা উত্তম।

(ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, দারে সাদির, বৈরুত)

অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে বলতে পাপজনক কথাবার্তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং চুপ থাকাটাই উত্তম। আমাদের সমাজে বর্তমানে বিনা প্রয়োজনে এমন এমন প্রশ্নাবলীও করা হয়ে থাকে। যার উত্তর দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে যায়। যদি উত্তরে মনোযোগী না হয়,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

তাহলে সে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং মিথ্যার গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। আবার কখনো কখনো ওই ধরনের প্রশ্নাবলী প্রয়োজনের তাগিদেও করা হয়ে থাকে। যদি এরূপই হয়, তাহলে তা নিরর্থক প্রশ্নাবলীতে পরিগণিত হবে না। এরূপ প্রশ্নাবলীর চৌদ্দটি উদাহরণ আপনাদের খিদমতে তুলে ধরা হলো। যদি তা প্রয়োজনের তাগিদে করা হয় তাহলে ঠিক আছে, আর যদি বিনা প্রয়োজনে করা হয় তাহলে মুসলমানদের নাজেহাল ও গুনাহে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকবেন। প্রশ্নগুলো হচ্ছে: (১) আরে ভাই! কি হচ্ছে? (২) আরে ভাই! আজকাল তো দোয়া টোয়া করেন না? (৩) আরে ভাই! নারাজ হয়েছেন কেন?, (৪) মনে হচ্ছে আপনার ভাল লাগছে না? (৫) এ গাড়িটি কত টাকা দিয়ে নিয়েছেন? (৬) কত সালের মডেল? (৭) আপনার এলাকায় জায়গা জমি কত দামে বিক্রি হচ্ছে? (৮) আরে! দাম বেশি হয়েছে। (৯) অমুক স্থানের আবহাওয়া কেমন? (১০) উহু! প্রচন্ড গরম। (১১) আজকালতো কনকনে শীত পড়ছে, (১২) জানিনা, এই বৃষ্টি বন্ধ হবে কিনা? (১৩) সামান্য বাতাস বয়তেই বৃষ্টি চলে গেল, (১৪) আপনাদের সেখানে সর্বদা বিদ্যুৎ থাকে কিনা? ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখিত প্রশ্নগুলো এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য প্রশ্ন বিনা প্রয়োজনে সচরাচর করা হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও এ ধরনের প্রশ্ন করা যাদের অভ্যাস তাদের সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবেন। বরং ভালধারণাই পোষণ করবেন। হতে পারে যা আপনার দৃষ্টিতে অনাবশ্যক মনে হচ্ছে, তাতে প্রশ্নকারীর কোন সৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে, যা আপনি বুঝতে পারছেন না। বাস্তবে সে প্রশ্নগুলো যদি অনাবশ্যকও হয়, তারপরও তা করার কারণে প্রশ্নকারীর কোন গুনাহ হবে না।

হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের নিকট অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর ১৩টি উদাহরণ

যারা হজ্ব পালন শেষে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ থেকে দেশে ফিরে আসে, তাদের নিকটও তাদের অনেক বন্ধু বান্ধব বিভিন্ন ধরনের অনেক

অনাবশ্যক প্রশ্ন করে থাকে। এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর ১৩টি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। (১) সফরে কোন কষ্ট পাননিতো? (২) ভিড় সম্ভবত প্রচুর ছিল? (৩) জিনিস পত্রের দরদাম তো চড়া ছিল না? (৪) বাসা উন্নত ছিল না অনুন্নত? (৫) বাসা হেরেম শরীফের কাছে ছিল না দূরে? (৬) সেখানকার আবহাওয়া কেমন ছিল? (৭) প্রচন্ড গরম তো পড়েনি? (৮) দৈনিক তওয়াফ কয়বার করেছেন? (৯) ওমরা কয়টা করেছেন? (১০) মক্কা মুয়াজ্জমাতে আমার জন্য দোয়া করেছিলেন কিনা? (১১) মিনাতে আপনার তাঁবু জমরার কাছে ছিল না দূরে? (১২) মদীনা মুনাওয়ারাতে কয়দিন ছিলেন? (১৩) মদীনাতে আমার নামে সালাম পৌঁছিয়েছিলেন কিনা? যে প্রশ্নগুলো উদাহরণ স্বরূপ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো, তা যদিও না জায়িজ নয়, তারপরও তা করার পূর্বে এর কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার। যদি তা প্রয়োজন না হয়, তাহলে এরূপ প্রশ্ন না করাই উত্তম। কেননা এর মধ্যে কিছু কিছু প্রশ্ন এমনও আছে, যা হাজী সাহেবকে লজ্জায় ফেলে দেবে। আবার কিছু কিছু প্রশ্ন তাদেরকে সন্দিহানে ফেলে দেবে। আবার কিছু কিছু প্রশ্নের জবাব যদি সতর্কতার সাথে দেয়া না হয়, তাহলে মিথ্যার গুনাহে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই চুপ থাকুন একবার, সুখে থাকুন হাজারবার।

মিথ্যা রটনার চারটি দৃষ্টান্ত

কিছু লোক বিচার বিবেচনা না করে মিথ্যা, বানোয়াট, অপবাদ ও পাপজনক অনেক কথাবার্তাও বলে ফেলে। এরূপ কথাবার্তা ও রটনার চারটি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল: (১) আমার পুরা পরিবার (সারা গ্রাম) বদ-মাযহাব হয়ে গিয়েছে, একজন হলেও বাঁচাও। (সম্ভবত এরকম নয়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা এবং অধিকাংশ বাচ্চা নিরাপদ ছিল) (২) আমাদের সমস্ত সরকারি অফিসার ঘুষখোর। (৩) বিদ্যুৎ বন্টনকারীরা সবচেয়ে বড় অসৎ। (**আল্লাহর** শপথ!) (৪) বিচারকার্যে সব চোরে ভরে গেছে ইত্যাদি।

www.dawateislami.net

মিথ্যা বলার প্রতি বাধ্য করতে পারে এমন অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর ১৪টি উদাহরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় লোকেরা এমন প্রশ্ন করে বসে, যার উত্তর দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হিমশিম খেয়ে যায়। ফলে অসাবধানতা বসত এবং মানবতার তাগিদে এর উত্তর দিতে গিয়ে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। যদিও প্রশ্নকারী ওইসব প্রশ্ন করার কারণে গুনাহগার হয় না, তা সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে রক্ষা করার জন্য বিনা প্রয়োজনে এরূপ প্রশ্নাবলী করা থেকেও বিরত থাকা উচিত। এরূপ প্রশ্নাবলীর চৌদ্দটি উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(১) আমার ঘর খুঁজে বের করতে আপনার কোন অসুবিধা তো হয়নি? (২) আমাদের রান্নাবান্না আপনার পছন্দ হয়েছে? (৩) আমার হাতের বানানো চা কেমন হয়েছে? (৪) আমাদের ঘর আপনার ভালো লেগেছে? (৫) আমার জন্য দোয়া করেন কিনা? (৬) আমি এখন যে বয়ান করেছি, তা আপনার কেমন লেগেছে? (৭) আমি এখন যে নাত শরীফ পড়েছি, তাতে আমার আওয়াজ আপনার কেমন লেগেছে? (৮) আমার কথা আপনার খারাপ লাগেনি তো? (৯) আমি আসাতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না তো? (১০) আমার কারণে আপনি বিরক্তি বোধ করছেন না তো? (১১) আমি এসে আপনাদের আলাপ আলোচনাতে ব্যাঘাত ঘটাইনি তো? (১২) আমার প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট নন তো? (১৩) আমার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট কিনা? (১৪) আমার প্রতি আপনার ভালধারণা আছে কিনা? ইত্যাদি।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বাচাল

অনেক লোকতো আরো অদ্ভূত প্রকৃতির হয়ে থাকে। কথায় কথায় তারা তাদের কথার স্বপক্ষে আরেকজনের সমর্থন আদায় করতে চেষ্টা করে। খামাকা

www.dawateislami.net

তারা আরেকজনের সমর্থন আদায়ের জন্য বলে থাকে, (১) হ্যাঁ ভাই! কি বুঝতে পারলেন? (২) আমার কথাতো আপনার বুঝে এসেছে? (তবে প্রয়োজনে ছাত্র কিংবা অধীনস্থদের শিক্ষক কিংবা বুযুর্গরা এরূপ জিজ্ঞেস করে থাকলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। বরং তাতে উপকারণ আছে। যাতে ছাত্র কিংবা অধীনস্থদের মধ্য থেকে কেউ বুঝে না থাকলে তাকে যেন আবার বুঝানো যায়। যা হোক এমন পরিস্থিতিতে বুঝে না আসার পরও শ্রোতা যেন বক্তার সাথে সুর মিলিয়ে তার কথাতে রায় না দেয়।) (৩) কি ভাই! ঠিককি না? (৪) আমি তো মিথ্যা বলছিনা? (৫) আপনার কি অভিমত? এরূপ কথাবার্তা যতই অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন, যতই গীবতে ভরা হোক না কেন, কখনো কখনো মানবতার খাতিরে বক্তার সাথে সুর মিলিয়ে তার কথার সাথে একমত পোষণ করে মিথ্যা ও গীবতের সমর্থন করতে হয়। পরিনামে মিথ্যা ও গীবতের সমর্থনের গুনাহতে লিপ্ত হতে হয়। এরূপ লোকদের সংশোধন করা যদি সম্ভবপর না হয়। তাহলে তাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকার মধ্যেই কল্যাণ। কেননা গুনাহ মূলক এরূপ কথা বার্তাতে তাদের সাথে সুর মিলালে তা আপনাকেও জাহান্নামী করতে পারে। এমন কি এরূপও দেখা গেছে যে, সে বাচাল ব্যক্তিরা অনেক সময় গোমরাহি কথাবার্তা বরং **আল্লাহর** পানাহ কুফরী কথাবার্তা বলেও তাদের চিরাচরিত অভ্যাস মোতাবেক এর স্বপক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য আমি ঠিক বলছিনা? ইত্যাদি বলে শ্রোতার দ্বারা হা ঠিক। বলিয়ে তার ঈমানও বরবাদ করে দেয়। কেননা সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে কুফরীর সমর্থন করাও কুফরী। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰه

আয় কাশ! জরুরত কে ছেওয়া কুচ ভি ন বুলো, আল্লাহ জবান কা হো আতা কুফলে মদীনা।

অযথা কথাবার্তার সংজ্ঞা

কথা বলার সময় যেখানে একটি শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়, সেখানে অতিরিক্ত আরেকটি শব্দ বাড়ালেই তা অযথা কথা হিসেবে গণ্য হবে। হুজ্জাতুল

ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলূম নামক কিতাবে লিখেছেন, যদি একটি শব্দ দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়, সেখানে বক্তা যদি দ্বিতীয় আরেকটি শব্দ বাড়ায়, তাহলে সে দ্বিতীয় শব্দটিই অযথা তথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করার কারণে নিন্দনীয়। (ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা) যদি একটি শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল না হয়, তবে দুটি তিনটি বা প্রয়োজনানুসারে যত শব্দই বাড়ানো হোক না কেন, তা অযথা হিসেবে গণ্য হবে না। মোট কথা হচ্ছে অযথা কথাবার্তা বলতে সে কথাবার্তাকে বুঝায়, যা প্রয়োজন ছাড়া হয়। প্রয়োজন, চাহিদা, ফায়দা এ তিনটি উদ্দেশ্যের যে কোন একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কথা বলা হলে তা অযথা হিসেবে গণ্য হয় না। অনেক সময় রসাত্মক কথাবার্তাও অপ্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন কবিতা, বয়ান, রচনা ইত্যাদিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনানুসারে যে উপমা, অনুপ্রাস, রূপক ও ছন্দ শব্দাবলী ব্যবহার করা হয় তা অপ্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য হয় না। কখনো কখনো শ্রোতার বোধশক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখেও প্রয়োজনানুসারে শব্দের কম বেশি করা হয়। তাও অপ্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য হয় না। মেধার বিবেচনায় মানুষ তিন প্রকার। যথা: (১) তীক্ষ্ণ মেধাবী, (২) মধ্যম মানের মেধা সম্পন্নম (৩) মেধাহীন তথা নিরেট মূর্খ। যারা তীক্ষ্ণ মেধাবী তারা অনেক সময় মাত্র একটি শব্দ দ্বারা বক্তা কি বলতে চাচ্ছে তা বুঝে নিতে পারে। আর যারা মধ্যম মানের মেধা সম্পন্ন তাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা খোলাসা করে বলা না হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তা বুঝে নিতে পারে না। আর যারা নিরেট মূর্খ তাদেরকে কোন কথা দশবার বলার পরও তা তাদের বুঝে আসে না। শ্রোতার বোধশক্তির এ তারতম্যের কারণে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শ্রোতা যদি মাত্র একটি শব্দ দ্বারা বক্তা কি বলতে চাচ্ছে তা বুঝে নিতে পারে, তাহলে তাকে সে প্রসঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটি শব্দও বলা হলে তা অযথা হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপ যে মধ্যম মানের মেধা সম্পন্ন তাকে যদি কোন কথা

www.dawateislami.net

বুঝাতে ১২টি শব্দের প্রয়োজন হয় কথাটা তার বুঝে আসার পর সে প্রসঙ্গে আর একটি শব্দও বাড়ানো হলে তা, অযথা হিসেবে গণ্য হবে। আর যে নিরেট মূর্খ তাকে যদি কোন কথা বুঝাতে একশটি শব্দের প্রয়োজন হয়, তাহলে সে একশটি শব্দ যেহেতু প্রয়োজনের তাগিদে বলা হয়েছে, তাই তা অযথা কথাবার্তা হিসেবে গণ্য হবে না।

সারকথা হচ্ছে, যতটি শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তার চেয়ে যদি একটি শব্দও অতিরিক্ত বলা হয়, তাহলে তা অযথা হিসেবে গণ্য হবে। যে সমস্ত কথাবার্তা বলা জায়েজ, তবে তাতে ইহলৌকিক কিংবা পরলৌকিক কোন ফায়দা নিহিত নেই, তার একটি শব্দ বলাও অযথা। আর যে সমস্ত কথাবার্তা বলা না জায়িজ, তার একটি শব্দ বলাও না জায়িজ ও গুনাহ।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে

অযথা কথাবার্তার বর্ণিত আলোচনা পড়ার পর হয়ত আপনার মনে আসতে পারে, অযথা কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা আপনার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হবে। তারপরও আপনি সাহস হারাবেন না। চেষ্টা চালিয়ে যান। মুখে মদীনার তালা লাগিয়ে নিন। তথা চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুন। মুখে মদীনার তালা লাগানোর অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য যথাসম্ভব কিছু কিছু কথাবার্তা ইশারায় কিংবা লিখে বলার চেষ্টা করবেন। আপনার নিয়্যত পরিষ্কার থাকলে উদ্দেশ্যও সফল হবে। প্রবাদ আছে, اَلسَّعْیُ مِنِّیْ وَالْاِتْمَامُ مِنَ اللهِ অর্থাৎ চেষ্টা করা আমার কাজ, সফল করা **আল্লাহর** কাজ। চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বুখারী শরীফের এ হাদীসটি সর্বদা আপনার স্মৃতিপটে রাখবেন। اِنْ شَآءَ الله চুপ থাকাটা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ** ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার উচিত ভাল কথাবার্তা বলা অথবা চুপ থাকা।"

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬০১৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

www.dawateislami.net

অদ্ভূত বাচাল

এমন অনেক লোক আছে যারা নিজেরা একেতো বেশি কথা বলে, আবার অপরকেও এক কথা বারবার বলতে বাধ্য করে। সতর্ক থাকবেন, যাতে অজান্তে আপনিও এ ভুল না করেন। এক কথাকে বারবার বলতে বাধ্য করার পন্থা হচ্ছে, যেমন যায়েদ বকরকে কোন কথা বলল, সে কথা বকরের বুঝে আসার পরও বকর না বুঝার ভান করে মাথা উঁচু করে ইশারা করে পুনরায় যায়েদকে জিজ্ঞাস করল, "বলো কি? হয় নাকি? তাই নাকি? ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে বলো কি? হয় নাকি? তাই নাকি? ইত্যাদির জবাবে যায়েদ তার সে কথার অযথা পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। কিছু কিছু লোকের এ ধরনের বদ অভ্যাস সম্পর্কে যেহেতু আমি অধমের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, তাই কেউ আমার কথাতে হয় না কি? তাই নাকি? ইত্যাদি বললেও আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি না করে প্রায়ই নীরবতা পালন করি। ফলে শ্রোতা যে আমার কথা বুঝতে পেরেছে তা বুঝে নিতে আমার আর কষ্ট হয় না। অযথাা ও লাগামহীন কথাবার্তা বলার অভ্যাস পরিহার করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য কঠোর সাধনাও করতে হবে। কেবলমাত্র এক অর্ধেক বয়ান শুনলে কিংবা রিসালা পাঠ করলে অযথা কথাবার্তা বলার অভ্যাস থেকে মুক্তি লাভ করার আশা করা না করা সমান। তাই অযথা কথাবার্তা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোন। সেক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করুন। কারো কথা শুনে, হয় নাকি? তাই নাকি? ইত্যাদি না বলার জন্য নিজে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলুন। তারপরও যদি ভুল হয়ে যায়, তার জন্য অনুশোচনা করতে থাকুন।

কথাবার্তার পর্যালোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কথাবার্তার ক্ষেত্রে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ الله কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন তার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

"মিনহাজুল আবেদীন" নামক কিতাবে উল্লেখ আছে একদা হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাক্ষাৎ হয়, দু'জনে একত্রে বসে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করলেন। এরপরই দুজনেই অনেক কান্নাকাটি করলেন। সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: হে আবু আলী এটা হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপনাম) আজকের মজলিসের চেয়ে বেশি সাওয়াবের আশা আমি আর কোন মজলিস থেকে করি না। তার জবাবে সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন, এ মজলিসের চেয়ে বেশি ভয় আমি আর কোন মজলিসকে করি না। সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরয করলেন: কেন? সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জবাব দিলেন: আমরা দু'জনেই নিজের আলাপচারিতায় সুন্দর কথা পেশ করিনি? আমরা উভয়ে কি রিয়ার মধ্যে লিপ্ত হয়নি? এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী কান্না শুরু করে দিলেন। (মিনহাজুল আবেদীন, ৪৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তার বিষয়! **আল্লাহ**র সে পূন্যবান বান্দাগনের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ছিল শুধুই **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তেই। তাদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনাও হত সম্পূর্ণ শরীয়তের আলোকেই। কিন্তু তারা কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে সীমাহীন সাবধানতা অবলম্বন করতেন। **আল্লাহ**কে অনেক ভয় করতেন। এ জন্যই তো উভয় আউলিয়া কিরামই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কেননা তাদের ভয় ছিল, তাদের কথাবার্তাতে **আল্লাহ**র নাফরমানী তো হয়নি। বলল: আমরা অযথা সুন্দর সুন্দর কথাও তো বিনা প্রয়োজনে বলিনি। এই ঘটনা থেকে সে সমস্ত লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যারা নিজেদের পান্ডিত্য জাহির করার জন্য, নিজেদের বক্তব্যে রিয়াকারীর আশ্রয় নিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলার সময়ও আরবী, ফার্সী ইংরেজী ভাষার কঠিন কঠিন শব্দাবলী, প্রবাদ, বচন, ছান্দিক বাক্যের প্রচুর সমাহার ঘটিয়ে থাকে। **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

পুরুষদের বা মানুষদের মন আকৃষ্ট ও সম্মোহিত করার জন্য ভাষার পাণ্ডিত্য অর্জন করে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** না তার ফরয কবুল করবেন না নফল।

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯১, হাদীস নং-৫০০৬, দারে ইহইয়াউত তারাসিল, আরবী, বৈরুত)

মুহাক্কিক আলাল ইতলাক, খাতামুল মুহাদ্দিসিন হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, আলোচ্য হাদীসে সরফুল কালাম তথা ভাষা ও পাণ্ডিত্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রিয়াকারী স্বরূপ বক্তব্যে মিথ্যা ও বানোয়াটির আশ্রয় নেয়া এবং কথার মারপ্যাঁচের উদ্দেশ্যে তাতে অদল বদল করে ফেলা। (আশয়াতুল লুমআত, ৪র্থ খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করে বইয়ের ইতি টানার চেষ্টা করছি। **রহমতে আলম, নূরে মাজাস্সাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সাথেই বসবাস করবে।”

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি মাদানী ফুল

(১) যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ <u>অনুবাদ:</u> **আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ্**র উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ্** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও

www.dawateislami.net

শক্তি নেই। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৯৫) اِنْ شَآءَ الله এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। **আল্লাহ্**র সাহায্যের আওতায় থাকবে। ঘরে প্রবেশের দোয়া:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْاَلُكَ خَیْرَ الْمَوْلَجِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি। **আল্লাহ্**র নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তারই নামে বের হই এবং আপন প্রতিপালকের উপর আমরা ভরসা করছি। (প্রাগুক্ত, হাদীস-৫০৯৬) এ দোয়টি পড়ে ঘরের অধিবাসীদের সালাম করুন। অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করুন এরপর সূরা ইখলাস পাঠ করুন اِنْ شَآءَ الله ঘরে বরকত ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে। (৩) নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম-মুহরিমাদেরকে, (যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। (৪) **আল্লাহ্ তাআলা**র নাম নেওয়া (যেমন بِسْمِ الله) বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে, শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে, (৫) যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই, তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْن (অর্থাৎ আমাদের ও **আল্লাহ্**র নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা) অথবা এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ- হে **নবী**! আপনার উপর সালাম) কেননা, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মোবারক প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। শরহুস শিফা লিল কারী, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি? (৭) যদি ভিতরে

www.dawateislami.net

যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান, হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়নি। (৮) যখন আপনার ঘরে কেউ করাঘাত করে, তবে সুন্নাত হচ্ছে এভাবে জিজ্ঞাসা করা: 'কে?' করাঘাতকারীর উচিত, নিজের নাম বলা, যেমন- বলুন: মুহাম্মদ ইলইয়াস। নাম বলার পরিবর্তে মদীনা, আমি! দরজা খুলুন ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়। (৯) উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে, (১০) কারো ঘরে উঁকি মারা নিষেধ। অনেকের ঘরের সামনে, নিচে অন্যান্য ঘর থাকে সুতরাং ব্যালকনি ইত্যাদি থেকে দেখার সময় এদিকে খেয়াল করা উচিত যেন তাদের ঘরে দৃষ্টি না পড়ে। (১১) কারো ঘরে গেলে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য করবেন না, এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে, (১২) বিদায়ের সময় মালিকের জন্য দোয়া ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার দিন।

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাতের তরবিয়্যতের অনন্য মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলা সমূহতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরকেও নিজ জীবনে অপরিহার্য করে নিন।

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো,
লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
পাওগে বারাকাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান নং ১২

চার ভয়ঙ্কর স্বপ্ন

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- মৃতরা যদি বলে দিত
- আগুনের মালা
- পুলসিরাত পার হওয়ার দৃশ্য
- জুতা পরিধান করার ৭টি মাদানী ফুল

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

চার ভয়ঙ্কর স্বপ্ন (১)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তারপরও আপনি, এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিবেন। اِنْ شَآءَ اللّٰه এতে পরকালীন চিন্তার অমূল্য ভান্ডার আপনার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কাব رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বললেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যাবতীয় দোয়া কালাম বাদ দিয়ে আমি আমার সম্পূর্ণ সময় শুধুমাত্র আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠেই ব্যয় করব। **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “তা তোমার চিন্তাভাবনা দূরকরতে যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হবে।” (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) সংশোধনের রহস্য (কাল্পনিক কাহিনী)

সপ্তাহ যাবৎ ওয়ালিদকে মহল্লার মসজিদে প্রথম কাতারে জামাত সহকারে নিয়মিত নামায পড়তেও দেখা গেল। তার এ আমূল পরিবর্তন দেখে

(১) ২৬ সফর ১৪৩০ হিজরি মোতাবেক ২০০৯ ইংরেজি সাহরায়ে মদীনা বাবুল মদীনা করাচিতে অনুষ্ঠিত আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামীর** তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এ বয়ানটি প্রদান করেছেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে প্রকাশ করা হলো। --- **মজলিশে মাকতাবাতুল মদীনা।**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

অবাক হয়ে পড়ল মহল্লাবাসী। তার মধ্যে কিভাবে এল এ মাদানী পরিবর্তন! ওয়ালিদ ২৩ বছর বয়সী সে এক দুরন্ত যুবক, যার ছিল অডিও-ভিডিও'র ব্যবসা। খারাপ ছিল তার স্বভাব চরিত্র। শুধু তার পরিবার-পরিজন নয়, পাড়া পড়শিরাও তার গুন্ডামীতে অতিষ্ট ছিল। তাই তাকে হঠাৎ মসজিদে দেখে এলাকাবাসী অবাক না হয়ে পারল না। জুমা তো দূরের কথা, ঈদের নামাযেও তাকে মসজিদে দেখা যেত না। অবশেষে একদিন তার এক প্রতিবেশী সাহস করে তার এ মাদানী পরিবর্তনের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে তার নিকট জানতে চাইল তার এ সংশোধনের রহস্যময় কারণ। এ প্রশ্নের সাথে সাথে তার দু' চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল। অশ্রু ভরা চোখে সে জানাল, আমার পরিবর্তনের পেছনে যে রহস্যটা ছিল, তা হলো আমার এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। কিছু দিন আগের কথা। রাতে আমার অভ্যাস অনুযায়ী ভিসিআর-এ দাঙ্গা হাঙ্গামা পূর্ণ এক সিনেমা দেখে আমি বিছানায় শুয়ে পড়ি। কিন্তু জানি না, কি কারণে আমার চোখে ঘুম আসছিল না। দাঙ্গা হাঙ্গামাপূর্ণ নাটকের সচিত্র দৃশ্যাবলীও কিছুতেই আমার মস্তিস্কের পর্দা থেকে দূর হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিছানাতে পার্শ্ব পরিবর্তনের পর যখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি, তখন আমি স্বপ্ন জগতে চলে যাই। স্বপ্নের মধ্যেই আমি প্রচন্ড জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ি। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এমন সময় আমার নিকট আসে বিরাটাকার ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির এক কালো লোক। তার দেহের সমস্ত লোম কাঁটার মত খাড়া ছিল। তার নাক, মুখ, চোখ, কান সবকিছু থেকে আগুন বের হচ্ছিল। আসতে না আসতেই তোর লোহার হাত দিয়ে সে আমাকে তুলে শুন্যে নিক্ষেপ করল। আমি একটি ফুটন্ত তেলের ডেগে গিয়ে পড়ি। অতঃপর আমার জান কবজের পালা শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমাকে পাড়ি দিতে হয় শাস্তির বিভিন্ন ঘাট। কখনো মনে হচ্ছিল, তীক্ষ্ণ চুরি দিয়ে আমার শরীরের চামড়া খুলে ফেলা হচ্ছে, আবার কখনো মনে হচ্ছিল, আমার শরীর থেকে কাটাযুক্ত ডাল সজোরে টেনে বের করা হচ্ছে। কখনো অনুভূত হচ্ছিল, বড় কাঁচি দিয়ে আমার শরীরকে টুকরা টুকরা করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরাকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলা হয়েছিল, আমি চিৎকার করতে পারছিলাম না, নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আমার ওপর এ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ধারা চলতে থাকে। অবশেষে আমার প্রাণ বায়ূ বের হয়ে যায়। আমার পরিবার বর্গ আমার জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। সবাই বলাবলি শুরু করে দেয় ওয়ালিদের মত একজন স্বাস্থ্যবান যুবক অকালে মৃত্যুবরণ করল। অতঃপর আমার গোসল, কাফন, জানাযার নামায শেষে আমাকে একটি অন্ধকার কবরে দাফন করা হয়। **আল্লাহ**র কসম! এরকম অন্ধকার আমি জীবনেও দেখিনি। লোকেরা আমাকে দাফন করে চলে আসছিল। আর আমি তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। এ সময়ে কবরের দেয়াল নড়ে উঠল। লম্বালম্বা দাঁত দিয়ে কবরের দেয়াল ছিড়ে ভয়ঙ্কর আকৃতির দু’জন ফিরিশতা আমার কবরে এসে পড়ল। তাদের গায়ের রঙ ছিল কালো, চোখ ছিল কাল ও নীল। তাদের চোখ থেকে বের হচ্ছিল আগুন। তাদের কাল কাল ভয়ংকর চুলগুলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। তারা আমাকে হেঁচকা দিয়ে তুলে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় প্রশ্ন করা শুরু করে দিলো। হায়! আমার ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! এমন সময় বিকট আওয়াজে বলা হলো, সে বেনামাযিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দাও। অতঃপর কবরের দেয়াল সমূহ আমাকে চাপ দেয়া শুরু করে দিলো। আমার বাহু সমূহ ঠাসঠাস শব্দে চূর্ণ হয়ে একটির সাথে আরেকটি মিশে যেতে লাগল। আমার কাফন আগুনের কাফনে পরিণত করে দেয়া হলো। আমার নিচে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হলো। ইতিমধ্যে কবরে আমার খালাতো বোন এসে পড়ল, তার পাশে একজন সুদর্শন ফুটফুটে বালকও দাঁড়ানো ছিল। নিমিষের মধ্যেই তারা ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করল। তাদের হাতে দানব আকৃতির ড্রিল মেশিন গর্জে উঠল। এর ডান্ডা থেকে আগুনের ফুলকি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

www.dawateislami.net

বড় আওয়াজ হলো, খালাতো বোনের সাথে ওয়ালিদের প্রেম ছিল।(১) তার থেকে সে নিজের দৃষ্টিকে রক্ষা করত না। সুদর্শন বালক দেখলেও সে পাগল হয়ে যেত। কাম দৃষ্টিতে সে তার প্রতি তাকিয়ে থাকত, আনন্দে তার সাথে সাক্ষাৎ করত। সে নিজেও সিনেমা-নাটক দেখত। অপরকেও তা দেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করত। তার কুদৃষ্টি কাম লালসার স্বাদ মিটিয়ে দাও। তারা আর দেরী করল না। সাথে সাথে ড্রিল মেশিনের অগ্নিদন্ড আমার দু চোখে বিদ্ধ করে দিলো। যা কটকট আওয়াজে আবর্তিত হতে হতে আমার দু' চোখকে ভেদ করে মাথার পিছনের ভাগ দিয়ে বের হয়ে গেল। সাথে সাথে আমার সে সব ইন্দ্রিয়ের ওপরও ড্রিল মেশিনের তান্ডবতা চলতে থাকল। যা দ্বারা আমি আমার কাম লালসা চরিতার্থ করতাম। আমার ওপর এত নির্মম শাস্তির পরও আমি আমার চেতনা শক্তি হারালাম না, আমার দৃষ্টিশক্তি কম হলো না। এতো শাস্তি দেয়ার পরও শাস্তি ধারা থামল না, পুনরায় আওয়াজ হলো, সে গান বাজনা শোনার বড়ই আসক্ত ছিল। কখনো যদি দু'জন ব্যক্তি গোপন কথাবার্তা বলার চেষ্টা করত, সে তা শুনে নিত, আওয়াজ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ড্রিল মেশিন আমার কানের দিকে তাক করল। অতঃপর আমার কানেও ড্রিল মেশিনের অগ্নিদন্ড সজোরে প্রবেশ করল। দীর্ঘক্ষণ যাবত এ বেদনাদায়ক শাস্তি চলতে থাকল। পুনরায় আওয়াজ হলো, এ পাষন্ড পিতামাতাকে কষ্ট দিত। মুসলমানদের মনে আঘাত দিত। মিথ্যুক ছিল, মানুষকে ওয়াদা দিয়ে তা ভঙ্গ করত। রাগের বশীভূত হয়ে মানুষকে গালি গালাজ করত, মারধর করত। মানুষকে ভৎর্সনা করা, মানুষের সাথে উপহাস পরিহাস করা, চুগলখোরী করা, মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা, তাস খেলা, দাবা খেলা, লুডু ও ভিডিও গেমস খেলা, মাদক দ্রব্য সেবন করা এসব কিছু ছিল তার

(১) নামুহরিম মহিলাদের সাথে সাথে খালাতো, চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো বোন, শালি, ভাবিও পুরুষের নিকট পর্দা করতে হবে। অনুরূপভাবে মহিলাদের জন্য খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ভাই, দেবর ভাশুর পার্দা।

www.dawateislami.net

পছন্দনীয় কাজ। মানুষের হক আত্মসাৎ করা, অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করা, হারাম খাওয়া ইত্যাদিও ছিল তার চিরাচরিত স্বভাব। দাড়িও মুন্ডন করত, তার শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দাও। দেখতে দেখতে অনেক লম্বা লম্বা কালো কালো বিচ্ছু এসে আমাকে কামড়াতে লাগল এবং মুখের চামড়া ও মাংসের মাঝখানে ঢুকে আমাকে দংশন করতে থাকল। ভয়ঙ্কর অনেক কালো কালো সাপ ও তাদের বিষাক্ত ছোবলে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। আমি দুনিয়াতে যে সমস্ত জীব জন্তু ও কীটপতঙ্গকে ভয় করতাম (কুকুর, বিছা, ইঁদুর ইত্যাদি), সবই একে একে আমার নিকট এসে আমার সারা শরীরে আক্রমণ করতে থাকল। আমার কবর অগ্নিকুন্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এমন সময় কেউ আমাকে এক বড় আগুনের হাতুড়ি দিয়ে এমন সজোরে আঘাত করল, এতে আমি ধপাস করে পালঙ্ক থেকে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি আমার খাটের নিচে পতিত ছিলাম, আমার পরিবারের লোকেরা ভয়ে জাগ্রত হয়ে গেল। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে ছিল। যখন আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম আমি কান্না জড়িত কণ্ঠে আমার সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করে নিলাম। পিতা-মাতা এবং পরিবারের অপরাপর সদস্যদের রাজি করিয়ে নিলাম। সে রাতে ইশার নামায আদায় করে নিলাম। পরদিন থেকে যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম তাকবীরের সাথে জামাত সহকারে আদায় করতে লাগলাম। জীবনের কাযা নামাযও আদায় করতে লাগলাম। এক মুষ্টি দাড়ি রাখারও সংকল্প করে নিলাম। ভিডিও ব্যবসা বন্ধ করে দিলাম। যাদের যাদের হক ধ্বংস করেছিলাম তাদের সাথেও মীমাংসা করে নিলাম। যারা যারা আমার নিকট পাওনাদার ছিল, তাদের টাকা-পয়সাও চুকিয়ে দিলাম। إِنْ شَآءَ الله আমি একজন সৎ মুসলমান হয়ে সুন্নাতে ভরা জীবন যাপন করব। হায়! আমার সংশোধনের এ নিগূঢ় রহস্য যে সমস্ত আমলহীন মুসলমানের মনে রেখাপাত করবে তা তাদের সংশোধনেরও কারণ হয়ে উঠুক।

www.dawateislami.net

খুচ্ হাঁ! আয় বে-খবর হোনে কো হে, কব্ তলক গফলতে সাহর হোনে কো হে।
বাঁধলে তোশায়ে সফর হোনে কো হে, খতম হার ফরদে বশর হোনে কো হে।
একদিন মরনা হে আখির মওত হে, করলে যু করনা হে, আখির মওত হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত লোমহর্ষক কাল্পনিক কাহিনীটি নিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন এবং তা থেকে শিক্ষার মাদানী ফুল খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। তা থেকে শিক্ষাগ্রহণের পন্থা এটিও একটি যে, ঘটনাটি আপনার নিজের ক্ষেত্রেই ঘটেছে বলে আপনি ধরে নিন। অত:পর নিজকে নিজ এভাবে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকুন, আমাকে আরো একবার সুযোগ দেয়া হলো। তাই এখন থেকে পাপপূর্ণ জীবন যাপন বর্জন করে সুন্নাতে ভরা জীবন যাপনে মনোনিবেশ করতে হবে। অন্যথা সত্যিই যখন মৃত্যুর মারাত্মক যন্ত্রণায় আমি যখন ছটফট করতে থাকব, তখন তা থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথ আমি খুঁজে পাব না। হায়! মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করা যাবে না। মৃত্যুযন্ত্রণা সম্পর্কিত একটি হৃদয় বিদারক রেওয়ায়ত শুনুন এবং **আল্লাহ**র ভয়ে কাঁপতে থাকুন।

মৃতরা যদি বলে দিত

মৃত্যুর ভয়াবহতা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল ভয়াবহতার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভয়াবহ। তা করাত দিয়ে চেড়া, কাঁচি দিয়ে ছেদা এবং উত্তপ্ত হাড়িতে সিদ্ধ হওয়ার চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। যদি মৃতরা জীবিত হয়ে মানুষদের নিকট মৃত্যু যন্ত্রণার বর্ণনা দিত। তাহলে তাদের আরাম-আয়েশ সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে যেত এবং তাদের চোখের ঘুম চলে যেত।

(শরহুস সুদুর, পৃষ্ঠা ৩৩, মারকাযে আহলে সুন্নাত, বরকাতে রেযা আলহিন্দ)

হে ইয়াহা তুজ কো যানা একদিন, কবর মে হোগা ঠিকানা একদিন।
মুখ খোদা কো হে দেখানা একদিন, আব ন' গফলত মে গনওয়ানা একদিন।
একদিন মরনা হে, আখির মওত হে,
করলে যু করনা হে আখির মওত হে।

(২) মৃতের ব্যাকুলতা

জনৈক ডাক্তার বলেন, এক রাতে আমি একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নের মধ্যে আমি একটি কবরের ভিতরে ঢুকে পড়ি। দেখি কবরস্থ মৃতদেহটা ভয়ানকভাবে কাতরাচ্ছে। চিৎকার করার জন্য শত চেষ্টা করার পরও তার মুখ থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পর তার কাতরানি বন্ধ হলো এবং সে শান্ত হয়ে পড়ল। এমন সময় দেখি একজন লোক চাবুকের মত চকচকে একটি তার, তার প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো। যার যন্ত্রণায় সে মৃতদেহ আগের মত পুনরায় কাতরাতে লাগল। তার উপর এ বেদনাদায়ক শাস্তি দেখে আমি আর নিশ্চুপ থাকতে পারলাম না। আমি শাস্তিদাতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ মৃতদেহকে এত বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, সে তার পার্থিব জীবনে ব্যভিচারী ছিল। তাই মৃত্যুর পর থেকে তার ওপর এ শাস্তি চলতে থাকে। সে মৃত দেহের প্রতি আমার অন্তরে দয়ার সৃষ্টি হলো। এমন সময় দেখি কেউ আমাকে নিয়ে মাটির উপর শুইয়ে রাখল এবং ওরূপ ধারালো তার আমার প্রস্রাবের রাস্তা দিয়েও ঢুকিয়ে দিলো। আমি তীব্র যন্ত্রণায় পানিহীন মাছের মত ধড়ফড় করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর যখন আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আমি খুবই যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি। আমার বিছানা ভেজা ছিল। আমি মনে করলাম আমি ঘুমের মধ্যে বিছানাতে প্রস্রাব করেছি। কিন্তু গভীরভাবে যখন লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম আমার বিছানা ও বালিশ ঘামে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। আমি যখন উঠে প্রস্রাব করলাম, তখন আমার প্রস্রাব রক্তের মত লাল দেখা গেল। এ রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব ছয়মাস যাবৎ আমার মধ্যে দেখা গেল। এতে আমি খুবই দূর্বল হয়ে পড়ি। সব ধরনের ল্যাবরেটরি টেস্ট, হৃদপিন্ড, কিডনি, মূত্রাশয় ইত্যাদির এক্সরে করিয়েছি, অনেক ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করার পরও আমার রোগের কারণ ধরা পড়ল না, রোগও কমলনা। বরং দিন দিন আমার অবস্থা অবনতির দিকে যেতে লাগল। অবশেষে আমি চাকুরী থেকে দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে ঘরে

www.dawateislami.net

বিশ্রাম নিতে থাকি। যখন এতো ঔষধপত্র ও চিকিৎসাতেও কোনরূপ ফল দেখা গেল না, তখন আমি দোয়া ইস্তিগফারের দিকে প্রত্যাবর্তন করি। অবশেষে **আল্লাহ পাক** আমাকে সে রোগ হতে মুক্তি দান করলেন। এখনো পর্যন্ত সে মৃতদেহের আকুতি মিনতির/শাস্তির ভয়াবহতার কথা আমার মনে পড়লে ভয়ে আমার গা শিউরে ওঠে।

আগুনের মালা

উল্লেখিত ঘটনাটি কোথাও পড়েছিলাম। (কিন্তু হুবহু জানা থাকায়) সামান্য পরিবর্তন করে বর্ণনা করলাম। সত্যিই সে ঘটনাটিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **আল্লাহ**র ভয়ে কেঁপে উঠুন। যিনা ও যিনার আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহ তথা চোখের যিনা, হাতের যিনা, মনের যিনা, মস্তিষ্কের যিনা এবং সব ধরনের যিনা থেকে খাঁটি তওবা করে নিন।

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি তার চোখকে হারাম দৃষ্টিপাত দ্বারা পূর্ণ করে, **আল্লাহ পাক** তার চোখকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা পূর্ণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন আজনবি মহিলার সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়, **আল্লাহ পাক** তাকে কবর থেকে তৃষ্ণার্ত, কান্নারত, চিন্তিত এবং কালোমুখো করে উঠাবেন, তাকে একটি অন্ধকার স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। তার গলায় আগুনের মালা পরানো হবে, তার গায়ে আলকাতরার পোশাক পরানো হবে। না **আল্লাহ পাক** তার সাথে কথা বলবেন, না তাকে পবিত্র করবেন, বরং তার জন্য থাকবে বেদনাদায়ক শাস্তি।

(কুররাতুল উয়ুন মায়া রওদিল ফায়িক, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

যিনাকারীদের পরিণতি

মিরাজের রাতে **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তন্দুর মত একটি চুল্লির নিকট গমন করলেন। তিনি তাতে লক্ষ্য করে দেখলেন, তার মধ্যে কিছু উলঙ্গ নর-নারী ছিল এবং তাদের নিচ থেকে

www.dawateislami.net

আগ্নিশিখা বের হচ্ছিল। আর তারা কান্নাকাটি ও হা হুতাশ করছিল। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: তারা হলো ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১১৫, দারুল ফিকির, বৈরুত)

রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যদি পুরুষ পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তারা উভয়ই যিনাকার তথা ব্যভিচারী। আর যদি নারী নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তারা উভয়ই যিনাকারিনী তথা ব্যভিচারিনী।

(আস্ সুনানুল কুবরা, ৮ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭০৩৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

ব্যভিচারীকে পুরুষাঙ্গ বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে

"যাবুর কিতাবে" বর্ণিত আছে; ব্যভিচারীদেরকে তাদের পুরুষাঙ্গের দ্বারা জাহান্নামে ঝুলিয়ে রাখা হবে এবং লোহার ডান্ডা দিয়ে প্রহার করা হবে। যখন কোন ব্যভিচারী এ নির্মম শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাহায্য চাইবে, তখন ফিরিশতারা বলবেন, তোমার এ আওয়াজ তখন কোথায় ছিল, যখন তুমি উৎফুল্ল ছিলে, হাসিখুশিতে মতোয়ারা ছিলে। না তুমি **আল্লাহ পাকের** শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করেছ এবং না তাঁকে লজ্জাও করেছ। (কিতাবুল কাবায়ের, ৫৫ পৃষ্ঠা)

(৩) ভয়ঙ্কর বাঘ

জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, সে কোন এক জঙ্গল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ সে পেছনে কোন কিছুর আওয়াজ খেয়াল করল। পিছনে ফিরে দেখল, একটি ভয়ঙ্কর বাঘ তার অনুসরণ করছে। সে ভয়ে পালাতে শুরু করে দিলো। বাঘটিও তাকে তাড়া করছিল। কিন্তু তার পালানোর পথে একটি বিরাট গর্ত বাধা হয়ে দাঁড়াল। সে গর্তটিতে নজর করে দেখল, তাতে একটি বিরাট সাপ মুখ হাঁ করে বসে আছে। তখন সে অসহায় হয়ে পড়ল। আহা! এখন কি করবে! সামনে

www.dawateislami.net

বিষধর সাপ, পেছনে ভয়ঙ্কর বাঘ। এমন সময় একটি গাছের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। সে (নিরুপায় হয়ে) গাছটির ডাল ধরে ঝুলে রইল। কিন্তু বিপদের উপর বিপদ! সে দেখতে পেল, একটি সাদা ও একটি কাল ইদুর বসে বসে সে ডালটির গোড়া কাটছে। সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। আহা! এখনই তো ইদুর দুটি ডালটির গোড়া কেটে ফেলবে, আর আমি মাটিতে পড়ে যাব। অতঃপর আমি বাঘ ও সাপটির খাবারে পরিণত হবো। বাঁচার ফন্দি বের করার ভাবনায় সে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল। এমন সময় একটি মৌচাকের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। সে মৌচাকের মধু পানে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়ল, না তার মনে বাঘ ও সাপটির ভয় ছিলো, না ইঁদুর দু'টির কথা তার মনে ছিল। এমন সময় ডালটি ভেঙ্গে সে নিচে পড়ে গেল। বাঘটি এক লাফেই তাকে তার হিংস্র গ্রাসে নিয়ে ফেলল। সে তাকে ফেড়ে ছিড়ে (যা পারল তা খেল আর বাকীটুকু) গর্তে ফেলে দিল। সাপটিও সেগুলো গলাধকরণ করে তার পেট পূর্ণ করল। অতঃপর তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

উহা হে আয়েশ ও ইশরত কা কুয়ি মহল ভি, যাহা তাক মে হার ঘড়ি হো আজল ভি।
বচ্ আব আপনে ইচ্ জাহল ছে তু নিখল ভি, ইয়ে জিনে কা আন্দাজ আপনা বদল ভি।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে, ইয়ে ইবরত কি জা হায়, তমাশা নেহি হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই দুনিয়ার ভোগ বিলাস স্বপ্নের মত। যে এর কামনা বাসনায় মত্ত হয়ে পড়েছে। সে আসলেই অলসতার নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়েছে। মৃত্যু যখন তার দুয়ারে এসে পড়বে তখন তার নিদ্রা ভেঙ্গে যাবে। বর্ণিত স্বপ্নের কাহিনীটিতে জঙ্গল দ্বারা দুনিয়াই উদ্দেশ্য। ভয়ঙ্কর বাঘ দ্বারা মৃত্যুই উদ্দেশ্য। যা সর্বদা অনুসরণ করছে। গর্ত দ্বারা কবরই উদ্দেশ্য, যা সামনে অপেক্ষা করছে। সাপ দ্বারা মন্দ আমলই উদ্দেশ্য, যা কবরে দংশন করবে। দুটি সাদা ও কাল ইদুর দ্বারা দিন রাতই উদ্দেশ্য, যা আমাদের জীবন নামক ডালকে কাটছে। মৌচাক দ্বারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাসই উদ্দেশ্য, যার কামনা বাসনায় মত্ত হয়ে মানুষ বাঘ অর্থাৎ মৃত্যু, গর্ত অর্থাৎ কবর, সাপ অর্থাৎ মন্দ

আমলের শাস্তি এবং সাদা-কালো ইঁদুর অর্থাৎ দিন-রাতকে ভুলে গেছে। অথচ দিনরাত নামক সাদা ও কাল ইদুর দুটি বরাবরই জীবন নামক ডালটি কাটছে। যখনই কাটা শেষ হবে, তখনই সে মৃত্যুর শিকার হবে।

হুসনে জাহের পর আগর তু যায়েগা, আলমে ফানি ছে ধোকা কায়েগা।
মুনাক্কাশ সাপ হে, ডস যায়েগা, রহ না গাফেল, ইয়াদ রাখ পস্তায়েগা।
একদিন মরনা হে আখির মাওত হে, করলে যু করনা হে, আখির মাওত হে।

(৪) পুলসিরাতের ভয়াবহতা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এক চাকরাণী তার খিদমতে উপস্থিত হয়ে জানাল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হয়েছে এবং তার ওপর পুলসিরাতকে স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর তার নিকট উমাইয়া খলিফাদেরকে আনা হয়। সর্বপ্রথম উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক বিন্ মরওয়ানকে পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি পুলসিরাতে উঠলেন, কিন্তু দেখতে দেখতে জাহান্নামে পড়ে গেলেন। অতঃপর তার ছেলে ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিককে আনা হয়। তিনিও পুলসিরাতে উঠতে না উঠতে জাহান্নামে পড়ে গেলেন। এরপর সুলাইমান বিন আবদুল মালিককে আনা হয়। তাঁরও একই অবস্থা। তিনিও জাহান্নামে পড়ে গেলেন। সর্বশেষে হে আমিরুল মুমিনীন! আপনাকে আনা হয়। এতটুকু শুনামাত্র হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ভয়ে এমন এক চিৎকার দিলেন, চিৎকারে তিনি বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। চাকরাণী চিৎকার করে বলল: হে আমিরুল মুমিনীন! শুনুন! শুনুন! **আল্লাহ**র কসম! আমি দেখেছি, আপনি নিরাপদে পুলসিরাত পার হতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পুলসিরাতের ভয়াবহতায় এমনভাবে বেহুশ হয়ে পড়লেন, তিনি বেহুশ অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছটফট করছিলেন।

(ইহ্‌ইয়াউল উলূম, ৪র্থ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা, দারে সাদির, বৈরুত)

পুলসিরাত তরবারি চেয়েও অধিক ধারালো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী ছাড়া কোন ব্যক্তির স্বপ্ন শরীয়তের দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় না। তারপরও আপনারা দেখলেন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ পুলসিরাত অতিক্রম করার বিষয়ে কতই ভীত ও চিন্তিত ছিলেন। সত্যিই পুলসিরাতের বিষয়টা অত্যন্ত ভয়াবহ। পুলসিরাত চুলের চেয়েও অধিক চিকন এবং তরবারি চেয়েও অধিক ধারাল। পুলসিরাত জাহান্নামের পিঠের উপর হবে। **আল্লাহর** কসম! পুলসিরাতের বিষয়টা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক। প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতেই হবে।

সাহাবীর কান্নাকাটি

পুলসিরাত পার হওয়া সহজ নয়। আমাদের পূর্ববর্তীরা এ বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন থাকতেন। হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কে একবার কান্না করতে দেখে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন: ১৬ পারার সূরা মরিয়মে **আল্লাহ্ পাকের** এ বাণীটি আমার মনে পড়েছে;

وَ اِنۡ مِّنۡكُمۡ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ

(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়াম, আয়াত: ৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে দোযখ, অতিক্রম করবে না।

কেননা আমি জানি, আমাকে একদিন অবশ্যই তা দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু আমি জানিনা, আমি তা নিরাপদে পার হয়ে আসতে পারব কিনা?

(আল মুস্তাদারিক লিল হাকিম, ৪র্থ খন্ড, ৬৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৭৪৮। আত্ তাহবিফ মিনান নার, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

وَارِدُهَا এর অর্থ

সাহাবা কিরামদের খোদাভীতির প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ। সূরা মরিয়মের ৭১ নং আয়াতটিতে যে وَارِدُهَا শব্দ এসেছে তথা দোযখ অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে, হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا ও হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ প্রমূখদের মতে وَارِدُهَا শব্দটি دَاخِلُهَا অর্থে দোযখে প্রবেশ করাই উদ্দেশ্য প্রয়োগ হবে।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ১০ম খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬২২৭ এর ব্যাখ্যায়। আল বদুরুস সাফেরা, ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

পুলসিরাত পনের হাজার বছরের রাস্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় হোন। পুলসিরাত দীর্ঘযাত্রার পথ। হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়াজ رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: পুলসিরাত পনের হাজার বছরের পথ। উপরে উঠার পাঁচ হাজার বছরের রাস্তা, নিচে নামার ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার বছরের রাস্তা, সমতলে চলার ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার বছরের রাস্তা। পুলসিরাত চুলের চেয়েও অধিক চিকন এবং তরবারির চেয়েও অধিক ধারালো। যা জাহান্নামের পিঠের উপরে তৈরী করা হয়েছে। তা দিয়ে তিনিই সহজে পার হতে পারবেন, যিনি সর্বদা **আল্লাহর** ভয়ে অতি দূর্বল হয়ে যান। (আল বুদুরুস সাফিরা, ৩৩৪ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

পুলসিরাত পার হওয়ার দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করে দেখুন, তখন কী অবস্থা হবে! হাশরের ময়দানে যখন সূর্য সোয়া মাইল উপরে থেকে আগুনের বৃষ্টি বর্ষন করতে থাকবে, মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে, কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যাবে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়বে। এমনি এক কঠিন মুহুর্তে পুলসিরাত পাড়ি দেয়ার বিষয়টি। তা পার হওয়ার জন্য দুনিয়াবী শক্তিতে শক্তিমান কোন নরসিংহ কিংবা শৌর্য বীর্যে

বিক্রমশালী তেজস্বী কোন পালোয়ান বা শারীরিক অবকাঠামোতে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ কোন নও জোয়ানেরও প্রয়োজন হবে না। বরং হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়াজ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর বর্ণনা মতে, **আল্লাহর** ভয়ের কারণে অতি দূর্বল থাকা পুলসিরাত সহজে পার হবেন।

প্রত্যেককে পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, আমি আশা রাখি, যারা বদর যুদ্ধ ও হুদাইবিয়াতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন: আমি আরয করলাম; **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাক** কী এরূপ বলেননি?

وَاِنۡ مِّنۡکُمۡ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ کَانَ عَلٰی رَبِّکَ حَتۡمًا مَّقۡضِیًّا ﴿۷۱﴾

(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে দোযখ অতিক্রম করবে না। আপনার প্রতিপালকের দায়িত্বে এটা অবশ্যই স্থিরকৃত বিষয়।

প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি শুননি?

ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا وَّ نَذَرُ الظّٰلِمِیۡنَ فِیۡهَا جِثِیًّا ﴿۷۲﴾

(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর আমি ভয় সম্পন্নদেরকে উদ্ধার করে নেবো এবং যালিমদেরকে তাতে ছেড়ে দেবো নতজানু অবস্থায়।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪২৮১, দারুল মারিফাত, বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

পাপীরা জাহান্নামে পড়ে যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত রেওয়ায়ত থেকে জানা গেল, প্রত্যেককেই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। **আল্লাহ**র ভয় পোষণকারী মুমিনগণকে **আল্লাহ পাক** জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। আর পাপাচারী অত্যাচারীরা জাহান্নামে পড়ে যাবে। আহ! আহ! আহ! খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার! হায়! হায়! হায়! তারপরও আমরা অলসতার নিদ্রা হতে জাগ্রত হচ্ছি না।

দিল হায়ে গুনাহো ছে বেজার নেহি হোতা, মাগলুব শাহা নফসে বদকার নেহি হোতা।
ইয়ে শ্বাস কি মালা, আব বচ্ টুটনে ওয়ালি হে, গাফলত ছে মগর দিল কেউ বেদার নেহী হোতা।
গো লাখ করো কৌশিশ, ইসলাহ নেহী হোতি, পাকিজা গুনাহো ছে কিরদার নেহী হোতা।
আয় রবকে হাবিব আঁও, আয় মেরে তবিব আঁও আচ্ছা ইয়ে গুনাহো কা বিমার নেহী হোতা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানকে সমাপ্তির গিয়ে যাওয়ার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সুন্নাতে আম করে, দ্বীন কা হাম কাম করে, নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুতা পরিধান করার ৭টি মাদানী ফুল

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: (১) তোমরা বেশী বেশী জুতা পরিধান করো, কেননা মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আরোহী অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। (সহীহ মুসলিম, ১১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৯৬) (২) জুতা পরিধান করার আগে

তা ভালভাবে ঝেড়ে নেবেন। যাতে জুতাতে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ বা কঙ্কর ইত্যাদি থাকলে তা পড়ে যায়। (৩) জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পায়ের তারপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করবেন। আর খোলার সময় প্রথমে বাম পায়ের তারপর ডান পায়ের জুতা খুলবেন। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করে, সে যেন প্রথমে ডান পায়ের জুতা পরিধান করে, আর যখন জুতা খুলে, তখন যেন বাম পায়ের জুতাই আগে খুলে। যাতে ডান পা পরার সময় আগে এবং খোলার সময় শেষে থাকে। (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৫৫) ‘নুযহাতুল কারী’ নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, মসজিদে প্রবেশের সময় যেহেতু ডান পা মসজিদে আগে রাখতে হয়, আর বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করতে হয়। তাই মসজিদে প্রবেশের সময় বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা কঠিন। আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণিত মাসয়ালাটির সমাধান এভাবে দিয়েছেন যে, মসজিদে প্রবেশ করার সময় আগে বাম পায়ের জুতা খুলে তার উপর বাম পা রেখে তারপর ডান পায়ের জুতা খুলে ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। আর বের হওয়ার সময় আগে বাম পা বের করে জুতার উপর রেখে তারপর ডান পা বের করে ডান পায়ের জুতা পরিধান করে তারপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করতে হবে। (নুযহাতুল কারী, ৫ম খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক স্টল) (৪) পুরুষেরা পুরুষ সুলভ আর নারীরা নারী সুলভ জুতাই পরিধান করবেন। (৫) কেউ হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا কে বলল: জনৈক মহিলা পুরুষ সুলভ জুতাই পরিধান করে থাকে। তিনি বললেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালি নারীদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, হাদীস নং- ৪০৯৯) হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরিধান করা উচিত নয়, বরং যে সমস্ত বিষয়ে নারী পুরুষদের নিজ নিজ স্বকীয়তা বজায় রাখা অপরিহার্য, তাতেও একে অপরের চালচলন অনুকরণ করা শরীয়ত কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সুতরাং

পুরুষেরা নারীদের চালচলন অবলম্বন করতে পারবে না। আর নারীরাও পুরুষদের চালচলন অবলম্বন করতে পারবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৬৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) (৬) বসার সময় জুতা খুলে রাখবেন। কেননা, এতে পা আরাম পায়। (৭) জুতাকে অধোমুখী দেখা এবং তা চিৎ করে না রাখাও দরিদ্রতার একটি কারণ। তাই জুতা সর্বদা চিৎ করে রাখার প্রতি সচেষ্ট থাকবেন। 'দৌলতে বেযওয়াল' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে: যদি সারারত জুতা উল্টো করে রাখে, তাহলে শয়তান তাতে আসন পেতে বসে এবং তাকে তার সিংহাসনে মনে করে। (সুন্নী বেহেস্তি যেওর, ৫ম খন্ড, ৫৯৬ পৃষ্ঠা) ব্যবহারের জুতা উল্টা থাকলে তা ঠিক করে দিন।

বিভিন্ন রকমের হাজার হাজার সুন্নাত শেখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩০৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট 'বাহারে শরীয়াত' ১৬তম খন্ড এবং ১২০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট 'সুন্নাত ও আদব' নামক বই দুটি সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করাকেও নিজ জীবনে অপরিহার্য করে নিন।

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হলো মুশকিলে কাফিলে মে চলো, পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বিতীয় তলা থেকে শিশু নিচে পড়ে গেল

আপনাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদানী কাফিলার একটি চমৎকার মাদানী বাহার আপনাদের শুনাচ্ছি। বাবুল মদীনা করাচীর জনৈক ইসলামী ভাইয়েরই অনেকটা এরূপ বর্ণনা করেন: ১৪২৫ হিজরির মহরম মাসে আমার ভগ্নিপতি আশেকানে রাসূলদের সাথে ১২ দিনের মাদানী কাফিলাতে সফররত ছিলেন। তার সফরকালীন সময়ে তার দু'বছরের এক ছোট্ট মাদানী শিশু

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

দালানের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল। পাড়া পড়শীরা তা দেখে ঘাবড়িয়ে গেল এবং তার জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তারা তার দিকে দৌড়ে এল। তারা মনে করল, এত উচুঁ থেকে নিচে পড়লে সে শিশু তো বাঁচার কথা নয়। কিন্তু উপস্থিত সকলকে তাক লাগিয়ে দিল সে ছোট্ট মাদানী শিশুটি যখন কাঁদতে কাঁদতে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সকলের সামনে সে উঠে দাঁড়াল। পিতা যখন মাদানী কাফিলা থেকে ফিরে এসে তার মাদানী শিশুটিকে জীবন্ত ও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেলেন, তিনি **আল্লাহ**র অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। তিনি মনে করলেন এ সবই মাদানী কাফিলার বরকত। মাদানী কাফিলার এ জীবন্ত কারিশমা দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ নিয়্যত করে নিলেন, اِنْ شَآءَ الله প্রতি বছর ১২ দিনের মাদানী কাফিলাতে সফর করব।

রব হিফাযত করে, আওর কিফায়ত করে, গা তাওয়াক্কুল করে কাফিলে মে চলো।
হাদেছা হো কুয়ি, আরেজা হো কুয়ি, সব ছালামত রহে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রাস্তায় সফরকারীদের ওপর **আল্লাহ**র কী অপূর্ব রহমত। আসলে **আল্লাহ**র রহমত থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না। তাঁর কুদরত অসীম অশেষ। দ্বিতল থেকে নিচে পড়ে যাওয়া শিশুর অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** অপার মহিমারই জ্বলন্ত প্রমাণ। আসুন, এর চেয়েও আরো চমকপ্রদ একটি কাহিনী শুনুন।

কবর থেকে জীবন্ত শিশু বেরিয়ে এল

একদা এক ব্যক্তি তার এক ছেলে সহ আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আজম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দরবারে আসল। ছেলের আকৃতি হুবহু তার পিতার আকৃতির সাথে মিল ছিল। পিতা পুত্রের একাকৃতি দেখে হযরত

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

সায়্যিদুনা ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অবাক হয়ে বললেন, তারা পিতাপুত্রের মধ্যে আমি যে সাদৃশ্যতা দেখলাম, ইতিপূর্বে আমি আর কারো মধ্যে সেরূপ সাদৃশ্যতা দেখিনি। এতে ছেলের পিতা বলল, জাহাপনা! আমার এ ছেলেটির এক অদ্ভূত কাহিনী আছে। একদা আমি সফরে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম। তখন এ ছেলেটি তার মায়ের গর্ভে ছিল। আমার স্ত্রী আমাকে বললো, আপনি তো চলে যাচ্ছেন, কিন্তু গর্ভজাত সন্তানকে কার নিকট সোপর্দ করে যাচ্ছেন? আমি স্ত্রীকে বললাম, আমি তাকে **আল্লাহ্‌**র সোপর্দ করে যাচ্ছি। সফর থেকে ফিরে এসে দেখি আমার ঘর তালাবদ্ধ। খোঁজ খবর নেয়ার পর জানতে পারলাম, আমার স্ত্রী পরলোক গমন করেছে। আমি দোয়া দুরূদ, ফাতিহা ইত্যাদি পড়ার উদ্দেশ্যে তার কবরে গেলাম। কবরে গিয়ে দেখি তার কবরে ঝলঝলে অগ্নিবিম্ব। আমি ভাবলাম, আমার স্ত্রীতো পূণ্যবতী ছিল, তারপরও তার কবরে এ অগ্নিবিম্ব কেন? আমি অবশ্যই তার কবর খনন করে দেখব। যখন আমি কবর খনন করলাম তখন দেখলাম, তার মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদের মত ফুটফুটে এক মাদানী শিশু তার মৃত মায়ের চতুর্দিকে আনন্দে খেলা করছে। গায়েবী আওয়াজ এল, এটা সে বাচ্চা, যাকে তুমি সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে আমার সমর্পণ করে গিয়েছিলে। নাও, তোমার আমানত তুমি নিয়ে যাও, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকেও আমার সোপর্দ করে যেতে, তাহলে তাকেও তুমি ফেরত পেতে। (ফতুহাতুর রব্বানিয়া)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা